





# পালিপ্রকাশ

পালিভাষার সুগম ব্যাকরণ, পাঠাবলী ও শব্দকোশ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য  
রচিত

১৩৫৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ

১৩৫৮

প্রকাশক শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য  
“ব্রহ্মবিহার” ৩৮/২বি গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা  
মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ  
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬  
প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়  
২ বঙ্কিম চাট্‌জেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

যো খো সো অগ্গপুগ্গলো লোকে  
মম পালিবিজ্জায় পোথকস্স চেতস্স পচ্চয়ে

তস্স

সিরিরবিন্দনাথস্স

মহতিয়া কতঙ্কুতায়

চুল্লং অভিঞাণস্তীদং

পীতিয়া চ ভত্তিয়া চ সমপ্পিতং



## দ্বিতীয় মুদ্রণের নিবেদন

১৩১৮ সালের ভাদ্র মাসে এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, আর আজ এত বৎসর পরে ইহা পুনর্বীর ছাপান হইল, যদিও বহু দিন ইহাতে পাঠকদের মধ্যে ইহার চাহিদা ছিল। জানা গিয়াছে অনেকে ইহা পড়িয়া উপকার পাইয়াছেন।

ইহা পুস্তকখানির দ্বিতীয় মুদ্রণমাত্র, সংস্করণ নহে। ঠিক সংস্করণ বলিতে দোষের অপনয়ন ও গুণের স্থাপন বুঝায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে ইহার কিছুই করা হয় নি। প্রথম মুদ্রণে পালি অংশ দেবনাগরে ছাপা হইয়াছিল, এবং তাহা ভালই ছিল, কিন্তু পুনর্মুদ্রণে সমস্তই বাঙলায় হরপেই ছাপা হইয়াছে। এই ছাপান এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হইয়াছে যে বলিবার নহে। ইহা বর্ণনা করিয়া লাভ নাই। আমার হ্রদ্বাগ্য, ছাপার ভুল এত বেশী থাকিয়া গিয়াছে যে, ইহা কোনরূপেই উপেক্ষণীয় ও সহনীয় নহে, বিশেষত আমার এই শেষ বয়সে। ছাত্রদের হাতে ইহা দেওয়া কিছুতেই চলে না, ইহা আমি অতি-সম্পদভাবে দেখিতেছি। তথাপি দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার দিকে তাকাইয়া ইহার প্রকাশে আমাকে সন্মতি দিতে হইয়াছে। পাঠকদের নিকট ক্ষমা চাই। সংশোধন ও সংযোজন দেখিয়া তাঁহারা পাঠের পূর্বে ভুলগুলি শোধন করিয়া লইবেন।

পালি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বমত পরিত্যাগ করিয়া নূতন কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছি (প্রবেশক, পৃ. ৬-৮)। প্রবেশকের মধ্যে আরো কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।

“ব্রহ্মবিহার”,  
কলিকাতা।

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৮।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য



## প্রথম সংস্করণের নিবেদন

প্রায় সাতবৎসর পূর্ণ হইতে বাইতেছে, আমি যখন কাশী হইতে এই ত্র্যমাসিক্যাপ্রমে অধ্যাপক হইয়া আগমন করি, তখন স্নেহান্দ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই আশ্রমেই উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যসমূহ পড়িতেছিল, এবং তাহাদের সংযুক্ত অধ্যাপনার ভার আমার উপরে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধান্দ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সময় আমাকে বলিয়াছিলেন “ভারতবর্ষের বৌদ্ধ যুগের ভাল ইতিবৃত্ত এখনও উদ্ধৃত হয় নাই, এবং তজ্জন্ত কেহ সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না। আমার ইচ্ছা আপনার ছাত্রদ্বয়কে আমি সেইদিকেই নিযুক্ত করিব। কিন্তু পালিসাহিত্য না জানিলে ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না। অতএব আপনি নিজের পালি অধ্যয়ন করুন, এবং এরূপ একখানি ব্যাকরণ বাঙলায় লিখুন, বাহাতে আপনার ছাত্রদ্বয়কে আপনি সহজেই পালি শিক্ষা দিতে পারেন।” তদনুসারেই আমি পালি আলোচনা করিতে আরম্ভ করি ও এই ব্যাকরণখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

এই ব্যাকরণখানি সংকলন করিবার জন্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়াছি এবং প্রভূত উপকার পাইয়াছি :—

১. কচ্চারনবৃত্তি।
২. মহারূপসিদ্ধি।
৩. ঐ টীকা।
৪. বালাবত্তার।
৫. Pali Grammar by Charls. Duroiselle.
৬. Pali Grammar by E. Müller.
৭. Pali Grammar by Tha Do Oung.
৮. Hand Book of Pali by O. Frankfurter.
৯. নামমালা by Waskadwe Subhuti.
১০. রূপমালাবল্লনা ভদন্তসরগঙ্করসঙ্ঘরাজ-কৃত।

১১. ধাতুসংস্কৃতি।

১২. A Dictionary of the Pali Language by R. C. Childers.

এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাদিগকে আমি শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছি, ইঁহারা পুস্তকরূপে উপদেশ দিয়া আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে ইঁহাদের ঐ সকল পুস্তক আমার পালি শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

সংস্কৃতের সহিত পালির অনেক সাদৃশ্য আছে, তাই সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই পালি শিক্ষা করিতে পারেন। পালির কারক, সমাস প্রভৃতি অনেক বিষয় অনেকটা সংস্কৃতের মত। এইজন্য তৎসমুদয় এই পুস্তকে সবিস্তর আলোচিত হয় নাই; বাহ্য বিশেষ-বিশেষ আছে, কেবল তাহাই সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, পাঠক অনায়াসে তাহা সংস্কৃতের আদর্শে জানিয়া লইতে পারিবেন।

প্রাকৃতপ্রকাশ প্রভৃতিতে প্রথমে যেরূপ শব্দ পরিবর্তনের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, যুক্তিযুক্ত বোধে এই পুস্তকেও তদনুসারে সাধারণকল্পে সেইরূপ করা হইয়াছে। যে সকল পরিবর্তনের কোন নিয়ম বাহির করিতে পারি নাই, সাধারণ কল্পের শেষে তাহার পরিষ্কৃতরূপে তাহাদের কেবল পরিবর্তন মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সন্ধিসমূহের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। শব্দ ও ধাতু-প্রকরণে সমস্ত নিয়ম বা সূত্র দেওয়া হয় নাই, কেননা সাধারণ পাঠকবর্গের তাহাতে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সংক্ষেপে যে নিয়ম দর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পুস্তকের শেষে একটি পাঠাবলী দিয়াছি। ইহাতে পাঠক সহজ ও শব্দ, এবং গুণ ও পদ্য সব রকমই রচনা দেখিতে পাইবেন। পাঠাবলীর সমস্ত বাক্যই কোনো না কোন প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ হইতে সংকলিত, আমার নিজের রচনা একটিও নহে, বুদ্ধেরা সাধারণত যে সব স্তুতি-বন্দনা করেন, পাঠের মধ্যে তাহাও দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীভাবনা প্রসিদ্ধ, ইহাও এখানে সংকলিত হইয়াছে। জাতকের অন্ত্যস্ত গল্পের মধ্যে দশরথজাতকও

উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠাবলীতে যে সকল শব্দ পদ আছে, তাহাদের অর্থ নির্দেশ করিয়া একটি শব্দকোষ যোজিত হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এই শব্দকোষে প্রায়ই মূলের বিভক্ত্যন্ত পদই দ্রুত হইয়াছে, নাম বা প্রাতিপাদিক দ্রুত হয় নাই।

পালি ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারীর সুবিধা হইবে মনে করিয়া দুইটি সূচীপত্র দিয়াছি; ইহাতে পালিশব্দ সংস্কৃতে, এবং সংস্কৃতশব্দ পালিতে কিরূপ পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

পালি ও প্রাকৃত সম্বন্ধে অনেক কথা প্রবেশকে আলোচনা করা হইয়াছে, পাঠক ইহা হইতে পালিভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। ইহাব কোন কোন অংশ পূর্বে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল।

যে রূপ অভিজ্ঞতা লইয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়, এই লেখকের তাহার কণাও নাই, অতএব ইহাতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও পুস্তকখানিকে ভাল করিয়া শোধন করিতে পারি নাই; ভ্রম, প্রমাদ, বা অজ্ঞতায় স্থানে স্থানে কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। চোখে যাহা পড়িয়াছে, সংশোধন ও সংযোজনে উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ পড়িবার পূর্বে তাহা দেখিয়া বইখানা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। যে ত্রুটি সহজেই বুঝিতে পারা যায় তাহা উপেক্ষা করিয়াছি।

রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ এই পুস্তকখানি স্বকীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়কেই গৌরবিত করিয়াছেন। ঐ পরিষদের স্বেচছা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় আদর্শরূপে এই পুস্তকের কিয়দংশ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ রহিলাম। বেঙ্গল গ্রাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্ এ মহাশয় তাঁহাদের কলেজ হইতে E. Müller-এর পালিব্যাকরণখানা কিছুদিন আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত কলেজ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বিরত হইতে পারি না ; কেননা তাঁহারই প্রবর্তনা ও উৎসাহে আমি পালি-আলোচনার নিযুক্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কথা ও পরামর্শ অনুসারে এই বইখানা রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে তিনি বিবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া না দিলে পুস্তকখানির রচনা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধিত ব্যাকরণখানি আমার বখাশক্তি রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিলাম বলিয়া মনে এক আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীমান্ রবীন্দ্র ও সন্তোষেরই পালিশিকার জন্ত এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এখন যদিও তাহাদের শিকার গতি অন্তরিক্তে গিয়াছে, তথাপি যদি কখনো তাহারা ইহা দ্বারা ঐ ভাবায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে। ইতি

শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম,  
বোলপুর।  
১৬ই ভাদ্র, ১৩১৮

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

## সাংকেতিক অক্ষর

অ. কো.	অমরকোষ
অ. চি.	অভিধানচিহ্নামণি
অ. প অথবা অতি. প.	অভিধানপ্ৰদীপিকা ( সিংহল )
অ. সা.	অথশালিনী ( P.T.S. )
অথ. স.	অথর্কবেদসংহিতা
আ. ক.	আর্য্যাবলোকনসূত্র
আ. ধ. সূ.	আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র
উ. ধা.	আর্য্যরত্নউকাধারনী
ঋ. প.	ঋক্‌পরিশিষ্ট
ঋ. প্রা.	ঋক্‌প্রাতিশাখ্য
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
ক. ম.	কপ্পুরমঞ্জরী
ক. ব. অ.	কথাবথু-অথকথা ( P.T.S )
ক. বি.	কজ্জাবিতরনী ( সিংহল )
কা. শ্রো.	কাত্যায়নশ্রোতসূত্র
কা. সূ.	কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি ( বামন )
কু. চ.	কুমারপালচরিত
গো. ব্রা.	গোপথব্রাহ্মণ
চ. প্র.	চন্দ্রপ্রদীপসূত্র
চু. ব.	চুল্লবগ্গ ( বিনয় )
তৈ. অা.	তৈত্তিরীয়-আরণ্যক
তৈ. প্রা.	তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য
তৈ. ব্রা.	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ
তৈ. স.	তৈত্তিরীয়সংহিতা
দা. ব.	দাঠাবংস ( কুমারস্বামী )

দে. ভা.

ধ. চ.

ধ. প.

ধা. ম.

না. মা.

না. শা.

নি.

নিঘ.

পা.

প্রা. প্র.

প্রা.

প্রা. ল.

বা., অথবা বালা.

ভ. চ.

ভা.

ভা. বি.

ম. নি.

ম. পু.

ম. ব.

ম. সি.

মহা.

মু. ক.

বা. স.

যো. শা.

রামা.

ল. বি.

বা. স.

বি. কী.

দেবীভাগবত

ধম্মচক্কপবত্তনমুত্ত

ধম্মপদ ( Fausböll )

ধাতুমক্সা

নামমালা (মুতুতি)

নাট্যশাস্ত্র (ভরত)

নিরুত্ত

নিঘণ্টু

পাগিনি

প্রাকৃতপ্রকাশ

প্রাতিমোক্স

প্রাকৃতলক্ষণ

বালাবতার

আর্য্যভট্টচর্য্যাগাথা

শ্রীমদ্ভাগবত

ভামিনীবিলাস

মহাপরিনিব্বানমুত্ত

মৎস্তপুরাণ

মহাবংস (Turnour)

মহারূপসিক্তি

মহাভারত

মৃচ্ছকটিক

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

যোগশাস্ত্র, (হেমচন্দ্র, সোসাইটি)

রামায়ণ

ললিতবিস্তর

বাজসনেয়িসংহিতা

বিমলকীর্ত্তিনির্দেশ

বি. পু.	বিষ্ণুপুরাণ
বি. ম.	বিশ্বক্ৰিমঙ্গ
বিক্রমা.	বিক্রমাকচরিত
শত. ব্রা.	শতপথব্রাহ্মণ
শি. স.	শিক্ষাসমুচ্চয়
শি. সং.	শিক্ষাসংগ্রহ (কালী)
শু. প্রা.	শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য
স. সা.	সংক্ষিপ্তসার (প্রাকৃতপাদ)
সা. বং.	সাপনবংস (P. T. S)
সু. ভা.	সুবর্ণপ্রভাসহত্র
সু. বি.	সুমঙ্গলবিলাসিনী ( P. T. S)
হে. চ.	হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃতব্যাকরণ
B. A.	Baudha Adehella ( Ceylone, 1904 )
C. D.	Pali Grammer by Charls. Durioselle
E. M.	Pali Grammar by E. Müller
F. F., H. P	Hand Book of Pali by O. Frankfurter.
Jat.	Jatakas, ed. by V. Fausböll
M S.	A Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS, in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol III 1906
Pat.	প্রাতিমোক্ষ ( Minayeff )

T. D.

Pali Grammar

by The Do Oung.

উ.

উত্তম পুরুষ

এক.

একবচন

চ.

চতুর্থী বিভক্তি

তু.

তৃতীয়া বিভক্তি

দ্বি.

দ্বিতীয়া বিভক্তি

প.

পঞ্চমী বিভক্তি

প্র.

প্রথম বিভক্তি

বহু.

বহুবচন

ষ.

ষষ্ঠী বিভক্তি

স.

সপ্তমী বিভক্তি

সম্বোধ.

সম্বোধন

প্র.

প্রথম পুরুষ

ম.

মধ্যম পুরুষ

## অনুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রবেশক	(১) — (৮৭)
সাধারণকল্প	১ — ৫১
সঙ্ক্ষিপ্ত	৫২ — ৬৭
নামকল্প	৬৮ — ১৩৫
বিভক্তির রূপ	৬৮
স্বরাস্ত শব্দ	৬৮ — ৯৩
পুংলিঙ্গ	৬৮ — ৮০
স্ত্রীলিঙ্গ	৮০ — ৮২
ক্লীবলিঙ্গ	৮০ — ৯৩
ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ	৯৩ — ১১১
পুংলিঙ্গ	৯৩ — ১০৭
ক্লীবলিঙ্গ	১০৭ — ১১১
সর্বনাম	১১১ — ১২৪
সংখ্যা শব্দ	১২৫ — ১৩৫
আখ্যাতকল্প	১৩৬ — ১৯২
বস্তুমানা ( লট )	১৩৮ — ১৫৪
ভাদি	১৩৮ — ১৪২
অদাদি	১৪২ — ১৪৫
ভূদাদি	১৪৫
দিবাদি	১৪৫ — ১৪৬
কৃদাদি	১৪৭
স্বাদি	১৪৭ — ১৪৯
ক্র্যাদি	১৪৯ — ১৫০
ভনাদি	১৫০ — ১৫১

জুহোত্যাদি	১৫১—১৫৩
চুরাদি	১৫৩—১৫৪
পঞ্চমী ( লোট্ )	১৫৪—১৫৭
সত্তমী ( বিধিলিঙ্ )	১৫৭—১৬২
পরোক্ষা ( লিট্ )	১৬২—১৬৪
ভবিষ্যন্তী ( ল্ ট্ )	১৬৫—১৬৯
কালান্তিপত্তি ( ল্ ট্ )	১৭০—১৭১
হীমন্তনী ( ল্ ট্ )	১৭১—১৭৪
অজ্ঞতনী ( ল্ ট্ )	১৭৪—১৮৩
পিজন্ত	১৮৩—১৮৬
সনন্ত	১৮৬—১৮৭
যঙন্ত ও যঙ্ লুগন্ত	১৮৭—১৮৮
নামধাতু	১৮৮—১৮৯
কর্ম ও ভাব-বাচ্য	১৮৯—১৯২
<b>সঙ্কীর্ণকল্প</b>	১৯৩—২১২
অব্যয়	১৯৩—২০১
উপসর্গ	১৯৩—১৯৫
সর্কনামঘটিত	১৯৫—১৯৬
বিভক্ত্যর্থপ্রকাশক	১৯৬—১৯৭
অস্ত্যন্ত	১৯৮—২০১
কৃদন্ত	২০১—২০৯
কারক	২০৯
সমাস	২০৯—২১০
তদ্ধিত	২১০—২১২
ঐপ্রত্যয়	২১২

## পালিগাঠাবলী

## প্রথমবর্গ

## দ্বিতীয়বর্গ

রত্ননন্তরাভিবাদনং

বুদ্ধবন্দনা

ধম্মবন্দনা

সত্ত্ববন্দনা

দশ অকুসলধম্মা

নিচপচবেদ্ধাধম্মা

মেত্তাভাবনা (ক)

,, (খ)

,, (গ)

দসসীলং

মজ্জিমা পটিপদা

চত্তারি অরিয়সচ্চানি

## তৃতীয়বর্গ

সম্মবজ্জাতকং

গিরিদত্তজাতকং

একপম্মজাতকং

ইল্লীসজাতকং

দসরথজাতকং

আলবক স্তুতং

## শব্দকোষ

## সূচী (সাধারণ কল্প)

সংস্কৃত হইতে পালি

পালি হইতে সংস্কৃত

প্রবেশকের প্রধান-প্রধান

বিষয়ের সূচী

২১৩-২৪৮

২১৩-২২২

২২৩-২৩০

২২৩

২২৩-২২৪

২২৫

২২৫

২২৬

২২৬

২২৬-২২৭

২২৭

২২৭-২২৮

২২৮

২২৮-২২৯

২২৯-২৩০

২৩০-২৪৮

২৩০-২৩১

২৩১-২৩২

২৩২-২৩৫

২৩৫-২৪১

২৪১-২৪৬

২৪৬-২৪৮

২৪৯-২৬৯

২৭০-২৮১

২৭০-২৭৬

২৭৭-২৮১

২৮২-২৮৪



## প্রবেশক

পাঠকগণের নিকট অত্ন যে ভাষার এই ব্যাকরণখানি উপস্থিত  
হইতেছে, তাহার নাম পা লি। কেন এই  
পালিতাভার নাম পালি ভাষার নাম পা লি হইল? এই প্রশ্ন সাধারণতই  
হইল কেন? পাঠকের চিত্তে উদ্ভিত হইবে। অতএব তৎসম্বন্ধে  
এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

আলোচ্য স্থলে সংস্কৃতের ত্রায় পালিতেও পা লি শব্দের মূল অর্থ  
পঙ্ক্তি, বীথি, বা শ্রেণী প্রভৃতি।<sup>১</sup> পালিতে পূর্বাচাৰ্য্য-  
পালি শব্দের মূল অর্থ গণ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তি  
পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিতে বা বুঝাইতে হইলে সাধারণত পঙ্ক্তি-  
বাচী অপর শব্দ প্রয়োগ না করিয়া পা লি শব্দই প্রয়োগ করিতেন। সংস্কৃত-  
সাহিত্যে এখনো দেখা যায় যে, লেখক ও পাঠকগণ কোন মূল গ্রন্থ উদ্ধৃত  
করিতে বা বুঝাইতে হইলে “তথা চ সূত্রপঙ্ক্তিঃ” ইত্যাদিরূপে  
পঙ্ক্তিশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কখনো কখনো আবার মূলগ্রন্থ বুঝাইতে কেবল পঙ্ক্তি শব্দও প্রযুক্ত  
হয়। ইহা সংস্কৃতের অধ্যাপক ও ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে  
মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পঙ্ক্তি-সুপ্রসিদ্ধ।<sup>২</sup> বৌদ্ধ সাহিত্যেও এইরূপ পালি শব্দটি  
শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রের অক্ষরপঙ্ক্তি, অথবা মূলমাত্রকে বুঝাইতে  
প্রযুক্ত হইত। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির অর্থ পর্যালোচনা করিলেই ইহা  
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

১। “পালিত্রায়পঙ্ক্তিবু”—অ. কো. ৩.১২৭; “পন্থি বীথ্যাবলিসেনি পা লি রেখা  
তু মালি চ”—অভিধানমগদীপিকা, ৫৩২।

২। “পা লি: সেতু: পঙ্ক্তিস্চ”; লি অ. ৭; “কৌটলীয়ার্ধশাস্ত্রপঙ্ক্তিরদাহত  
দৃষ্টতে”—কৌটলীয়ার্ধশাস্ত্র, উপাদ্যাত।

“খেরিয়াচরিত্তা সকেব পা লিং বিয় তমগ্গহং”—হবির ও আচার্য্যগণ সকলেই তাহা (বুদ্ধবোধ-কৃত অর্থকথাকে) পা লি র শাস্ত্রপদ্ধতি বা মূলশাস্ত্র (অর্থাৎ শাস্ত্রের পদ্ধতি বা মূল) দ্বারা গ্রহণ বুঝাইতে পালি-শব্দের প্রয়োগ করিলেন।”<sup>৩</sup> “পিটকত্তর পা লি ক তস্ম অট্টকথক তং”—পিটকত্রয়ের পা লি (পদ্ধতি বা মূল) ও তাহার সেই অর্থকথাকে :৪ “পা লি মত্তং ইধানীত্তং নথি অট্টকথা ইধ” —কেবল পা লি (পদ্ধতি বা মূল) এখানে আনীত হইয়াছে, অর্থকথা(ভাষা) আনীত হয় নাই।<sup>৫</sup> “পা লি মাহাভিধম্মসং”—তিনি অভিধর্মের পা লি (পদ্ধতি বা মূল) বলিলেন।”<sup>৬</sup> “নেব পা লি যং ন অট্টকথায়ং দিসুসত্তি”—পা লি তে ও (পদ্ধতি বা মূলেও) দেখা যায় না, অর্থকথাতেও দেখা যায় না।”<sup>৭</sup> “যো পন অথমেব সম্পাদেত্তি ন পা লিং”—আর যে ব্যক্তি কেবল অর্থই অধিকার করেন, পা লি (পদ্ধতি বা মূল) আয়ত্ত করেন না।”<sup>৮</sup> “এবং পালিং বৃত্তনয়েন”—এইরূপে পা লি তে (পদ্ধতি বা মূলে) উক্ত প্রকারে।”<sup>৯</sup> “ইমিস্সা পন পা লি য়া এবমথো বেদিত্তেববা”—আর এই পালির (পদ্ধতি বা মূলের) অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে।”<sup>১০</sup> “ইতি আদিসু অয়ং পা লি”—ইত্যাদি বিষয়ে পা লি (পদ্ধতি বা মূল) এই।”<sup>১১</sup> “সেসং যথা পালিং এব নিয্যাতি”—অবশিষ্ট (তাৎপর্য্যার্থ) যেমন পা লি তে (পদ্ধতি বা মূলেই) তেমনিই প্রকাশিত।”<sup>১২</sup> “জল্পদীপে পন আবুসো পা লি মত্তং অথি, অট্টকথা পন নথি”—ওহে, জল্পদীপে কেবল পা লি (পদ্ধতি বা মূল) আছে, অর্থকথা (ভাষা বা ব্যাখ্যা) নাই।<sup>১৩</sup>

উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রদর্শিত ভাবে পা লি শব্দ প্রথমত বৌদ্ধ শাস্ত্রের পদ্ধতি বা মূলশাস্ত্র ত্রিপিটক ও তৎসম্বন্ধ অন্যান্য গ্রন্থ বুঝাইতে পা লি শব্দের প্রয়োগ দ্বীপে ত্রিপিটকের সহিত সম্বন্ধ অর্থকথা, এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ যে-কোন

৩। ম. ব. ২৫৭ পৃ.।

৪। ঐ ২০৭ পৃ.

৫। ঐ ২৫১ পৃ.।

৬। ঐ ২৫১ পৃ.।

৭। সম্মলকিলাসিনী।

৮। ধ. প. ৪ ২।

৯। ক. ব. ১১২ পৃ.।

১০। বি. ম. ১৫ পৃ.।

১১। বি. ম. ১৫ পৃ.।

১২। ক. ব. অ. ১৫৮, ১৬৯ ইত্যাদি।

১৩। সা. ব. ৪১ পৃ.।

গ্রহই পা লি শব্দে অভিহিত হয়। যেমন মূল, সংহিতা ও তৎসম্বন্ধ গ্রন্থের

উভয়ই বেদ বলিয়া গৃহীত; অথবা যেমন আশ্রয়  
তথ্যবস্তু

প্রাচীন মহুপ্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র এবং তৎসম্বন্ধ আধুনিক  
গ্রন্থকারের গ্রন্থ, উভয়কেই স্থিতি বলিয়া থাকি, বৌদ্ধ সাহিত্যে সেইরূপে  
এখনে ত্রিপিটক, তাহার পর তাহার অর্থকথা, এবং তদনন্তর তৎসম্বন্ধ

অপর গ্রন্থসমূহও পা লি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।  
ত্রিপিটকাদির সহিত  
কিংশবসন্ধ না থাকিলে  
কোন গ্রন্থ পূর্বে পা লি  
বলিয়া গণ্য হইত না  
কিন্তু যে সকল গ্রন্থের সহিত পা লি র বা মূলের  
( ত্রিপিটকাদির ) কোনো বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না,  
তৎসমুদয় তখন পা লি নামে গৃহীত হয় নাই, কেবল

গ্রন্থ বলিয়াই তাহার পরিচিতি হইত। ১৪

মূল শাস্ত্র পা লি বলিয়া যে ভাষায় ঐ মূল বা পা লি লিখিত ছিল,

তাহা পা লির ভাষা; এবং সেই জন্তই ঐ ভাষা পা লি  
মূলশাস্ত্রের নাম পালি  
বলিয়া ভাষার নাম  
পা লি ভাষা অথবা  
পা লি  
ভাষা বলিয়া পরবর্তী কালে অভিহিত হইয়াছে। ১৫  
আবার কালক্রমে এই পা লি ভাষা সংক্ষেপে কেবল  
পা লি শব্দের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যখন এইরূপে পা লি ভাষা অথবা কেবল পা লি বলিয়া একটি ভাষা

প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন ত্রিপিটক ও অর্থকথাদির  
পালিতে রচিত সমস্ত  
গ্রন্থেরই নাম পা লি  
হইবার কারণ  
সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐ ভাষায় রচিত সমস্ত  
গ্রন্থেরই পা লি নাম গ্রহণে কোনো বাধা থাকিল না।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে যে, পা লি ভাষা  
শব্দের আদিম অর্থ পা লি র অর্থাৎ বৌদ্ধ মূলশাস্ত্রের ভাষা।

কেন পালিকে পা লি বলা হয়, এ সম্বন্ধে এক খানি ব্যাকরণে ১৬ আছে

“সদ্ব্যং পালেতীতি পালি” অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে  
পালি শব্দের  
সুপত্তি কী?  
পালন করে বলিয়া তাহা পা লি। ইহা কোন  
বৈয়াকরণের কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। কেবল একটি

১৪। “এতে (মহাবংস-প্রভৃতি) পা লিমুক্তকবসেন বৃত্ততা গচ্ছা ত্ত রা তি  
বৃত্ততি”—সি. ব. ৩৪। ১৫। “ইচ্চৎ পা লি ভাষায় পরিগৃহীতঃ পরিবর্তেবা”—৩১ পৃ।

১৬। Quoted by Childers in his Pali Dictionary, p. 322, from  
a MS.

বুৎপত্তি দেখাইলেই হয় না, উহাতে যুক্তি থাকা দরকার। এখানে কোন যুক্তি নাই।

একস্থানে পড়িয়াছিলাম পল্লীর ভাষা পা লি ভাষা। পল্লী হইতে পা লি হইয়াছে। ইহা অনুসরণকারীরা বলিবেন, পালি যখন প্রাকৃতের মধ্যে গণনীয়, এবং প্রাকৃত হইতেছে গ্রাম্য লোকের, পল্লী বা পাড়ারগের লোকের ভাষা, তখন ঐ ভাষার নাম পল্লীগ্রাম বা পাড়ারগার নামে প্রসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে।

আবার কেহ বলেন, মগধে বিপুলভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, এবং মগধের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। অতএব পাটলিপুত্রেরই ভাষার যে, ঐ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। পাটলিপুত্রের সেই কালের ভাষারই নাম পালিভাষা, এবং পা ট লি শব্দের অপভ্রংশ পা লি।

এই উত্তর মতেই কোন যুক্তি নাই। দ্বিতীয় মতে, যাহারা বলেন, পাটলিপুত্রের ভাষা পালি, এবং পা ট লি শব্দ হইতে পা লি, তাঁহাদের একটা কথা মানিতে পারা যায় যে, এক সময়ে পাটলিপুত্রের ভাষা ছিল পালি। কিন্তু পা ট লি হইতে পা লি হইয়াছে ইহা বলা যায় না। যদি বা প্রাকৃতের বিচিত্র পরিবর্তনে পা ট লি শব্দ পা লি এই আকার ধারণ করিতে পারে, তথাপি তাহাতে কোন যুক্তি নাই। মগধের পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে মগধের ভাষা পাটলিপুত্রের নামে প্রসিদ্ধ হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। জনপদেরই নামে কথ্য ভাষাসমূহ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, কোন নগরবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নহে। পাটলিপুত্র চিরদিনই একটি নগর ছিল, জনপদ নহে।

যাহারা বলেন পল্লী বা পাড়া বা পাড়ারগার ভাষা পালিভাষা এবং পল্লী হইতে পা লি হইয়াছে। তাঁহাদের কথার এক দেশ গ্রহণ করা বাইতে পারে; পল্লী হইতে পা লি হইতে পারে, কিন্তু এই পল্লীর অর্থ পাড়া নহে। পল্লী শব্দের পাড়া অর্থ বহু পরবর্তী। বিশেষত পাড়ার নামে কোন ভাষার নাম হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক।

আবার কেহ বলেন, Palestine বা Palastine hills হইতে

ইহা হইয়াছে। কেহ বা বলেন Pehlavi হইতে। এ সব কেবল শব্দসাদৃশ্য দেখিয়া কল্পনামাত্র।

ভিক্ষু শ্রী জগদীশ কাশ্যপ জিন্সকীর পালি মহাব্যাকরণের ভূমিকায় ( পৃ: ১১ ) বলিয়াছেন, পালি সাহিত্যের পরিয়াষ ( সংস্কৃত পর্যায় ) হইতে পালি হইয়াছে। এই শব্দের অর্থ হইতেছে দেশনা অর্থাৎ উপদেশ ( অ. প. ৮৩৭ )। ইহার ভাবার্থ বুঝবচন। অতএব বুঝবচনের ভাষা হইতেছে পালি। পর্যায়শব্দ হইতে পালি হয় না, হইতে পারে না। ইহা নিতান্ত কষ্টকল্পনা।

সংস্কৃত ও পালিতে পদের নিতান্ত কষ্টকল্পিত ব্যুৎপত্তির অতি প্রাচুর্য দেখা যায়। পালিতে ভিক্ষু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখান হইয়াছে “সংসারে ভ.ষং ইচ্ছতীতি” অর্থাৎ সংসারে ভয় দেখে বলিয়া (ভী+√ইচ্ছ (সংস্কৃত √জি ক+উ) হইতে। একরূপ ব্যুৎপত্তির সীমা-পরিসীমা নাই। অতএব যদি থাকে তো অল্প কোন ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই পুস্তকের প্রথম মুদ্রণে গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতের পঙ্ক্তি শব্দ ক্রমশ পালি আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ একটু বলিতে হইবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি ইহাতে একটু পরিষ্কার হইতে পারে।

সংস্কৃত ও পালি উভয় কোশেই দেখা যায় যে, পালি ও পংতি ( প্রাকৃত পত্তি বা পংতি ) পর্যায়রূপে প্রযুক্ত হয়। ইহাতে যদিও মনে করিতে পারা যায় না যে, একটি অপরটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি সংস্কৃতের পঙ্ক্তি ( প্রাকৃত পত্তি বা পংতি ) পালি হইতে পারে কিনা, একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

ইহা দেখিবার পূর্বে পঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃত ও প্রাদেশিক ভাষার উৎপন্ন কয়েকটি শব্দের অর্থ একটু চিন্তা করিলে আলোচনার সুবিধা হইবে। বাড়লায় শ্রেণী অর্থে পাতি শব্দ প্রসিদ্ধ। যথা মুকুতাপাতি, দশনপাতি। সংস্কৃতের পঙ্ক্তি, পালি-প্রাকৃতে পত্তি অথবা পংতি। ইহা হইতেই বাড়লার পাতি। কোন হিন্দু পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্তের জন্ত

রাশি-পঙ্ক্তির নিকট পাঁ তি গ্রহণ করে। এই পাঁ তি বস্তুত পানি ও প্রাকৃতির পত্তি (পংতি) ও সংস্কৃতির পঙ্ক্তি। ইহার আসল অর্থ হইতেছে প্রাশস্তিত্যসম্বন্ধে মূলশাস্ত্রের বচনপঙ্ক্তি। পানিসাহিত্যে পাঁ লিখা যে অর্থে প্রযুক্ত হয় পূর্বে দেখান হইয়াছে, এখানে পাঁ তি শব্দও বস্তুত সেই অর্থেই প্রযুক্ত। আবার আমরা বাঙলায় বলি দত্ত পাঁ টি। যেক্ষেপেই হউক এই পাঁ টি সংস্কৃতির পঙ্ক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহা সহজেই মনে হয়, আর ভাবাত্তেও বাধে না। পঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃতে সাধারণত পত্তি বা পংতি পদ দেখা যায়। ইহা হইতে প্রাদেশিক পাঁ তি। কিন্তু শ্রেণী অর্থে প্রাদেশিক পাঁ টি শব্দটি সূচনা করিতেছে যে, ইহার পূর্ববর্তী রূপ হইতেছে পত্তি। পঙ্ক্তি শব্দের অস্থানাসিক ওকারের লোপে প্রাকৃতে উহা পত্তি। বস্তুত প্রাকৃতে ইহার ঐয়োগের একান্ত অভাব নাই। বিদগ্ধ মাধবে (নির্ণয়সাগর ১২০৩; ১.২৬, পৃ. ১৮) দেখু পঙ্ক্তি স্থানে প্রাকৃতে দেখু পত্তী আছে। কিন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একখানি পুঁথিতে “দেখু পত্তী” এই পাঠই আছে। বহরমপুর রাধারমণ-বস্ত্রে প্রকাশিত পুস্তকেও সাধারণত প্রচলিত ‘দেখু পত্তী’ পাঠই আছে।<sup>১৮</sup> কিন্তু বলিয়াছি, পঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃতে পত্তি পদ স্বীকার না করিলে পঁ টি এবং তাহা হইতে পাঁ টি হইতে পারে না,<sup>১৯</sup> অথচ প্রাদেশিক ভাষায় তাহা আছে।

আবার প্রাকৃতে ট স্থানে ল অথবা ল হওয়ার (যেমন ক্ষ টিক কলিক, আটবিক আলবিক) তেমনি পাঁ টি পালি হইতে পারে, কোন বাধা দেখা যায় না।

কিন্তু এও কোন রকমে একটা ব্যুৎপত্তি বাহির করা হইয়াছে মনে হইতে পারে। বিশেষত ভাষার ক্রমপরিবর্তনে যখন ইহা প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত, তখন তাহাতে যে শব্দের উৎপত্তি তাহা তাহার অতি

১৮। যেমন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত কালীন্দ্র তর্কাতর্ক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়াছেন।

১৯। পত্তন হইতে প্রাকৃতে পট্টন (প্রা. ৩. প্র. ২২), তেমনি পঙ্ক্তি পঁ টি হইতে পারে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া বাধা দেখা যায় না।

বইপুর্বে প্রচলিত পালি ভাষার মধ্যে কীভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে ? এই কারণেই যেমন আমরা প ও ত্তি > পত্তি > পট্টি > পাট্টি > পাড়ি > পালি (পালি) বলিতে পারি না, তেমনি প ও ত্তি > পত্তি > পট্টি > পড়ি (হেমচন্দ্র, ২.৩৫) > পল্লি > পা লি (পালি) বলিতে পারি না। তাই ইহার সমাধান প্রকারান্তরে চিন্তা করিতে হইবে।

দ্রাবিড়-ইংরাজী অভিধানে দেখা যায় আমাদের সংস্কৃতে প্রচলিত প ল্লী শব্দের অল্পরূপ দুইটি শব্দ তামিল ভাষার আছে, প ল্লি ও প ল্লি, উভয়ই হ্রস্ব ইকারান্ত। সংস্কৃতেও একপ বহু শব্দ আছে বাহা ত্রীলিঙ্গে ইকারান্ত ও ঈকারান্ত উভয়ই হইয়া থাকে। ঐ উভয় শব্দেরই বহু অর্থে প্রয়োগ হয়। প্রথম শব্দটির অর্থ (১) মাঠের ডেলা-ভাঙা বিধে, (২) দীর্ঘকেশী জ্ঞী, (৩) টিকটিকি (সংস্কৃতেও এ অর্থ আছে), (৪) লতা, (৫) গ্রামার্কি, (৬) পক্ষিবিশেষ, ও (৭) পল্লব। দ্বিতীয়টির অর্থ হইতেছে (১) স্থান (২), গ্রাম, (৩) নগর, (৪) আশ্রম, (৫) মন্দির, (৬) রাজপুরী, (৭) কর্মশালা, (৮) বিদ্যালয়, (৯) শয়নাগার, (১০) প্রকোষ্ঠ ও (১১) অগ্ন্যস্ত্র। যদিও এই দুই দ্রাবিড় শব্দের অর্থের সঙ্গে পল্লীশব্দের মিল নাই বলিলেই হয়, তথাপি এই দ্রাবিড় শব্দ দুইটি হইতে পা লি হইয়াছে মনে করিতে পারা যায়।

সংস্কৃতে পী লু শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার কয়েকটা অর্থ দেখা যায়, যথা ফুল, হাতী, পরমাণু ইত্যাদি (অমরকোশ, ৩.৩.১২০)। মীমাংসাদর্শনে (শান্ত্রদীপিকা, ১.৩.৮) এই শব্দটির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আর্ষগণ ইহা এক রকম বৃক্ষ বুঝাইতে প্রয়োগ করেন, আর স্নেচ্ছেরা অর্থাৎ অনার্যেরা ইহাতে হাতী বুঝাইয়া থাকে। আর্ষ ও অনার্যদের মধ্যে শব্দের এইরূপ আদান-প্রদানের কথা মীমাংসার এই প্রসঙ্গ হইতেই আরও দিতে পারা যায়। পি ক শব্দ সকলের আগে গুরু ষজ্জুর্বেদে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার অর্থ কী আর্ষদের মধ্যে তাহা প্রসিদ্ধ ছিল না। স্নেচ্ছেরা তাহা কোকিল অর্থে প্রয়োগ করিতেন। তদনুসারে আর্ষেরাও তাহার ঐ অর্থ গ্রহণ করেন (মীমাংসাদর্শন, ভাষ্যসংহিতা, ১৩.১০)। এইরূপ তা ম র স (অবৈদিক, মহাভারতে আছে) শব্দের অর্থ আর্ষদের জানা ছিল না,

অনার্যদের নিকট হইতে ইহার। ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। উহার অর্থ পদ। তাই মনে হয় সংস্কৃতের প লি—পলী পূর্বোক্ত ভাবিত প লি—পলি হইতে হইয়াছে।

আরো এক প্রকারে ভাবিতে পারা যায়। এমন কোন নিয়ম নাই যে, সমস্ত শব্দেরই ব্যুৎপত্তি থাকে। আমাদের পূর্ববর্ত্তিগণ এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। ইহার। দেখাইয়াছেন, বহু-বহু সংস্কৃত পদের ভাতু-প্রত্যয়ের বোলে উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি পদের একরূপ হয় না। ২০. ইহা স্বীকার করিলে চলে না। হই একটি উদাহরণ দিতে পারা যায়। ব ল া হ ক ইহা একটি বৈদিক শব্দ, অর্থ মেঘ। ইহার ব্যুৎপত্তি দেখাইবার আগ্রহে কেহ-কেহ বলেন, বা রি বা হ ক হইতে ব ল া হ ক হইয়াছে। কীরূপে? বা রি স্থানে ব, আর বা হ ক শব্দের বা স্থানে ল। আদেশ হওয়ার! একেবল কল্পনা। ম য় র কীরূপে হইল? “মহ্যাং রৌতীতি”, পাখীটি মহীতে অর্থাৎ পৃথিবীতে ডাকে বলিয়া (মহী + √ক) ময়র। (পৃষদরাদি, কাশিকা, ৬. ৩. ১০২)। কিন্তু বস্তুত যদিও এই পদটি ঋগ্বেদেও আছে তথাপি বর্ত্তমান শব্দভরঞ্জণ দেখাইয়াছেন যে, ইহা একটি অসট্রো-এশিয়াটিক বা দক্ষিণ এশিয়ার ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ। ২১. পি ক শব্দ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ব্যুৎপত্তি কী? ভাস্করীকৃত বলিবেন “অপি কা র তি (অপি-√কে শব্দ করা)” যেহেতু ইহা ডাকে, তাই পি ক। এখানে অপি উপসর্গের অর্থ ‘মোটাই স্পষ্ট নহে। কো কি লের ব্যুৎপত্তি কী? (√কৃ ‘আদানে’)। ইহার উত্তর ইল প্রত্যয়ের (উগাদি ১. ৫৪) বোলে কোকিল। ইহার সমস্ত অর্থ পাঠক স্বয়ং কল্পনা করিয়া দেখিবেন। ডি থ হইতেছে ‘কার্ঠের হাতী’, আর ড বি থ মানে ‘হরিণ’। ইহাদের মূলভূত ক্রিয়া কী? ব্যুৎপত্তিই বা কী? ইহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এইরূপ আলোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে, পঙ্ক্তি অর্থে সংস্কৃত ও পালি উভয় ভাষাতেই যখন পা লি পদ পাওয়া যায়, এবং ইহার

২০। “নানাতাখ্যাতজানীতি শাকটায়নঃ। বৈরক্ত সময়স্চ। ন সর্বাণীতি গার্গো বৈয়াকরণানঃ চৈকে।” বিরক্ত, ১. ১২.

২১। Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India. University of Calcutta, 1929, p 13.

কোন ব্যক্তিযুক্ত ব্যাংপতি পাওয়া যায় না, তখন ইহাকে একটি অস্বাংপন্ন পদ বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।

পালি শব্দটি খুব প্রাচীন নহে। ত্রিপিটকের মধ্যে ইহা পাওয়া যায়না। বুদ্ধঘোষের ( ৪৫৮—৪৮০ অ. অ. ) অর্থকথায় প্রথমে ইহা দেখা যায়। ত্রিপিটক নাম ধারণের পূর্বে<sup>২১</sup> বুদ্ধ বচনসমূহের সাধারণ নাম ছিল ধর্ম ও বিনয়।<sup>২২</sup> পরবর্তী কালে যাহা বিনয়পিটক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই তখন বিনয় বলিয়া প্রচলিত ছিল; ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ ধর্ম নামে অভিহিত হইতে।<sup>২৩</sup>

পালিভাষার অপর একটি নাম তত্ত্বি, বা তত্ত্বিভাসা (ভাষা)। তত্ত্বি ( সংস্কৃত তত্ত্বি অথবা তত্ত্বী ) শব্দ প্রথমাবস্থায় পালি ভাষার অপর নাম পূর্বোক্তরূপে ঠিক পালি শব্দের স্থায় মূলশাস্ত্র বুঝাইতেই তত্ত্বি, বা তত্ত্বিভাসা(বা) প্রযুক্ত হইত। সংস্কৃত তত্ত্ব ও তত্ত্বী উভয় শব্দই 'রজ্জু' বা 'সূত্র' বুঝায়। ব্যাসাদিপ্রণীত ব্রহ্মপ্রভৃতিবিষয়ক বাক্যাবলী সূত্র নামে সংস্কৃতসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ; যথা, ব্রহ্মসূত্র, জ্ঞান-সূত্র, ইত্যাদি। আবার ঐ পৃথক-পৃথক সূত্রসমূহ যে গ্রন্থে একত্র গ্রথিত হয়, তাহাও সূত্র নামেই পরিগণিত; যে গ্রন্থে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র সমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মসূত্র নামে খ্যাত। এইরূপই বুদ্ধদেবের অনবত্ত বাক্যসমূহ<sup>২৪</sup> প্রথমে তত্ত্বি ও সূত্র এই উভয় নামেই কথিত হইত। আমার মনে হয় পালিতে প্রথমে তত্ত্বি শব্দই

২১। এতৎসম্বন্ধে পরে সবিশেষ উক্ত হইবে।

২২। “যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো”—ম. নি. স্থ. ৬. ১(D. XIV. 6. 1); “কথং সুখো ময়ং ধম্মং ক বিনয়ং সঙ্গাম্মেয়াম”—সু. বি. ৫. ৮. ১৩ পৃ. ইত্যাদি।

২৩। “সত্ত্বমেব চেদং ধম্মো চেব বিনয়ো চেতি সংখং গচ্ছতি। তথ বিনয়পিটকং বিনয়ো, অবসেসং বুদ্ধবচনং ধম্মো”—সু. বি. ১৬পৃ; জু. চূ. ৫. ১১ ১. ১. ৭, ৮।

২৪। ব্রাহ্মণ্যগণের গ্রন্থে সূত্রের লক্ষণ এইরূপ :—“স্বজ্ঞাপক্ষরমসন্দ্বিগ্নং সারবৎ বিধতোমুখম্। অন্তোভসনবজ্ঞং সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।”

প্রচলিত হয়, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণগণের সেই-সেই গ্রন্থের জ্ঞান হু ত্র  
 হুত ও হুতান্ত শব্দেরই বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই  
 জন্তই ত্রিপিটকের অনেক অংশ এখনো হু ত্র  
 (হু ত্র) বা হু ত্রা ত্ত (হু ত্ত ত্ত) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, নতুবা  
 ইহার অপর কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রাচীন মূল উপজীব্য বাক্যসমূহ যে অতিপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য  
 হইত, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ প্রাচীন বাক্য-  
 ত স্তি শব্দের অর্থ সমূহ যখন পূর্বেকৃতরূপে ত স্ত বা ত স্তি আখ্যা ধারণ  
 পরিবর্তন করিল, তখন তাহাদের মূখ্য সিদ্ধান্ত এই নূতন অর্থের  
 সৃষ্টি হইল; এবং সেই জন্তই অভিধানসমূহে ত স্ত ও ত স্তি অর্থ সিদ্ধান্ত  
 অথবা মূখ্য সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে। ২৫

ঐ উভয় শব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রথমটি (অর্থাৎ ত স্ত =  
 ত স্ত ও তস্তি শব্দের ত স্ত্র), ২৬ আর বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ  
 ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের ত স্তি) বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা  
 সাহিত্যে প্রয়োগ যায়।

পালিসাহিত্যে ত স্তি পালিশব্দের অগ্রতম প্রতিশব্দ; ২৭ এবং  
 পালি বুঝাইতে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২৮  
 তস্তি ও পালি একার্থক; পালি শব্দে পঙ্ক্তি বুঝায়, ও সেই জন্তই  
 উভয়ই পঙ্ক্তি-বাচক; বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙ্ক্তি বা বচনপঙ্ক্তিকে  
 এবং উভয়ই মূল শাস্ত্র বুদ্ধবচনের অর্থ প্রযুক্ত হইয়া  
 অর্থে প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পালি শব্দ প্রযুক্ত হইত,  
 থাকে। ইহা বলা হইয়াছে। ত স্তি শব্দও এইরূপ

২৫। “তত্র প্রধান সিদ্ধান্তে হুত্বাপে পরিচ্ছদে”—অমর, নানার্থ ১৮৩; “ত স্তি  
 বীণাঙ্গণে ত স্ত মূখ্য সিদ্ধান্ত ত স্ত হু”—অ. প. ৮৮২।

২৬। লক্ষণীয়—ত স্ত্র বার্ত্তিক, ত স্ত্র শাস্ত্র, পঙ্ক ত স্ত্র, ইত্যাদি।

২৭। “সেতুম্মিঃ ত স্তি প স্তী হু নারিয়ং পালি কথ্যতে”—অ. প. ২২৬।

২৮। “হুতুম্ভাণগোচরং ত স্তিঃ সঙ্গায়িত্বা।”—হ. বি. ১৫ পৃ. : “থেন্নথেরীগাথাতি  
 ইমং ত স্তিঃ সঙ্গায়িত্বা।”—ঐ; “ত স্তি নয়াহুত্ববিৎ আরোপেত্তো”—ঐ ১ পৃ. ; “তথ

প ঙ্ ক্তি বুঝায় ;২০ এবং ভজ্জত্বই পা লি শব্দের জ্ঞায় ইহাও বুদ্ধবচনের অক্ষরপঙক্তি বা বচনপঙক্তি অর্থাৎ মূল শাস্ত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত ।

ব্রাহ্মণেরা বেদের ঋতিসমূহকে যেমন ঠিক একই ভাবে রাখিতেন, মূল শাস্ত্রকে ত স্তি ও তাহার পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রমকে কিছুতেই নষ্ট হইতে পা লি বলিবার প্রধান দিতেন না, বৌদ্ধগণও সেইরূপ বুদ্ধবচনকে রক্ষা করিতেন, তাহার ক্রমভঙ্গ হইতে দিতেন না ।

এবং এই স্থির-সমান রচনাক্রম থাকাতেই সমগ্রমে অবস্থিত বৃক্ষাদির জ্ঞায় বুদ্ধবচনকেও তাঁহারা প ঙ্ ক্তি, বা পা লি, বা ত স্তি বলিতেন, ইহা অসম্ভব করিতে পারা যায় ।৩০

পালিভাষার আর একটি নাম মা গ ধী ভা বা ;৩১ ইহা তাহার পালির অপর নাম মা গ ধী ভৌগোলিক নাম । ইহা হইতে স্পষ্টই ভা বা, কেননা ইহা বুঝা যাইতেছে পালি ম গ ধ দেশের ভাষা মগধের ভাষা ছিল । ছিল ।

কেহ বলেন গৌতম বুদ্ধ ম গ ধে উৎপন্ন হন বলিয়া তাঁহার নাম মা গ ধ ; এবং তাঁহার ভাষা বলিয়া পালির নাম মা গ ধী ।৩২ এই ব্যাখ্যা যে কোন বৈয়াকরণের কলা বা কল্পিত, তাহা না বলিলেও চলে ; কেননা, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ভাষার নাম হয় না ।

ধম্মোতি ত স্তি"—অ. সা. ২২ ; 'ত স্তি য়া মাতিকং ঠপেসি,' "ত স্তি বসেন মাতিকা ঠপিতা," "ত স্তি বসেনেব বিভত্তা"—ক. ব. অ. ২. ৭ পৃ ।

২০ । ত স্ত্র, ও ত স্ত্রি অপবা তস্ত্রী শব্দ মূলত একই । Prof. V. Apte ত স্ত্র শব্দের অন্ততম অর্থ দিয়াছেন—"An interrupted series,"—Sanskrit-English Dictionary, p. 529.

৩০ । "So called from the regularity of its structure"—W. Subhuti, অ. পৃ. ২২৬ ।

৩১ । যথা, "মা গ ধ ভা সা ক থ রে ন লিখাহি"—সা. ব. ৩১ পৃ. । কখন কখন মা গ ধা বলা হইয়া থাকে ধম্মকিত্তি সিরিধম্মারাম, ক. বৃ. ( সিংহল ), বিঞ্ঞাপন, p. I.

৩২ । "সো চ ভগবা মা গ ধো ম গ ধে ভবত্তা, সা চ ভাসা মা গ ধা মা গ ধ স্ স তথাগতস্মায় ভাসাতি চ কত্ত্ব। সম্পচ্চেত্তি পকত্তিপচয়ঞ্ঞ নো বিঞ্ঞনো ।"ঐ ।

কখন কখন এই ভাষা মাগধী নিরুক্তি নামেও কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু পালি বস্তুত মগধের ভাষা ছিল মাগধী নিরুক্তি কিনা এ বিষয়ে নানা মূনির নানা মত আছে। বিনয় পিটকে ( ছল্লবঙ্গ, ৫-৩৩ ) উক্ত হইয়াছে “ভিক্ষুগণ আমি বুদ্ধ বচনকে নিজের ভাষায় গ্রহণ করিতে অমুজ্জা করিতেছি, ( “অমুজ্জানামি ভিক্ষুবে সকায নিরুক্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়াপুণিতুং” ) এখানে “সকায নিরুক্তিয়া” শব্দের অর্থকথায় ব্যোখ্যা করা হইয়াছে “সম্মসমুদ্রম্ব বুদ্ধম্ভকারো মাগধকো বোহারো” অর্থাৎ সম্যক সমুদ্রের ব্যবহৃত মগধের বাগব্যবহার। এখানে বুদ্ধের ভাষা যে মাগধী ভাষা ছিল ইহা স্পষ্টই জানা বাইতেছে, ইহা পরিত্যাগ করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই। তা ছাড়া এই মতের অমুকূলে আরো কিছু পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু পালি মগধের ভাষা নয়, ইহাই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ইহার প্রথম যুক্তি এই যে, ব্যাকরণসমূহ, অমুশাসনসমূহ ও নাটকসমূহে আমরা মাগধীর যে পরিচয় পাই তাহার সহিত পালির মিল নাই।

কেহ কেহ বলেন (Westergard ও E. Khun) পালি ছিল উজ্জয়িনীর প্রাদেশিক ভাষা, কেননা ইহার সহিত গিরনারস্থিত অশোক অমুশাসনের ভাষার অনেক মিল দেখা যায়। তা ছাড়া উজ্জয়িনীর বিভাষা মহিন্দের ( অর্থাৎ মহেন্দ্রের ) মাতার ভাষা ছিল বলিয়া উল্লিখিত হয়। মহিন্দ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

R. A. Franke অত্র এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলেন পালির মূল স্থান ছিল একটি বিশাল জনপদ, ইহা পশ্চিম বিক্ষ্য-পর্বত শ্রেণীর মধ্য হইতে বিস্তীর্ণ ছিল। অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে, উজ্জয়িনী তাহার মধ্যস্থানে ছিল।

Sten Konow সাহেবও এই বিক্ষ্য প্রদেশকে পালির স্থান বলিয়া

মনে করেন। তাঁহার মতে পালি ও পৈশাচী প্রাকৃতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

Oldruberg সাহেব মনে করেন পালির স্থান ছিল কলিঙ্গ দেশে। তিনি মহিন্দ্রের সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের এবং তাহার সহিত ত্রিপিটকের প্রচারের আখ্যান সত্য মনে করেন না। সিংহলের সহিত ভারতের সম্বন্ধ জলপথে না হইয়া স্থলপথেই হইয়াছিল; ইহাই তাহার মত। ভাষার সম্বন্ধে, তিনি খণ্ডগিরির অনুশাসনের সহিত পালিকে মিলাইয়া অভ্যাবশ্যক স্থান সমূহে উভয়ের মিল দেখিতে পান।

E Mullerও কলিঙ্গ দেশকে পালির স্থান বলিয়া মনে করেন।

শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন (Origin and Development of the Bengali Language, 1926, I, pp55ff). পালির রূপাপলি ও ধ্বনিত্ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, শৌরসেনীর সহিত পালির প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু পালি উত্তর পশ্চিমস্থিত এক অল্প আর্থ বিভাষাসমূহ হইতে অনেক পুরাতন বা অপ্রচলিত পদ গ্রহণ করিয়াছে।

সন্তোষাবহভাবে কোন মতই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ার Windisch and W. Geiger প্রাচীন আগম অনুসরণ করিয়া মনে করেন যে, পালি হইতেছে একটি প্রাচীন মাগধী ভাষা, এবং ইহাই ছিল বুদ্ধের ভাষা।

সংক্ষেপে W. Geiger; Pali Literature and Language, M. Winternityz; A History of Indian Literature, (English Translation) Vol II, pp 601 lf (Appendix II); Grierson. The home of Pali in Bhandarkar Com. Volume pp 117 ff.

এই কল্পখানি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এবং এই সমস্ত পুস্তকে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী দেখিলে পাঠকেরা বহু কথা জানিতে পারিবেন।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃষ্ট কাব্যসমূহে মাগধী নামে প্রসিদ্ধ আর একরূপ প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য পালি

পালি বা বৌদ্ধমাগধী  
ও প্রাকৃতমাগধী  
পরস্পর ভিন্ন

হইতে ঐ ভাষা যে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন, তাহা দেখিলেই  
বুঝা যাইবে। নবীন পাঠকগণের ঐ উভয় মাগধীর  
ভেদাবধারণ আবশ্যিক, এই জন্ত তৎসম্বন্ধে

এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা এস্থলে পালিকে বৌদ্ধমাগধী,  
আলোচনার জন্ত মাগধী- এবং মাগধী প্রাকৃতকে প্রাকৃতমাগধী নামে  
ষয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিব।

প্রাকৃতলক্ষণকার চণ্ড প্রাকৃত মাগধীর এই মাত্র বিশেষত্ব দেখাইয়া-  
উভয় মাগধীর পরস্পর ছেন যে, ইহাতে র স্থানে ল, এবং স (ও য)  
ভেদপ্রদর্শন স্থানে শ হয়। ৩৪ যথা সংস্কৃত নির্ঝর প্রাকৃত-  
মাগধীতে নি জ্জ ল হইবে; এইরূপ মা ষ=মা শ, বি লা স=বি লা শ।  
কিন্তু বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ বথাক্রমে নি জ্জ র ( ১০. § ১২ ),  
মা স, বি না স ( ১০. § ১৬ )।

প্রাকৃতমাগধীতে অকারান্ত প্রাতিপদকের পুংলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তির  
একবচনে একার হইয়া থাকে। ৩৫ যথা—মা ষঃ=মা শে, বি লা সঃ=  
বি লা শে, নির্ঝরঃ=নি জ্জ লে। বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ  
বথাক্রমে মা সো, বি না সো, নি জ্জ রো ( ১০. § ২১ )।

প্রাকৃতমাগধীতে অশ্লদ-শব্দের প্রথমার এক ও বহু বচনে হ কে  
ও হ গে পদ হইয়া থাকে। ৩৬ যথা “চে ডে হ গে” ৩৭ = চেটঃ অ হ ম্।  
বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ চে টো অ হং।

৩৪। ‘মা গ ধি কা যাং রসয়োরশৌ’- প্রা. ল. ৩. ৩২ ; হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮ ;  
প্রা. প্র. ১১. ৩ ; স. সা. ৫. ৮৬—৮৭।

৩৫। হে. চ. ৮. ৪. ২৮৭ ; হেমচন্দ্রের মতে বৌদ্ধমাগধী ও আৰ্য প্রাকৃতে এই নিয়ম  
বৈকল্পিক ; প্রাকৃতমাগধীতে বিকল্পে ইকারও হইয়া থাকে, “আত ই দে তৌ লু ক্ চ”-  
প্রা. প্র. ১১. ১০।

৩৬। হে. চ. ৮. ৪. ৩০১ : স. সা. ৫. ২৭ ; প্রা. ১১. ২. এখানে কোনো কোনো  
হস্তলিখিত পুস্তকে অ হ কে পদও দেখা যায়। আবার হ গে স্থানে হ গ্ গে পদও  
দৃষ্ট হয় : যথা—“লাজ্জাশিলা হ গ্ গে”=লাজ্জাশিলাঃ অহম্, মৃ. ক. ৮ম, ২ম অঙ্ক।

৩৭। মৃ. ক. ১ম অঙ্ক।

প্রাকৃতমাগধীতে অবর্ণাস্ত শব্দের যঞ্জীর একবচনে বিকল্পে আ হ হয়। ৩৮ যথা, পু লি শা হ অথবা পু লি শ শ্ শ = পু ক্ ষ শ্চ । বোদ্ধ মাগধীতে ইহার রূপ পু রি স স্ স । যথা বা “হগে ন এলিশাহ কাম্মাহ কালী” = অহং ন এ তা দ্ শ শ্চ ক র্ম্ম গঃ কারী ( শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক ) ; “ভগদত্তশোণিদাহ কুন্তে” = ভগদত্ত শো ণি ত শ্চ কুন্তঃ ( বেণীসংহার, ৩য় অঙ্ক ) ।

এ স্থানে আর একটি বিশুদ্ধপ্রাকৃতমাগধী-রচিত গাথা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারাও পাঠকগণ উভয়ের ভেদ অনেকটা জানিতে পারিবেন :—

“লহশবশনমিলন্তলশিল-

বিঅলিদমন্দাললায়িদংহিযুগে ।

বীলয়িণে পক্খালহু ৩৯

মম শয়লমবব্যযষালং ॥” হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮ ।

বোদ্ধমাগধীতে ইহা এইরূপ হইবে :—

“রভসবসনশ্মসুরসির-

বিগলিতমন্দাররাজিতজ্বিযুগো ।

বীরজিন্যে পক্খালেতু

মম সকলমবজ্জজষালং ॥”

সংস্কৃতে তাহার অনুবাদ এই প্রকার :—

“রভসবশনশ্মসুরশিরো-

বিগলিতমন্দাররাজিতাজ্বিযুগঃ ।

বীরজিনঃ প্রক্ষালয়তু

মম সকলমবজ্জজষালম্ ॥”

৩৮ । হে. চ. ৮. ৪. ২৯৯ ; প্রা. প্র. ১১. ১২ ; ক্রমদীপ্তর হ-স্থানে হং করিয়াছেন, যথা ব ম্ হ ণা হং = ব্রা ক্ষ ণ শ্চ, স. সা. ৫. ৯৪ ।

৩৯ । হেমচন্দ্রের মতে এখানে প = কালহু (—হে. চ. ৮. ৪. ২৯৬), এবং বরুচির মতে প্র ক্ষা ল হু ( প্রা. প্র. ১১. ৮ ; তুলঃ—হে. চ. ৮. ৪. ২৯৭ ) হওয়া উচিত ছিল । প্র ক্ষা ল য় তু সংস্কৃত ধরিলে ঠিকই হইতে পারে ।

মুচ্ছকটিকে ( ১ম অঙ্কে ) শকারের “শূরে বিকস্বে পণ্ডবে শেদকেদু” ইত্যাদি শ্লোক বিগুহ্ব প্রাকৃতমাগধীতে রচিত।

বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর আরো অনেক ভেদ আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রদর্শিত হইল না; কিন্তু যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভাষা পরস্পর দূরবিভিন্ন।

অ র্দ্ধ মা গ ধী নামে আর এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রসিদ্ধ আছে।

অ র্দ্ধ মা গ ধী শব্দটি দ্বারাই জানিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ ভাষার শব্দপ্রভৃতির অর্দ্ধ অংশ ঠিক মা গ ধী অর্থাৎ প্রাকৃত মা গ ধী। তবে তাহার অপর অর্দ্ধ অংশ কী? ক্রমদীপ্তর বলিয়াছেন তাহা ম হা রা ঙ্গী। প্রাকৃতমাগধী ম হা রা ঙ্গী র সহিত মিশ্রিত হইয়া অ র্দ্ধ মা গ ধী নাম ধারণ করে।<sup>৪০</sup>

পূর্বোক্ত গাথাটি অ র্দ্ধ মা গ ধী তে এইরূপ পরিবর্তিত হইতে পারে :—

তাহার উদাহরণ

“লভশবশনমিলন্তলশিল-

বিঅলিদমন্দাললাজিদংহিজুগে।

বীলজিণে পক্খালহু

মম শয়লমবজ্জজম্বালং ॥”<sup>৪১</sup>

৪০। “ম হা রা ঙ্গী মি শ্রা র্দ্ধ মা গ ধী—স. সা. ৫. ৯৮। মার্কণ্ডেয় বলেন— “শৌ র সে স্ত্রা অবিদুরত্বাৎ ইয়ম্ ( মাগধী ) এব অ র্দ্ধ মা গ ধী তি ভরতঃ।”

৪১। প্রাকৃতলক্ষণের ( ৫০ পৃ. ) কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে মা গ ধী প্রকরণে উদাহরণরূপে এইরূপ পাঠেই এই গাথাটি লিখিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রও প্রাকৃতমাগধীর উদাহরণরূপে এই গাথাটিই ধরিয়াছেন, কিন্তু এখানকার পাঠ হইতে তাহার পাঠ ভিন্ন এবং প্রাকৃতমাগধীর নিয়মানুগত। এখানে যে পাঠ বৃত্ত হইয়াছে তাহা বিগুহ্ব প্রাকৃতমাগধীর বলিতে পারা যায় না। কারণ, প্রাকৃতমাগধীতে অ, ঙ, ও ব-স্থানে ব হইয়া থাকে ( হে. চ. ৮. ৪. ২৯২ ) ; তদনুসারে এখানে লা জি দ=লা য়ি দ, জু গে=যু গে, জি গে= যি গে, অ ব জ্জ =অ ব যা, এবং জ যা লং=য যা লং হওয়া উচিত ছিল এবং হেমচন্দ্রের পাঠে তাহাই আছে। অপর পক্ষে মহা রা ঙ্গী তে আদিবৃত্ত বকার স্থানে স্রকার হয় ( হে. চ. ৮. ১. ২৪৫ ); তদনুসারেই সংস্কৃত যুগ=জুগ হইয়াছে; আবার ঙ=জ্জ ( হে. চ. ৮. ১. ২৪৮. ), তদনুসারে এখানে অ ব ঙ্গ=অ ব জ্জ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীতে ক=ক্খ হয়, ইহাতে প ক্ খা ল হু পদের

মুচ্ছকটিকে শকারের কথা বিস্তৃত প্রাকৃতমাগধীতে রচিত। প্রাকৃত-  
 সংস্কৃত দৃষ্ট কাব্যসমূহে মাগধীর মূল শৌরসেনী, এজন্ত তাহাতে  
 প্রাকৃতমাগধী ও অর্ধ- শৌরসেনী ত দেখা যায়ই, আবার স্থানে  
 মাগধীর ব্যবহার স্থানে মহারাষ্ট্রী<sup>৪২</sup> শব্দও দৃষ্ট হয়। এই জন্ত  
 কোনো কোনো স্থলে শকারের ভাবকে অর্ধ মা গ ধী নাম দিতে  
 পারা যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে রক্ষিপুরুষ ও ধীবরের ভাষা প্রাকৃত-  
 মাগধী। বেণীসংহার ও উদাত্তরাববের রাক্ষসের ভাষাও প্রাকৃতমাগধী।  
 মূদ্রারাক্ষস প্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রায়ই ইহার  
 সহিত ভিন্নজাতীয় প্রাকৃতের সম্মিলন দেখা যায়।<sup>৪৩</sup>

এখন সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মা গ ধী বলিয়া প্রসিদ্ধ  
 হইলেও পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর  
 মা গ ধী এই অভিন্ননামে পরস্পর এত ভেদ কেন? ইহারা যে একই  
 প্রসিদ্ধ হইলেও বৌদ্ধ- স্থানের ভাষা, তাহা ইহাদের মা গ ধী এই  
 মাগধী ও প্রাকৃত- স্থানের ভাষা, তাহা ইহাদের মা গ ধী এই  
 মাগধীর ভেদের সাধারণ নামই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে।  
 কারণ কি? তবে কি এই উভয় ভাষা পরস্পর বিভিন্ন  
 প্রদেশের? অথবা উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাকায় একই  
 অন্তরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে? কিংবা একই ম গ ধ দেশের  
 অংশবিশেষে একটি, এবং অপর অংশে আর একটি প্রচলিত ছিল?  
 ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কী?

সমাধান করিতে পারা যায়। অতএব এখানে যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কোন  
 সন্দেহ নাই। আবার ল ভ শ প্রভৃতি পদে স্পষ্টই প্রাকৃত মাগধী দেখা যাইতেছে। অতএব  
 ঐ উভয় প্রাকৃত এখানে মিশ্রিত হওয়ায় এই গাথাটিকে অর্ধ মা গ ধী বলিতে  
 পারা যায়।

৪২। মহারাষ্ট্রী না বলিয়া মা হা রা ঙ্গী বলাই উচিত, যেমন, শৌরসেনী,  
 মা গ ধী, পৈশাচী ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত প্রয়োগ অনুসরণ করিয়া এইরূপই লিখিত  
 হইল।

৪৩। সংস্কৃত দৃষ্ট কাব্যসমূহে স্থানে-স্থানে প্রাকৃত অংশ বিভিন্ন-বিভিন্ন পাঠে এত  
 ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে। দৃষ্টান্তরূপে আমরা বেণীসংহার ধরিতে

এই বিষয়ে আলোচনার অল্প প্রা কৃ ত সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি  
 বোধমাগধীও এক কথা বলিয়া লইতে হইবে; কেননা, পালি  
 প্রকার প্রাকৃত বা বোধমাগধীও প্রা কৃ তে র বহু শাখার  
 মধ্যে অগ্রতম; এবং তজ্জন্তই প্রাকৃতকে ছাড়িয়া  
 প্রাকৃত আলোচনার দিলে বোধমাগধীর আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।  
 প্রাকৃতের মূল কোথায়? কোথা হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইল?  
 প্রাকৃতের মূল এই বিষয়ে দুই মত প্রচলিত আছে, এবং  
 তাহা প্রা কৃ ত শব্দের মূলভূত প্র কৃ তি শব্দের  
 বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক) প্র কৃ তি তে যাহা জাত, বা প্র কৃ তি হইতে যাহা আগত,  
 তাহার নাম প্রা কৃ ত। এই প্র কৃ তি কী? কেহ  
 প্রা কৃ ত শব্দের নিরুক্তি  
 ও অর্থ কেহ বলেন সংস্কৃত; কেননা, সংস্কৃত হইতেই  
 তাহার উৎপত্তি; অতএব সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃতের  
 কেহ কেহ বলেন প্রাকৃত  
 সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রকৃতি বা উপাদান- স্বরূপ, এবং প্রাকৃত তাহার  
 বিকৃতি। হেমচন্দ্র ও প্রাকৃতচন্দ্রিকা-কারপ্রভৃতি  
 এই মতাবলম্বী; ১ এবং এই মতই সাধারণত প্রচলিত, বিশেষত  
 ব্রাহ্মমণ্ডলপণ্ডিতসমূহে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পারি। ইহার তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে রাক্ষস ও রাক্ষসীর ভাষা বিড়ম্ব প্রাকৃতমাগধী,  
 ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা বহুপ্রাকৃতবিদ হেমচন্দ্র মাগধীপ্রসঙ্গে অনেক স্থলে  
 তাহা ধরিয়াছেন (যথা—“কহিং মুগদে লুহিল্লিয়ে ভবিস্সিদি।” হে. চ. ৮ ৪. ৩০২,  
 ইত্যাদি)। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের কোন-কোন সংস্করণে বিভিন্নজাতীয় প্রাকৃত দেখা  
 যায়। একপাণি সংস্করণে মা গ ধী রচনাই আছে দেখিয়াছি। আবার জীবানন্দের সংস্করণে  
 সেই স্থানে অল্পবিধ প্রাকৃত যোজিত হইয়াছে। আবার ইহারও মধ্যে ভিন্নভিন্নজাতীয়  
 প্রাকৃতের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত পাঠকগণের প্রাকৃতের দিকে অনাদরই এই  
 পাঠবিপর্ধ্যয়ের অগ্রতম প্রধান হেতু। ইহার সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

১। “অথ প্রাকৃতঃ।” প্র কৃ তি: সং স্কৃ তঃ, তত্র ভবং, তত আগতং বা প্রা কৃ তং।”  
 হেমচন্দ্র, ৮. ১. ১।

“প্র কৃ তি: সংস্কৃতঃ, তত্র ভবৎ প্রা কৃ তং শ্রুতম্”—প্রাকৃতচন্দ্রিকা।

“প্রাকৃতস্তু সূর্য মে ব সং স্কৃ তং যোনিঃ”—প্রাকৃতসঞ্জীবনী।

(খ) অপরেরা বলেন, প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব যে  
 মতান্তরে তাহা প্রকৃতি ভাষা জাত হইয়াছে, অথবা প্রকৃতি অর্থাৎ  
 অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত  
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম প্রাকৃত; অপর কথায়  
 প্রাকৃতিক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষার নাম প্রাকৃত।  
 নমিসাধু রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারবৃত্তিতে (২. ১২) এই মতই সমর্থন  
 করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা যাহার  
 কোন সংস্কার করা হয় নাই, তাহা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে  
 যাহা আগত তাহা প্রাকৃত। অথবা ঐ প্রকৃতিই প্রাকৃত। স্বার্থে  
 অপ্রত্যয়। যাহার সংস্কার অর্থাৎ দোষোপনয়ন বা শুণ্যধান করা  
 হইয়াছে, তাহার নাম সংস্কৃত; এবং যাহার  
 সংস্কৃতও প্রাকৃত এই উভয়ের ব্যুৎপত্তি-  
 লভ্য ভেদ তাহা হয় নাই, যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা  
 স্বভাব হইতে যেরূপ জাত হইয়াছে, বা যেরূপ  
 ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপই  
 উহার পরস্পর বিপরীতার্থ-  
 বাচী আছে, তাহা প্রাকৃত। এইজন্য ঐ দুই শব্দ  
 পরস্পর বিপরীতার্থবাচী।

আমরা সাধারণ মনুষ্যকে প্রাকৃত বলিয়া থাকি; এবং তাহার  
 একমাত্র এই কারণ যে, সাধারণ মনুষ্যেরা প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব  
 অবস্থিত; তাহার প্রকৃতি কেই প্রধান-  
 পূর্বোক্ত বিষয়ে সাধারণ-  
 মনুষ্যবাচী প্রাকৃত ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে, কৃত্রিম উপায়ে  
 শব্দের দৃষ্টান্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি প্রভৃতির সহিত  
 সংস্পৃষ্ট নহে; প্রকৃতি তাহাদিগকে যেরূপ পরিচালিত করে, তাহা  
 ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেইরূপেই তাহারা চলিয়া থাকে,

২। “ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারো বাগ্‌ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ। তত আগত্য সৈব  
 বা প্রাকৃতম্।”

৩। শব্দকল্পদ্রুমের এই অর্থে প্রাকৃত শব্দের নির্বচনটি বড় চমৎকার। উক্ত  
 হইয়াছে—“প্রাকৃতঃ প্রকৃষ্টম্ অকৃতম্ অকার্য্যং নশ্চ।”

তাহাকে অভিক্রম করিয়া গমন করে না। অপর পক্ষে যাহারা উচ্চ, তাঁহারা ঠিক প্র কৃ তি র অমুসরণে চলেন না, তাঁহারা নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সংস্কারে অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধানে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহা দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উঠেন।

মানুষের সম্বন্ধে প্রাকৃত শব্দটি যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, আলোচনায় ভাষাসম্বন্ধেও তাহা সেইরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, স্বয়ং প্রকৃতি হইতে যে ভাষা জাত হইয়াছে,— সাধারণ প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার নাম প্রাকৃত। বর্তমান ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে এই মতই সমধিক আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ক্রমশ এই উভয় মতই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যাহারা প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম প্রাকৃত, তাঁহারা প্রকৃতি শব্দের অর্থ সংস্কৃত ধরেন কেন, তাহার বিশেষ যুক্তি নাই। আলোচ্য ভাষায় সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সংস্কৃত শব্দের প্রচুর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়াই তাঁহারা ঐ গোণ অর্থ ধরিয়া থাকিবেন। কিন্তু যাহারা এই ভাষাকে প্রথম মতের যুক্তিহীনতা বুঝাইবার জন্ত প্রথমে প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ঐ অভিপ্রায়ই মনে পোষণ করিতেন,— তাঁহারা যদি স্থির করিয়া থাকিতেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহারা ঐ ভাষার নাম প্রাকৃত না করিয়া, খুব সম্ভব, সংস্কৃত অথবা অপর কোন এতাদৃশ শব্দ প্রয়োগ করিতেন। বিশেষতঃ একরূপ অবস্থায় বরং ইহার নাম বিকৃত অথবা বৈকৃত, কিংবা অপর কিছু এইরূপ করা উচিত ছিল। যাহা বিকৃত, তাহার এই নামই

সহজ-সরল, প্রাকৃত নাম অত্যন্ত ঘুরান। মুখ্যভাবে প্রকৃতি শব্দে সংস্কৃত বুঝায়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না।

সংস্কৃত শব্দ সাক্ষাৎ-পরম্পরা সম্বন্ধে ইহাতে বহুলভাবে রহিয়াছে বলিয়াও ইহাকে সংস্কৃতজাত বলিতে পারা যায় না, সংস্কৃতের সহিত ইহা অতিঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বন্ধ ইহাই বলা সম্ভব। কোন ব্যক্তি কোন ধনবানের অনুরূপে পরমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেই তাহাকে সেই ধনবানের বংশে উৎপন্ন বলিয়া কেহ মনে করিলে তাহা ঠিক হয় না। বাঙলা ভাষায়, বিশেষত বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের রচনার ছায় সাধু বা উচ্চ বাঙলার সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়া কেহ যদি তাহাকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তবে তাহা ভুল করা হয়; কেননা, তাহার অগ্রাঙ্গ মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুণদৃষ্টিতে দেখিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাহা প্রাকৃতমূলক। রঙ্গালয়ের অভিনেতার বস্ত্রত মূলস্বরূপ কি, তাহা তাহার

বর্ণ-চিত্র পোষাক-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া থাকে; প্রাকৃত সংস্কৃতের সম্পদে সমৃদ্ধ, তাহা হইতে উৎপন্ন নহে এই সমস্ত অপনয়ন করিলে তাহার যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার স্বকীয় রূপ বলিতে হইবে। কোন ভাষায় মূলস্বরূপ জানিতে হইলে এই প্রণালীই অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহা সংস্কৃতের বিপুল সমৃদ্ধিতে সুসমৃদ্ধ, কিন্তু তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই; ইহার স্থূলস্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, এবং সংস্কৃতের পরিবর্তন-সহিষ্ণুতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

ধরা যাউক প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে হইয়াছে; কিন্তু এই সংস্কৃত বলিতে আমরা কোন ভাষাকে বুঝিব? বেদভাষা, না রামায়ণাদির ভাষা? অপর কথায় বৈদিক সংস্কৃত, না লৌকিক সংস্কৃত? যাহারা বলেন যে, প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, তাহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার সংস্কৃত শব্দ মুখ্যভাবে মূল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বৈদিক সংস্কৃতের লৌকিক সংস্কৃতকে, কথা তাহারা কিছু বলেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত এবং গোষ্ঠভাবে বৈদিক বলিতে লৌকিক সংস্কৃতকেই মুখ্যভাবে বুঝা সংস্কৃতকে বুঝায় যায়, কেননা, পাণিনিপ্রভৃতি পদপ্রভৃতির

নিয়মরূপ সংস্কারের দ্বারা এই ভাষাকেই সংস্কৃত করিয়াছেন। বেদভাষা হইতে এই সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া গোণভাবে পরবর্ত্তিকালে বেদভাষাকেও বুঝাইতে সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বেদভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া

গণ্য করিবার অপর কোন কারণ নাই। পালিনি-  
তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রভৃতির সংস্কারেই যে লৌকিক সংস্কৃতের নাম

সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—

“ভাষা ত্রিধা সংস্কৃত্য চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ।

কৌমাৰপালিনীয়া দিসংস্কৃত্য সৎস্কৃত্য মতা ॥”৩

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার সংস্কৃত ভাষার ঐরূপ লক্ষণ করিয়াও বলিতেছেন যে, সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে :—“প্রকৃতেঃ সংস্কৃত্য স্ত বিকৃতিঃ প্রাকৃত্য মতা”—(ঐ)। অর্থাৎ সংস্কৃত রূপ প্রকৃতির বিকৃতিকে প্রাকৃত মনে করা হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা প্রাকৃতকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তাহারা লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিতে ইচ্ছা করেন।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শে ( ১.৩৩ ) সংস্কৃতের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক পণ্ডিত প্রেমচাঁদতর্কবাগীশ মহাশয় তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে—

“সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ্ অথ খ্যা তা মহর্ষিভিঃ।

তত্ত্ববস্তুং সমো দেশীভ্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ ॥”

৩। See A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III, p, 1992.

তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—“দৈবী..বাক্ মহর্ষিভিঃ  
পাণিতাদিভিঃ, নামেতি প্রসিদ্ধৌ, সংস্কারসম্পন্নত্বাৎ সংস্কৃতম্ অ স্বা-  
খ্যা য় তে সংস্কৃতত্যাখ্যা পশ্চাদ্ ব্যবহৃত।।...পাণিতাদয়ো (-দিভিঃ) হি  
তত্তদব্যাকরণহুত্রৈঃ প্রকৃতিপ্রত্যাদিবিভাগ-প রি ক ল্প ন য়া নি ত্যা য়াঃ  
সংস্কৃতবাচঃ প্রতিপত্তার্থং শিষ্যাণাং সংস্কারোপায়ঃ প্রদর্শিতঃ, ন তু  
বাক্ সম্পাদিতা, স্থিতায়া এবাস্বাখ্যানসম্ভবাৎ।”

কিন্তু মূল ও টীকাকার উভয়েই সংস্কৃতের তাদৃশ লক্ষণ স্বীকার  
করিয়াও বলিতেছেন যে, ঐ অর্থাৎ লৌকিক সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত  
হইয়াছে। এইখানেই প্রাচীন ও নবীনগণের মধ্যে  
বৈদিক সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত  
এই নির্বিশেষ উক্তি করায় গোল বাধিয়াছে। যদি  
উঁহারা বলিতেন বৈদিক সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা হইতে প্রাকৃত হইয়াছে  
তবে অনৈক্যের কারণ নাই। বস্তুত ইহা বৈদিক ভাষা হইতেই হইয়াছে।  
লৌকিক সংস্কৃত হইতে হয় নি, হইতে পারে না। ইহা আমরা এখনই  
দেখিতে পাইব।

বৈদিকভাষা লিখিতে ও বলিতে উভয় রূপেই ব্যবহৃত হইত।  
বৈদিকভাষা পরিবর্তনের শ্রোতে পড়িয়া যখন  
বৈদিকভাষা লেখ্য ও কথা  
উভয়ই ছিল  
লৌকিক সংস্কৃতের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছিল,  
তখন তাহার উচ্চারণ নিশ্চয়ই বিভিন্ন আকার ধারণ  
করিয়াছিল; মূল বৈদিকভাষা যেরূপ স্বরে উচ্চারিত হইত, পরিবর্তমান  
অবস্থায় তখন আর সেরূপভাবে উচ্চারিত হইত না। একটু পরেই  
ইহা আমরা দেখিতে পাইব। মূল স্বরের স্থানে  
বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বর দেখা যাইত। ইহা নৈসর্গিক।  
আজকালও একটি শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন দেশ-  
প্রদেশে বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়।  
ব্যক্তিবিশেষে শব্দের আদি মধ্য ও অন্তস্থিত স্বরসমূহকে মুহ-ডীত্র, হ্রস্ব-  
দীর্ঘ, লঘু-গুরু ও সামুনাসিক-নিরমুনাসিক ইত্যাদি বহুবিধ স্বরে উচ্চারিত

করিয়া থাকেন। ইহাতে একই শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্য অবস্থাতেও অবশ্য এইরূপ পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছিল।

মূল ও আকৃতিতে শব্দ এক হইলেও কেবল উচ্চারণের ভেদে এত মূলত এক হইলেও উচ্চারণ-  
ভেদে শব্দের ভেদপ্রতীতি  
পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় যে, বিভিন্ন-বিভিন্ন শব্দ  
বলিয়া মনে হয়। এইজন্য চট্টগ্রামবাসী ও  
পশ্চিমবঙ্গবাসী উভয়ে একই শব্দ লইয়া আলাপ

আরম্ভ করিলেও পরস্পর বুঝিতে পারেন না। অথচ পরস্পরের ভাবের  
আদান-প্রদান না করিলেও সংসারযাত্রা চলে না। বৈদিক ও লৌকিক  
সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সময়েও ভাষার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল।

একই কথা একপ্রদেশবাসী যেক্রপভাবে উচ্চারণ  
ভাবের আদান-প্রদানের  
করিতেন অপরদেশবাসী তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারে  
তজ্জনিত অসৌকার্য  
উচ্চারণ করিতেন; তাহার পরস্পরকে বুঝিতে  
বা বুঝিতেই পারিতেন না, এবং এইরূপে লোকব্যবহার বা লোক-  
যাত্রা নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সেই সময়ে বৈদিক ভাষায় কেবল বিবিধ উচ্চারণভেদেই যে ঐ  
অনুবিধা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে; দেশী বা দ্রাবিড়াদি অন্যান্য

৪। পতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ-মহাশায়ে (পম্পশাস্ত্রিক) এই সমস্ত স্বরদোষ উক্ত হই-  
রাছে :—সংবৃত, কল, ঘ্রাত, এগীকৃত (যে উচ্চারণ ইহা ওকার বা উকার বলিয়া মনে  
হয়), অস্বকৃত (বাক্ত হইলেও যেন মুখমধ্যেই আছে বলিয়া বোধ হয়), অর্ধক (দীর্ঘ  
হইলেও হ্রস্ব বলিয়া বোধ হয়), গ্রস্ত (জিহ্বামূলে নিগৃহীত বা অব্যক্ত), নিরস্ত (নিষ্ঠুর),  
এগীত (সামের জ্ঞায় উচ্চারিত), উপগীত (সমীপস্থ বর্ণাঙ্করের সহিত গীতিযুক্ত), ক্ষিপ্ত  
(কম্পমান) রোমশ (গম্ভীর), অবিলম্বিত (বর্ণাঙ্কর-মিশ্রিত), নিহত (রুদ্ধ), সন্দেহ  
(বন্ধিতের জ্ঞায়), ও বিকীর্ণ (বর্ণাঙ্করে প্রচলিত)। এ সম্বন্ধে সেখানে একটি কবিতা  
উদ্ধৃত হইয়াছে—“গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নিহতমস্বকৃতং ঘ্রাতমথো বিকম্পিতম্। সন্দেহ-  
মৌকৃতমর্ধকং ঙ্রস্তং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষপ্রাবনাঃ।” এগুলি হইল স্বরদোষ, আর সব  
ব্যঞ্জনদোষ।

শব্দের সংমিশ্রণও তাহার অন্ততম প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে  
লৌকিক ব্যবহারে বেদভাষার সহিত অনার্য্যগণের  
ঐ অসৌকর্য্যের কারণান্তর ভাষাও কতকটা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা  
অনার্য্যশব্দের সংমিশ্রণ পরে আরো স্পষ্ট করিয়া আলোচিত হইবে। এই  
সমস্ত কারণেই বেদভাষা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

এইজন্ত সকলেই বাহাতে একরূপে শব্দ ব্যবহার করিতে পারে, তদ্বিষয়ে  
তখন এক নিয়মের আবশ্যকতা বোধ হইল ও নিয়ম-  
লোক ব্যবহার নির্কাহের সমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী  
জন্ত ভাষার নিয়মের ভাষাকে তখন চারিদিক হইতে শৃঙ্খলিত হইতে হইল।  
আবশ্যকতা ও উদ্ভাবন শৃঙ্খলের মধ্যে আসিয়া পরতন্ত্র হইয়া ভাষার রূপান্তর  
উপস্থিত হইল। স্বাধীন অবস্থায় বিচরণ করিবার সময় তাহার যে ভাব,  
যে স্মৃতি ছিল, অবদ্বন্দ্ব হইয়া তাহার সে ভাব, সে স্মৃতি ক্রমশই বিলীন  
হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাষা ক্রমশই তখন জড় হইয়া উঠিল, নিজের  
চেষ্ঠায় তাহার আর নড়িবার-চড়িবার সামর্থ্য থাকিল না। পূর্বে ইহাতে যে  
সকল পদ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিতে পারা যাইত, আর তাহা পরে থাকিল  
না। ইহা তখন সম্পূর্ণরূপে নিয়ামকের হস্তে,  
তাহার ফলে ভাষার বন্ধন সাহিত্যকের হস্তে ; ইহা আদিষ্ট হইয়া কেবল ঐ  
নিয়ামক সাহিত্যিকগণকেই উপাসনা করিতে লাগিল, সাধারণের সহিত  
ইহার সম্বন্ধ সূদূর হইয়া পড়িল।

বেদভাষা এইরূপেই লৌকিকসংস্কৃতরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহার  
অন্ত কোন কারণ নাই। বেদভাষাই যে ঐ প্রকার পরিবর্তনপ্রাপ্ত  
হইয়া লৌকিক সংস্কৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন  
তাহাতেই লৌকিক সংস্কৃতির উৎপত্তি সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্তই ইহাতে কাহারো  
বিরুদ্ধ মতও দেখা যায় না। কোতুকবশবর্তী হইয়া  
কোন বৈয়াকরণ নব-নব নিয়মের দ্বারা প্রচলিত ভাষাকে আবদ্ধ করিবার  
জন্ত প্রবৃত্ত হন নাই। যদি তাহাই হয়, তবুও  
তাহার অপর কোন স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে ভাষাকে তিনি  
কারণ নাই, আ বদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তখন

মুক্ত ছিল, চঞ্চল ছিল, পরিবর্তনশীল ছিল; ইহার এই মুক্ততা, চঞ্চলতা ও পরিবর্তনশীলতাই তাঁহাকে ঐ কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছিল, কেননা, ভাষার ঐ মুক্ততাপ্রভৃতি লোকব্যবহারে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিল।

তখন বিভিন্ন-বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিতেন। কেহ বলিতেন ক্ষুদ্রক, অপরে বলিতেন ক্ষুদ্রক; একজন বলিতেন যুবাং, অন্ত্রে বলিতেন যুবং, আবার বন্ধনের পূর্বে ভাষার অবস্থা ও অসংযত প্রয়োগ অপরে বলিতেন বাং; কেহ বলিতেন পশ্চাৎ, কেহ বা বলিতেন পশ্চা; কেহ বলিতেন যুগ্মাঙ্গ, কেহ বা বলিতেন যুগ্মে; এইরূপ দেবাঃ, দেবাসঃ; শ্রবণা, শ্রোণা; অবদ্যোতয়তি, অবজ্যোতয়তি; এইরূপ ব্যবহার চলিত। কেহ কোন-কোন স্থানে মোটেই প্রতিপদিকের উত্তর বিভক্তি যোগ করিতেন না, যথা, “পরমে ব্যোমনু”, অন্তেরা করিতেন; কেহ বা কোন শব্দের কোন অংশ লোপ করিয়া পাঠ করিতেন (যথা, “আঅনা” স্থলে “অনা”), কেহ করিতেন না; কেহ বিশেষ্য-অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গাদি ঠিক করিয়া ব্যবহার করিতেন, অন্ত্রে তাহা করিতেন না, যেরূপ সুবিধা হইত সেইরূপই বলিয়া চলিতেন (যথা, “বন্দ্রসীব্যধ্বং বহুলা পৃথুনি;” “ভুবানি বিখা”)। কখন কেহ সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্থিত দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিতেন (“রোদসি প্রাং”), আবার অনেক সময়ে সেরূপ করিতেন না। একজন কোন বর্ণকে একরূপে উচ্চারণ করিতেন, অন্তেরা আর একরূপে উচ্চারণ করিতেন (যথা, একই ড কোন-কোন স্থলে ল কিংবা ল (oo), অথবা ঢ বর্ণ ল্হ উচ্চারিত হইত : দ্রষ্টব্য—ঋ. প্রা. ১.১০.১১)। কেহ কেহ পদান্তে বর্ণের তৃতীয় বর্ণ, কেহ কেহ বা প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতেন। এইরূপ ভাষার মধ্যে বহু পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের বৈদিক ভাষার সহিত স্বল্পমাত্রাও পরিচয় আছে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন যে, ইহাতে এই প্রকার কত পার্থক্য রহিয়াছে।

বৈদিকভাষা যে বলিবার ভাষা ছিল, তাহা এই ঘটনাই  
বৈদিকভাষা যে কথা ছিল, সূচাক্রমে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।

তাহার প্রমাণ

যে ভাষা বলিবার, তাহার পরিবর্তন হওয়াই স্বভাব; তাহা  
কথাতাহার পরিবর্তন চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে না; দেশ  
অবস্থান কাল ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে  
ইহা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে  
তাহাকে সংযত করিবার ইচ্ছা মানবের স্বাভা-  
বিক, তাহার কারণ প্রবৃত্তিও মানবের স্বাভাবিক; কেননা, তাহা না  
হটলে সাহিত্য হয় না, এবং সাহিত্য না হইলে দূরদেশান্তরস্থিত লোকের  
সহিত ব্যবহার চলে না।

এক দিকে তো বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ক্রমশ লৌকিক  
সংস্কৃতে পরিণত হইল। আর দিকে তাহা হইতেই প্রাকৃত ভাষারও বীরে-  
ধীরে উদ্ভব হইল। এমন কি ঋগ্বেদেরও ভাষায় ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।  
প্রাকৃতে বহু স্থানে, বিশেষত ঋকার ও রকারের সংসর্গে ত ত হইয়া থাকে,  
ইহা সূত্রসিদ্ধ (১৪৮৫, ক)। বেদেও আমরা ইহা  
প্রাকৃতির উদ্ভব। দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে (৪. ৫০. ৩) ‘কুপ’ অর্থে  
অ ব ত, কিন্তু যজুর্বেদে (বা. স. ১১. ৬১) অ ব ট।

ঋগ্বেদে বি ক্র ত শব্দ তো আছেই, আবার বি ক ট শব্দও আছে। ইহাতে  
স্পষ্টই বুঝা যায়, কেহ বলিত বি ক্র ত, কেহ বা বলিত বি ক ট। মূলত  
তখন এক √ ক্র ধাতুই ছিল, তাহা হইতে ক্র ত, কিন্তু পরে তাহা হইতে  
সংস্কৃতে √ ক ট একটি স্বতন্ত্র ধাতু হইল। ইহা হইতে স ক ট, উৎ ক ট  
ইত্যাদি। √ ক্র ৎ অর্থ ‘কাটা’। ইহা হইতে ঋগ্বেদে (১. ১০৬. ৬) ও  
অথর্ববেদে (১২. ৪. ৩) ‘গর্ত’ অর্থে কা ট, এবং ককার স্থানে গকার হওয়ার  
গ র্ত (ঋগ্বেদ, ৫. ৬২. ৫) পাওয়া যায়। আবার ‘শিথিল’ অর্থে ঋগ্বেদের  
বহু স্থানে (৫. ৮৫. ৮ ইত্যাদি) শি থি র শব্দ মূলত (< √ শ থ.  
‘শিথিল হওয়া’) হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে স্পষ্টই প্রাকৃতভাব

দেখায়। তা ছাড়া ধকার ও ভকার স্থানে হকার; যেমন √ধা হইতে ধি ত এবং হি ত, √গ্র ভ্ হইতে √গ্র হ্। ঢ স্থানে ল। আবার ‘গর্জনকারী মেঘ’ অর্থে স্ত ন য়ি ত্বু (ঋগ্বেদ, ৪. ৩. ১) এবং ত ন য়ি ত্বু (ঋগ্বেদ, ১০. ৬৬. ১১); ‘চোর’ অর্থে স্তা য়ু (বাজসনেয়িসংহিতা, (১৬. ২১) এবং তা য়ু (ঋ. স. ১. ৬৫. ১)। আবার চ স্ত্র, এবং শ্চ স্ত্র, (তুলঃ স্ত্র শ্চ স্ত্র, পুরু শ্চ স্ত্র, হরি শ্চ স্ত্র, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই জাতীয় বিবিধ পদে এক দিকে দেখা যাইবে যে, বৈদিক ভাষার সময় প্রাকৃত কীরূপ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে; (পরে ইহা আরো স্পষ্ট হইবে); অন্য দিকে ইহাও বুঝা যাইবে যে, বৈদিক ভাষা কথ্য ছিল, অন্তথা তাহাতে এরূপ পরিবর্তন দেখা যাইত না।

নিম্নে বৈদিক ও প্রাকৃত ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য দেখান হইতেছে  
বৈদিক ও প্রাকৃত তাহাতে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধটা স্পষ্টভাবে  
ভাষার সম্বন্ধ। জানা যাইবে—

১। প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মোটে প্রয়োগ নাই; সংস্কৃত ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রাকৃতে ঐ শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি লুপ্ত হইয়া থাকে (দ্রঃ—৭পৃ. ১.১১ ৭)। যথা, সংস্কৃত তা ব ৎ প্রাকৃতে হইবে তা ব; এইরূপ স্তা ৎ হইবে সি য়া, ক শ্ম ন্ হইবে ক শ্ম, ইত্যাদি। এই নিয়মের ব্যতিচার নাই।

বৈদিক ভাষায় আমরা উভয়রূপই দেখিতে পাই; দেখিতে পাই ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি কখনো লুপ্ত হইয়াছে, আবার কখনো হয় নাই। একই শব্দ এক স্থানে ব্যঞ্জনান্তভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে, আবার অপর স্থানে তাহার শেষ ব্যঞ্জনটি লোপ করা হইয়াছে। যথা, দে ব ক র্ম ন্ হইতে দে ব ক র্মে ভিঃ (ঋ. স. ১০. ১৩০. ১)। প শ্চা ৎ (অথ. স. ৪. ১০. ৩), আবার প শ্চা (ঐ ১০. ৪. ১১. শত. ব্রা. ১. ১. ২. ৫); ইহা হইতেই প্রাকৃতে হইল প চ্ছা (বাড়লার পা চ্ছ, অথবা পাচ্ছা)। লৌকিক সংস্কৃতে ইহা হইতেই প শ্চা র্দ্ধ শব্দ চলিয়া গিয়াছে, এবং কাত্যায়নকে আর একটি বার্ত্তিক পুত্র বাড়াইতে হইয়াছে (পা. ৫. ৩. ৩২-

৩৩)। এইরূপ যুগ্মান্ (ঋ. স. ১. ১৬১. ১৪ ; তৈ. স. ১.১. ৫) শব্দ-স্থানে যুগ্মা ( বা. স. ১. ১৩. ১ ; শত. ব্রা. ১. ২. ৯ ) ; উচ্চাৎ স্থানে উচ্চা ( তৈ. স. ২. ৩. ১৪ ) ; নীচাৎ স্থানে নীচা ( তৈ. স. ১. ২. ১৪ ; ত্রি. প্রা. ৫. ৮. ) ।

২। পালি প্রাকৃতে পদের আদিবর্ণগত বফলা ও বফলার প্রায় লোপ দেখিতে পাওয়া যায় ( ১. § ১৪. ১৫. ৬১ ) । যথা, সংস্কৃত গ্রাম প্রাকৃতে গাম । এইরূপ ব্যবস্থিত হইবে ব্যবস্থিত । বৈদিক ভাষাতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে ; যথা, অপগল্ভ স্থানে অপগল্ভ ( তৈ. স. ৪.৫.৬.১ ) ; ৭ ত্রি+ঋচ্ ( চ ) হইতে ত্র্যচ পদ না হইয়া ত্রিচ ( শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ৩৩ ; কা. শ্রো. স্মৃ. ও এই প্রকার ), এবং ত্ চ হয় । ৮ লক্ষণীয় শ্রাত ও শূত ( √ শ্রা 'পাক করা' হইতে ) ।

৩। বর্গীয় বর্ণের সহিত অন্তস্থ বর্ণের সংযোগ হইলে প্রাকৃতে প্রায়ই ঐ পরবর্তী অবর্গীয় বর্ণের লোপ হয়. এবং পূর্ববর্তী বর্গীয় বর্ণের দ্বিহ হইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য্য হইয়া থাকে ( প্রা. ল. ৩.৫ ) । যথা, ব্যাখ্যান=বক্থাণ ; সভ্য=সভ ; শক্র=সক্ক ; বিধ্বংসিত=বিধ্বংসিত ; ইত্যাদি ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এইমাত্র ভেদ যে, শেষের অবর্গীয় বর্ণটি লুপ্ত না হইয়া ঐরূপই থাকিয়া যায় । ৯ যথা, বিখ্যায়=বিক্খ্যায় ( তৈ. স. ৪. ১. ২ ) ; ১০ অখ্যৎ=অক্খ্যৎ ( ঋ. স. ৪. ১৭. ১ ) ; ১১ মেঘ্যা=মেগ্ঘ্যা ( তৈ. স. ৫. ২. ১১ ) ;

৭। মূল মন্ত্রটি এই :- 'নমো মধ্যমায় চাপগল্ভায় ।' "অপগল্ভ ; অশোড়ল্লিয়ো বালঃ"—সায়ণ ।

৮। এস্থলে যাক বলিয়াছেন—“অথাপি দ্বিবর্ণলোপত্বঃ”—নি, ২, ১, ২ ; অর্থাৎ এখানে ত্রি শব্দের রকার ও ইকার এই উভয়ের লোপ হইয়াছে । পা. ৬, ১. ৩৪ ( বাস্তিক ) ।

৯। প্রাকৃতে এই লোপের কারণ উচ্চারণসৌকর্য্য ।

১০। তৈ. প্রা. ১৪, ৫ ; শু. প্রা. ৪, ১০৮ ।

১১। ঋ, প্রা. ৬, ২১ ; ভাষ্যকার উক্তট লিখিয়াছেন ইহা শাকল্য-মতে ।

আ জি ঘ্ৰ—আ জি গ্ৰ ( বা. স. ৮. ৪২ ) ; অ ধ্ব নঃ—অ দ্ধ্ব নঃ  
( বা. স. ৪. ১২ ) । ১২

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লক্ষণীয় :

লৌকিক	বৈদিক	প্রাকৃত
প্র গ ল্ ভ	প্র গ ল্ ব্ ভঃ	প গ ব্ ভ
ব ঞ্মী ক	ব ল্ ঞ্মী কঃ	ব ঞ্মী ক
শক	শ ল্ কঃ	শক

এতাদৃশ স্থলে প্রাকৃতে কেবল লকারের লোপ হইয়াছে, এবং তাহার একমাত্র কারণ উচ্চারণের সৌকর্য্য।

৫। প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্ব হয়। যথা, মা ত্রা—ম ত্রা, ইত্যাদি ( ১০. § ১১ ) ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা, রো দ সী প্রা—রো দ সি প্রা ( ঋ. স. ১০. ৮৮. ১০ ) ; অমাত্র—অমত্র ( ঋ. স. ৩. ৩৬. ৪ ) । ১৬

৬। প্রাকৃতে অনেক স্থানে সংযুক্তবর্ণস্থলে একটী ব্যঞ্জন লোপ করিয়া পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করা হয়। [ ৯ পৃ. ৪ টীকা ; ১. § ১৪ ; ৫. § ১ হ্র ( হ্র ) উপসর্গ ]। যথা, ক র্ত্ত ব্য—কা ত বব, নি খা স—নী সা স, হ্র হাঁ র—দু হা র।

১২। এ স্থলে তৈ প্রা ১৪ অধ্যায়, শু. প্রা. ৪. ১০০ ইত্যাদি, এবং পাণিনিপ্রভৃতি লৌকিক ব্যাকরণের দ্বিষবিষয়ক নিয়মগুলি আলোচনীয়। একটি কথা এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, মুদ্রিত বহু বৈদিক গ্রন্থেই এইরূপ দ্বিষবিশিষ্ট পদ সাধারণত দেখা যায় না ; কিন্তু এরূপ পদই যে প্রযোজ্য তাহা প্রাতিশাখ্যসমূহই বলিয়া দিতেছে। মহীশূরে মুদ্রিত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে যথোচিত পাঠই দেওয়া হইয়াছে। অজ্ঞাত মুদ্রিত পুস্তকে কেন এরূপ পদ দেওয়া হয় নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে কানীরা বৈদিক পণ্ডিত জীযুক্ত প্রভুদত্তজী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দ্বিষবিশিষ্ট পাঠ দেওয়াট উচিত ছিল। বৈদিকসমাজে ঠিক প্রাতিশাখ্যকে অনুসরণ করিয়াই যথোচিত দ্বিষ করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হয়।

১৩। তৈ. স. ২. ২. ৫ ; তৈ. প্রা. ১৪. ৭।

১৪। তৈ. স. ৫. ১. ২ ; তৈ. প্রা. ১৪. ২।

১৫। তৈ. স. ৫. ৪. ২ ; তৈ. প্রা. ১৪. ২।

১৬। ঋতব্য - নি. ৩. ৫. ১।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, হ্র দ্ ভ—দৃ ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬; ঋ. স. ৪. ২. ৮); ১৭ হ্র নী শ—দৃ গা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৩)।

৭। প্রাকৃতে বহুবলে ঋকার-স্থানে উকার হইয়া থাকে। যথা, ঋ তু—উ তু, অথবা উ হ্র, ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্যে এতাদৃশ প্রয়োগ একেবারে অলভ্য নহে। যথা, বৃ ন্দ—বু ন্দ (দ্রষ্টব্য—নি. ৬. ৩৩)।

৮। প্রাকৃতে বহুবলে দকার ডকার হইয়া থাকে (১. §৮৭, খ, গ)। যথা, দ হ্ তি—ড হ্ তি, দ ও—ড ও।

বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ আছে। যথা, হ্র দ্ ভ—দৃ ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬); পুরো দা শ—পুরো ডা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৪; শত. ব্রা. ১. ৫. ১. ৫)। ১৮

৯। প্রাকৃতে অ ব স্থানে ওকার, এবং অ য় স্থানে একার হয়, প্রায়ই দেখা যায় (১০. §৫৭)। যথা, অ ব হ্ সি ত—ও হ্ সি ত, ন য় তি—নে তি।

বৈদিক সাহিত্যেও ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। যথা, শ্র ব গা—শ্রো গা (তৈ. ব্রা. ১. ৫. ১. ৪; ৫. ২. ২), অ স্ত র য় তি—অ স্ত রে তি (শত. ব্রা. ১. ২. ২. ১৮; ৪. ২০; ৩. ১, ১৬)। ১৯

১০। প্রাকৃতে ঞ স্থানে জ হয়, এবং প্রাকৃত নিয়মানুসারে (১. §২২) স্থানবিশেষে ঞ্জ জকারেয় দ্বিস্ব হয়। যথা, হ্র্য তি—জ্জু তি, বি ঞ্জা—বিজ্জা।

বৈদিকভাষায় এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়, তবে প্রভেদ এই

১৭। ঋষেদের পাঠ দুল ভ (দুলভ); সায়ণ অঙ্কুর (ঋ, স, ১, ১৫ ৬) ইহার অর্থ করিয়াছেন হ্র দ্ হ; এখানে হ্র ল্ ভ অর্থও হইতে পারে। প্রাকৃতে হ্র ল্ ভ শব্দ হইতে হ্র ল হ—দুল হ হইতে পারে।

১৮। এ সম্বন্ধে এখানে লিখিত হইয়াছে—“স বা অভ্যন্তং পুরো হ দা শ য়ৎ তন্ময়ং পুরো দা শো হ বৈ নান্মৈতদ্ যৎ পুরো ডা শ ইতি।”

১৯। আপস্তম্বজ্যোতিষ্মত্রে এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ আছে; বঙ্গীয়-আসিয়াটিক-সোসাইটি-সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যে, এখানে যক্ষাটোর লোপ হয় না। যথা, জ্যো তি স্—জ্যো তি স্, ২০ দ্যো ত তে—জ্যো ত তে; ২১ জ্যো ৎ আ পদটিও চিস্তনীয়; দ্যো ত য়—জ্যো ত য় (অথ.স. ৪. ৩৭. ১০); অ ব দ্যো ত য় তি—অব জ্যো ত য় তি (শত, ত্রা. ১. ২. ৩. ১৬); অ ব দ্যো ত্য—অব জ্যো ত্য (কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ৫.)।

১১। প্রাকৃতে হকার স্থানে ঘকার ও ভকার দেখা যায় (১. §১০০, খ; হে. চ. চ. ১. ২৬৪)। ঘকার যথা, দা হ=দা ঘ; ২২ ভকার যথা, জি হ্=জি ব্ ভা।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা ঘকার, মে হ=মে ঘ (নি. ২. ১.২—৩); আ হ্ নি=আ ঘ্ নি (ঋ. স. ৬. ৫৫. ১.; নি. ৫. ২. ৪.)। আবার বি দে হ অর্থে শতপথব্রহ্মণে কয়েক স্থানে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১২, ইত্যাদি) আমরা বি দে ঘ শব্দ দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরই এবং ঐ ব্রাহ্মণেরই অপর স্থলে ও অন্তত বি দে হ দেখা যায় (১. ৩. ৩. ১৭; ১৪. ৫. ২. ১, ৬; ৬. ১. ১; ইত্যাদি)। ভকার যথা, গৃ হী ত=গৃ ভীত (ঋ. স. ৬. ৪৬. ১৪); ইত্যাদি অনেক।

১২। প্রাকৃতে কখনো কখনো হকার-স্থানে ধকার দৃষ্ট হয় (১. § ১০০)। যথা, ই হ্=ই ধ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, স হ=স ধ (ঋ. স. ১. ১২১. ১৫, ইত্যাদি; পা. ৬. ৩. ২৬); গা হ্=গা ধা (নি. ২. ১. ৩-৪); ব হ্=ব ধু (ঋ. স. ৫. ৩৭. ৩.)। ২৩

২০। “অধাপি আদিবিপর্কঃ জ্যোতিঃ”—নি, ২, ১, ২।

২১। “দ্যো ত তে জ্যো ত তে ঋতিকর্মাণঃ—নিঘ, ১, ১৬; ত্রঃ—ঐ দেবরাজযজ্ঞ-টীকা; তুলঃ—উপাধিসূত্র ২, ১০০। এ স্থানে লক্ষণীয় যে, নিঘটুতে দ্যো ত তে জ্যো ত তে উভয় ধাতুই পঠিত হইয়াছে।

২২। বস্তুত এতাত্প্র গুলে মূলত য স্থানে হ মূলত পূর্বে দিব ধাতু, পরে তাহা হইতে  $\sqrt{দহ}$ । প্রথমে  $\sqrt{মিঘ}$ , তাহা হইতে পরে  $\sqrt{মিহ}$ । এইরূপ মূলত প্রথমে  $\sqrt{গ্রহ}$ , তাহা পরে  $\sqrt{গ্রহ}$ । অপরকথায় প্রথমে য ১ ৬ ছিল পরে তাহাদের স্থানে হ হইয়াছে।

২৩। প্রাকৃতে ব ধু স্থানে ব হ্, এবং মে ঘ স্থানে মে হ হয়। যাকের মন্তব্য দেখিয়া মনে হয় যে প্রাকৃতরূপটিই প্রাচীন; ‘অথাপ্যন্তব্যাপত্তির্ভবতি, ও যো, মে যো,

১৩। ধ-স্থানে হকারও উভয়ত্র দেখা যায়। যথা, প্রাকৃতে ব ধ = ব হ (প্রা. প্র. ২. ২৭; পা. প্র. ১. § ৮৮, গ); বৈদিকভাষায় এ তি স ক্রা য় = প্র তি সং হা য় (গো. ত্রা. ২.৪)।

১৪। শতপথব্রাহ্মণে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১৭) 'মা থ ব শব্দ দৃষ্ট হয়; ২৪ সায়ণাচার্য্য এখানে মা ধ ব পাঠ করিয়াছেন। প্রাকৃতে দেখিতে পাই থকার স্থানে ধকার হয়; যথা, ম থু রা = ম ধু রা, না থ = না ধ (প্রা. প্র. ৩. ১১, তুলঃ—নি. ২. ১.২-৩)। আবার শৌ র-সেনী প্রাকৃতে দেখা যায় যে, ধ-স্থানে থ হয়; এবং ভামহ প্রাকৃত-প্রকাশে (১০.৩) উদাহরণরূপে মা থ ব পদই ধরিয়াছেন।

১৫। পদান্তস্থিত যকারের উভয়ই দ্বিত্ব দেখা যায়। যথা, দে য় = দে যা (হে. চ. ৮. ১. ২৪৮; পা. প্র. ১. § ১০); পৌ রু য়ে য় = পৌ রু য়ে যা (বা. স. ২১.৪৩, শু. প্রা. ৪. ১৫১)।

১৬। স্বরভক্তির ২৫ প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই প্রচুর। প্রাকৃতে যথা, ক্লি র = ক্লি লি র, স্ব = স্র ব। বৈদিক যথা, ত য়ঃ = ত হু বঃ (তৈ. আ. ৭. ২২. ১), য়ঃ = স্র বঃ (ঐ ৬. ২. ৭), স্ব র্গঃ = স্র ব র্গঃ (তৈ. স. ৪. ২. ৩; তৈ. ত্রা. ১.১.১)। রা ত্র্যা = রা ত্রি যা, স হ স্র্যঃ = স হ স্রি য়ঃ; ইত্যাদি। যজুর্বেদে এতদৃশ প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়।

১৭। উভয় ভাষাতেই কোন কোন স্থলে পদান্তগত বর্ণবিশেষের লোপে ঐ পদটিকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে। প্রাকৃতে যথা, রাজ কুল = রা উ ল, কা লা য়া স = কা লা স (হে. চ. ১. ১. ২৬৭—

না ধো, পা ধো, ব ধু র্ম ধু—নি. ২. ১. ২. ৩। অথবা প্রথমে মে হ ও ব হু হইতে মে ধ ও ব ধু হইয়াছে প্রাকৃতির নিয়মানুসারে (প্রা. প্র. ২, ২৭) আবার মে হ ও ব হু হইয়াছে।

২৪। আচাৰ্য্য ঈসত্যত্রত সামশ্রমী মহাশয় যতগুলি হস্তলিপি পুস্তক দেখিয়াছেন তাহার মধ্যে কেবল একখানিতে মা ধ ব আছে। Weber সাহেব সর্বত্র মা থ ব পাঠই দেখিয়াছেন।

২৫। স্বরভক্তির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—“ভজ্যত ইতি ভক্তিঃ ধর্মঃ স্বরন্তের ভক্তি-পশু স ততোক্তঃ, স্বরধর্মো ভাবতীতি ধাবৎ”—তৈ. প্রা ভায়ে (১১, ৫) গোপালবজ্ঞা। এখানে এই শব্দটিকে আমরা আরো ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছি।

১.১৩১. ১০-১১) সং বৎ স রঃ + অ জা য় ত - সং বৎ স য়ো অ জা য় ত (খ. স. ১০. ১৩০. ২)।

ভালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আর আমরা উদ্ধৃত করিব না; অতুসন্ধিংহ পাঠকগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগে ঐ উভয় ভাষা দেখিলেই অবলীলাক্রমে বহু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

পাঠকগণ এখন ভাবিয়া দেখিবেন, প্রাকৃতকে যদি লৌকিক সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বৈদিক সাহিত্যের সহিত প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতির এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকিতে পারে কি? উৎপন্ন হইলে বৈদিক-ভাষার সহিত তাহার ঐ পরে যখন আমরা দেখাইব যে, প্রাকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিতে পারেনা পালিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং সংস্কৃতের উপর ইহার আরো প্রমাণ প্রাকৃত কতদূর স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পরে উক্ত হইবে তখনই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মূল প্রাকৃত যখন এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহারই অল্পতম পূর্ববর্ণিত কারণে প্রাকৃত ভেদ পালিরও উৎপত্তির যে ইহাই কারণ, বিশেষ পালি ও সংস্কৃত তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু কোন কোন ভাষা-ইহাতে হয় নাই তত্ত্ববিদ মনে করেন যে, পালি গা থা ভা বা পালি গা থা ইহাতে উৎপন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এ কথাটি এই মতের উল্লেখ একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

গা থা ভা বা অথবা মিশ্রিত সংস্কৃত সম্বন্ধে পূর্বপূর্ব পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভারতের গাথার আলোচনা ও ডাক্তার রামেন্দ্রলাল মিত্র সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-বিজ্ঞাবিৎ ডাক্তার রাভেন্সলাল মিত্র তদ্বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, অধ্যাপক

১। যোক্ষমূলর গাথা-আলোচনাগ্রন্থে ডাক্তার মিত্রের মত গ্রহণ করিয়া তাহার ভুলসী প্রশংসা করিয়াছেন। See Chips from a German Workshop. Vol: I. p. 800.

মৌকম্বলর ও ডাক্তার বেবর-প্রমুখ বিদ্বানেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব তাঁহার কণার যে, এ বিষয়ে গুরুত্ব  
তাঁহার সহিত লেখকের আছে তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার গাথাভাষা  
অনৈক্য বিষয়ক আলোচনার অন্তর্গত অনেক সুন্দর কথা আছে,  
কিন্তু প্রধান বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই।  
অত্যাশ্চর্য পণ্ডিতেরাও যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমার ভাল বোধ হয়  
নাই। এইজন্ত, এরূপ আগার নবীন পাঠকগণের নিকট গাথার কিঞ্চিৎ  
পরিচয় প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য, এই মনে করিয়া এ স্থলে তৎসম্বন্ধে  
কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাবান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাবৈপুল্যসূত্র  
বলিয়া এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে। ললিতবিস্তর,  
মহাবৈপুল্যসূত্র সঙ্কল্পপুণ্ডরীক, রত্নকোষাধারণী, আৰ্য্যসিংহ-  
পরিপূজা, আৰ্য্যসাগরমতিসূত্র, আৰ্য্যগগনজ্ঞসূত্র, চন্দ্রপ্রদীপসূত্র,  
গাথা ও গাথাভাষা বিমলকীর্তিনির্দেশ, ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ ঐ  
শ্রেণীর মধ্যে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চ অংশ গাথা  
বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে, এবং সেই জন্তই ঐ সকল গ্রন্থের পঞ্চের  
ই নাম আধুনিক ভাষাকে গাথাভাষা বলা হয়।<sup>২</sup> এই নাম  
আধুনিক পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত; প্রাচীন  
কোনো গ্রন্থে ঐ নাম এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। তৎসংগ্রহে গাথা  
শব্দটি শ্লোকমাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

এই সমস্ত গাথার ভাষা খাঁটি সংস্কৃতও নহে, প্রকৃতও নহে; কিন্তু  
গাথায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ইহাতে উভয়েরই বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখিতে  
বিচিত্র সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। যথা—

২। See Indo-Aryan, Vol. II, PP. 276-296.

৩। মহাবস্তুতে গল্প-পদ্য উভয়েরই ভাষা মিশ্র-সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত উভয়েরই  
মিশ্রণ।

গাথার উদাহরণ

“অঙ্গবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং  
 নটরঙ্গসমা জগি জগ্মি চ্যুতি ।<sup>৪</sup>  
 গিরিনদ্যসমং লঘুশীত্ৰজবং  
 ত্রজতায়ু জগে যথ বিহ্য নভে ॥১॥৬  
 উদকচন্দ্রসমা ইমি কামগুণাঃ  
 প্রতিবিম্ব ইবা গিরিঘোষ বথা  
 প্রতিভাসসমা নটরঙ্গসমা-  
 স্তথ নৃপসমা বিদিতার্থ্যজনৈঃ ॥১॥৮

ল. বি. ২০৪. ২০৬ পৃঃ।

M. Burnouf বলেন যে, গাথা বিত্ত্বক সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্তী  
 Burnoufএর মতে গাথা ভাষা। ডাক্তার মিত্রের ইহা সম্মত, এবং  
 সংস্কৃত ও পালির মধ্য- তিনি মনে করেন যে, এই গাথা শাক্যসিংহের  
 বহা, গাথা প্রাদেশিক জন্মগ্রহণের পূর্বে দেশভাষাই ছিল।<sup>১০</sup> সংস্কৃত  
 ভাষা ছিল, গাথা হইতেই পালির হইতে গাথা, এবং গাথা হইতে পালি হইয়াছে।  
 উৎপত্তি এই মত কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করা নিতাস্ত

৪। শুদ্ধ সংস্কৃত—নটরঙ্গসমং জগতি জগ্মি চ্যুতিঃ। ছন্দের অনুসারে গাথার মূল  
 অংশে “চ্যুতি” পাঠ করা উচিত।

৫। গিরিনদীসমং।

৬। ত্রজতায়ুর্জগতি বথা বিহ্য নভসি।

৭। ইমে।

৮। ইব গিরিঘোষে।

৯। স্তথা.....বিদিতা আর্ধ্যজনৈঃ।

১০। “Burnouf, the first who instituted a critical inquiry into the history and literature of Buddhism, supposed that there was, besides the canon fixed by the three convocations, another digest of Buddhist doctrines composed in the popular style which may have developed itself, as he says, subsequently to the preaching of Sakya, and which would thus be intermediate between the regular Sanskrit and Pāli.”—Chips, I. p. 299.

“The language of the Gāthā is believed, by M. Burnouf,

আবশ্যক। পালির সহিত গাথার এবং গাথার সহিত বিভিন্ন দেশভাষার (dialect) সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সমস্ত বুঝা যাইবে। অতএব গাথার মূল স্বরূপ না বিশেষত্ব কি তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা কর্তব্য; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। দেখিতে পাওয়া যায় গাথায় অনেক স্থানে প্রাতিপদিকের উত্তর প্রযোজ্য বিভক্তির মোটেই প্রয়োগ হয় না। যথা—

“সর্কেবাং গৃ হ ( গৃ হে ) ভুঞ্জন্তি।” বি. কী., শি. স. ৩২৪।

“যেন তে স ত্ব ( স ত্বা ) মুচ্যন্তে।” ঐ ৩২৫।

“সং স্বা র ( রাঃ ) অ নি ত্য ( ত্যা ) অক্রবাঃ।” ল. বি. ২০৯।

“যাবন্তো লো ক (লো কাঃ) পাষণ্ডাঃ।” বি. কী., শি. স. ঐ ৩২৫।

“শ ত্র ( শ ত্র ম্ ) অন্তরকল্পেযু।” ঐ ৩২৫।

“স দ্বি সা ম গ্রি ( সা ম গ্রীং ) রোচেস্তি।” ঐ ৩২৫।

“তে জি ন পূ জ ( পূ জাং ) করোস্তি।” উ. ধা., শি. স. ৩২৭।

“র শ্মি ( র শ্মিং ) প্রমুঞ্চিয়।” ঐ ৩২৭।

“ছ ত্র ( ছ ত্রং ) ধরেস্তি তথাগত মুধ্ৰে।” ঐ ৩২৭।

“পুরবরন্ত নি রী ক্ষ মা ণ ( নি রী ক্ষ মা ণা ) রূপং।” ঐ ৩২৯।

“ন র গ ণ ( গ ণঃ ) তথ নারী।” ঐ ২৯৮।

ইত্যাदि।

পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে প্রথম, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী এই তিন বিভক্তির প্রয়োগ নাই। আমি

to be intermediate between the Pāli and the pure Sanskrit. Now as the Pāli was the vernacular language of India from Cuttack to Kapurdagiri within three hundred years after the death of Śākya, it would not be unreasonable to suppose that the Gāthā, which preceded it, was the dialect of the millions at the time of Śākya's advent and for some time before it,”—Indo-Aryan, Vol II, p, 295.

বড়টুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ইহা তিন্ন অপর বিভক্তির  
অপ্রয়োগ লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যদি এই গাথা হইতেই  
পালি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পালিতে এতাদৃশ প্রয়োগ  
আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি, বরং গাথা অপেক্ষাও  
পালিতে এইরূপ প্রয়োগের প্রাচুর্য্য থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু বস্তুত  
তাহা নহে, পালিতে কেবল সপ্তমীতে এতাদৃশ প্রয়োগ কচিৎ ছুই  
এক স্থানে লক্ষিত হয়।<sup>১১</sup> কিন্তু ইহা যে গাথা হইতে আসিয়াছে, তাহা  
বলিতে পারা যায় না, কেননা, বৈদিকভাষায় সপ্তমীতে একরূপ প্রয়োগের  
অভাব নাই।<sup>১২</sup> বরং এতাদৃশ প্রয়োগে গাথাকে সাধারণ প্রাকৃত  
অপেক্ষাও পরবর্তী বলিয়া বোধ হয়; এবং প্রাকৃত অপেক্ষা পালি  
গখন প্রাচীন, তখন পালি অপেক্ষা গাথা আরও অধিক পরবর্তী।  
পরিবর্তনের স্রোতে বিভক্তির প্রয়োগ ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে।  
বর্তমান বাঙলা ও হিন্দী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, বহুস্থানে  
বিভক্তির মোটে ব্যবহার করা হয় না। গাথার ছায় বাঙলাতেও  
কখন কখন প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির লোপ দেখা যায়।  
যথা, লো ক (অর্থাৎ লো কে) বলে, সে বা ঘ (অর্থাৎ বা ঘ কে)  
দেখিয়াছে, সে বা জা র (অর্থাৎ বা জা রে) গিয়াছে। হিন্দীতে  
আবার ইহা ছাড়া তৃতীয়া বিভক্তিরও লোপ দেখা যায়। অপভ্রংশ  
প্রাকৃতে আমরা প্রথমা, দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ দেখিতে পাই।<sup>১৩</sup>  
পরে অপভ্রংশের সহিত গাথার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমরা দেখিতে

১১। “এবং তি বি ধ গ্গি বিজ্জন্তে,” “জা তি বিজ্জন্তে”—জা. ১ ভা. ৪ পৃ. ১।

১২। “দৃতি ন শুকং সরসী (স র স্তা য়)” — ব. স. ৭. ১০৩২, ২; “সোমমিল্ল চ নু  
(চ বাং) স্ততঃ”—ব. স. ৮, ৭৩ ১০; অষ্টম্য—“সান্তমিকৌ চ পূর্বে”—অ. পী. ১ পটল,  
৪৩ পৃষ্ঠা: পী. ৪, ১. ৩২, ঐ কাশিকা বৃত্তি।

১৩। হে চ. ৮. ৪. ৩৪৪-৫; “উজ্জ্বলং ত রু গ ন (ত রু গ নঃ জিহ্ব দবহিগগণ)”;  
“বিশ জিহ্ব বি স র (বি ব রান্) পমিহিট;” “বি স র (বি ব রা ণাং) ম পসর;”  
—কু. চ. ৮. ২১-২২।

পাইব। অতএব আমার মনে হয়, অগভ্রংশ হইতেই গাথার এইরূপ  
প্রয়োগ আসিয়াছে।

২। গাথার আরই পদের অন্তে কখন কখন (ক) ইকার, অথবা  
(খ) উকার দেখা যায়। বাহ্যাত্মক সংক্ষেপে কয়টি উদাহরণ প্রদর্শিত  
হইতেছে। যথা—

(ক)

“উদকচন্দ্রসমাঃ ই মি (ইমে)ঃ কামগুণাঃ।” ল. বি. ২৬।

“বিপশ্য ধর্ম্মং ইমি(ইমং)।” স. পু. ৮. ২৯; শি. স. ৩৫২।

“তে স বি (সর্বে) বোধায়। সূ. ভা., শি. স. ২১৯।

“তাজি স্বয় স্ব কি (স্বকাং) তহু”। ল. বি. ১২২।

“অং স বি (সর্বং) কুর্সন্।”

শ্রিয়ক রি দ্র ম ব রি (দ্র ম ব র)।” ল. বি. ১২৩।

“তৃণ ব রি (তৃণ ব র) ঔষধঃ।” ল. বি. ১৭২।

“তুর্লভা জ গি (জ গ তি) সদেব মানুয়ে।” আ. গ. শি. স. ১০৩।

“নৈব লো কি (লোকে) কচিদেব।” ল. বি. ৬১।

“জম্বু দ্বী পি (দ্বী পে) পুরি (পু রা)।” ঐ ৬১।

(খ)

“কুশলং ই মু (ইদং) সর্বং।” ভ. চ., শি. স. ২২৭।

“ন র ম রু (ন রা ম র) ১৬ পূজিতঃ।” আ. ক., শি. স. ৩০৭।

“লোকে গুরু কৃত (গুরু কৃতঃ)।” ঐ ৩০৭।

“প রি চা রু (প রি চা রঃ) তস্ত।” আ. ক., শি. স. ৩০৭।

“ধ্যানে প্রজ্ঞে ন তু স মু (স মঃ)।” ল. বি. ১৮৫।

“দাহু (দা নং) দদন্তি বিচিত্রমানকং।” উ. ধা., শি. স. ৩৩৫।

“স দে ব কু (সদেবকে) লোক।” ল. বি. ১৭৫।

১৪। জঃ—শি. স. ২০৪, ২১৫। ১৫। আবার ই মু পদও হয়, (খ); উদাহরণ ত্রিষ্টোম।

১৬। এই পদটি ভাতকেও দেখা যায়; যথা, “আমোদিত্য ন র ম রু”—জা ১ ভাগ  
১৭ পৃ.।

কিন্তু পালিতে সাধারণত এইরূপ শব্দ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; যদি বা থাকে, তথাপি তাহা এত অল্প হইবে যে, এ বিষয়ে তাহা গণ-  
নীয়ই নহে। গাথায় যে প্রয়োগ এত অধিক, গাথা হইতে উৎপন্ন  
হইলে পালিতেও তাহার প্রয়োগ আমরা অবশ্য দেখিতে পাইতাম, এবং  
তাহা নিতান্ত কম হইত না। আবার গাথা অপেক্ষা অনেক অর্ধাটীন  
হিন্দী ও বাঙলাতে এতাদৃশ প্রয়োগের বিশেষ প্রচলন আছে। হিন্দী ও  
গাথা অপভ্রংশ প্রাকৃত বাঙলায় যে মূল হইতে এই প্রয়োগ প্রচলিত  
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, গাথাতেও তাহা হইতেই আসিয়াছে।  
এই মূল কি? আমরা বলি অ প ভ্রংশ প্রাকৃত; ইহা পালির পরবর্তী।

অপভ্রংশ প্রাকৃত আলোচনা করিলে গাথায় এতাদৃশ প্রয়োগের মূল  
জানিতে পারা যাইবে। অপভ্রংশে এক স্বরের স্থানে অপর স্বর অনেক  
স্থানেই হইয়া থাকে। ১৭ যেমন, সংস্কৃত বা হ্র অপভ্রংশে বা হ, বা হা,  
বা হ্র এই তিনই হইতে পারে। এইরূপ পৃষ্ঠ স্থানে পি ট্ ঠ, প ট্ ঠি,  
পি ট্ ঠি, অথবা পু ট্ ঠি; তৃণ স্থানে তৃ গু, তি গু অথবা ত গু; এইরূপ  
বীণা, বীণ, বেণ; স্ব কৃত স্থানে স্ব কৃ হ, স্ব কি হ, অথবা  
স্ব কি অ; লে খ স্থানে লে হ, লী হ অথবা লি হ।

আবার অপভ্রংশ প্রাকৃতির নিয়মই এই যে, অকারান্ত শব্দের প্রথমা  
ও দ্বিতীয়ার এক বচনে উকার হইয়া থাকে<sup>১৭</sup> যথা—

“দহমুহ ভুবনভয়ঙ্কর তোসিঅসঙ্কর নিগগুউ রহবরি চড়িঅউ।”

ছায়াসংস্কৃত যথা—

দশমুখো ভুবনভয়ঙ্করস্তোষিতশঙ্করো নির্গতো রণোপরি আকৃঢ়ঃ।”

আবার—

“উব্ভিন্ন বাহ, অসারউ সর্ব-বি, মা ভম্মি কুতিথিয়পট্টে মুহিয়া।

পরহরি তৃণ জিহ্বা সর্ব-বি ভবসুহ, পুত্তা তুহ মউ এউ কহিয়া।”

কু. চ. ৮. ১৪।

ছায়াসংস্কৃত—

উদ্ধৃতবাহু অসারং সৰ্বমেব মা ভ্রম কুতীর্ণিকপথে মুখা ।

পরিহর তৃণং যথা সৰ্বমেব ভবশৃণং, পুত্র, স্বং ময়া এবং কথিতঃ ॥

অপভ্রংশে সপ্তমীরও এক বচনে বিকল্পে একার ও ইকার হইয়া থাকে (হে. চ. ৮.৪.৩৩৪) । যথা, “ঘ রি রু ক্কে” (গৃহে ক্কে)—কু. চ. ৮.১৬ । গাথাভাষাও এইরূপ প্রয়োগে পরিপূর্ণ ।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে গাথায় ই দং স্থানে বহু স্থলে ই মু দেখা যায় । ১০ ইহা খাঁটি অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ । বৈয়াকরণগণ বলেন তিন লিঙ্গেই প্রথম ও দ্বিতীয়র একবচনে ইদম্ শব্দের ই মু রূপ হয় । ১০ যথা, ই মু কু লু দে ক থু ; ই দং কু লং গন্ত—ইতি ছায়া ।

পদের কোমলতাসম্পাদনের জন্ত শেষে ইকার-ও উকার-যোগ বাহুল্য অতিপ্রসিদ্ধ । যথা, ইকারযোগ, বে লা স্থলে বে লি, “স্ব গোধূলিসময় বে লি (বে লা)” —“বিজ্ঞাপতি ; কেশরী জিনিয়া মা ঝা রি থি নি (খি ন—ক্ষী গ)” —ঐ ; “হা স নি (হা স ন) সনে”—ঐ । উকারযোগ যথা, “দশনমুকুতাপাঁতি অ ধ রু (অ ধ রে) মিলায়ত”—ঐ ; আ জু ম বু শুভদিন ভেলা”—ঐ । আবার ক ল ক ল স্থলে ক লু ক লু, ঝ ন্ ঝ ন্ স্থলে ঝ ন্ন ঝ ন্ন ; এইরূপ রু গু ঝ ন্ন, শু ড়, শু ড়, হু রু হু রু, ইত্যাদি ।

হিন্দীতেও এইরূপ—“পু নি ফিরি রাম নিকট সো আঙ্গি ।”

“জি মি জি মি ভাগত শক্রমুত . তি মি তি মি ধাবত রাম শর ।”

“গাঁও মাঁও তুম কবহঁ পিয়, কহছ ন দে ছ লে ছ ।

দেন কহেউ বরদান দুই সোউ পাবত স লে ছা ।” তুলসীদাস ।

গাথায় উকারপ্রয়োগে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায় । যথা—ত য়ি= ত য় (ল. বি. ২:৪), আবার ঐ স্থানেই ত য়ি পদও আছে : অ য়ং=অ য় (ঐ ২০৯, ইত্যাদি) । বলা বাহুল্য পালিতে এরূপ দেখা যায় না ।

১১ । বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিতে পারা যাইতেছে না । ২০.১ হে. চ. ৮,৪,৩৩১ ; সংক্ষিপ্তসারে লিখিত হইয়াছে । ( ৫.১০ ) কেবল ক্লাবলিঙ্গেই এরূপ হয় ।

৩। গাথায় অনেক স্থানে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব, এবং হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ দেখা যায়। ইহাও অপভ্রংশের লক্ষণ (হে. চ. ৮.৪.৩৩০)।

৪। গাথায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দ কখনো কখনো স্বরসংযুক্ত দেখা যায়। যথা, যা ব ৎ—যা ব ত, (উ. ধা. শি. স. ৩৩২-৩৩), সু থা ৎ—সু থা ত (ঐ ৩৩৪)। প্রাকৃতেরই কোন কোন স্থলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে স্বরযোগ করা হইয়া থাকে; যথা, স রি ৎ—স রি য়া, প্র তি প ৎ—প ড়ি ব আ, বা চ্—বা আ (প্রা. ল, ৩, ৩২)। পালিতে এরূপ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বাহুল্যপ্রভৃতিতে ঐরূপ দৃষ্ট হয়; যথা, “ত ড়ি ত লতা জহু”—বিজ্ঞাপতি। পালির পরে অন্তান্ত প্রাকৃত হইয়াছে। অতএব গাথায় যখন সেই প্রাকৃতের প্রভাব দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ প্রয়োগ গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সমর্থন না করিয়া বরং গাথারই বহু-অক্ষীণতা প্রতিপাদন করিতেছে।

৫। কখনো কখনো সংস্কৃত পদের অন্তর্স্থিত অকারস্থানে গাথায় ওকার দেখা যায়। যথা, ই হ মহাযানে=ই হো মহাযানে (উ. ধা., শি. স. ৪); সং বৃ ত স্য বহুগুণঃ=সং বৃ ত স্যো বহুগুণঃ (চ. প্র. শি. স. ১৯৫)। পালিতে এরূপ কোথাও দেখা যায় না।

৬। গাথায় স্থানে স্থানে অতিবিচিত্র সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ম ক রঃ+ই ব= ম ক রে ব (ল. বি. ২০৮); এইরূপ জ ল নঃ +ই ব=জ ল নে ব (ঐ); স ক লঃ ই ব=স ক লে ব (ঐ ২০৬), ন ভঃ+ই ব=ন ভে ব, ধ স্মাঃ ই মে=ধ স্মি মে (শি. স. ২৩৯)। এতাদৃশ স্থানে কেবল প্রতিপাদক অংশ গ্রহণ করিয়া অথবা ছুইবার সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। পালিতে এরূপ মোটেই নাই।

৭। গাথায় অনেক স্থলে গুরুতর লিঙ্গব্যত্যয় দেখা যায়। যথা “যে কে চি ৎ ম জ্জ বি জ্জাঃ শি স্ত স্থা না ব হ বি ধা” (?); “ব স্ত্রা ন্ বিশিষ্টা ন্ লভতে স্ ব র্ণা ন্” (আ. ক., শি. স. ৩০৬, ৩০১); “জী র্ণ

পু প্পা ন প নেতি চৈত্যো" (ঐ ৩০৭)। এতাদৃশ লিঙ্গবিপর্যায় অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ ; ২২ পালিতে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

৮। "তস্যোহ পূজাং ক রি অ ন র রি ষ ত স্য" (আ. ক., শি. স. ২৮৯) ; এখানে প্রাকৃত ক রি ষ হইতে ক রি অ, এবং সংস্কৃত ঋ ষ ত হইতে রি ষ ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদের ত্রায় একটি পদও পালিতে দেখা যায় না। দ্বিতীয় পদটি পালিতে উ স ত রূপে প্রযুক্ত হয় (প্রকৃতেও উ স হ পদ দেখা যায়)। আদিস্থিত ঋকারকে কেবল একস্থানে পালিতে রি হইতে দেখা যায়। যথা, ঋতে = রি তে ; (পা. প্র. ৪পৃ. টীকা)। অপর পক্ষে প্রাকৃতে এতাদৃশ বহুল পদের প্রয়োগ ও তৎসমর্থক স্তত্র আছে ; (প্রা. প্র. ১.৬ ; স. সা. ১.২৮, তুলঃ—ঐ ৩২, ঋষ্যাদিগণ)।

৯। সংস্কৃতের বৃদ্ধা নাং প্রভৃতি ষষ্ঠীর বহুবচনান্ত পদগুলি পালিতে ঐরূপই প্রযুক্ত হয়, কেবল দীর্ঘস্বর অনুস্বারযুক্ত হইলে হ্রস্ব হয় বলিয়া আকার স্থানে অকার হইয়া যায় ; অর্থাৎ বৃদ্ধা নাং স্থানে বৃদ্ধা নং হইবে। পালির ইহাই সাধারণ নিয়ম। পালির ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি নং, ন নহে। ২০ তবে কচিৎ কখন ছন্দের অনুবোধে অনুস্বারের লোপ হয় (পা. প্র. ২. § ২৫)। কিন্তু প্রাকৃতে নং বিভক্তি না করিয়া (ন, অথবা) ৭ বিভক্তি করা হইয়াছে। ২৪ কিন্তু ছন্দোবোধে কখন অনুস্বার আগম হয়। ২৫ কিন্তু বস্তুত প্রাকৃতে পণ্ডের ত্রায় গদ্য অংশেও দে বা ৭ং, দে বা ৭, ইত্যাদি উভয় রূপই দৃষ্ট হয়। পালিতে অনুস্বার-লোপে প্রয়োগ অল্প, অনুস্বারযুক্ত প্রয়োগই বেশী। গাথার আমরা উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর দেখিতে পাই। গাথা হইতে পালি উৎপন্ন হইলে পালিতে উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর থাকিত।

১০। গাথার মধ্যে কোথাও কোথাও এক একটি পদ বিচিত্র

২২। "লিঙ্গমতস্যম্।"—হে. চ. ৮.৪.৪৪৫।

২৩। জঃ—পা. প্র. ৩. § ২। ম. সি. ২৮পৃ. ৬:স্থ., এবং ৩২পৃ. ৪৭ স্থ.।

২৪। প্রা. প্র. ১. ৪ ; হে. চ. ৮. ৩ ৬ ; স. সা. ৩. ১৩।

২৫। "যত্র কচিৎ বৃহত্তজ্জয়াং ভাজ্যমানঃ ক্রিয়মাণচ বিন্দুর্ভবতি, স মাংসাদিষু জষ্টব্যঃ"—ভামহ, প্রা. প্র. ৪. ১৬ ; মাংসাদি আকৃতিগণ।

প্রকারের ; যথা, “ক্রমপত্র ফ ল া ন দি শ্রো তু যথা” ( লি. বি., শি. স. ২০৬ )। ১৬ এখানে সংস্কৃত, মাগধী ও অপভ্রংশ এই ত্রিবিধ ভাষার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ১৭

গাথার লক্ষণীয় অন্তর্ভুক্ত আরো প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে, বাহ্যিক-বোধে ভৎসনমূলক এখানে প্রদর্শিত হইল না। কিন্তু যাহা আলোচনা করা গেল, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন গাথা প্রাদেশিক কথ্য ভাষা (dialect) ছিল, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহা কখনই কথ্য ছিল না, ইহা কেবল লেখ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত। প্রাকৃত যখন চারিদিকে বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সাধারণ সকলেই যখন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সেই সময় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে প্রচলিত প্রাকৃতের সহিত সন্মিশ্রিত করিয়া এইরূপে কবিতা রচিত হইয়াছে। গাথা প্রাকৃতের সহিত সন্মিলিত রহিয়াছে দেখিয়াই তাহাকে কথ্যরূপে মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহাই যদি হয়, তবে বাঙলা ও হিন্দির মধ্যে সংস্কৃত পদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়ার মনে করিতে হইবে যে, ঐরূপ ভাষা কথ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যথা—

সংস্কৃত মিশ্রিত      “না ছাড় সংহারশূল, সং হ র সং হ র।”

বাঙলা      “অপরাধ ক ম অগো অ ব গো অব্যয়া।”

অন্নদামঙ্গল।

২৬। মুদ্রিত পুস্তকে ন দি শ্রো ত পাঠ আছে, কিন্তু শিকাসমুচ্চরিত পাঠ আরো অধিক গ্রন্থের সহিত মিলিয়া মুদ্রিত বলিয়া তাহাই লওয়া হইয়াছে।

২৭। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলা যাইতেছে। সংস্কৃত তৎ-প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থ বাঙলায় ই রা প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয় : যথা, ক রি রা ইত্যাদি। বাঙলায় ই রা

“জয় চামুণ্ডে,  
 জয় চামুণ্ডে,  
 করকলিতাসিবরাভরমুণ্ডে ।  
 লকলকরসনে,  
 কড়মড়দশনে,  
 রণভূমি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে ॥  
 অট-অট-হাসে,  
 কটমটভাবে,  
 নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে ।  
 লটপটকেশে,  
 স্রবিকটবেশে  
 হতদমুজাহতিমুখশিখিকুণ্ডে ॥  
 কলিমলমণনং  
 হরিগুণকণনং  
 বিরচয় ভারতকবিরত্নমুণ্ডে ॥”

বিদ্যাসুন্দর ।

হিন্দী যথা—

“রো দ তি ব দ তি বহ ভাতি ।”

তুলসীদাস ।

এই রচনা দেখিয়া কেহ স্থির করিতে পারেন কি যে, এইরূপ ভাষা কখনো কথ্যরূপে প্রচলিত ছিল? ভারতচন্দ্রের সময় বঙ্গদেশে ঐরূপ ভাষা কথাবার্তায় ব্যবহৃত হইত, ইহা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন না ।

বাঙলা রচনায় আজকালও বিভক্ত্যন্ত অনেক সংস্কৃত পদ ব্যবহার করা হয়। প্র সী দ, র ক্ষ, কু ক, চি স্ত য, ভা ব য়, ত ব, ম ম, য ত্র, ত ত্র, অ ত্র, ইত্যাদি বিবিধ পদ এখনো লেখকেরা ব্যবহার করেন; সংস্কৃত ও বাঙলায় মিশাইয়া কবিরা কবিতা রচনা করেন, এবং এই সকল কবি নিকৃষ্ট শ্রেণীর বা কুপণ্ডিত নহেন। বঙ্কিমচন্দ্রই “বন্দে মাতরম্” রচনা করিয়াছেন। আধুনিক পুরাণকথকেরা বহু গীত এইরূপ ভাবে রচনা করেন; ইঁহারা সকলেই মূর্খ নহেন।

প্রাকৃতের ইয় ( হে. চ ৮. ৪ ২৭১. ৩০২ ) হইতে আগত। হিন্দিতে ইয় ব্যবহার আছে, যথা—“চ লি য় ক রি য় বিপ্রাম”—তুলসীদাস। গাথায় বুদ্ধির নিয়মে আমরা ই য়া দেখিতে পাই, যথা, ক রি য়া ( ল. বি. ১২৪. ১২৫. ৩৭৪, ইত্যাদি ) ।

কেন তাঁহারা এইরূপ রচনা করেন ? তাহার কারণ ঐ রচনাকে সকলের বোধগম্য করা, উচ্চভাষার সহজে তাদৃশ রচনার কারণ তাহাতে সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরম সাধুর্ষ্য সম্পাদন করা। প্রাকৃত ভাষা কত মধুর তাহা আমরা পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গাথাও এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। গাথার কবিরা যখন মনে করিয়াছেন, তখন এইরূপে প্রাকৃতের সম্মিশ্রণে ঐ কারণেই গাথার উৎপত্তি মধুর কবিতা রচনা করিয়াছেন; আবার যখন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন, একবারে অতিশুদ্ধ সংস্কৃতে গাথাই রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থানে বিগতসংস্কৃতনিবন্ধ গাথা দেখা যায়।<sup>২৮</sup>

এই গাথাগুলি যে অতিপ্রাচীন, তদ্বিসয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, এবং উহাদের যে বিশিষ্ট প্রামাণ্য আছে, তাহাও গাথার প্রাচীনত্ব ও প্রমাণ ঠিক। আমরা বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, স্থানে-স্থানে কোন বিষয়ের সমর্থনের জন্ত “তদেতদ্ গাথয়া ভিগীতং” বলিয়া গাথার প্রামাণ্য গ্রহণ করা হয়। ললিতবিস্তরপ্রভৃতিতে যে-যে স্থানে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেও গাথার এই রূপেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত গাথা প্রথমাবস্থায় লোকের মুখে-মুখে প্রবাদবাক্যের স্থায় গাথা প্রথমে লোকের গীত হইয়া আসিত, এবং পরে তাহা আসিয়া মুখে মুখে গীত হইত লেখায় স্থান লাভ করিয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যের গাথার<sup>২৯</sup> কথা আলোচনা করিলেই আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণে বহু স্থানে গাথার বৈদিক সাহিত্যের গাথা কথা বলা হইয়াছে, অতএব এই সকল গাথা যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২৮। যথা প্রাকৃতমিশ্রিত অজ্ঞাত গাথার অথোই উক্ত হইয়াছে—

“অর্থো যেষাম্ পুণ্যেন তানেনং বস্তুমহসি।

নৈবাহং মরণং মত্তে, মরণান্তং হি জীবিতম্।” ল বি. ১২৮

জঃ—শি. স. ১০২, ১৩০, ইত্যাদি অনেক স্থলে।

২৯। গাথা শব্দে এখানে মহাবানগ্রন্থে দৃত প্রাকৃতমিশ্রিত অদর্শিত শ্লোক নহে।

সারণাচার্য্য গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেখাইয়াছেন :—“গা থা  
গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি স বৈর্ গা ত্বং বো গ্যা গী তিঃ” (ঐ. ভা. ৫.৫.৫.) ;  
“সু ভা বি ত য়ে ন স বৈর্ গী র মা না গা থা” ।

ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, কখনো কখনো কোন বিবাদগ্রন্থ  
গাথার প্রয়োগ বিষয়ের মীমাংসায় স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষের জুড়ি-  
নিন্দার জন্য “তদেবাভিযজ গা থা গীয়তে”  
ইত্যাদিরূপে এক-একটি গাথা উদ্ধৃত হয়।<sup>৩০</sup> ইহা দ্বারা জানিতে  
পায়া যায় যে, ঐ বিবাদ তত্তদ্ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়া-  
ছিল। আবাব কখনো কখনো কোন প্রাচীন ঘটনা সমর্থনের জন্যও  
গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়।<sup>৩১</sup> আবার এক-এক সঙ্গে কতকগুলি  
গাথা বিশেষ-বিশেষ নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়।  
যথা, ইন্দ্র গা থা।<sup>৩২</sup>

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে<sup>৩৩</sup> যেরূপ ভাবে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যেরূপ  
তাহার অর্থ ও প্রাচীনতা বুঝিতে পায়া যায়,  
বৈদিক ও বৌদ্ধ গাথা মহাবৈপুল্যসূত্রে সেইরূপই হইয়াছে, অল্প  
প্রকাব মনে করিবাব কোনো কারণ নাই।

ব্রাহ্মণপ্রভৃতিতে গা থা বলিবা উদ্ধৃত কতকগুলি অতিপ্রাচীন শ্লোকের কথা এখানে বলা  
হইতেছে।

৩০। যথা ঐতর্য্যব্রাহ্মণে (৫ ৫৬) উদিতহোমের প্রশংসা করিয়া অনুদিতহোমকে  
নিন্দা করিবাব জন্য উক্ত হইয়াছে—“তদেবাভিযজ গা থা গীয়তে”—“প্রাতঃ প্রাতঃসূতঃ  
তে বদন্তি, পুরোদবাক্ষুহুতি যেহয়িতোত্রম্। দিবাকীর্ত্ব্যমদিবা কীর্ত্ব্যন্তঃ, সূর্য্যো জ্যোতির্ন  
তদা জ্যোতিরেষাম্।”

৩১। যথা শতপথব্রাহ্মণে (১৩.৩৬১. ইত্যাদি প্রভৃতি) অথমেই প্রশংসা প্রসঙ্গে  
পরিক্রিৎ যে তাহার দ্বাৰা যাগ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—“শানকঃ  
জনমেজয়ঃ পরিক্রিৎ যাজ্ঞাক্ষকাব...তদেতস গা থ রা তিগীতঃ—“আসন্দী ত ধাতাদ-  
কল্পিণঃ হবিত্রজঃ। অবজ্রাদবঃ সারজঃ দেবেভ্যো জনমেজয়ঃ।” এই গানে এইরূপ  
বহুবাব উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এখানে শকুন্তলা, দোঃষতি, ভরত ৫ অন্তঃজ অনেক  
বাজার নাম উক্ত হইয়াছে।

৩২। ঋ প ২ ৭. ১-৫।

৩৩। মূল সংহিতার মধ্যেও গা থা, গা থা শব্দ পাওয়া যায় (৫ স. ২. ২২ ৪ ; অথ স.

ভাষ্যকে ( ১ম খণ্ড, ৩-৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি ) “ভেন বৃত্তং” বলিয়া যে গাথা-  
গুলি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর।

ব্রাহ্মণের পরবর্তী সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সংস্কৃত  
সাহিত্যের মধ্যেও ঐ শব্দটি আনিয়াছে। কিন্তু  
ব্রাহ্মণের পরবর্তী গ্রন্থে  
গাথার প্রয়োগ  
স্বানে-স্থানে তাহার প্রাচীন অর্থ লুপ্ত হইতে  
দেখা যায়। বহু স্থানে শ্লোকমাত্র বুঝাইতেই  
গাথা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যেও  
এইরূপ হইয়াছে। শাভাবাহন নরপতির প্রাকৃত  
কাব্য গাথা সপ্তমতী নামে প্রসিদ্ধ; এখানে  
গাথা-শব্দের প্রাচীন অর্থ অনুসরণ করা হয় নাই,  
গাথা-শব্দের বিভিন্ন  
অর্থ  
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতপিঙ্গলে গাথা  
অথবা গাহা নামে এক ছন্দেরই লক্ষণ উক্ত  
হইয়াছে। অভিধানসমূহে গাথা-শব্দ শ্লোক-অর্থে দেখা যায়। পালি-  
অভিধানেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ৩০

অতএব বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র গাথা রচিত ছিল জানিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র-  
লাল মিত্র যে মনে করিয়াছেন, ঐ গাথা মহা-  
ডাঃ মিত্রের অপর  
মতব্বয়ের  
ধ্বনি  
বানীর প্রাকৃতসংস্কৃতময় গাথা, তাহা কিছুতেই  
সঙ্গত নহে। ঐ গাথাকে পালি-গাথা বলিয়া  
মনে করিবার বিকল্পে কোন যুক্তি নাই। বুদ্ধদেবকে পরীক্ষা করিবার  
অন্ত যে গাথার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাকৃতমিশ্র মহাবানীর  
গাথা বলিবারও কোনো কারণ দেখা যায় না। ৩১

১০. ১০. ২০; ২০. ৩৮. ৪, ইত্যাদি)। নিবন্ধে গাথা শব্দ বাক্যের নামের মধ্যে  
উক্ত হইয়াছে।

৩৪। “পল্লি গাথা”—অভি. প. ১০২০

৩৫। See Indr Aryan, Vol, II, p 290.

আমি পূর্বে বলিরাছি সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই প্রাচীনতম।  
সম্প্রতি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা  
পালি প্রাকৃত হইতে  
প্রাচীন  
বাউক। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে পারা যায়;  
কিন্তু বাহ্যিকতর ও স্থানাতাব হেতু কয়েকটি-  
মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে।

১। সাধারণ প্রাকৃতের নিয়ম এই যে, ১ অসংযুক্ত ও অনাদিশ্রিত  
ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব, এবং ব, এই সকল বর্ণের  
তৎসম্বন্ধে যুক্তি।  
প্রায় সর্বত্র একবারে লোপ হয়, এবং তাহাদের  
স্বরমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যথা, যথা মু কু ল—মু উ ল, ন গ র—  
ন অ র, বি পু ল—বি উ ল, ইত্যাদি। কিন্তু পালিতে ঐরূপ পরিবর্তন  
হয় না; সেই সেই অক্ষর পূর্বে যেভাবে প্রযুক্ত হইত, পালি তাহাই  
রক্ষা করিয়াছে, পরিবর্তন তাহাতে প্রবেশ করে নাট। এক-একজাতীয়  
শব্দের পরিবর্তনে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয়। অতএব বলিতে হইবে  
পালির অনেক পরে প্রাকৃতে ঐরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে।

২। প্রাকৃতে আদিশ্রিত বকার স্থানে জকার হয়। ২ আবার  
মাগধীতে জকার স্থানে বকার হয়। ৩ যথা, য শঃ—জসো, য মঃ—জ মো  
জা র তে=যা র দে। পালিতে পূর্বরূপই রহিয়াছে; পালির সময়  
এ পরিবর্তন আরম্ভ হয় নাই, তাহার পরে হইয়াছে।

৩। প্রাকৃতে সর্বত্রই নকার স্থানে গকার হইয়া থাকে। ৪ যথা,  
ক ন ক—ক গ অ, ন দী—গ জী, ইত্যাদি। পালিতে ঐরূপ নহে,  
গকার ও নকার উভয়েরই প্রয়োগ ইহাতে রহিয়াছে। পালির সময়  
উভয়েরই স্থান ছিল, পরে তাহা ক্রমশ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

৪। পালির ভ্রায় প্রাকৃতেও ঐকার ও ঔকার স্থানে যথাক্রমে

১। প্রা. প্র. ২. ১; হে. চ. ৮. ১. ১৭৭।

২। প্র. প্র. ২. ৩১.; হে. চ. ৮. ১. ২৪৫।

৩। প্রা. প্র. ১১. ৪.; হে. চ. ৮. ৪. ২০২।

৪। প্রা. প্র. ২. ৪২; তুলঃ—হে. চ. ৮. ১. ২২৮—২২৯।

একর ও উকার হয়, কিন্তু প্রাকৃত্যে ঐ দুই স্থানে বধাক্রমে আবার অ ই ও অ উ হইয়াও থাকে।<sup>৫</sup> যথা, তৈ র ব-ত ই র ব, বৈ র-ক ই র; পৌ র-প উ র, কৌ র ব-ক উ র অ। পালিতে তৈ র ব, পৌ র ইত্যাদি হয়। অ+ই-এ। অ+উ-ও। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে ঐ হইতে এ, এবং তাহার পর এ হইতে অ ই; এইরূপ ঐ-ও-অউ। পালিতে এরূপ প্রয়োগ নাই; ইহা তাহার পরে অবর্ত্তিত হইয়াছে।

৫। পালিতে স্থানবিপর্যয়ে হ্র-স্থানে ব্ হ হইয়া থাকে (১.৪৪১), এবং তাহার পর আর কোন পরিবর্তন হয় না। যথা, জি হ্রা-জি ক্রা। কিন্তু প্রাকৃত্যে ইহার পরেও পরিবর্তন হইয়াছে। এখানে হ স্থানে ত, এবং ত'র সংসর্গে ব-স্থানে ব হইয়া প্রাকৃত্যে জি বভা হইয়াছে।<sup>৬</sup> এইরূপ সংস্কৃতে হ্র, পালিতে ব্ হ, প্রাকৃত্যে জ্র; যথা, মু হ তে পালিতে মু ব্ হ তে, প্রাকৃত্যে মু জ্র ই।<sup>৭</sup>

৬। শব্দরূপে বৈদিক প্রয়োগের সহিত প্রাকৃত্যে অপেক্ষা পালিরই অধিক সম্বন্ধ দেখা যায়।

অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে পালিতে কেবল বিসর্গমাত্র বাহ দিহা বৈদিক প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে। যথা, দে বে ভিঃ এই বৈদিকপ্রয়োগ স্থানে পালিতে দে বে ভি, এবং বিকল্পে ত স্থানে হ করিয়া দে বে হি পদ হইয়া থাকে। প্রাকৃত্যে ত-প্রয়োগ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; তাই দে বে ভি আর হয় না, দে বে হি হয়। আবার ক্রমে দে বে হিং ও দে বে হিঁ হইয়াছে। আবার কখন কখন (অপভ্রংশ) দে ব হি, দে বে হিং, দে বে হিঁ হয়।<sup>৮</sup>

৫। প্রা. প্র. ১.৩৫-৩৬, ৪১-৪২; হে. চ. ৮. ১. ১৪৮, ১৫১, ১৬২; প্রা. ল. ১৬-১৭।

৬। প্রা. ল. ৩. ১, ২১; হে. চ. ৮. ২৫৭-৫৮।

৭। প্রথমে ব স্থানে জ, এবং তাহার পর ঐ জকারের সংসর্গে হ স্থানে ঞ হইয়াছে।

হে. চ. ৮. ৩. ১৫; ৪. ৩৩৫।

দেব-শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে প্রাচীন দে বা ৭ হইতে পালিতে দে বা, দেবতঃ হইতে দে ব তো, এবং সর্গনামের অঙ্করণে স্বাৎ-যোগে দে ব ত্রা, ও স-স্থানে হ করিয়া পরিবর্তনের নিয়মে দে ব ম্হা পদ হয়। কিন্তু প্রাকৃত্তে রূপ হইবে দে বা, দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও), দে বা হু (দে বা উ), দে বা হি, এবং দে বা-হি স্তো; আবার (অপভ্রংশে) দে ব হে, দে ব হু, (টীপশাটীতে) দে বা-তো, দে বা তু।<sup>৯</sup> প্রাকৃত্তের এই এতগুলি পদের মধ্যে কেবল প্রথমটি (দে বা) প্রাচীন পদের (দে বা ৭) অনেকটা নিকটে রহিয়াছে, আর সবই পরিবর্তিত হইতে-হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতেই বুঝা যাইতেছে পালি হইতে এই প্রাকৃত্ত পদগুলি অনেক পরবর্তী।

আবার পঞ্চমীর বহুবচনে প্রাকৃত্তে দে ব ত্তো, দে বা দো (দে বা ও) দে বা হু (দে বা উ) দে বা হি, দে বা হি স্তো, এই পদগুলি হয়।<sup>১০</sup> উত্তর বচনেব পদের মধ্যে এতদূর অভেদ অল্প কালে হয় নাই। ইহাও প্রাকৃত্তকে পালি অপেক্ষা পরবর্তী বলিয়াই প্রকাশ করিতেছে।

অকাবান্ত দেব-শব্দের সপ্তমীর একবচনে পালিতে দে বে, এবং সর্গনাম পদের সাদৃশ্বে দে ব স্মিৎ, ও ইহাই পরিবর্তিত হইয়া দে ব ম্হি হয়। প্রাকৃত্তে হয় দে বে এবং দে বস্মি। প্রথম পদটি পালি ও প্রাকৃত্ত উত্তর স্থানেই মূল রূপ হইতে অবিকৃত আছে। প্রাকৃত্তে দ্বিতীয় রূপটি

৯। হে. চ ৮, ৩ ৮, ৪. ২৭৩, ৩২২, ৩৩৬, স সা ৩. ৮, প্রা. ল ৩. ৬।

১০। হে. চ ৮ ৩ ৯। এখানে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত্ত প্রকাশে (৫৬—৭) ও সংক্ষিপ্তসারে (৩. ৮ ১১) উত্তর বচনেই অর্থাৎ ওস্ ও তাস্ বিভক্তিতে বিভিন্ন আদেশের দ্বারা উত্তর বচনের মধ্যে পার্থক্য ঠিক রাখা হইয়াছে। হেমচন্দ্র এক বচনের শেষে আ (যথা, দে বা) এবং বহুবচনের হ ত্তো (যথা, দে বা হু) এই দুইটি উত্তর বচনেই একরূপ আদেশ বিধান করিয়াছেন। জঃ—হে. চ. ৮ ৩ ৯।

১১। বরংগি হেমচন্দ্রের অনেক প্রাচীন, অতএব বলিতে হয় তাহার সন্দেহ ছিল, কিন্তু পরে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

(৫৫) পালিরই দে ব্ধাং হি পদ হইতে হইয়াছে, তবিলে কোন সন্দেহ নাই।

অস্তান্ত শব্দের রূপাবলী দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃতের অনেকগুলি রূপ পালি হইতে সাধারণ পরিবর্তন নিয়মানুসারে গৃহীত হইয়াছে। যথা পালিতে গদা-শব্দের অর্থমার বহুবচনে গ দা, গ দা য়ো এই পদ হয়; আর প্রাকৃতে গ দা, গ দা ত, গ দা উ এই তিন পদ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শেষোক্ত প্রাকৃতের পদ দুইটি পালির গ দা য়ো শব্দ হইতেই সাধারণ নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হইয়া (অর্থাৎ বকারের লোপ করিয়া, প্রা. প্র. ২.২) উৎপন্ন হইয়াছে।

ক্লীবলিঙ্গ চিত্ত-শব্দের অর্থমার বহুবচনে পালিতে চি ত্তা, চি ত্তা নি, এই উভয়ই হয়, এবং এই উভয় পদই বেদমূলক। বেদে যথা—“বি ষা (— বিষ্ণানি) রূপাণি,” (ঋ. স. ১০. ১৬২. ৩)। প্রাকৃতে আমরা প্রথম প্রকারের রূপ দেখিতে পাই না, তাহা ব্যবহৃত হয় না। প্রাকৃতে চিত্ত-শব্দের বহুবচনের রূপ চি ত্তা নি, চি ত্তা ই, চি ত্তা ইং। এই প্রকার পরিবর্তন ক্রমশ হইয়াছে।

বৃষদ্, অমৃৎ ও অস্তান্ত শব্দের রূপও তুলনীয়। ১১

১। ধাতুরূপেও পালি ও প্রাকৃতে অনেক ভেদ আছে। সংস্কৃতের লকার ও গণের সহিত পালির অনেক নিকট সম্বন্ধ দেখা যায়। সংস্কৃতের যে একটা বিশেষ প্রণালী আছে, পালিতে অনেকটা সেই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। পালিতে লুট্, ও আশীর্লিঙের প্রয়োগ নাই, আর সবই আছে। অতীত কালের লঙ্, লিট্ ও লুঙ্ এই তিন লকারের বিভিন্ন-বিভিন্ন

১১। প্রাকৃতে বৃষদ্-শব্দের অর্থমার একবচনে ভ, ভুং, ভুবং, ভূহ ও ভুয়ং এই কয়টি হয়; পালিতে ভং, ভুবং এই দুইটি মাত্র হয়। বজীর একবচনে প্রাকৃতে ভুই ভূ, ভে, ঐ, ভূহ, ভূহং, ভুব, ভূব, ভুনে, ভুনো, ভুমাই, বি, বে, ই, এ, ভূক, উক, উঃ, পিঃ, হক—ভব, ভুজ্জং। কলা বাহুল্য প্রাকৃতের রূপগুলি ক্রমশ পরে পরিবর্তন প্রাপ্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (ঋ. স. ১০. ১০০—১০৩)। অমৃৎ-শব্দেরও এই প্রকার বিবিধ হইয়া থাকে।

পদের দ্বারা পালিতে তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট রক্ষিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল পদ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। কিন্তু প্রাকৃতে তাহা নাই। সাধারণত অতীত কাল বুঝাইতেই সমস্ত পুরুষ ও সমস্ত বচনেই স্বরান্ত ধাতুর উত্তর সী, হী, হী অ, এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ঐ অ বিভক্তি হয়। যথা,  $\sqrt{\text{ক}}$  হইতে কা সী, কা হী, কা হী অ এই তিন পদ সংস্কৃতের লঙ্, লিট্ ও লুটের সমস্ত পুরুষের সমস্ত বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ  $\sqrt{\text{হা}}$  হইতে ঠা সী, ঠা হী, ঠা হী অ। ব্যঞ্জনান্ত  $\sqrt{\text{গ্রহ}}$  হইতে গে ৭ হী অ পদ ঐ তিন লকারের সমস্ত পুরুষে প্রযুক্ত হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে প্রাকৃতে প্রায়ই অতীত কালে ক-প্রত্যয়ের পদ প্রয়োগ করা হয়। অপর কথায়, প্রাকৃতে ঐ তিন লকারের প্রয়োগ ক্রমশ লুপ্ত হইয়াছে।

বৈদিক ভাষার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কখন কখন লুঙের প্রথম পুরুষের একবচনে ই-বিভক্তি হইয়াছে। যথা, নি র পা দি (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ১২)। পালিতে ইহা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইয়াছে (ভট্টব্য :— ৪. § ১৭৫-১৭৭)। লৌকিক সংস্কৃতেও এতাদৃশ কতকগুলি পদ প্রথমাবস্থায় স্থান লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্ত পালিনিকে আর ছইটি নূত্র (৩.১. ৬০-৬১) বাড়াইতে হইয়াছে।

লঙ্ ও লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে অকারাগম বৈদিক ভাষার বৈকল্পিক দেখা যায়, ইহা পালিতেও সেইরূপ রহিয়াছে।

এই সব সম্বন্ধে প্রাকৃত একবারই নীরব এবং তাহাতেই তাহার পালি অপেক্ষা অর্ধাচীনত্ব বুঝা বাইতেছে।

লট্ লকারে পালিতে সংস্কৃতের সমস্ত রূপ রক্ষিত হইয়াছে। উত্তম পুরুষের বহুবচনে পালির দ দা ম সে, ভবামসে (৪. § ২৪-২৭) প্রভৃতি পদ দেখিলে বৈদিক চ রা ম সি (ঋ. স. ১০. ১৬৪.৪) প্রভৃতি পদ মনে হয়। পালিতে পরস্মৈপদে লঙটর উত্তমপুরুষে বহুবচনে কেবল ম বিভক্তি হয়; যথা,  $\sqrt{\text{হস}}$  হইতে হ সা ম। কিন্তু প্রাকৃতে ঐ স্থানে মো, মা, মু, এই তিন বিভক্তি হয় ও অনেকগুলি পদ হইয়া থাকে। যথা, হ স্ মো,

হ সা মা, হ সা সু; হ বি সো, হ লি যা হ লি সু। এই পদসমূহের অধিকাংশই পালি হইতে নিজেদের পরবর্ত্তিতা প্রকাশ করিতেছে।

খাঙ্গসম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিবার বহু স্থান রহিয়াছে। বাহুল্য-তরে এখানে তৎসমূহের প্রদর্শিত হইল না।

শানচ্ছত্রভার-স্থলে পালিতে প্রাচীন বৈদিক ভাবার অল্পসারে আ ন ও মা ন উভয় প্রত্যয়ই প্রযুক্ত হয় (৫.৪ ১৪)। যথা, পালিতে √কৃজ্ হইতে কৃ জা ন, কৃ জ মা ন উভয়ই হইবে। কিন্তু প্রাকৃত্তে কেবল মা ন (অথবা মাণ) মাত্র প্রযুক্ত হয় (প্রা. প্র. ৭ ১০.)। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রাকৃত্ত মূল ভাষা হইতে পালি অপেক্ষা অনেক দূবে চলিয়া আসার আর সেই সমস্ত রূপ রাখিতে পারে নাই।

পালিতে পা র গু (—পা র গ) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে (৫.৪ ৩০) তৎসমূহের বৈদিক ভাষা হইতেই আসিয়াছে। যথা, অ গ্র গ অর্থে অ গ্রে গু (অঃ—বাস্তবিক, পানিনি ৬. ৪. ৪০.)।

বৈদিক ভাবার তু ম্-অর্থে ত বৈ, ত বে গ্ প্রত্যয় বহুল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (পা. ৩. ৪. ২)। যথা পা তুং অর্থে পা ত বৈ, ইত্যাদি। পালিতেও ইহা একবারে লুপ্ত হয় নাই (৫.৪ ২২)।

এই সমস্ত এবং এতাদৃশ অন্যান্য প্রয়োগসমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত্ত অপেক্ষা পালি প্রাচীন।

আজকাল কালের প্রভাবে প্রাকৃত্ত হত্যাদয় হইয়া গিয়াছে, সংস্কৃতের নিকটে প্রাকৃত্তের সমস্ত গৌরব মলিন প্রাকৃত্তের অনাদর হইয়া পড়িয়াছে; প্রাকৃত্ত সাহিত্যের মধ্যে যে বিশেষ কিছু উপভোগ্য আছে, তাহা অনেকেরই মনে আজকাল উদ্ভিত হয় না।<sup>১</sup> কিন্তু সব সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল না। একদিন প্রাকৃত্ত

১। গুরুত্বপূর্ণ (পূর্বপৃষ্ঠা ২৮: ১৭) প্রাকৃত্ত জ্ঞানকে অস্বাভাবিক বলা হইয়াছে—

“লোকায়তঃ কৃতক্কি প্রাকৃতঃ রেহভাবিতম্।

ন যোক্তব্যং বিজ্ঞানৈভদ্রার্থে মরতি তদ বিজ্ঞম্।”

আমার কসম হইল যে কোন বস্তুপ্রকারেও এটি প্রকাশ ঘটুক না হইয়াছে।

ভাষার মাধুর্য্য সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহা-  
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাকৃত না জানিলে নিজের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে  
করিতেন না। সংস্কৃতে মহাকবি হইতে হইলে সেই সময়ে প্রাকৃত  
না জানিলে চলিত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতকবিগণ বহুপ্রকার  
প্রাকৃতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন যে-কোন দৃষ্ট কাব্য  
দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

এই সংস্কৃতমহাকবিগণ কিম্বত্ত প্রাকৃত ভাষাকে নিজ নিজ কাব্যে

স্থান দিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা  
প্রাকৃতের মাধুর্য্য প্রধানত দুইটি কারণ দেখিতে পাই। প্রথমত,

প্রাকৃত ভাষা সাধারণ লোকসমাজে কথিত হইত; এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত  
হইতে প্রাকৃত মধুরতর। সংস্কৃতের “মধুরকোমলকান্তপদাবলীর”  
রচয়িতা “সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা” ইত্যাদি বলিয়া নিজ কবিতার মাধুর্য্য  
বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তিনি যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়া-  
ছেন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, কিম্ব প্রাকৃতের মাধুর্য্য তাহা  
অপেক্ষাও অধিক ও বিলক্ষণপ্রকার। আমাদের বঙ্গদেশের বর্তমান

প্রাকৃত বাঙলা ভাষার যে মাধুর্য্য আছে, সংস্কৃতের  
সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ক্ষমতাও নাই যে তাহার নিকটে বসিতে পারে।  
মধুর

সংস্কৃত যতই সমৃদ্ধ হউক না, বিজ্ঞাপতির কবিতার  
সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে তাহার শক্তি হইবে না। “এ ভরা বাদর,  
মাহ ভাদর, শূন্ত মন্দির মোর” ইত্যাদি কবিতাকে কোনো সংস্কৃতকবি  
ঐ মাধুর্য্য অক্ষত রাখিয়া সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া আমার  
বিশ্বাস নাই।

মাধুর্য্যসম্বন্ধে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কি প্রভেদ তাহা “সর্বভাষাচতুর”

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের রাজশেখর কপূরমঞ্জরীতে যেরূপ প্রকাশ করিয়া  
মাধুর্য্যের প্রভেদ বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া হয়তো  
বলা যায় না। তিনি তাঁহার ঐ দৃষ্টকাব্যখানির প্রস্তাবনার মধ্যে সংস্কৃত  
ছাড়িয়া কেন তাহা প্রাকৃতে রচনা করিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া-

## পালিপ্রবন্ধ

যে বৈ, সংস্কৃতের পদ, আর প্রাকৃতের পদ দুইবার; পুরুষ ও মহি-  
লার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও তাহাই। যে-কোন পদ  
নইয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ন ব ম লি কা  
হইতে ন ব মা লি কা কোমল। ন ব মা লি কা ইহা হইতে  
কোমলতর গো মা লি আ। ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এইরূপ  
মু কু ল অপেক্ষা ম উ ল, ন দী অপেক্ষা ন ঙ্গ পদ যে অধিক  
মধুর তাহা যে-কেহ বলিবেন। আবার নি খা স অপেক্ষা নী সা স,  
হ্র ল ত অপেক্ষা দূ ল হ, ক্লে শ অপেক্ষা কি লে স পদ যে মধুরতর তাহা  
কে না স্বীকার করিবেন ?

এই মাধুর্য্যই আকৃষ্ট হইয়া একদিন ভারত বিশেষ ভাবে প্রাকৃত

প্রাকৃতব্যাকরণ

আলোচনা করিয়াছিল, এবং সেই প্রাকৃতকে

শিষ্টগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্ত কত-কত

পণ্ডিত কত-কত প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। কালের গতিতে  
আজ সেই সমস্ত ব্যাকরণের কোনকোনখানির কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট  
রহিয়াছে।<sup>১</sup> সাহিত্যদর্পণকার “সাহিত্যার্ণবকর্ণধার” বিখ্যাত “অষ্টাদশ-

২। “সুত্রধারঃ—তা কিস্তি স্কয়ঃ পরিত্রয় পাউঅব্ধে পউটো কই ?

পারিপার্বিকঃ—সব্বভাসাচট্টরেন তেণ ভণিঅং জ্জিব। জহা—

ফরসা স্কঅব্ধা, পাউঅব্ধো বি হোই সুউমারো।

পুরুষমহিলাণং জেত্তিন্নমিহন্তরং তেত্তিন্নমিমাণং।”

কপূরমঞ্জরী, ৮-২ পৃষ্ঠা।

গউড়বহ (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা বা কপতিও বলিয়াছেন যে,  
নবীন অর্থ ও রচনাধুর সমৃদ্ধ বন্ধন স্বর্ণতে অবিয়লভাবে কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া যায়  
(২২)। সময়ে সময়ে সংস্কৃত যে কত কঠোর হয়, তাহা গউড়বহের টীকাকার একটি  
শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন (৩০)।—

‘দংষ্ট্রাঞ্জ্যা প্রাণ্ বো ত্রাক্ ক্রামবন্ত্ হ্রাম্ ক্রিক্কেপ।

দেবক্রগতিদ্বিক্রতাঃ সোহযাষোহজঃ সর্পাং কেতুঃ।’

এস্থলে কবীরের এই কথাটি তুলিতে পারা যায়—

“সংস্কৃত কুণজল কবীরা, ভাবা বহতা নীর।

জব চাহৌ তবহি ডুবৌ শান্ত হোয় শরীর।”

৩। শাক্য, ভরত, কোহল ও বসন্তরাজ-শতৃড়ির প্রাকৃতব্যাকরণ দেখা যায় না।

ভাবাব্যবস্থানির্ভরক” ছিলেন। এই অর্থাৎ ভাবের মধ্যে সংস্কৃত একটি, এবং অন্য সত্তেরটি প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার পিতা ভাষাণ ব নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুত্রের কথার জ্ঞানিতে পারা যায়, তাহাতে বিবিধ প্রাকৃত ভাবের লক্ষণ লিখিত হইয়াছিল।\*

আমরা আজকাল প্রাকৃত জ্ঞান না বলিয়াই তাহার আদর করিতেছি না, কিন্তু যাহারা তাহা জ্ঞানিতেন, তাঁহারা মুক্ত-  
 প্রাকৃতকাব্যের প্রশংসা কর্তে তাহার বশ গাহিয়া গিয়াছেন। এই জন্তই বাণভট্টের দ্বারা সংস্কৃতকবিও প্রবরসেনের সে তু ব ক ও সাতবাহন নরপতির গাথা সংস্থাপন করিয়া নিজের প্রথম কাব্য (হর্ষচরিত) আরম্ভ করিতে পারে নাই।\*

সংস্কৃত ভাষা অতিসমৃদ্ধ ইহা কোন মূর্খ স্বীকার না করিবে? কিন্তু এই সমৃদ্ধির জন্য সংস্কৃতকে যে প্রাকৃতের  
 প্রাকৃতকাব্যের সমৃদ্ধি নিকট গিয়া কতক সম্পদ অর্জন করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।  
 গুণাচার্য বৃহৎকথা আজকাল বিলুপ্ত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার সার অংশ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যত পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত বৃহৎকথা বগোবব দিন সংস্কৃতসাহিত্যে জীবিত থাকিবে, অতি-  
 আদরের সহিত তাহা পূজিত ও আদৃত হইবে।

গুণাচার্য বৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। ইহার মধুব রস পান করিয়া সংস্কৃতকবিগণ স্ব স্ব কাব্যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া

কিন্তু প্রাকৃতসর্বস্বকার মার্কণ্ডের গ্রন্থাবলিতে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া নিজের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৪। সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৫। “অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোং সাতবাহনঃ।

বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব হস্তাধিতৈঃ।

কীৰ্ত্তিঃ প্রবরসেনন্ত প্রযাতা কুমুদাঙ্কলা।

সাগরন্ত পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা।” হর্ষচরিত, ১ম, উচ্চাঙ্গ, ১২-১৪।

গিয়াছেন। বৃহৎকথা অভিযন্ত্র ছিল বলিয়াই মহাকবি ব্যাসদাস ক্ষেমেস্ত্র ভাষা সংস্কৃতে অল্পবাদ করিয়া বৃ হ ৎ ক থা ম জ রী নামে প্রচার করেন।<sup>১</sup> বুদ্ধবাসীর বৃ হ ৎ ক থা-রো ক সংগ্রহ আর একখানি এই জাতীয় গ্রন্থ।

বাণভট্টের কাদম্বরীর বে কথাভাগ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সমাজ সুখচিত্ত হন, তাহা বাণভট্টের নিজের উদ্ভাবিত বৃহৎকথা হইতে সংস্কৃতে বিবিধ কাব্যের উৎপত্তি নহে; শুণাচ্যের পৈশাচী ভাষায় রচিত ঐ বৃহৎ-কথাই তাহার মূল, বৃহৎকথা হইতেই তিনি এই কথাভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়-দর্শিকা, বিকুশল্যার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, ভবভূতির মালতীমাধব, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি-প্রভৃতি ঐ বৃহৎকথারই অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতভাষা পূর্বে এইকপই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

বেদভাষার সহিত প্রাকৃতির সম্বন্ধ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এবং দেখা গিয়াছে যে, ঐ উভয় ভাষায় কিরূপ সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতির প্রভাব সাদৃশ্য আছে। লৌকিক সংস্কৃত আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, এবং কত শব্দ প্রাকৃতভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতে বহুস্থলে সংস্কৃতির দৃশ্য ন মুর্ছিত ৭ হইয়া থাকে।<sup>৮</sup>

৬। বাসবদত্তায় শ্রবন্ধু, হর্ষচরিতে বাণ, কাব্যদর্শে দণ্ডী, দশরূপকে ধনঞ্জয়, এবং অন্ত্যে অন্তান্ত আরো অনেক কবি ইহার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

৭। “বখা মূলং তথৈবৈতন্ন মনোগপ্যাত্তিমঃ।”

৮। মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতে নকার স্থানে সর্বত্র ৭কার হয় (প্রা. প্র. ২. ৪২; হে. চ. ৮. ১. ২২৮)। আবার পৈশাচী প্রাকৃতে ৭কার স্থানে সর্বত্র নকার হয় (প্রা. প্র. ১০. ৫; হে. চ. ৮. ৩. ৩০৬)। ইহা হইতেই “কালন্তনে গগনে কেনে পঞ্চমিচ্ছন্তি বর্ষরা।” এই বচনের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বাভাবিক-পঞ্চবিধির মূলও ইহাই বলিয়া বোধ হয়।

তাহার উদাহরণাবলী আপ্যন্ত্ব-শ্রোতস্থত্রে ও তাহার অভাব নাই। বথা, না ম স্থলে গা ম ( ১০.১৪.১ ) ; এ ন ম স্থলে এ গ ম্ ( ১৪.২৭.৭ ) ; অ নু ক স্থলে অ গু ক ( ১৬.১৩.৬ ) ।<sup>১০</sup>

আপ্যন্ত্ব-ধর্মস্থত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বথা, অ নু-লে প ন স্থলে অ নু লে প গ ( ১.৩.১১.১৩. ; ১১.৩২.৫ ) ।

প্রাকৃত ও পালিতে বহুস্থলে সমাসে, এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী হইলে ঙ্গিকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে ( ১. § ১১ ; ৫. § ৩৫ ) । এ উদাহরণও সংস্কৃতের মধ্যে বিরল নহে। বথা, আপ্যন্ত্ব-শ্রোতস্থত্রে স্ত্রি-ব্য ঙ্গ ন ( ৮.৬.১ ) ; গ ভি নি-প্রায় শি ত্ত ( ২.১২.১৪ ), ন দি-দ্বী প ( ১৫.১৬.২,৩ ) । আবার প ত্ত য়ঃ ( ২১.১৭.১৫ ) ; প ত্তি ভিঃ ( ১৪. ১৫.২ ) । প ত্তি ও গ ভি নি এই দুই শব্দ তৈত্তিরীয়সংহিতা ও তৈত্তি-রীয় ব্রাহ্মণেও স্থানে-স্থানে হ্রস্ব-ইকারান্ত দেখা যায়।<sup>১১</sup> আবার রামায়ণেও ( ৭.৪২.১৪ ) মু নি প ত্ত য়ঃ লিখিত হইয়াছে। আপ্যন্ত্ব-গৃহস্থত্রে ( ২.১ ) চ ত্ত থি প্র ভৃ তি পদ দৃষ্ট হয়। দ্রষ্টব্য—গোপথ-ব্রাহ্মণে ( পূর্ব. ২. ৮ ) মহ ঞ্জ য়েঃ । রামায়ণে বহুস্থলে এইরূপ অপর প্রয়োগও আছে। বথা, ল ন্মি-স স্প ম্ ( ১.১৮.৩০ ; ৬.১৪.১০ ) ; ল ন্মি-ব র্জ ন ( ১.১৮.২৮. ; ৩.১০.১. ২৪ ) ; কে ত্ত কি-পু স্প ( ৪.২৮.২৮ ) ।<sup>১২</sup>

লৌকিক সংস্কৃতের শব্দাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে অবিজ্ঞাতভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি-প্রভৃতি মহাকবিগণও ঐরূপ অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

<sup>১০</sup>। See Dr. Richard Garb's Preface to the *Ā pastamba Shrauta-sūtra* (A. S. B.), Vol. III, pp. vi—xi.

<sup>১১</sup>। বথা, প ত্তি—তৈ. ব্রা. ২. ৩. ১০. ২ ; গ ভি নি—তৈ. স. ২. ১. ২. ৬ ; আপ. জো. ১২. ১৬. ১০ ।

<sup>১২</sup>। আবার জু হ বে অ জিৎ ( ৬. ৮০. ৫ ) গৃ হ গৃ নঃ ( ৬. ৭৫. ১৪ ) ।

সংস্কৃতে পশুর খুর (শব্দ) কুর ও খুর এই উভয় শব্দই পাওয়া যায়। যেমন কীর হইতে প্রাকৃতে খীর হয়, সেইরূপ কুর হইতে খুর হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। একই অর্থ বুঝাইতে এতাদৃশ দুইটি শব্দ যুগপৎ উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিবা মনে করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই কালিদাস নির্বাণে খুর শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—“ভস্মাঃ খুর ত্রাসপবিত্রপাংগুস” (রঘু. ১.৮৫.২.২, ; ভ্রঃ—মহু. ৪.৬৭)। নাপিতেয় ক্ষৌরকর্ণের অস্ত্র বুঝাইতেও অবিশেষে কুর ও খুর উভয় শব্দই প্রযুক্ত হয়। আবার কুর ও খুর প্র উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে গো কুর এবং গো খুর (শব্দরত্নাবলী) দুইই দেখিতে পাই। আবার কুরী ও ছুরী, এবং কুরিকা ও ছুরিকা উভয় রূপই প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য কুরী হইতে ছুরী, এবং কুরিকা হইতে ছুরিকা হইয়াছে (১.৯২০)।

সংস্কৃত ক ক হইতে পালিতে অচ্ হয় (১.৯২)। ১২ কিন্তু ভল্লুকার্থে ক ক শব্দের ভ্রাস অচ্ শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে। জল-প্রান্ত-অর্থের কচ্ শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা প্রাকৃতের নিয়মামুসারে ক ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক ক হইতে কচ্, এবং কচ্ হইতে বাঙলায় কাছ (নিকটার্থক) হইয়াছে। য মু না কচ্, ন দী কচ্ ইত্যাদি শব্দের আক্ষরিক অর্থ যমুনার কাছ, নদীর কাছ, ইত্যাদি। ১৩

সংস্কৃতে প্রি য়া ল শব্দ সুপ্রসিদ্ধ; আবার তাহা হইতেই উৎপন্ন প্রাকৃত পি য়া ল শব্দ সংস্কৃতে বেশ চলিয়া গিয়াছে। কালিদাস লিখিয়াছেন:—

“মৃগাঃ পি য়া ল ক্ষমমঞ্জরীগম্।” কু. স. ৩. ৩১। ১৪

১২। প্রাকৃতে রিচ্ছ, প্রা. প্র. ১. ৩০, ৩. ৩০; কু. পা. ২. ২০।

১৩। ভট্টব্যঃ নিরুক্ত ৪. ৩. ২।

১৪। রাজনির্ঘণ্টে প্রি য়া ল শব্দের কথা দেখিয়াছি। এই প্রি য়া ল হইতেই প্রাকৃত নিয়মামুসারে পি য়া ল ও পি য়া ল শব্দের উৎপত্তি। ভ্রঃ—হে. চ. ৮. ১. ২৩৭—২৭১।

সংস্কৃত গ ও ভইতে প্রাকৃত গ ল, এবং তাহা হইতে আমাদের গা ল হইয়াছে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু গ ল শব্দটি সংস্কৃতের মধ্যে বেশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে । ভবভূতিও এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

“পাতালপ্রতিমল গ ল বিবরপ্রস্থিত সপ্তার্ণবম্ ।” মাল. মা. ৫. ২২ ।

গ ল শব্দটি যে গ্রাম্য ( অর্থাৎ প্রাকৃত ) কাব্যপ্রকাশকার ( ৭ উল্লাসে ) তাহা বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন ;<sup>১৫</sup> এবং বামনও স্বকীয় কাব্যলঙ্কার-সূত্রে ( ২.১.৭ ) তাহা বলিয়াছেন ।

ব জ্র হইতে পালিতে যেমন ব জি র হইয়াছে, সেইরূপ চ জ্র হইতে চ ন্দি র ( ভা. বি. ১.১৩ ; ৪. ১ ), এবং ই জ্র হইতে ই ন্দি র ( জ্বলিত ই ন্দি রা ) শব্দ বহুত প্রাকৃত হইলেও সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ।

ব র্ষ হইতে যেমন প্রাকৃতে ব রি স, স র্ষ প হইতে স বি স প ইত্যাদি হইয়া থাকে,<sup>১৬</sup> সংস্কৃতেও সেইরূপ মা র্ষ ( √মৃ য হইতে ) শব্দকে মা বি স, বা মা রি য করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ; এবং ঐ উভয় শব্দ সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে ।<sup>১৭</sup> বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, মা র্ষ অপেক্ষা মা বি য শব্দেরই প্রয়োগ সংস্কৃতে অধিক দেখা যায় । “সাহিত্যার্ণবকর্ণধার” কবিরাজ বিখ্যাত প্রাকৃতজ্ঞ ও “অষ্টাদশভাষা-বাবিলাসিনীভূষণ” ছিলেন । তিনি মা রি য শব্দই লিখিয়া গিয়াছেন ।<sup>১৮</sup> কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এই প্রসঙ্গে ম র্ষ ( —মা র্ষ ) লিখিয়াছেন ।

১৫ । “তাৎপৰ্য্যভূত গ মো হ য়া ভ নং জজতি মানুযঃ । করোতি খাদনং পানং সর্দৈষ তু যথা তথা ।” ভ জ্র হইতে ভ ল, এবং তাহা হইতে ভা ল হইয়াছে । এইরূপ প র্ষ হইতে প ল, এবং তাহা হইতে পা ল বা পা ন শব্দের উৎপত্তি ।

১৬ । প্রা. ল ৩. ৩০ ; শ্রা. প্র ৩ ৫৯—৬৬ ।

১৭ । যথা, মা র্ষ—“আজ মা র্ষ বোধিসত্ত্বোহভিনিক্রমিষ্যতি,” ল বি. ২৪৮, অ. চি. ২. ২৪ ; ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আবার ম র্ষ ( এবং ম র্ষ ক ) দেখা যায়, ১৭. ৭০ । মা রি য যথা, দে. ভা. ১, ১১, ৩৫, মহা. ভা. ৭, ২৬, ১২, অমর, ১, ৭, ১৪ ; ম. পু. ২, ৪৯ ; বি. পু. ১, ১৫, ৫০ ; ভা. ২. ২৪, ২৭ ।

১৮ । সা. দ. ৩. ১৪৮ ।

অমরসিংহ কেবল মা রি ব ধরিতাছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র উভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নিয়মেই মূল শ্লোক হইতে শি থি ল হইয়াছে। ১৯

শিক্ষাকারগণের মতে উন্ন বর্ণে সংযুক্ত রেককে “রে” করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যথা, দ র্শ তং (বা. স. ১৮. ১৭) স্থলে দ রে শ তং উচ্চারণীয়। ২০ এই উচ্চারণের মূল পূর্ববর্ণিত প্রাকৃতপ্রভাবই মনে আসে; প্রাকৃতনিয়মেই এই বিশ্লেষণ বৈদিক মন্ত্রেরও উচ্চারণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যদিও সেই উচ্চারণ অম্বুসারে ঐ মন্ত্রগুলি পরবর্তী কালে রূপান্তরে লিখিত হয় নাই। উচ্চারণ অম্বুসারে ভাষা যে সব সময় লিখিত হয় না, তাহা বাঙলা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ।

শিক্ষা ও প্রতিশিখ্য-সমূহে যে স্বরভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাও এখানে প্রাণিধানের বিষয়। ২১

পূর্বোক্ত উদাহরণে সংশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরসংযোগে যেমন বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে সেইরূপ বিশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরবিয়োগে সংশ্লিষ্ট করার উদাহরণও সংস্কৃতে বিরল নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কাব্যে মধু-অর্থে ম র ন্দ শব্দ প্রচলিত আছে; ২২ কিন্তু ইহা প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত ম ক র ন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ কি স ল র হইতে কি স ল ২৩ শব্দও আছে। ২৪ ঐতরেয়োপনিষদের (৫.৩) জা ক জ শব্দও এইরূপে জ রা য় জ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতে দে ব কু ল হইতে দ উ ল, রা জ কু ল হইতে রা উ ল প্রভৃতি শব্দ

১৯। শ্লোক>শি থি ল>শি থি ল; এইরূপ পরিবর্তন প্রাকৃতে অনেক পদে দেখা যায়। যথা, ল য় ক হইতে হইল হ লু ক (অ, ইহা হইতে বাঙলার হা ল কা। দীর্ঘ হইতে দী হ র (অথবা দী ঘ র, বাঙলা দী ঘ ল)। হে চ. ৮.২.১২১—১২৪ ব্রহ্মণ্য।

২০। অভিজ্ঞানসূত্র. ২; কেশবীশিক্ষা. শি. সং, ১৪১, অভিধাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ১৯২; ইত্যাদি।

২১। তৈ. পা. ২১. ১৫; অভিধাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ১৯৩; অমরেশনিমিত্তা বর্ণরত্নপ্রদীপিকা শিক্ষা. শি. সং, ১২১; বাজবল্যশিক্ষা, শি. সং, ১৭।

২২। ভা. বি. ১, ৪, ৯, ১৪।

২৩। Apte's Sanskrit-English Dictionary.

২৪। লক্ষণীয়—কু হ্র য় হইতে হ্র য়, ভা. বি. ১. ৮৪।

দৃষ্টব্য। এই নিয়মসমূহগারেই পুরাতন হইতে প্রাকৃত পুরাণ হইয়াছে। কিন্তু বৈদিককাল হইতেই ইহা সংস্কৃতে চলিতেছে। সংস্কৃত মা ত্ৰা হইতে এইরূপেই প্রাকৃত মা ত্ৰা (অথবা মা রা), এবং ত্ৰাহার পর মা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্থে মা শব্দ সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মী মাতার স্ত্রী লোকগণকে গোষণ করেন বলিয়াই তিনি লোক মা ত্ৰা এবং সেই জন্যই তিনি মা; অতথা লক্ষ্মীর মা-নাম হইবার অপরাধ তেমন কারণ নাই। বাঙলায় আমাদের মা রা অথবা মে রা, বা মে রে শব্দ চলিত আছে। ইহার সহিত পালির স্ত্রীজাতিবাচক মা তু গা শব্দ তুলনীয়। মা তু গা শব্দের সংস্কৃত মা তু গ্রা ম অর্থাৎ মাতৃ-শ্রেণী অর্থাৎ মাতৃজাতি। বাঙলাভাষীরাও এইরূপে সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মা রা (অথবা মে রা, বা মে রে) অর্থাৎ মা ত্ৰা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

বাঙলায় না রা য় গ স্থানে না রা ণ বলিবার মূলেও ইহাই। এবং এইরূপেই অক্ষকার (> অক্ষ আর >) হইতে আক্ষার, কুম্ভকার (> কুম্ভ আর <) হইতে কুম্ভার বা কুম্ভার, বা কুম্ভার; এবং উপবাস ইত্যাদি হইতে উপাস ইত্যাদি হইয়াছে।

বিশ্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করিবার পূর্বোক্ত নিয়মেই চরিত্ত হইতে চরিত্ত (মহা. ভা. ২. ১১২. ১৮-২১), পরিষৎ হইতে.পৰ্বৎ,২৫ পারিষদ হইতে পার্শদ, -নুতন ২৭ হইতে নুত্ন, এবং প্রতন হইতে প্রত্ন হইয়াছে. ২৮ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনৈ-ব্যা মনী ও ব্যোমী, এবং

২৫। বৌ. ধ. সূ. ১. ১. ৮; বা. স. ১.২।

২৬। ভা. ৩.১৩.২।

২৭। নুতন শব্দের নু হইয়াছে ন ব শব্দ হইতে; দৃষ্টব্য—“নবস্ত নু আদেশঃ”—পাণিনি ৫.৪.২৫, বার্তিক।

২৮। দৃষ্টব্য—বার্তিক, পাণিনি, ৫. ৪. ২৫। রত্ন হইতে রতন হয়। এইরূপ নুত্ন হইতেই নুতন. এবং প্রত্ন হইতেই প্রতন হইয়াছে বলিতে পারা যায়; কিন্তু সদাতন, অদাতন ইত্যাদি বহু স্থলে তন দেখা বাঙলায় ইহাকেই আদির বলিয়া ধরিতে হয়।

সম্বন্ধীয় একবচনে ব্যো ম নি ও ব্যো য়ি প্রভৃতি পদও এইরূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অমরেশলিকার ( নি. সং. ১২৮ ) তৈ ত্তি রী রা গাং স্থলে তৈ ত্তা গাং পদের পূর্বাঙ্ক-ভিন্ন অঙ্গ কারণ দেখা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ শব্দঃ পদটিও এই নিয়মেই পদ শঃ হইতে সংশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার যাকের মত ধরিলে বলিতে হয় যে, এই নিয়মেই অ গ্র নী (নী) হইতে অ গ্রি পদ হইয়াছে (অ গ্র নী—অ গ্গ নী—অগ্রি)। ২৯

অরবিরোগাদির দ্বারা শব্দকে এইরূপ সংশ্লিষ্ট করিবার একমাত্র কারণ দ্রুত উচ্চারণ, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। সমস্ত ভাষাতেই এইরূপ আছেন। বাঙলার প ড়ি তে স্থানে প ড় তে, ব লি তে স্থানে ব ল্ তে, ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ।

দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ, অণবা তালব্য শ স্থানে দন্ত্য স সংস্কৃতেও এত হইয়াছে যে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। মগধীপ্রাকৃতে সাধারণত সর্কত্রই তালব্য শকার, এবং অন্ত্য প্রাকৃতে সর্কত্রই দন্ত্য সকার প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃতের মধ্যে যে এই বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ প্রাকৃতপ্রভাব ভিন্ন কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যে √স দ্ ও √শ দ্ উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু বদিত তাহারা ধাতুপাঠে পৃথক-পৃথক উক্ত হইয়াছে, তথাপি উভয়দের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাহারা

২৯। “অগ্নিঃ কন্মায় ? অ গ্র নী র্ভবতি। অ গ্রঃ হি বজ্রেনু প্রণীয়তে।” অপর নির্বচন—  
“অন্নং নরতি সন্নমবানঃ, অন্নোপনো ভবতীতি গোলাজীমিঃ। ন ক্লোপয়তি মেহরতি। ত্রিভা  
আখ্যাত্তো জায়ত ইতি শাকপুশিঃ, ইতাদ্, অজাদ্ দন্ধাদ্ বা, নীতাদ্। স পথভেদরকার-  
মানন্তে, পকারমনন্তেৰী দহন্তেৰী, নীঃ পরঃ।” নি. ৭. ৪. ১।

৩০। জঃ—“অগ্নির্বা ব শ শাদ, অগ্নির্বা ব শাদ মবধুয়া বা ব শে দ্বঃ”—মত. জা  
৫. ১. ২. ১৩।

সর্বপ্রথমে একই ছিল। বৈদিক সাহিত্য হইতেই এইরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কত্ভার ভ্রাতা-অর্থে আমরা ভ্রা ল শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু অথেন্দের (১. ১০২. ২) প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পূর্বে তাহা ভ্রা ল ছিল, পরে প্রাকৃত উচ্চারণে ভ্রা ল হইয়াছে। যাক্বেস সময়েও ভ্রা ল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।<sup>৩১</sup>

বাঙ্‌লার কুলো-অর্থে সংস্কৃতে শূ প, হৃ প উভয় পদই দেখা যায়। কিন্তু আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পূর্বে শূ প ছিল, তাহার পর হৃ প হইয়াছে; সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও নিক্তে আমরা শূ প শব্দট দেখিতে পাই।<sup>৩২</sup>

বৈদিক সংস্কৃতে আমরা সর্বত্রই ব শি ঠ দেখিতেছিলাম, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে তাহার আর একটি রূপ হইয়াছে ব শি ঠ।

বক্ষ্যমাণ শব্দযুগ্মকগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সর্ব-প্রথমে একটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাহাই পরিবর্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে :—বি কা স তে, বি কা শ তে; বি ক স তি, বি ক শ তি; কি শ ল য়, কি স ল য়; ইত্যাদি। আবার কো ব, কো শ; পরিচ্ছদার্থে বে ঘ, বে শ। বৈদিক কালে শূ ক র (ঋ. স. ৭. ৫৫. ৪; অথ. স. ২. ২৭. ২) ছিল, পরে শূ ক র হইয়াছে। এইরূপ স র ল (বৃক্ষ), শ র ল; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ কখনই যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, প্রাকৃতসংসর্গে উচ্চারণের ভেদেই ইহারা মূলত এক হইলেও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মূল এক-একটি ধাতুর প্রাকৃতপ্রভাবে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতের নিম্নে আদি বকারস্থানে জকার হয়, <sup>৩৩</sup> এবং সেই নিম্নমেই বর্জন্যার্থক  $\sqrt{\text{বু}}$  গি হইতে  $\sqrt{\text{জু}}$  গি, এবং দীপ্ত্যর্থক  $\sqrt{\text{বু}}$  ত্

৩১। "ভ্রা ল আসন্নঃ সংযোগেনতি নৈবানাঃ, ভ্রাতাজানাবপতীতি বা"—নি. ৬. ২. ৬।

৩২। অথ. স. ২. ৬. ১৬, ইত্যাদি; শত, ব্রা. ১. ১. ১. ২২, ইত্যাদি; নি. ৬. ২. ৬।

৩৩। প্রা. প্র. ২. ৩১।

হইতে  $\sqrt{কু}$  ত হইয়াছে। অথবা মাগধীপ্রাকৃতের নিয়মেঃ  $\sqrt{কু}$  গি হইতেই  $\sqrt{কু}$  গি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অন্ততঃ এইরূপ।

..... প্রাকৃতের নিয়মেই (১৪৩৮)  $\sqrt{কু}$  গি হইতে  $\sqrt{ত}$  গি,  $\sqrt{ক}$  হইতে  $\sqrt{ত}$  ক, এবং  $\sqrt{কু}$  হইতে  $\sqrt{কু}$  হইয়াছে।

$\sqrt{ক}$  ন এবং  $\sqrt{ক}$  নু খাতৃ একই।<sup>১০</sup> আবার,  $\sqrt{কু}$  ক, -  $\sqrt{কু}$  ক.  
 $\sqrt{কু}$   $\sqrt{কু}$   $\sqrt{কু}$  এই চারিটি খাতৃ বস্তু এক।  
 ১১৫ প্রাকৃত প্রকারেই  $\sqrt{কু}$  ক হইতে  $\sqrt{কু}$  খাতৃ হইয়াছে। এইরূপ  
 কৌড়ার্ক  $\sqrt{কু}$  ল ও  $\sqrt{কু}$  ল. ১১ গতর্যক  $\sqrt{কু}$  ল. ৩  $\sqrt{কু}$  ল. ৩  
 সেনার্ক  $\sqrt{কু}$  ও  $\sqrt{কু}$ , ভোজনার্ক  $\sqrt{কু}$  ন,  $\sqrt{কু}$  ন,  $\sqrt{কু}$  ন,  $\sqrt{কু}$  ন  
 খাতৃ মূলত এক। এইরূপ  $\sqrt{ক}$  ন ও  $\sqrt{ক}$  ন,  $\sqrt{ক}$  ন. ও  $\sqrt{ক}$  ন স  
 $\sqrt{ক}$  ন. ও  $\sqrt{ক}$  ন,  $\sqrt{ক}$  ন. ও  $\sqrt{ক}$  ন. এবং  $\sqrt{ক}$  ও  $\sqrt{ক}$   
 ইত্যাদি। খাতৃপাঠে একটু দৃষ্টি লিপ্যেপ করিলেই এতাদৃশ ভবি-  
 কুরি খাতৃ পাওয়া যাইবে। উচ্চারণের বৈচিত্র্যে এইরূপেই : এক-একটি  
 খাতৃ ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং যদিও তাহারা মূলত  
 এক, তথাপি সংস্কৃত বৈরাকরণগণ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকা-  
 রিয়া লইয়াছেন। খাতৃগণ যে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে বাগরা  
 তাহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাও তাহাব অন্ততম কারণ।<sup>১২</sup>

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এইজন্য প্রাকৃতে সকাণ্ড  
 শব্দগুলির সকারে লোপ হইয়া থাকে। যথা, মন ম. শব্দ প্রাকৃতে  
 হইবে মন। সংস্কৃত মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে এই পদ্ধতি অজ্ঞাতে  
 স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (১. ১. ২১)

৩৫। “অ-ব্য-বাং নঃ”—হে. চ. ৮. ৪, ২০২।

৩৬। খাতৃপাঠে  $\sqrt{ক}$  অর্থ শব্দ ও উপতাপ লিখিত হইলেও কথোদে (২. ৩ ১৮ ১)  
 তাহা পঠিত-অর্থ প্রযুক্ত দেখা যায়, যাকও তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (বি. ৩. ২। ৬)।

৩৭। মগধীপ্রাকৃত ব্রহ্ম-বানে লকার হইয়া থাকে, হে. চ. ৮. ৪ ২৮।

৩৮। ক=খ, যথা, কী ল=খী ল।

৩৯। প=ক, যথা, প র=ক র স।

৪০। “মিলিত-কপি-অতীত-খাতৃঃ, খাতৃগণতাপরিসমাপ্তেঃ। বর্ত্তিত এব খাতৃগণ  
 ইতি হি শব্দকি আচরতে।” কা. নু. ৪ ২. ২।

অ ধ স্ শব্দকে অ ধ করা হইয়াছে। ৪০. আবার তাহাতেই স ব্ তঃ স্থলে স ব্ ত পঠিত হইয়াছে। ৪১ সংস্কৃতে এক্রপ প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা, “পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়া শি রে; ৪২ এখানে শি র স্ শব্দকে শি র বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (১. ৯১. ৫) অ নো কঃ শা য়ী স্থলে অ নো ক শা য়ী পদ দেখা যায়। এতাদৃশ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই বৈয়াকরণগণ বলিয়াছেন যে, সমস্ত সকারান্ত শব্দই বিকল্পে অকারান্ত হয়। এইরূপেই আকাশবাটী বি হা র স্ হইতে বি হা র হইয়াছে, আবার বি হা র স; ৪৩ এবং ব্যো ম ন্ হইতে ব্যো ম ন শব্দও সংস্কৃতে পাওয়া যায়। ৪৪ ভাগবতে (৩. ২৫. ৫) বি ন্দু স রে (—স র সি), আবার জ লো কাঃ (১০. ১. ৪০) স্থলে জ ল্ কা লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে (৩. ৪৯. ৩৮, ৫০. ১) জ টা য়্ স্ এবং জ টা য়্ এই উভয় শব্দেরই অসংস্কৃত প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ পা পী ষ স্ হইতে পা পী ষা নি (গো. ত্রা. পূর্ব. ২. ৩)।

প্রাকৃতে সন্ধির কি প্রণালী তাহা মূল গ্রন্থের সন্ধি কল্প দেখিলেই বুঝা যাইবে। ঐ নিয়মে পালি-প্রাকৃতে হি+এ তৎ=হে তৎ হইবে। সংস্কৃতে এক্রপ প্রয়োগ বহুল আছে। যথা কুল টা, শ ক ক্ত, ক র্ক ক্ত, সা র ঙ্গ, ইত্যাদি। এতাদৃশ সন্ধিকে নিয়মিত করিবার জন্তই বাস্তবিক-কার কাব্যায়নকে একটি সূত্র করিতে হইয়াছে। ৪৫ স্কুলো ঠ্ঠ, স্কুলো তু প্রভৃতি পদের জন্তও তিনি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন; ৪৬ এবং

৪০। “অ ধা স্ ন শা য়ী;” টীকাকার হরদত্ত এখানে লিখিয়াছেন—“অধঃশব্দস্ত সর্বদীর্ঘস্থানসঃ অপপাঠো বা।”

৪১। “স ব্ তো পে তং বার্যায়গীয়ম্”—আ. ধ. য়. ১. ৬. ১২. ৮। হরদত্ত এখানে ‘ছান্দোসো গুণঃ’ লিখিয়াছেন।

৪২। বায়ুপুরাণ (?)।

৪৩। তুলনীর—আ চা ষা ব চ স (শত. ত্রা. ১১. ২. ৬ ৬)। এইরূপেই ব্যাকরণোক্ত ত্র ক ব চ স প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

৪৪। “গগনং পুঙ্কং স্বৰ্গং থমত্রং ব্যো ম নং হরং। ব্যো ম নী রং বি হা র ঙ্গ বিহারন্ত বি হা র স ম্।” মহাবরমিশ্রকৃত পণ্ডাররম্মালা, MS. p. 1178.

৪৫। অধ. স. ২. ৩২. ২, ৫. ২৩. ৯; শত. ত্রা. ১৩. ৩. ৬. ২।

৪৬। পা. ৬. ১. ২৪।

৪৭। পা. ৬. ১. ২৪।

পাণিনিরূপে শি বা য়ো য়, শি বে তি প্রভৃতি পদেব ব্রহ্ম পুত্র কবিত্তে  
 হইয়াছে।<sup>৪৮</sup> প্রাকৃত্তে বাহা অপ্রতিবৃত্ত ভাবে চরিত্তা আসিগেছিল,  
 বৈরাগবর্ণগণের চেষ্টায় সংস্কৃত্তে প্রতিকল্প হইলেও তাগা মধ্যে ম দ্য  
 নিজ প্রভাব প্রকাশ কবিত্তে বিবত্ত হয় নাই। এইজন্য এগাদশ ৭০  
 পদ প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত্তে আমরা দেখিত্তে পাই। শতপথ  
 ব্রাহ্মণে ( ১১. ৪. ৪. ৩ ) কা+ই তি—কা তি দেখা যায়। গোপথ-  
 ব্রাহ্মণে ( পূর্ব. ২. ৬ ) মে+আ য়ুঃ—মে য়ুঃ কবা হইয়াছে। আপস্তম্ব-  
 ধর্ম্মশূত্রে ( ১. ১. ২. ১৩ ) পা দো ন ( পা দ+উ ন ) স্থানে পা দূ ন পদ  
 দৃষ্ট হয়।<sup>৪৯</sup> ভাগবতে ( ৮. ২২. ২ ) মে+ই রি ত্তং—মে রি ত্তং লিখিত্ত  
 হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা একপ প্রাকৃত্ত প্রয়োগ অনেক  
 দেখিত্তে পাই। মহাভাবতে মে+আ ত্তং সন্ধি করিয়া মে ত্তং করা  
 হইয়াছে।<sup>৫০</sup> ভগবদ্গীতায় ( ১১. ৪১ ) স খে+ই তি সন্ধি করিয়া  
 স খে তি লিখিত্ত হইয়াছে। রামায়ণে তু গাঃ+অ ত্ত—তু গা ত্ত ( ৬.  
 ৭১. ২০ ), ল স্ত গঃ+উ বা চ—ল স্ত গো বা চ ( ৬. ৮৪ ৬ ), ত তঃ+  
 উ বা চ—ত ভো বা চ ( ৩. ১৩. ১২. ; ৬. ২৭. ২ ), এ সঃ+আ-  
 হি তা য়িঃ—এ বো হি তা য়িঃ ( ৬. ১০২. ২৩ )। এইরূপ অ প্স ৭ঃ+  
 উ র গঃ—অ প্স রো গ ( ৭. ৪২. ২১ )। কঠোপনিষদের ( ১. ৩. ১২ )  
 গু ত্তো আ শব্ধ এই প্রকার। ভাগবতে ( ২. ৬. ১৫ ) ন ভঃ+ও ক স্  
 —ন ভো ক স্, এইরূপ সঃ+উ প বি বে শ—সো প বি বে শ ( ১. ১২.  
 ২২ ) দৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া রামায়ণে আবো অনেক প্রাকৃত্ত প্রয়োগ পাওয়া যায়।  
 এখানে কয়েকটি প্রদর্শিত হইতেছে। বধা, সাধারণত সর্বত্র বি দ্য ত্ত্

৪৮। পা. ৬. ১. ২৫।

৪৯। এইরূপেই পা দূ ন অথবা প দূ ন হইতে প উ ন, এবং পেবে গো নে কবা  
 বাত্ লায় আসিয়াছে।

৫০। “ব্রহ্মত্ব ভতো মে ত্তং অখিত্তা চ সরসতী”—মহা, শান্তি, ৩১৮. ৭।

জি হ্র পা প্রযুক্ত হইলেও ( ৬. ৩১. ৬. ৯ ; ইত্যাদি ) প্রাকৃতের নিয়মে অন্তর্স্থিত তকারের লোপে আবার বি দ্ব্য জি হ্র লিখিত হইয়াছে ( ৬. ৩২. ৪১ ) ৫১ ভাগবতে ( ২. ৬. ১৫ ) ত ড়ি ত পদ দেখা যায় ।

প্রাকৃত ৭ + স—হ্র হয় ১. ঙ্গ৫ ; বধা, ব ৭ স—ব ছ, ( বাঙলায় বা ছা ) । রামায়ণেও ( ৬. ৪. ৬৩ ) উ ৭ সে ক স্থানে উ ছে ক পদ রহিয়াছে ।

পালি ও প্রাকৃতে ঙ্গ স্থানে গুং হয় ( ১. ঙ্গ৩৬ ) ; বধা, ক ঙ্গ—ক গু ঙ্গ । সংস্কৃতের ঙ্গ গু ঙ্গ লু শব্দ এইরূপেই উৎপন্ন ; কাভ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ( ৫. ৪. ১৭ ) উহার মূল ঙ্গ লু ঙ্গ লু পাওয়া যায় ।

কতকগুলি ক্রিয়াপদও রামায়ণে প্রাকৃতের নিয়মে প্রযুক্ত দেখা যায় । বধা ত্র বী মি স্থলে ক্র মি ( ৬. ২. ২০ ) ; ৫২ ক রো মি স্থলে কুর্ষি ( ২. ১২. ৩৬ ) ; ৫৩ এইরূপ হা ত্র সি স্থলে জ হি ব্য সি ( ৬. ১০৬. ২৭ ) । ৫৪

সংস্কৃতের গিচ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে আ প র এবং আ পে, ৫৫ এবং প্রাকৃতে আ বে প্রত্যয়ও হয় । ৫৬ রামায়ণের বক্ষ্যমাণ পদগুলির সহিত ইহার বিশেষ সন্ধ প্রতীতমান হয় । বধা, জী বা পি ত ( ৭. ২৬. ২৭ ) , ত র্জা প র তি এবং ত ৭ সা প র তি ( ৬. ৩৪. ২ ) । ভাগবতে ( ৩. ৩০. ২৭ ) ভি দা প ন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় । আবার আশ্বলায়নগৃহ-সূত্রেও ( ১. ২৪. ৯ ) প্র কা লা প রী ত ৫৭ পদ দৃষ্ট হয় । ৫৮

আবার শানচ্ প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন রামায়ণের চি স্ত রা ন ( ৬. ৪৬.

৫১ । এখানে বি দ্ব্য জি হ্র পাঠ স্বীকার করিলে ছন্দোরক্ষা হয় না ; 'স বিদ্বা-জিহ্বেন সৈব তচ্ছিন্নঃ ।' নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তকে পূর্বোক্ত পাঠই আছে ।

৫২ । ঙ্গ—৪. ঙ্গ১১ ।

৫৩ । পালিতে কৃ শ্মি পদ হয় : ৪. ঙ্গ৮০ ।

৫৫ । ৪. ঙ্গ২১৩, ২২৫ ।

৫৭ । ৪. ঙ্গ৪২. ঙ্গটাকা ।

৫৬ । প্র. প্র. ৭. ২৩ ।

৫৭ । পালির আ প র প্রত্যয়ের সন্ধ ধরিলেও প্র কা লা প রে ত পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পূর্ববর্ণিত প্রাকৃতসন্ধিসমভাবে তাহা হয় নাই । প্রাচীন সংস্কৃতে এরূপ বহু পদ পাওয়া যায়, বধা—আপত্তবধসূত্রে অ তি বা ধ রী ত । ১. ৫. ১২ ; ১৬ ; ১৪. ১৬ ; ২২ ; প্র সা র রী ত ( ১. ৬. ৩ ; ১. ৩১. ৮ ) ; প্র কা ল রী ত । ১. ২. ২৪, ২২ ; ৩. ৩৬ ; আশ্বলায়নগৃহসূত্রে বে ধ রী ত ( ১. ২২. ২, ১০ ) । আপত্তবশ্রৌতসূত্রেও এইরূপ আছে ।

৫৮ । সংস্কৃতব্যাকরণের হা প র তি, অ র্থা প র তি, প্রকৃতি পদ তুলনীয় ।

১৪, ৭. ৩৭. ৯ ), বেদ য়ান (?), বি শ্র য়ান ( ৬. ৫২. ২৫ ), প্রা র্থ য়ান ( ৬. ২৪. ১৩ ), ইত্যাদি পদগুলি পালির খা দান, চা য়ান ইত্যাদি পদেরই ভ্রায় ( ৫. ৬ ১৫ )। অন্তর্য এইরূপ পদ দেখা যায়; যথা, মহাভারতে ( ১. ১. ১৭৬, ১৮১ ) দ র্শ য়ান ; বোধায়নধর্ম্মশূত্রে ( ১১. ২. ২ ) অ ধি গচ্ছা ন ; শ্রীমভাগবতে ( ৩. ১. ১৬ ) মা ন য়ান, ইত্যাদি। আবার গোপথ ব্রাহ্মণে ( পূর্ব. ২. ৪ ) ই চ্ছ য়ান।

আবার অ তি বে চ ন স্থানে রামায়ণে অ তি বি ঞ্চ ন ) ২. ১০৭. ২ ), এবং ক র্ত্ত ন স্থলে ঔপনসম্বৃত্তিতে কৃ স্ত ন পদ ( আনন্দাশ্রমের স্মৃতি-সমুচ্চয় ৪৭ পৃ: ) প্রাকৃতভাবেই উৎপন্ন। ভাগবতেও ( ৩. ৩০. ২৭ ; ৬. ২. ৪৬ ) ইহার প্রয়োগ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ( ৬. ১. ৫ ) ন খ নি কৃ স্ত ন শব্দসম্বন্ধেও এই কথা।

প্রাকৃতে প স্থানে ব হইয়া থাকে; ১২ যথা, খা প স্থানে সা ব, ইত্যাদি। এই নিয়মেই সংস্কৃতে ত্রি পি ষ্ট প এবং ত্রি বি ষ্ট প, জ পা এবং জ বা, এবং লি পি ও লি বি, ১০ এই উভয়বিধ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ৬১

সংস্কৃতব্যাকরণানুসারে ক্র / ধাতুর বর্তমান কালেই আ হ, আহ প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক স্থলে অতীত কালে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। পালি ব্যাকরণে দেখা যায় যে, ঐ সকল পদ উভয় কালেই হইতে পারে। ১২ অতএব আমরাগকে বলিতে হইবে যে, পালি হইতেই এতাদৃশ প্রয়োগ আসিয়াছে। কাব্যালঙ্কারস্বত্রবৃত্তিকার বামনও লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ পদগুলি সংস্কৃতে অতীতকালেও ব্যৱহৃত হয়। ৬৩

১২। প্রা. প্র. ২. ১৫; হে. চ. ৮. ১. ২২১।

৬০। এখানে বর্ণীয় ঐ গণনীয় নহে। পানিনি ( ৩. ২. ২১ ) উভয় শব্দই ধরিয়াছেন

৬১। চুলিকা ও পৈশাচী প্রাকৃত-মতে ( হে. চ. ৮. ৪. ৩২৫ ) জ বা প্রভৃতি হইতেই জ পা প্রভৃতি হইতে পারে।

৬২। জঃ—৪, ৪৪০২, ১২৯; য. সি, ১৮০ পৃ. ৪৪ নু, ২০০ পৃ. ৪৮৮নু.।

৬৩। কা. নু. ৫. ৫. ৪৪।

দেশী প্রাকৃতেরও অনেক শব্দ ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্মরাবিশেষবাচী হা লা শব্দ খাটি দেশী প্রাকৃত। কিন্তু “হিত্বা হা লা-মভিমত্তরসাং রেবতীলোচনাঙ্কং” ( মেঘদূত ১.৫০ ) বলিয়া কালিদাস ও মাঘপ্রভৃতি অন্তান্ত কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ৩৪ এইরূপ আগ্রহ বা নিবন্ধ-অর্থে হে বা ক ( ভ্রা. ম. ৬, বিক্রমা. ১৮, ১০১ ), এবং স্তম্ভর বা লাবণ্য-অর্থে ল ট ত ( বিক্রমা. ৮. ৬ ; তর্জহরি-বৈরাগ্য-শতক, ৩২ )।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি একটুমাত্র দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, এতাদৃশ কত শব্দ তিনি সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্লাম খি ড কী ( দয়জা ) অর্থে তিনি সংস্কৃত পাইয়াছেন খ ড় কি কা। ৩৫ সংস্কৃত দং ঙ্গী হইতে পালিতে দা ঠা, ও প্রাকৃতে দা ঢা হয় ; কিন্তু হেমচন্দ্র ইহাকেও সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন—“দা টি কা দং ঙ্গি কা দা ঢা।”

বাঙ্লাম আমরা কোন ব্যবসায়ের টাকা খা টা ন বলি। হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্রে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ঐ খা টা ন পদের মূল খ ট্ট ধাতুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি ; সেখানে খ ট্ট য়ে ৎ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ; যথা, “পদমারামিধিং কুর্যাৎ পদং বিস্তার খ ট্ট য়ে ৎ” ( যো. শা. ১ম প্রকাশ, ১৫১ পৃ. )। ইহা অপেক্ষা আর কি কোতুকাবহ পদ হইতে পারে ?

বর্তমান সংস্কৃতে এরূপ পদও দেখা যায়, যাহা মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত রূপ ধারণ করিবার পর আবার নূতনরূপে সংস্কৃতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সংস্কৃত ত দ্র হইতে পালিত দ দ্র হয়, দ দ্র হইতে খ দ্র, এবং

৩৪। এহলে বামনের কাব্যালঙ্কারত্রে ( ৫. ১. ১০. ) হইতে এই কয় পঙক্তি উদ্ধৃত হইতেছে :—“অতিপ্রযুক্তং দেশভাবাপদম্। অতীত কবিত্তিঃ প্রযুক্তং দেশভাবাপদং প্রযোজ্যং ; যথা—‘যোবিদিত্তিল্লায ন হা লা ন্’ ( মাঘ, ১০. ২১ ) ইত্যত্র হা লে ত্তি দেশভাবাপদম্।” কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের বৈরাগরণ লেখক লিখিতেছেন—“হা লা হ ল্য ত্তে কৃত্যত ইব চিন্তনেনেনেতি হল্ + যঙ্-টাপ্।” অতুত নির্বচন !

৩৫। “পদমারে খ ড় কি কা”—অভিধানচিন্তামণি।

এই ধ ক হইতে সংস্কৃতে ধ ক্ৰি ত পদ ( স্তায়কুহুমাজলির হরিদাস টীকা )  
প্রস্তুত হইয়াছে ।

সংস্কৃতে ভ ল্ ক ৩৭ শব্দ আছে, আবার উহা হইতে মাত্ৰাহুসারে  
প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ভা ল্ ক শব্দও সংস্কৃতে চলে । ৬৮ বিরূপ, তিরূপ  
কোষসমূহে যে সকল শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃত  
প্রভাবে বরমাত্ৰাদিতেদ ও উচ্চাবণাদিতেদ হওয়ার উৎপন্ন । ৬৯ যথা,  
অ গা র, অা গা ব ; আ প গা, অ প গা ; অসুব, অ ক্ ব ; পু ক ব,  
পু ক ব ; অ গ স্তা, অ গ স্তি ; প্র তি স্তা য়, প্র তি স্তা ব ; আবার—

“বিরিঞ্চিনো বিরিচিনো বিবিঞ্চী চ বিরিঞ্চনঃ ।

বিরিঞ্চিচ বিরিঞ্চিচ বিবিঞ্চীরপি কথ্যতে ॥

\* \* \*

পিতা পিতামহঃ পীতা বিধাতা বিধতা ধতা ॥” ৭০.

আবার আকারান্ত হু হি তা, ৭১ মা তা, ৭২ ও সী মা শব্দের সম্ভাবও  
চিহ্ননীর ।

এই সমস্ত আলোচনা কবিরী দেখিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে,  
প্রাকৃত সংস্কৃতে উৎপন্ন সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই ।

৬৬। ত স্ত্রা হইতে দ জা, দ জা হইতে ধ জা, এবং ধ জা হইতে ধা ধা, যাউলয় ধ ক  
কথারও প্রয়োগ আছে ।

৬৭। ভ ল্ ক শব্দও আছে ।

৬৮। “ভা ল্ কো ভল্লকোহপি চ”—ভট্টোজ্জিগীকিতকৃত শব্দভেদপ্রকাশ, MS P.  
1207.

৬৯। “কল্লিহাত্তাকুতো ভেদঃ কচিবর্ণিতোহত্র চ”—ঈহব ও ভট্টোজ্জিগীকিত, MS,  
pp. 1112, 1204.

৭০। অধিকারিপ্র-কৃত বিশেষায়ত, MS. p. 1169 .

৭১। “হু হি তাং বসুভাষিপঃ”—বহাভারত বিরাট, ৭২, ৫, বীলকঠটীকা ঐটব্য ;  
‘হু হি তাং তথা’—বুদ্ধবসনহিতা, ৩, ৭ ।

৭২। “বিবেবরীং বি য মা তাং চণ্ডিকাং প্রপমায়াহু” —শিবরহস্ত ( শব্দকুসুম ) ।

পূর্বে যেদ্রপ আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে পালি ও প্রাকৃতের  
কতদূর গুরুত্ব আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

বাঙলা, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি আৰ্য্যভাষামূলক প্রাদেশিক ভাষা-  
সমূহকে যদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চাহেন,  
ভারতের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব  
বুঝিতে হইলে পালি ও  
প্রাকৃত-জ্ঞান আবশ্যক  
তবে তাঁহাকে পালি-প্রাকৃত বিশেষরূপে আলো-  
চনা করিতে হইবে। সংস্কৃতের সহিত তাহাদের  
যে সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা পালি-প্রাকৃতের সম্বন্ধ অনেক ঘনিষ্ঠ। এই

জ্ঞান বাঙলা প্রভৃতির কোন শব্দের মূল অন্বেষণ  
সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের  
সহিতই ঐ সকল ভাষায়  
সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ  
করিতে হইলে প্রথমে আমাদেরই  
শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার পর  
সংস্কৃতের নিকট। যথা, বাঙলার বাঁঝা শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত  
বজ্জা, এবং তাহার মূল সংস্কৃত বজ্জা। বাঙলা হা ত শব্দের মূল  
পালি বা প্রাকৃত হাথ, এবং ইহার মূল সংস্কৃত হস্ত।

ইহা কেবল সংস্কৃতমূলক ও সংস্কৃতসম বাঙলাশব্দের কথা,  
কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃতসম  
প্রাদেশিক ভাষায় দেশী  
প্রাকৃত শব্দ এবং  
তাহার সম্বন্ধ  
নহে, খাটি দেশীপ্রাকৃতজ, তাহাদের বেলা  
কখনো সংস্কৃতের নিকট গেলে চলিবে না;  
কেননা, কামদূষা সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণের বলে একটা ধাতু ধরিয়া বা  
কল্পনা করিয়া “ধাতুনাম্ অনেকার্থত্বাৎ” বলিয়া একটা ব্যুৎপত্তি বাহির  
করিয়া দিতে পারেন,¹ কিন্তু শব্দতত্ত্বকে প্রকাশ করা দূরে থাকুক,  
বরং একটা বিষয় ত্রাস্তির আবরণে তাহা আচ্ছন্ন করা হয়। প্রাকৃতের  
দেশী শব্দগুলির মূল সম্বন্ধে প্রাকৃতই যে ঠিক কিছু বলিয়া দিতে  
পারে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা ভ্রমের আবরণ আনিয়া উপস্থিত করে

১। যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে দেশীপ্রাকৃত হা লা শব্দের ব্যুৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত  
হইয়াছে:—“হ ল্য তে কৃষ্যতে ইব চিন্তমনেতি, হল+ঘঞ, টাপ।” ইহা ইষ্টং  
গিনটীতি ইষ্টগিট=Stupid! অথবা মজান্ দুষ্টান্ ট তাড়রতীতি ইন্ মাজিষ্টট=Magistrate! কোনো, সংস্কৃত ছাত্র এইরূপই বলিতেন শুনিয়াছি।

না। দেশী প্রাকৃত বলিয়াই আমরা বিজ্ঞান করিতে পারি? এবং  
 দেশী প্রাকৃত শব্দের মূল বস্তুটুকু ইহাতে অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই  
 সংস্কৃতের মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন বাঙলায় বে ল্লি ক শব্দের মূল  
 দেশী প্রাকৃত বে ল্লি ২ এখানে ইহার সংস্কৃত  
 মূল অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদের ভুল করা হইবে। এইরূপ  
 ঐন্দ্রজ্যোতি বা ঐন্দ্রজ্য-অর্থে বাঙলার হ ল ফ ল ৩ শব্দের মূল দেশী প্রাকৃত  
 হ ল প ক ল ৪ ইহার সংস্কৃত মূল নাই, এবং ব্যাকরণের বলে ইহা উদ্ভাবিত  
 করিতে গেলে তাহা অপকরের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বাঙলা শব্দের মূল- ও ব্যুৎপত্তি-বোধক একখানি অভিধানের অভাব  
 সাহিত্যিকগণ অনেক দিন হইতেই অনুভব  
 করিয়াছেন, কিন্তু বভক্ষণ বিশেষরূপে প্রাকৃতভের  
 আলোচনা না হইবে, তত দিন তাহাতে হস্তক্ষেপ  
 করার বিশেষ কোনো ফল হইবে না। বাঙলার  
 প্রতিটি ভাবান্তরের শব্দের অন্ত তত্তৎ ভাবারও আবশ্যিকতা আছে বলা  
 বাহ্য্য।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ জগতের জন্ম-জরা ও রোগ-মরণে বিচলিত হইয়া  
 সমস্ত সম্পদ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাভি-  
 বোধধর্ম মানিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম  
 পালি-অধ্যয়ন  
 আবশ্যক  
 নিক্রমণপূর্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তা ও  
 অদম্য অধ্যবসারে বুদ্ধের লাভ করিয়া যে ধর্মের  
 প্রচারে জগৎকে এক অভিনব শাস্তি-নির্বাহের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন,  
 যে ধর্মের অভ্যাসে এক দিন ভারতবর্ষে বহুদিকে বহুবিধ উন্নতি  
 সংঘটিত হইয়াছিল, যে ধর্ম অবলম্বন করিয়া আজ পৃথিবীর এক-  
 তৃতীয়াংশ লোক পরিচলিত হইতেছে, এবং সেই অন্তর্ভুক্ত বাহা কাহারো  
 উপেক্ষাজনন হইবার যোগ্য নহে, তৎসম্বন্ধে যদি বথার্থ ভাবে কিছু

২। “বেল অলিঙ্কে”—স. সা. ৫. ২২।

৩। মাল্লভে এসিন্দ আরহ—সে তুমি হ ল ফ ল করিতে লাগিল।

৪। কু. চ. ৫. ৭৪; হে. চ. ৮. ২. ১৭৪।

জানিতে হয়, তবে প্রধানভাবে পালি অধ্যয়ন নিতান্ত আবশ্যক। মহাবান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গাথা বা সংস্কৃতনিবন্ধ গ্রন্থ পড়িলেই চলিবে না, জিজ্ঞাস্যকে তথাকথিত হীনযান বা অবাচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পালি-রচিত শাস্ত্রও পড়িতেই হইবে।

অপর দিকে বৌদ্ধধর্মের অভ্যাসের সঙ্গে-সঙ্গেই পাশা-পাশি আর জৈন ধর্ম জানিবার জন্য প্রাকৃত জ্ঞান আবশ্যক যে একটি ধর্ম প্রকাশিত হইয়া নিজের দিকে জনগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, পার্শ্বনাথের পরেই অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর যে ধর্মের প্রচারে দীক্ষিত হইয়া নরগণের ক্লেশগ্রাসিগোচনপূর্বক নিগ্রহ নাথ নাম ধারণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া আজিও বহুসংখ্যক লোক পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন, যে ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মেরই জায় ভারতে এক সময়ে বহু বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও জানিতে হইলে প্রাকৃত অধ্যয়ন ভিন্ন গতি নাই। প্রাচীন প্রধান-প্রধান জৈন গ্রন্থ অধিকাংশই প্রাকৃতে নিবন্ধ। পরবর্তী কালে সংস্কৃতেও অনেক হইয়াছে।

বৌদ্ধ বা জৈনগণের ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানই পালিভাষা বা প্রাকৃতভাষা পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনায় বিষয়, আধুনিক মত শিখিবার একমাত্র কারণ নহে। পালি-প্রাকৃতে সাহিত্যসেবীর উপদেশের বহু সম্পদ রহিয়াছে। দার্শনিকের উপভোগ্য বহুবিধ প্রসঙ্গ ও গম্ভীর বিষয়সমূহ রহিয়াছে। ভারতের পুরাকালের সমস্ত দার্শনিক মতই ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্র বা অপর কোনরূপে গ্রথিত হয় নাই, পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে এরূপ দার্শনিক তত্ত্ব আমরা পাইয়া থাকি। ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি যদিও সুবহু পূর্বকালে

১। দৃষ্টান্তস্বরূপ কু টী স ক প্রভৃতি চতুস্ত্রিংশৎ, ও দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসূত্রোক্ত ধাবটী, এই ধরবতি (১৬) অবৌদ্ধ দার্শনিক মত উল্লেখ করিতে পারা যায়। [অত্রতা উচ্ছদ-বাদ ও শাস্তবাদের কথা মহাভারতে (শান্তি, ২ ২. ২. ইত্যাদি, ৪১ : ত্রঃ—শি. স. ২২৪ পৃ.) পাওয়া যায়।] এইরূপ বড়-দর্শনসমূহের (২) টীকার ক্রি রা বা দী. অ ক্রি বা দী. ইত্যাদি ৩৬০ প্রকার পা য ও ক (অর্থাৎ অজৈন) দার্শনিক মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—“অ সি য় স য়ঃ কিরিয়াণং...।”

চিহ্নিত হইয়াছিল, তথাপি বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অভ্যুদয়সময় হইতেই তৎসমুদয় দার্শনিক গ্রন্থে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ব্রাহ্মণমতের কোন কোন অংশের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সেই সময়ে দার্শনিক চিন্তার শ্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিল। অতএব এই সমুদয় যদি সবিশেষ জানিতে হয়, তবে বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র পর্যালোচনা না করিলে চলিবে না; এবং তাহা করিতে হইলে পালি-গ্রন্থকৃত অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যিক।

বৌদ্ধজৈনযুগের ভারতীয় ইতিবৃত্ত বখাবখ জানিতে হইলে ঐতি-

বৌদ্ধ ও জৈন-যুগের  
ইতিবৃত্তসংগ্রহ

হাসিককে ঐ দুই ধর্মের ঐ দুই ভাষার প্রাচীন  
গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিতে হইবে, অতথা

তাঁহার অধ্যবসার সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হইবে না।

ইহা ভিন্ন সাহিত্যিকের উপভোগ্য কাব্য-ব্যাকরণ কথা-ইতিহাস  
ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থই এই দুই ভাষার আছে,  
বৌদ্ধ ও জৈনযুগের কাব্য  
ব্যাকরণাদি এবং বহুস্থানে ঐ সকল গ্রন্থ সুপরিপুষ্ট, ইহা  
বলিতে পারা যায়।

বঙ্গদেশে কিছুদিন হইতে বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনার কিঞ্চিৎ উৎসাহ  
দেখা যাইতেছে, কিন্তু জৈন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি  
কমে বৌদ্ধ ও জৈন সাহি-  
ত্যের আলোচনা এখনো তেমন পতিত হয় নাই। সাহিত্যিকগণ  
এবিষয়ে সচেতন হউন।

সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্বাধিক প্রাচীন ইহা প্রদর্শিত হই-  
রাছে; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃত  
পালিভাষার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে  
সিংহলীয় মত সংস্কৃতের পূর্ববর্তী। অতএব সিংহলীয় পালি-  
বৈয়াকরণগণের পালির প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যে  
ধারণা রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।  
তাঁহারা বলেন:—

“ମା ସାଗଧୀ ସୁ ଲ ଡା ମା ନରା ଯା ଆନିକଶ୍ଚିକା ।

ত্রক্ষাণো চ-সমুতলাপা সম্বন্ধা চাপি ভাসরে ॥”

আদিক্রোড়পন্ন মনুয্যগণ ব্রহ্মগণ, সমুদ্রগণ, এবং যাহারা (কখন) কোন বাক্যলাপ প্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ বাহা দ্বারা কথা বলিয়া থাকেন, সেই মাগধীভাষা মূল ভাষা।২

তাহারা এই মাগধী ভাষাকে বা ভা বি ক ভাষা বলেনও, এবং দেশ

পালি ভাৎকালিক লোকের  
স্বাভাবিক ভাষা ছিল

ভাবার মধ্যেও ইহাকে তাঁহারা গণ্য করেন না ।৩

মাগধী যে স্বাভাবিক ভাষা তদ্বিবরে বোঝের।

আরো বলিয়া থাকেন যে, যদি কোন বালক

অন্ধ্রদেশীয় পিতার ঔরসে ও দ্রাবিড়দেশীয় মাতার গর্ভে জন্মলাভ করে, তবে সেই বালক পিতা-মাতার মধ্যে বাহার কথা আগে শুনিবে, তদনুসারেই 'আক্কী বা দ্রাবিড়ী ভাষা বলিবে। কিন্তু সে যদি পিতা বা মাতা কাহারো কথা না শুনে তবে সে মা গ ধী ভাষা বলিবে। আবার, যদি কোন নির্জনারণ্যবাসী ব্যক্তি সহজবুদ্ধিতে কিছু উচ্চারণ করিতে যায়, তবে সে মা গ ধী ই উচ্চারণ করিবে। সমস্ত ভাষাই

who, in discussion of this question, will not, quote, with an air of triumph, their favorite verse—," G. Turnour, *Mahavamso*, Intro. p. xii.

২। এই কবিতাটি পরোগমসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি (২৭ পৃ.) প্রভৃতি বহু পালিয্যাকরণে উদ্ধৃত দেখা যায়। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার (১৯ পৃ.) তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন :—“আদিক্ষে নিযুক্তা আ দি ক স্মি কা নরা চ ব্রহ্মাণো চ, অমৃতং জালাপং বেহি তে অ স্ হ তা লা পা নাম মম্বসবচনালাভস্তা দেসভানদিরিত্যায় অন্তনো ধম্মতায় ভাসমানা সা ভা সা, স ব্ হ্ চা চা-তি সৰব্-ঞ্-ঞব্-চ্চা ধম্মং দেসেত্তো যায় অবিপরিবক্কন-সভাবায় সাবকানং নিরুত্তিপটিসত্তিযোগাকারায় ভাসত্তি, সা মা গ ধী নাম সূল ভা সা। সৰবভাসানম্পি সত্তানং একভাসা য়েব অথাববোধনতো, সত্তত্তদেসভাসানীহি ব্হা ধম্মং ন দেসেত্তি নিরথকভাবতো অতিপসক্কতো চা-তি বেদিতব্বং।”

৩। মহারাজপসিদ্ধিকার লিখিয়াছেন—“মাগধিকার সত্য বানিজ্য স্থিতিঃ”—(২৭৭ পৃ.)

৪। পূর্বোন্নিখিত মহারূপসিদ্ধিটক। দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, কেবল পালিই হয় না, এবং এই পালি ভাষাকেই ব্রহ্মগণ ও আৰ্য্যগণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।\*

বুদ্ধদেব যে মাগধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের মতে বিনয়পিটকেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে

এক স্থলে উক্ত হইয়াছে,\* য মে ল—উ তে কু ল  
বুদ্ধদেবের মতে বুদ্ধদেব নামে ছই ব্রাহ্মগজাতা ভিক্ষু হইয়াছিলেন।  
পালি বা মাগধীভাষা-  
তেই ধর্ম প্রচার করেন তাঁহার। এক দিন বুদ্ধদেবের নিকটে আসিয়া  
নিবেদন করিলেন যে, ভগবন্, সম্ভ্রান্তি ভিন্ন-

ভিন্ন নাম-গোত্র ও জাতি-কুলের প্রব্রজিতগণ নিজের-নিজের ভাষায় বুদ্ধ-  
বচনকে দ্রুতি করিতেছে। আমরা তাহা ছন্দে (=বেদভাষায়—সংস্কৃতে)  
আরোপিত করিতে চাহি।” বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া  
বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপিত করিতে হইবে না,  
যে করিবে তাহার হৃদ্ধ ত নামক অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ-  
বচনকে নিজের ভাষাতেই (“স কা র় নি রু ত্তি রা”) গ্রহণ করিবার শুভ  
আমি এই অনুজ্ঞা করিতেছি।” “নিজের ভাষা” অর্থে বুদ্ধদেব এখানে  
মাগধী ভাষা বলিয়াছেন।

\* “Even Budhaghosa (reminding one of Herodotus's story) says that a child brought up without hearing the human voice would instinctively speak Magadhi (Alw. I. cvii)—Childers Dictionary of the Pali Language, P. xiii; ইহুত্ব সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানেশ্বর মহাপণ্ডিতের পালিগ্রন্থাবলী, P. xxx.

৬। বিনয়পিটক, চুল্লবঙ্গ, ৩.৩৩, Vinaya Texts, Part III, pp. 149 150; Part. XLII.

৭। মূল “যমেসুতেকুলা;” কেহ পদবিচ্ছেদ করেন য মে ল—উ তে কু ল।

৮। See Rhys Davids' note, Vinya Texts, Part. III. P. 150.

৯। উল্লিখিত অংশের মূল কথা—“যমেসুতেকুলা নাম ভিক্ষু যে ভাষাক...এতরহি  
জন্তে তিক্খু নানানামা নানাগোত্রা নানাজজা নানাকুলা পরবজ্জিতা। তে সকার নিরুত্তিরা  
বুদ্ধবচনং দ্রুসত্তি, হন্দ মরং ভন্তে বুদ্ধবচনং হন্দসো আরোপেমি (বুদ্ধদেব—“বেদং বিয়  
সকতভাষায় বাচনমগগং আরোপেম”)।...ন ভিক্ষুবে বুদ্ধবচনং হন্দসো আরোপেতবং,  
যো আরোপেযা আপত্তি হুটসসং-তি। অনুজ্ঞানামি ভিক্ষুবে, সকার নিরুত্তিরা বুদ্ধবচনং  
পল্লিপাপুণত্তি”। বুদ্ধদেব—“সকার নিরুত্তিরাতি এথ সকা নিরুত্তি নাম সমাসবুজ্জেন  
বুদ্ধকরো মাগধিকা মোহারো।”

কিন্তু এখানে পৌরোপার্থ্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধদেবের “স কা র নি ক ত্তি রা” শব্দে পুরোক্ত নানাজাতীর প্রতিকৃতগণের স্ব-স্ব ভাবার কপাই নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব বাহা বলিয়াছেন, সকলেই তাহা নিজ নিজ ভাষাতেই গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থানে তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পালিকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষা (artificial language) বলিয়া মনে করিয়াছেন দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা যে একেবারে অসঙ্গত, তাহা আর এখানে বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্যমাত্র, পাঠকগণ পূর্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

কেহ-কেহ মনে করেন যে, পালি ও বৌদ্ধমাগধী পরস্পর ভিন্ন, এবং এই মত সমর্থন করিবার তত্ত্ব একই পালি ও বৌদ্ধমাগধী শব্দ নহে অর্থে পালি ও মাগধীর বিভিন্ন কয়েকটি শব্দ দেখাইয়া থাকেন; যথা সংস্কৃত শ-শ, পালিতে স স, কিন্তু মাগধীতে মো, ইত্যাদি। ইহারা যে গল্পের প্রামাণ্যে (Vidyabhusana's Pali Grammar, pp. xxxi-xxxii) এই মত প্রচার করেন, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা গাঠকবর্ণ একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ গল্পের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, পালি ও মাগধীর পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন যে শব্দগুলি পাশাপাশি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মা গ ধী র দে শী প্রা কৃত শব্দ হইতে পারে।

বৈকব ধর্মের প্রভাবে বঙ্গভাষার জ্ঞান পালিভাষাও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে দেখিতে-দেখিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এবং পালি ভাষার অভু্যদয় ক্রমে-ক্রমে ঐ ভাষার বিপুল গ্রন্থরাশি রচিত হইতে আরম্ভ হয়। আবার যখন কালের প্রভাবে অন্তান্ত ভাষার জ্ঞান পালিভাষাও শনৈঃ-শনৈঃ পুস্তকের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িল, তখন তাহার স্রুগমতার জন্য বিবিধ ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হইতে লাগিল।

পালির ব্যাকরণ-সংখ্যা নিভান্ত অল্প নহে। এ সম্বন্ধে পালিভাষা সংস্কৃতির  
 নিকট আসনে উপবেশন করিবার সাহস করিতে  
 পালিব্যাকরণ ও তাহার সঙ্কীর্ণ পরিচয় পারে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পালি-ব্যাকরণের  
 অভিসংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

পালিভাষার তিনখানি ব্যাকরণ প্রধান ; যথা, কচ্ছায়ন, মোগ্গল্লায়ন,  
 ও সন্ধনীতি। কচ্ছায়ন অবলম্বন করিয়া রূপসিদ্ধি, মহানিরুক্তি, চুলনিকুক্তি,  
 নিরুক্তিপটক ও বালাবতার প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এইরূপ মোগ্গল্লায়ন  
 অবলম্বনে পরোগসিদ্ধি, মোগ্গল্লায়নবৃত্তি, স্মৃৎসন্ধিসিদ্ধি, ও পদসাধনী-প্রভৃতি  
 এবং সন্ধনীতি-অবলম্বনে চুলসন্ধনীতি লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে কচ্ছায়নই প্রাচীনতম। কিন্তু কচ্ছায়ন  
 সর্বপ্রাচীন হইলেও তাহা অপেক্ষা রূপসিদ্ধি, মোগ্গল্লায়নবৃত্তি,  
 কচ্ছায়ন ব্যাকরণই পদসাধনী ও পরোগসিদ্ধি অধিকতর উপযোগী।  
 সর্বপ্রাচীন সন্ধনীতি আবার পূর্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।  
 স্তুতিনিক্ষেপ, কচ্ছায়নবহুনা ও অন্তস্তরটীকা প্রভৃতিতে জানা যায় যে,  
 বুদ্ধদেবের সাময়িক কচ্ছায়ন কচ্ছায়ন-ব্যাকরণ রচনা করেন।<sup>১১</sup>

আবার কোন একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,  
 কচ্ছায়ন যোগ (অর্থাৎ সূত্র), সজ্বনন্দী বৃত্তি, ব্রহ্মদত্ত প্রয়োগ  
 (উদাহরণ), ও বিমলবুদ্ধি শ্রাস (বিস্তৃত ব্যাখ্যা) রচনা করিয়াছেন।<sup>১২</sup>

কিন্তু কচ্ছায়নভেদটীকাকার লিখিয়াছেন যে, সূত্র-বৃত্তি ও উদা-  
 হরণ-যুক্ত কচ্ছায়ন-নামক গ্রন্থ কচ্ছায়নই রচনা করিয়াছেন।

পালিনিব্যাকরণ সম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে যে, মহাদেবের চতুর্দশ  
 বার চক্ৰাশ্বের অনুসরণেই “অইউণ্” ইত্যাদি  
 কচ্ছায়ন ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রবাদ চতুর্দশ সূত্র প্রণীত হয়, এবং তাহা হইতেই  
 অষ্টাধ্যায়ী রচিত হইয়াছে ; কচ্ছায়নসম্বন্ধেও

১১। ‘কচ্ছায়নখেরো পুত্তবপথনাথসেন কচ্ছায়নরূপকরণং মহানিরুক্তিকরণং নেত্তিগ-  
 রণকথাতি পকরণত্তরং সজ্ববজ্জেন পকাসেসি’—অন্তস্তরটীকা।

১২। “কচ্ছায়নকতো যোগো বৃত্তি চ সজ্বনন্দিনা।

পর্যোগো ব্রহ্মদত্তেন শ্রাসো বিমলবুদ্ধিনা।”

সেইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কচ্ছারনভেনজীকার উক্ত হইরাছে যে, কোন এক বৌদ্ধ প্রত্নজিত ভগবানের নিকট কর্ণহান (ধান) গ্রহণপূর্বক অ নোভ ত্তা হুদের তীরে শালভক্ষণে উপবিষ্ট হইয়া উ দ র ব্য র (উৎপত্তি-বিনাশ) সম্বন্ধে ধ্যান করিতে ছিলেন। তিনি ঐ হুদের উ দ কে (তলে) একটি ব ক বিচরণ করিতেছে দেখিয়া উ দ র ব্য র শব্দের পরিবর্তে উ দ ক ব ক শব্দ উচ্চারণ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে “অথো অক্করসম্মতো,” অর্থাৎ অকরেরই দ্বারা অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। কচ্ছারন পেরও ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঐ বাক্যকেই প্রথমসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাকরণ রচনা করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সূত্রটিও কাত্যায়নেরই রচিত। ১০

ঐতিহাসিকগণ বলেন কচ্ছারন-ব্যাকরণে উদাহরণের মধ্যে উ প-  
স্ত প্ত ও দে বা নং পি য় তি স্স এই দুইটি নাম পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া কচ্ছারনকে বুদ্ধদেবের সামসময়িক বলিতে পারা যায় না। কেহ-  
কেহ আবার কথাসরিংসাগরের প্রমাণে কাত্যায়ন ও বররটিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

কচ্ছারনব্যাকরণের রচয়িতা যিনিই হউন, বা যে কোন সময়েই তাঁহার উৎপত্তি হউক, তাহা যে প্রচলিত ব্যাকরণসমূহের মধ্যে প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পালিব্যাকরণসমূহ সমস্তই সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। কচ্ছারন-  
ব্যাকরণের অনেক সূত্র কাত্তব্যাাকরণের সূত্রের  
পালিব্যাকরণসমূহের সহিত অকুরাম্মপুর্ব্বোত্তেও একরূপ। ১৪ আবার  
পদ্ধতি পাণিনি হইতে অনেক সূত্র গৃহীত হইরাছে

১০। “একো বুদ্ধপববজ্জিতো ভগবতো সত্ত্বিকে কন্ঠটানং গহেত্বা অনোভত্ততীরে সাল-  
ক্কম্মুলে নিসিগ্গো উদরবরকন্ঠটানং করোতি। সো উদকে চরন্তঃ ব কং দিষা উ দ ক-  
ব ক ত্তি কন্ঠটানং করোতি। ভগবা তং বিতথ্ণাবং দিষা বুদ্ধপববজ্জিতঃ পক্কোমপেত্বা  
অথো অক্করসম্মতো-তি বাক্যমাহ। কচ্ছারনথেরেনাপি ভগবতো অবিজ্ঞায় জানেত্বা  
অথো অক্করসম্মতো-তি বাক্যং পূবেব ঠপেত্বা ইদং পকরণং কতত্তি। কচ্ছারনেন  
কতত্ত্বত্তিপি বদত্তি।”

১৪। See Snbhuti's Introduction to his Nāmāsmālā, pp. v-viii.



করিতে পারে। মহাকল্পসিদ্ধি ও বালাবতার উভয়ই কচ্চারনের সূত্র  
লইয়া রচিত। ইহা তির সন্দনীতি প্রতিষ্ঠাও বেশ উপাদেয়।

পালিসাহিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা আলোচ্য থাকিলেও স্থান সংকীর্ণ  
হইয়া উঠায় অতিসংক্ষেপেই নবীন পাঠকগণের নিকট কেবল তাহার  
প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাচীন সমগ্র দৌকশাস্ত্রকে এক কথায় বুদ্ধবচন বলা হইয়া  
থাকে। এই বুদ্ধবচন তিন অংশে বিভক্ত,  
বুদ্ধবচন  
ত্রিপিটক  
বিনয়পিটক  
পিটক, ও অভিধম্মপিটক। এই পিটক-  
ত্রয় ত্রিপিটক নামে প্রসিদ্ধ। পিটক শব্দের অর্থ বাহুল্যের প্যাটরা  
বা বাস্ক। এক একটি পিটকের মধ্যে অনেক গ্রন্থ গ্রন্থভূত আছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বিনয়পিটকের অন্তর্গতঃ—

- ১ পারাজিক কণ্ড,
- ২ পাতিত্তির কণ্ড,
- বিনয়পিটক ৩ মহাবগ্গ কণ্ড,
- ৪ চুলবগ্গ কণ্ড, ও
- ৫ পরিবার কণ্ড।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলি সূত্রপিটকের অন্তর্গতঃ—

- ১ দীঘনিকায়,
- ২ মজ্জিমনিকায়,
- সূত্রপিটক ৩ সংযুতনিকায়,
- ৪ অঙ্গুত্তরনিকায়, ও
- ৫ থুন্দকনিকায়।

১। গল্পবংসে (৫৫ পৃ) এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অথসালিনীতে (১৮ পৃ) উক্ত  
হইয়াছে—১। উত্তর (অর্থাৎ ঐক্খু ও ঐক্খুনী) পাতিমোক্ষ, ২ দুই বিহঙ্গ পারাজিক ও  
পাতিত্তির), ৩ বাবিল্পিত থল্লক, ও ৪ বোড়শ পরিবার, ইহাদের নাম বিনয়পিটক।

আবার খুদকনিকারে এই সকল গ্রন্থ অন্তর্নিবিষ্ট :—(ক) খুদকপাঠ, (খ) ধম্মপদ, (গ) উদান, (ঘ) ইতিবৃত্তক, (ঙ) স্তুতিনিপাত, (চ) বিমানবধু, (ছ) পেত্তবধু, (জ) থেরগাথা, (ঝ) থেরীগাথা, (ঞ) সাতক, (ট) নিদেশ, (ঠ) পটিসম্বিদ্ধা, (ড) অপদান, (ঢ) বুদ্ধবংস, ও (ণ) চরিয়াপিটক ।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত :—

	১ ধম্মসঙ্গি,
অভিধর্মপিটক	২ বিভঙ্গ,
	৩ ধাতুকথা,
	৪ পুগলপঞ্জাতি,
	৫ কথাবধু,
	৬ সমক, ও
	৭ পট্টান বা মহাপকরণ ।

বিনয়পিটকে আণাদেসনা ( আশ্রাদেশনা ) বলা হইয়া থাকে, কেননা, ইহাতে আশ্রা প্রদান করিবার যোগ্য ভগবান্ বহুলভাবে আশ্রা করিয়া বিনয় উপদেশ করিয়াছেন । স্তুতিপিটকে বোহাদেসনা ( ব্যবহারদেশনা ) বলা হয়, কেননা ব্যবহারকুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহারবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । এইরূপ অভিধর্মপিটকে পরমার্থকুশল ভগবান্ বহুল ভাবে পরমার্থের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাহা পরমার্থদেশনা ( পরমার্থদেশনা ) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । ১

২। গল্পবংসে ( ৫৭ পৃ. ) নিকায়ত্বে সমস্ত বুদ্ধবচনকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া বিনয় ও অভিধর্ম পিটকে ও খুদকনিকায়ের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে ।

৩। "এখ হি বিনয়পিটকং আণারহণ ভগবতা আণাবাহনতো দেসিতত্তা আণাদেসনা, স্তুতিপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহারবাহনতো দেসিতত্তা বোহারদেশনা, অভিধর্ম-পিটকং পরমার্থকুসলেন ভগবতা পরমার্থবাহনতো দেসিতত্তা পরমার্থদেশনাতি বুদ্ধতি ।"

অ. সা. ২১ ।

বিনয়পটিকে প্রধানভাবে শীগদ্বয়ক শিক্ষা, হুত্রপটিকে প্রধান-  
ভাবে চিত্ত- ( অর্থাৎ ধ্যানসমাদি ) বিষয়ক শিক্ষা,  
ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত  
শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে :৪

এই পটিকত্রয়ের অনেক টীকা বা ভাণ্ড আছে। এইগুলি বৌদ্ধ-  
সাহিত্যে অর্থকথা ( অর্থকথা ) নামে প্রসিদ্ধ।  
ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা অর্থকথার রচয়িতৃগণের মধ্যে বুদ্ধঘোষই সর্ব-  
শ্রেষ্ঠ। তাঁহার অর্থকথাসমূহ অতি-উপাদেয়  
ও প্রামাণিক। তিনি দীঘনিকায়ের সুমঙ্গলবিলাসিনী, সম্মম-  
নিকায়ের পপঞ্চসুদনী, সংযুক্তনিকায়ের  
ত্রিপিটকের অর্থকথা- সারথপকাসনী, অঙ্গুত্তরনিকায়ের মনো-  
সমূহের নাম রথপুরণী, বিনয়পটিকের সমস্ত পাসাদিকা,  
পাতিমোক্ক্যের কঙ্কাবিতরণী, অভিধম্মপটিকের পরমথকথা,  
ধম্মসঙ্গহির অথসালিনী, এবং ধম্মপদ, ভাতক, ও অপদানের  
অন্তান্ত অর্থকথা রচনা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন  
বুদ্ধঘোষের বিত্তকিমার্গ বুদ্ধঘোষ বিত্তকিমার্গগগ ( বিত্তকিমার্গ ) নামে  
এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; ত্রিপিটকেব পরেই এই গ্রন্থখানির  
নাম করিতে পারা যায়। পালি সাহিত্যে মিলিন্দ পঞ্জ ( মিলিন্দ প্রশ্ন )  
অতি উপাদেয় গ্রন্থ। পাঠক ইহা অবশ্য পড়িবেন।

পালিগ্রন্থের বিবরণ মূল পালি হইতে জানিতে হইলে অথসালিনী,  
সুমঙ্গলবিলাসিনী, ও সমস্তপাসাদিকা-প্রভৃতি বুদ্ধঘোষের অর্থকথার  
ভূমিকা, এবং সাসনবৎস ও গন্ধবৎস ( গ্রন্থবৎস ) বিশেষভাবে আলোচ্য। ৫

৪। “বিনয়পটিকে বিসেসেন অসৌখিলসিদ্ধা বৃত্তা, হুত্রপটিকে অধিচিতিসিদ্ধা  
অভিধম্মপটিকে অধিপঞ্জসিদ্ধা।”-অ. সা. ২১।

৫। গন্ধবৎসে ধম্মসঙ্গহির অর্থকথা অথসালিনীর নাম ধরা হয় নাই।

৬। ইংরাজীপাঠকেরা ত্রিপিটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে  
হইলে George L. Hurst : Sacred Literature ( The Temple Primers )  
pp. 46—92 ; এবং Wilhelm Geiger কৃত Pali Literature and Language,  
pp 8, ( ইংরাজী অনুবাদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) দেখিতে পাবেন।



পানিপ্রকাশ



## সাধারণ কল্প

১। পালিতে স্বরের মধ্যে ঋ, ৯, ঐ, ও, এই চারিটি বর্ণের প্রয়োগ নাই; অতএব পালিতে স্বরবর্ণ আটটি; যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ এ, ও।<sup>১</sup>

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঋকার প্রযুক্ত হয়, পালিতে তাহাদের ঐ ঋকার স্থানে সাধারণত স্থান-নিশেষে অকার, ঈকার, বা উকার দেখা যায়। যথা—

ঋ = অ<sup>২</sup>

কৃতং	কতং	ঋক্ষঃ	অচ্ছো
গৃহং	গহং <sup>৩</sup>	ভৃত্যঃ	ভচ্ছো
ঘৃতং	ঘতং	নৃত্যং	নচ্ছং
মৃত্যুঃ	মচ্	বৃদ্ধিঃ	বজ্জি, বুজ্জি

ঋ = ই<sup>৪</sup>

ঋণং	ইণং	কৃত্যং	কিচ্ছং
ঋষিঃ	ইসি	দৃষ্টং	দিষ্টং
তৃণং	তিণং	কৃতকং	কিতকং
মৃগঃ		মিগো, মগো	

১। প্রাকৃততেও এইরূপ, প্রা. প্র. ১ ৩৩, ভামহ-বৃত্তি।

২। “ঋতোহং” প্রা. প্র. ১.২৭।

৩। আবার ‘ঘরং’ ও হয়।

৪। “ইন্ ঋষ্যাদিষু”, প্রা. প্র. ১. ২৮।

ঋ = উ

ঋতুঃ	উতু	পৃষ্ঠঃ	পুষ্ঠো
ঋজুঃ	উজু	বৃদ্ধঃ	বৃড্ধো
ঋষভঃ	উসভো	বৃষ্টিঃ	বৃষ্টি ২

৩। ৯ কারের প্রয়োগ সংস্কৃতেও অতিবিরল ; ক্‌প্‌ ধাতুর প্রয়োগে ৯ দেখা যায়। 'কল্পতে' প্রভৃতি পদ 'এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কল্পতে' প্রভৃতির 'ল্প' পালিতে 'প্ল' হয়। উহার নিয়ম পরে বলা হইবে (১. § ৩৬)।

৪। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঐকার আছে. পালিতে তাহাদের সেই ঐকার স্থানে প্রায়ই একার, ৩ কখন কখন ইকার, এবং কচিৎ ঈকার হয়। যথা—

১। “উদ্ ঋত্বাদিষু”, প্রা. প্র. ১. ২২।

২। এতদ্ভিন্ন পালিতে আরও কয়েকটি বিলক্ষণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দ কয়েকটি ভিন্ন তজ্জাতীয় অপর শব্দ সচরাচর দেখা যায় না—

ঋ = ইরি

ঋত্বিজ্ ইরিষিজ্জো

ঋ = এ

বৃহৎফলঃ বেহপফলো

ঋ = রি

ঋতে রিতে

( প্রাকৃতে অসংযুক্ত ঋ-স্থানে সামান্ত্রিক 'রি' বিহিত হইয়াছে, যথা—  
ঋণং = রিণং। “অসংযুক্তস্ত রিঃ,” প্রা. প্র. ১. ৩। )

ঋ = রু

বৃহৎহয়তি ক্রহেতি

ঋক্ শব্দ স্থানে পালিতে ইক্ হয়।

৩। “ঐত এৎ” প্রা. প্র. ১-৩৫।

ঐ = এ

ঐরানণঃ	এরাবণো	ঐতিহ্যঃ	এতিহ্যঃ
ঐকাগারিকঃ	একাগারিকো	বৈমানিকঃ	বেমানিকো
বৈয়াকরণঃ	বেয়্যাকরণো	নৈগমঃ	নেগমো

ঐ = ই ১

চৈত্রঃ	চিত্রো	সৈন্ধবঃ	সিন্ধবো
পৈত্রিকঃ	পিত্রিকঃ	ঐশ্বর্যঃ	ইশ্বরিয়ং, ইশ্বেরং ২

ঐ = ঈ ২

ঐবেয়ং গীবেয়ং

৫। সংস্কৃত শব্দের ঐকার স্থানে পালিতে প্রায়ই ওকার, এবং কখন কখন উকার হয়। যথা—

ঐ = ও ৩

ঔপমাং	ওপম্মং
ঔরত্রিকঃ	ওরত্রিকো
ঔদরিকঃ	ওদরিকো

ঐ = উ ৪

ঔৎসুক্যঃ	উৎস্কং
ক্ষৌদ্রং	খুদ্দং

১। তুল. প্রা. প্র. ১. ৩৬ - ৩৮।

২। তুল. আশ্চর্যং = অচ্ছরিয়ং = অচ্ছয়িরং = অচ্ছইরং = অচ্ছেরং ;  
এইরূপ ঐশ্বর্যং = ইশ্বরিয়ং = ইশ্বরয়িরং = ইশ্বরইরং = ইশ্বেসরং ; মাৎসর্যং =  
মচ্ছরিয়ং = মচ্ছয়িরং = মচ্ছইরং = মচ্ছেরং।

৩। তুল. প্রা. প্র. ১. ৩৮।

৪। "ঔত ওৎ", প্রা. প্র. ২. ৪২।

৫। তুল. প্রা. প্র. ১. ৪২, ৪৪। এই সূত্রদ্বয় অনুসারে প্রাকৃতে স্থলবিশেষে ঐ-স্থানে 'অউ' ও 'উ' হয়।

মৌজায়নঃ	মুজায়নো, মুজানো
মৌত্তিকং	মুত্তিকং
মৌত্তিকং	মুত্তিকং
ঔদ্ধত্যং	উদ্ধচং ১

৬। পালিতে শকার ও ষকারের মোটে প্রয়োগ নাই ;  
তাহাদের স্থানে সকার প্রযুক্ত হয়, যথা—

শ = স, ষ = স ২

শ্রমণঃ	সমণো
শিষাঃ	সিস্সো

৭। পালিতে পদের অশ্রু, হসন্ত বর্ণের প্রয়োগ হয় না।  
সংস্কৃতে যে সকল শব্দের শেষে হসন্ত বর্ণ আছে, পালিতে  
তাহাদের ঐ হসন্ত বর্ণের লোপ হয়। ৩ যথা—

১। আবাব কখন কখন ঔ-স্থানে অকার ও ঞকারও দেখা যায়।  
যথা—

ঔ = অ

সোম্য সম্ম

সংস্কৃতে সোম্য শব্দও আছে।

ঔ = ঞ

গোরবং গারবং

প্রাকৃতেও এইরূপ ; “আচ্চ গোরবে”, প্রা. প্র. ১. ৪৩।

পালিতে গারব শব্দ প্রায়ই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ  
অত্যন্ত বিরল ( জাতক, ১. ৩৬১ পৃ. )।

২। প্রাকৃতেও এই প্রকার ; “শষোঃ সঃ”, প্রা. প্র. ২ ৪৩। মাগধী  
প্রাকৃতে স ও ষ স্থানে শকার হয় ; “ষসোঃ শঃ”, প্রা. প্র. ১১.৩।  
মুচ্ছকটিকে শকারের ভাষা মাগধী প্রাকৃত।

৩। “অন্ত্যন্ত হলঃ”, প্রা. প্র. ৪. ৬।

গুণবান্	গুণবা	কশ্চিৎ	কোচি
হ্যুতিমান্	জুতিমা	সমস্তাৎ	সমস্তা
ঈষৎ	ঈসং	পশ্চাৎ	পচ্ছা
যাবৎ	যাব	বিদ্যুৎ	বিজ্জু

৮। সংস্কৃতে পদের অন্তে হসন্ত ম (ম্) বা, অনু-  
স্মার (ং) উভয়ই থাকিতে পারে, কিন্তু পালিতে নিত্য  
অনুস্মারই হয়। যথা—চিত্তম্ পালিতে সৰ্ব্বদা চিত্তং  
হইবে চিত্তম্ হইবে না। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এই  
নিয়ম বৈকল্পিক (সন্ধিকল্প দ্রষ্টব্য)।<sup>১</sup>

৯। পালিতে বিসর্গের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতির  
অকারান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গ স্থানে পালিতে ঐ অকারের  
সহিত ওকার, ও অশ্রুত তাহার লোপ হয়। যথা—

দেবঃ	দেবো	মনঃ	মনো
ধর্ম্যঃ	ধর্ম্মো	ভিক্ষুঃ	ভিক্ষু
কঃ	কো	অগ্নিঃ	অগ্নি

১০। পদের মধ্যস্থিত বিসর্গ-সম্বন্ধে নিয়ম এই :— ২

(ক) বিসর্গের পর শ, ষ, বা স থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স  
হয়। যথা—

দুঃসহঃ	দুঃসহো
নিঃসরতি	নিঃসরতি
নিঃশোকঃ	নিঃশোকে

১। প্রাকৃতেও এই নিয়ম; “মো বিন্দুঃ”; “অচি মশ্চ,” প্রা.  
প্র. ৪. ১২-১৩।

২। অশ্রুত কতকগুলি বর্ণের পূর্বস্থিত বিসর্গ বর্ণান্তরে পরিণত হয়,  
অতএব তাহার নিয়ম তত্তৎ স্থানে বলা হইবে।

(খ) বিসর্গের পর কোন বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়, এবং সেই স্থানে ঐ বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

পুনঃপুনঃ

পুনঃপুনঃ

হুঃখঃ

হুঃখঃ

(গ) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

বয়ঃস্থঃ

বয়ঃস্থঃ

হুঃস্থঃ

হুঃস্থঃ

১১। সংস্কৃতির সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর পালিতে প্রায়ই হ্রস্ব হয়। যথা—

দীর্ঘস্বর = হ্রস্বস্বর

তর্কিকঃ    তর্কিকো    উত্তীর্ণঃ    উত্তীর্ণো

১। নিম্নলিখিত স্থলে হয় নাই।

দাত্তং

দাত্তং

আর্জবং

আজ্জবং

সমাসস্থলে এই নিয়মানুসারে কখন কখন কার্য হয় না। যথা—

তথাক্রমঃ

তথাক্রমো

বেদনাস্কন্ধঃ

বেদনাস্কন্ধো

সংজ্ঞাস্কন্ধঃ

সংজ্ঞাস্কন্ধো

উপসর্গের সহিত ধাতুর যোগে অতিবিরল স্থলে ঐ নিয়মের ব্যতিচার দেখা যায়। যথা—

আফোটয়তি

আপেফাটেতি

আস্তরতি

আথরতি

আচ্ছাদয়তি

আচ্ছাদেতি

আখ্যাতঃ

আখ্যাতো

মাত্রিকঃ মচ্ছিকো। বাহ্যায়নঃ বচ্ছায়নো, বচ্ছানো।  
মর্দবং মদ্দবং পরাক্রমঃ পরক্রমো।

১২। পালিতে রেফের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতে কোন বর্ণে রেফ থাকিলে, পালিতে—

( ক ) ঐ রেফের লোপ হয় ;

( খ ) যে বর্ণে রেফ থাকে, প্রায়ই তাহার দ্বিহ হয় ; ১

( গ ) দ্বিহ হইলে সন্ধির নিয়মানুসারে সন্ধি হয় ; ২ ও

( ঘ ) অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

কর্ম	কন্মং	নির্জলঃ	নিজ্জলো।
সর্বঃ	সৰ্বে।	মার্জারঃ	মজ্জারো।
বর্তমানঃ	বত্তমানো	নির্বাণঃ	নিব্বানং
অর্কঃ	অকো।	অর্থঃ	অথো ৩
নির্লজ্জঃ	নিল্লজ্জো	নির্ঘাতনং	নিঘ্মাতনং ৪

কখন কখন ছন্দোরক্ষার জন্ত দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

“যিট্ঠং ব ( বা ) হতং ব ( বা ) লোকে ;” “যদি ব ( বা ) সাবকে ;”  
“ভোবাদি (দৌ) নামকো হোতি ;” “যথাভাবি (বৌ) গুণেন সো।”

মহাকপসিদ্ধি, ১৩ পৃ.

“সংযোগপূর্বো হ্রস্বঃ” ; “দীর্ঘাদিষু বা” ; প্রা. প্রা. (Appendix A) ৩, ৪।

১। সংস্কৃত শব্দটি পূর্বেই দ্বিহবিশিষ্ট হইয়া থাকিলে আর দ্বিহ হয় না।

২। বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হয় ; আর বর্ণের চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত চতুর্থ বর্ণস্থানে ঐ বর্ণের তৃতীয় বর্ণ হয়।

৩। অট্টো, অট্টো পদও হয়।

৪। প্রাকৃততেও এই নিয়ম, প্রা. প্র. ৩. ৩। ১. § ১২ টিপ্পণী দ্রষ্টব্য।  
নিম্নলিখিত কল্প স্থানে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়।

শর্করা = সঙ্করা, এখানে র্ক = স্ক হইয়াছে। গর্দভঃ = গদ্রভো, এখানে

১৩। রেফ যদি হকারে থাকে, তবে ঐ রেফ স্থানে প্রায়ট  
র (অকারান্ত), এবং কচিং রি হয়।<sup>১</sup> যথা—

তর্হি	তরহি	মহার্হঃ	মহারহো
এতর্হি	এতরহি	গর্হণং	গরহণং
গর্হতি	গরহতি	অর্হতি	অরহতি
বর্হং	বরিহম্	বর্হী	বরিহী

১৪। নিৰ্-উপসর্গের রকারের সহিত হকারের সংযোগ  
থাকিলে, ঐ রকারের লোপ হয় ও নি-স্থানে নী হয়। যথা—

নির্হরণং	নৌহরণং	নির্হারঃ	নৌহারো
নির্হতঃ	নৌহতো	নির্হারকঃ	নৌহারকো

১৫। পালিতে পদের আদিবর্ণ-গত রফলার প্রায়ট লোপ  
হয়।<sup>২</sup> যথা—

রেফ রফলার পরিণত। পরামর্শঃ = পরামাসো, এখানে রেফ লোপ হইলেও  
সকারের বিহ হয় নাই; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বলিয়া অকারে যে  
গুরুস্বর ছিল, আকার প্রদান করিয়া তাহা বক্ষিত হইয়াছে। একরূপ বহু  
প্রয়োগ আছে, যথা—কর্তব্যং = কাতব্বং, এখানেও রেফ লোপ করিয়া ও  
আকার প্রদান করিয়া ককারস্থিত গুরুস্বরকে রক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ  
আবিকর্তব্যং = আবিকাতব্বং ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য ১. §১৬। অর্শঃ = অশঃ, এখানে  
কেবল রেফের লোপ করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী আকার গুরু স্বর  
বলিয়া অপর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ উমিঃ = উমি,  
ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রয়োগ কয়টি লক্ষণীয়—

অর্শঃ অরিসো, অর্শং অরিসসং, ব্যাবর্তিকং বেব্যাবটিকং।

১। সংস্কৃত পদসমূহ পালিতে কিরূপ পরিবর্তিত হয়, ‘সামান্য কল্পে’  
তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে, অতএব সূত্রে বা নিয়মে ঐ শব্দস্বয়ের  
উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, সংস্কৃত শব্দেরই পালিতে পরিবর্তন  
বিষয়ে তত্ত্ব নিয়ম বলা হইতেছে।

২। ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দের হয় না; যথা—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণী,  
ইত্যাদি। তুলঃ. কুরঃ = কুরয়ো।

ক্রীতঃ	কীতো	ক্রুধ্যতি	কুঙ্কতি
গ্রহণং	গহণং	ত্রিপিটকং	তিপিটকং
ত্রিফলং	তিফলং	গ্রামঃ	গামো
শ্রদ্ধা	সদ্ধা	হ্রেষা	হেসা ১

১৬। পদের মধ্যে রফলা থাকিলে, তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে রফলা থাকে, তাহার দ্বিহ ইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য (১.১২) হয়। ২ যথা—

প্রক্রমঃ	পক্রমো	সমগ্রঃ	সমঙ্গো
আভ্রাতঃ	অগ্ঘাতো	নিভ্রা	নিদ্দা
অপ্রধানঃ	অগ্নধানো	পরিভ্রমণং	পরিভ্রমণং

১৭। পদের মধ্যে বা অন্তে একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণের পরে রফলা থাকিলে, ঐ রফলার লোপ হয়, এবং অপর কোন কার্য হয় না। ৩ যথা—

ইন্দ্রঃ	ইন্দো	অন্ত্রঃ	অন্তং
তন্ত্রং	তন্তং	মন্ত্রয়তি	মন্তয়তি

১। কিন্তু হ্রীঃ = হিরী, শ্রীঃ = সিরী ; এখানে রফলা স্থানে ‘ইষ্’ হইয়াছে। বজ্রঃ = বজিরো, এখানেও ঐরূপ হইয়াছে। তুল. হ্রস্বঃ = রসেসা।

২। “ছদাদীহি ত-ত্রণ্” (৪. ৬. ৩৩) কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে নিম্নলিখিত পদগুলি পালিতে উভয়রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ‘ত্রণ্’ প্রত্যয়ান্ত পদগুলি সচরাচর দেখা যায় না। যথা—

পবিত্রং	পবিত্তং	পবিত্রং	ছত্রং	ছত্তং	ছত্রং
চিত্রং	চিত্তং	চিত্রং	যোক্ত্রং	যোত্তং	যোত্রং
সূত্রং	সুত্তং	সূত্রং	বেত্রং	বেত্তং	বেত্রং
নেত্রং	নেত্তং	নেত্রং	মিত্রং	মিত্তং	মিত্রং

৩। কিন্তু ধাত্রী = ধাতী। ১§১২ টীকা দ্রষ্টব্য।

উৎক্রাসঃ	উত্তাসো ১	ভত্তা	ভত্তা
বক্ত্রঃ	বত্তং ২	উৎক্রমঃ	উক্রমো ৩

১৮। পালিতে আত্র ও তাত্র শব্দের স্থানে যথাক্রমে  
অত্র ও তত্র হয়। ৪ যথা—

আত্রঃ	অত্থো	তাত্রঃ	তত্থো
	আত্রাতকঃ		অত্থাতকো

১৯। রেফ যকারে থাকিলে তাহাদের উভয়ের স্থানে  
পালিতে প্রায়ই ‘রিয়্’ হয়; অথবা পূর্ব নিয়মানুসারে  
(১০.§১২) ঐ রেফের লোপ হয়। ৫ যথা—

কার্যং	করিয়ং	কফ্যং	পর্যঙ্কঃ	পরিয়ঙ্কো
আর্য্যঃ	অরিয়ো	অফ্যো	কদর্যং	কদরিয়ং
ভার্য্য	ভরিয়্য	ভফ্য	পর্যাদানং	পরিয়াদানং ৬

১। কিন্তু উৎক্রস্তঃ - উৎক্রস্তো, এখানে বিসর্গ ভিন্ন অল্প কাহারাে  
পরিবর্তন নাই।

২। ক্র = ত্র. ১.§৫১।

৩। ব্ক = ক, ১ §৩০।

৪। “আত্রতাত্রবোদঃ”, প্রা. প্র. ১ ৫৩। তুল. অন্নং = অন্নিং,

১ § ৩৭ টীকা।

৫। নির্ উপসর্গের রকারের সহিত যকারের সংযোগ থাকিলে প্রায়ই  
দ্বিতীয় নিয়মানুসারে কার্য হইতে দেপা যায়। যথা—

নির্য্যণং	নির্য্যানং	নির্য্যণিকঃ	নির্য্যানিকো
নির্য্যতি	নির্য্যাতি	নির্য্যতয়তি	নির্য্যাতেতি
নির্য্যাসঃ	নির্য্যাসো	নির্য্যাতনং	নির্য্যাভাতনং

৬। কিন্তু—

পর্যদাহার্য্যুঃ	পর্যক্রদাহংসু
* পর্য্যপাসতি	তিপর্য্যক্রপাস
পর্যন্তঃ	পর্যন্তো

২০। পদের আদিস্থিত ককার স্থানে প্রায়ই 'খ', এবং কখন কখন 'চ' বা 'ছ' হয়। যথা—

ক = খ, ক = চ, ক = ছ

ক্ষীরং	খীরং	ক্ষয়ঃ	খয়ো
ক্ষত্রিয়ঃ	খত্রিয়ো	ক্ষিপতি	খিপতি
ক্ষান্তিঃ	খন্তি	ক্ষেমঃ	খেমো

ক্ষণঃ	খণো	ছণো	
ক্ষুল্লঃ	খুল্লো	চুলো	চুলো
ক্ষুদ্ৰঃ	খুদ্দো	ছুদ্দো	কুদ্ভো

২১। পদের মধ্য বা অন্তস্থিত 'ক্ষ'-স্থানে পালিতে কখন কখন 'ক্ষ্ণ', বা 'চ্ছ' হয়। যথা—

এতাদৃশ স্থলে 'র্ষ' 'রিয়' হইয়া পরে বর্ণবিপর্যয়বশত 'রিয়' হইয়াছে।

পরি-উপসর্গের যোগে 'র্ষ' কারকে কেবল নিম্নলিখিত স্থলে 'য্য' হইতে দেখা যায়; যথা—পর্যেষণা = পদেষণনা।

নিম্নলিখিত স্থলে রকার লকার হইয়া দ্বিপ্রাপ্ত হইয়াছে (১.৯২৬)—

পর্যন্তিকা	পল্লন্তিকা
পর্যঙ্কঃ	পল্লঙ্কো
বিপর্যাসঃ	বিপল্লাসো

১। দৃশ্যত সংস্কৃতের √ কৈ- ও √ ক্ষপ-মূলক পালি পদগুলির আদিস্থিত ককার স্থানে ঝকার, এবং মধ্য বা অন্তস্থিত ককার স্থানে জ্ঞাকার হয়। যথা—

ক = ঝ

ক্ষামঃ	ঝামো	ক্ষাপনং	ঝাপনং
	ক্ষাপয়তি	ঝাপয়তি	

ক = জ্ঞ

বিক্ষায়তি	বিজ্ঞায়তি	বিক্ষাপয়তি	বিজ্ঞাপয়তি
বিক্ষপয়েৎ	বিজ্ঞাপেয়া	বিক্ষপয়িতুং	বিজ্ঞাপেতুং

ক্ষ = ক্স

দক্ষিণঃ	দক্ষিণো	বক্ষ্যামি	বক্ষ্যামি
রক্ষণং	রক্ষণং	বিচক্ষণঃ	বিচক্ষণো
অক্ষণং	মক্ষণং	অন্তরিক্ষঃ	অন্তরিক্ষ

ক্ষ = চ্ছ

পক্ষঃ	পাচ্ছো	পাচ্ছো
অক্ষি	অচ্ছি	অচ্ছি
অক্ষঃ	অচ্ছো	ইকো ১

ইক্ষুঃ

উচ্ছ

২২। পালিতে প্রায়ই পদের আদিস্থিত 'ত্যা'-স্থানে  
এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'ত্যা'-স্থানে 'ক' হয়। ১ যথা—

ত্যা = চ

ত্যাগঃ	চাগো	ত্যাভতি	চভতি
	ত্যাগবান্	চাগবা	

ত্যা = চ্চ

প্রত্যয়ঃ	পচ্ছয়ো	নৃত্যং	নচ্চং
মৃত্যুঃ	মচ্ছু	ইত্যনেন	ইচ্চনেন
অপত্যং	অপচ্চং	সত্যং	সচ্চং

অত্যবদাতঃ

অচ্ছোদাতো

১। এখানে ক্ষ = ক হইরাছে। আবার স্থলবিশেষে ক্ষ = ক হয়,  
যথা—ধ্বাক্ষঃ = ধ্বকো।

কখন কখন পদমধ্যগত ক্ষকার স্থানেও থকার হয়। যথা—লাক্ষা =  
লাখা; যক্ষ্মং = যক্ষ্মং (১ § ৬৭); পক্ষ = পথুং, পক্ষং (১. § ৬৭ টীকা)।  
পক্ষং, এস্থলে ক্ষকারের স্থানে প্রথমে থকার হইয়া ইহার স্থানে হকার  
হইরাছে। এখানে যে বর্ণ বিপর্যয় হইরাছে তাহা লক্ষণীয়।

২। মহারূপসিদ্ধি, ১৮পৃ, ৪১ স্র দ্রষ্টব্য।

২৩। পালিতে পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'থ্য'-স্থানে 'চ্ছ' হয়। যথা—

থ্য = চ্ছ

নেপথ্যং

নেপচ্ছং

তথ্যং

তচ্ছং

মিথ্যা

মিচ্ছা

২৪। পালিতে পদের আদিস্থিত 'জ'-স্থানে 'জ্জ', এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'জ'-স্থানে 'জ্জ' হয়। যথা—

জ = জ্জ

জাতিঃ

জ্জতি

জাতিমান্

জ্জতিমা

জ্যোতকং

জ্জ্যোতকং

জা = জ্জা

অজা

অজ্জা

অনবজা

অনবজ্জা

আপজাতে

আপজ্জাতে

বিজাতে

বিজ্জাতে

মজাঃ

মজ্জা

বিজা

বিজ্জা ২

১। কিম্ব অতঃ = অতঃপো. (২ §১) : দাতৃঃ = দাতৃহো। একপ প্রয়োগ অতঃ বিবল।

২। উদ্-উপসর্গের দকার ও পরবর্তী যফলায় যে 'জ' হয়, তাহার স্থানে 'জ্জ' না হইয়া 'জা' হয়। যথা—

জ = জা

উজানং

উজানং

উজাতি

উজাতি

উজোগঃ

উজোগো

উজাঞ্জতি

উজাঞ্জতি

উজাতঃ

উজাতো

উজাক্তঃ

উজাক্তো

উদ্যোদিকং

উদ্যোদিকং

উদ্যামঃ

উদ্যামো

২৫। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'ঝ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'জ্জ' হয়। যথা—

ধ্য = ঝ

ধ্যানং	ঝানং
ধ্যায়তি	ঝায়তি
ধ্যায়ী	ঝায়ী

ধ্য = জ্জ

বুধ্যতে	বুজ্জাতে	সিধ্যতি	সিজ্জতি
বিধ্যতি	বিজ্জতি	তুধ্যতি	কুজ্জতি
শুধ্যতি	শুজ্জতি	বিরাধ্যতি	বিরজ্জতি

২৬। তবর্গ, ণ, হ, ও র ভিন্ন অপর কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পর ষকার থাকিলে, পালিতে প্রায়ই ঐ ষকারের লোপ হয়, তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিহ হয়, সম্ভাবিত হইলে যথানিয়মে (১.§১২, টীকা) সন্ধি হয় এবং অন্তস্থ ব-স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

শক্যতে	সক্কে	সভ্যঃ	সব্বে
শক্যঃ	সক্কে	ইভ্যঃ	ইব্বে
আখ্যাভং	অজ্জাভং	দম্যতে	দম্মতে
যোগ্যং	যোগগং	রম্যতে	রম্মতে
পচ্যতে	পচ্চতে	বৈপুল্যং	বেপুল্লং
মূচ্যতে	মূচ্চতে	কৌশল্যং	কৌশল্লং

১। পদের মধ্যে বা অন্তে বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত ষকারের পর ষফলা থাকিলে, ঐ 'ধ্য'-স্থানে 'জ্জ' না হইয়া 'ঝ' হয়। যথা—

সঙ্ঘা	সঙ্ঘা	বঙ্ঘ্যঃ	বঙ্ঘো
-------	-------	---------	-------

ভোজ্যং	ভোজ্যং	বিশল্যং	বিসল্যং ১
রাজ্যং	রজ্যং	দৃশ্যতে	দিস্রতে
অপ্যেবং	অপ্পেবং	বিশ্যতে	বিস্রতে
কাব্যং	কব্বং ২	শিষ্যঃ	সিস্সো
ভব্যং	ভব্বং	দৌব্যতি	দিস্বতি
করিষ্যতে	করিস্সতে	ঘটস্ম	ঘটস্স

২৭। ‘হ্য’-স্থানে পালিতে ‘ফ্’ হয়। ৩ যথা—

হ্য = ফ্

অসহ্যঃ	অসফেহ।	মহ্যং	মফহং
গৃহ্যং	গৃফহং	মূহ্যতি	মুফহতি
দহ্যতে	দফহতে	অসহ্যং	অসফহং

বৃহ্যতি (উহ্যতে) বুফহতি ৪

১। ‘ল্য’-স্থানে পালিতে কখন কখন বিকল্পে ‘ল্ল’ দেখা যায়। যথা—

শল্যং	সল্লং	সল্যং
কল্যাণং	কল্লাণং	কল্যাণং
শল্যকঃ	সল্লকে।	সল্যকে।
কল্যং	কল্লং	কল্যং

২। ‘কাব্যং’ ও পালিতে হয়। এইরূপ পালিতে ‘অপসব্যং, বাক্যং, মাধ্যং। এই সব স্থলে ঐ নিয়ম খাটে নাই।

৩। কিন্তু পদের আদিস্থিত ‘হ্’-স্থানে ‘হীষ’ হয়। যথা হঃ = হীষো = হিষো (১. § ১১); হস্তনী = হীষন্তনী। কখন কখন ‘হ্’-স্থানে ‘য্য’ দেখা যায়, যথা—লেহঃ = লেযঃ।

৪। বিকল্পে ‘বুল্ হতি’। “হবিপরিয়যে লো, বা,” কচ্চায়ন, ৩. ৪. ৭। কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে য প্রত্যয় হইলে হকারের স্থান-বিপর্যয় হয়, (তুল. ১. § ৪১), ও বিকল্পে ‘য’-স্থানে ‘ল্’ হয়। এতদনুসারে ‘অসহ্য’ এই পদস্থানে পালিতে ‘অসফেহা,’ ‘অসল্ হো’ এই উভয় পদই হইতে

২৮। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ন্য' প্রায়ই 'ঞ', এবং পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ন্য' ও 'ণ্য' 'ঞ' হয়। যথা—

ণ্য = ঞ্ণ

হিরণ্যং	হিরঞ্ণং	অরণ্যং	অরঞ্ণং
	কারুণ্যং	কারুঞ্ণং	

শ্র = ঞ্ণ

শ্রায়ঃ                      ঞ্ণায়ো ১

শ্র = ঞ্ণ

ধাত্মং	ধঞ্ণং	শৃশ্রুং	শৃঞ্ণং
কশ্রা	কঞ্ণা	অশ্রুঃ	অঞ্ণো
কৌশ্রিঃ	কৌশ্রিঞ্ণো	বিহশ্রুতে	বিহঞ্ণতে

২৯। পদের আদিস্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ' হয়। যথা—

জ্ঞ = ঞ্ণ

জ্ঞাতিঃ	ঞাতি	জ্ঞানং	ঞাণং
জ্ঞাতকঃ	ঞাতকো	জ্ঞাতঃ	ঞাতে

জ্ঞ = ঞ্ণ

সংজ্ঞা	সঞ্ণা	অভিজ্ঞা	অভিঞ্ণা
প্রজ্ঞা	পঞ্ণা	বিজ্ঞানং	বিঞ্ণাণং
বিজ্ঞপ্তিঃ	বিঞ্ণতি	আজ্ঞা	অঞ্ণা ২

পারে। স্থানান্তরেও এইরূপ বৃষ্টিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পদ সাধারণত দেখা যায় না।

১। কিন্তু, জ্ঞাসঃ = জ্ঞাসো ; জ্ঞাপ্রোধঃ = নিঞ্ণোধো (১, §৩০)।

২। কখন কখন পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ণ' দেখা যায়, কিন্তু ✓ জ্ঞা তির অজ্ঞত্র এ নিয়ম দেখা যায় না। যথা—

৩০। টকার 'ও' তকারের পর কোন বর্ণের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, তাহাদের স্থানে সেই বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

ষট্‌কর্ণ:	ছক্কো ১	ষট্‌পদ:	ছপ্পদো
ষট্‌পঞ্চাশৎ	ছপ্পঞ্চাশ	ষট্‌ত্রিংশ:	ছত্রিংশো
সঙ্কার:	সকারো	ঈষঙ্করং	ঈষঙ্করং
উক্কট্‌:	উক্কট্‌:	উৎক্ষেপণং	উৎক্ষেপণং
তৎপুরুষ:	তপ্পুরিসো	উৎপলং	উপ্পলং
	মহৎফলম্	মহপ্পলং ২	

৩১। গকার, ডকার, ও দকারের সহিত কোন বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের যোগ থাকিলে, তাহাদিগের স্থানে পরবর্তী বর্ণের তৃতীয় বর্ণ হয়। ৩ যথা—

প্রাগ্‌ভার:	পত্রারো	ষড্‌দন্ত:	ছদ্‌দন্তো
স্নিগ্ধ:	সিনিদ্ধো	খড়্‌গ:	খগ্‌গো
দুগ্ধং	দুগ্ধং	ষড্‌দিশ:	ছদ্‌দিশো

জ্ঞ = গ

আজ্ঞা	আণা	আজ্ঞপ্তং	আণপ্তং
আজ্ঞপ্তি:	আণপ্তি	প্রজ্ঞপ্তি:	পণপ্তি, পঞ্জপ্তি

তুল. রাজ্ঞী = রাণী। আবার কখন 'জ্ঞ'-স্থানে 'জ' দেখা যায়, যথা—প্রজ্ঞানং = পজ্ঞানং।

১। কিন্তু, ষট্‌কর্ণ: ( ষট্‌কর্ভূং ) = ছক্কভূং। তদ্বিত্ত্ব কল্পের দ্বিতীয় নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২। ককার সম্বন্ধেও এই নিয়ম; যথা—বণিক্‌পথঃ = বণিপ্পথো।

৩। প্রা. প্র. ৩. ১।

মুঞ্চঃ	মুচ্ছো ১	ষড্‌বর্ণঃ	ছব্বণ্নো ২
ষড্‌জ্জঃ	ছজ্জো	ষড্‌বিধঃ	ছব্বিধো
উদগতিঃ	উগ্গতি	মহন্তয়ঃ	মহত্তয়ঃ
উদেষাষঃ	উগ্গেসোসো	অম্বুতঃ	অম্বুত্তঃ
মহদ্বনঃ	মহগ্গনো	উম্বুতঃ	উম্বুত্তো
মৌদগরিকঃ	মোগ্গরিকো	মহদ্বলঃ	মহব্বলঃ
	বুদ্বদং		বুব্বলং ৩

৩২। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ষ্ট' ও 'ষ্ঠ'-স্থানে পালিতে 'ট্ট' হয়। ৪ যথা—

ষ্ট = ট্ট

তুষ্টঃ	তুট্টো	কষ্টঃ	কট্টঃ
পুষ্টঃ	পুট্টো	অষ্ট	অট্ট
পৃষ্টঃ	পুট্টো	দ্রষ্টব্যঃ	দট্টব্যঃ ৫

ষ্ঠ = ট্ট

ষষ্ঠঃ	ছট্টো	শ্রেষ্ঠঃ	সেট্টো
বাসিষ্ঠঃ	বাসিট্টো	জ্যেষ্ঠঃ	জেট্টো
কনিষ্ঠঃ	কনিট্টো	নেদিষ্ঠঃ	নেদিট্টো

৩৩। পদের আদিস্থিত 'স্ত'-স্থানে 'থ', এবং মধ্য

১। কিন্তু, দম্বং = দজ্জং। দ্রষ্টব্য—১.১.১৪।

২। 'বর্ণ' ও 'বিধ' শব্দের বকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, এখানে তাহা বর্ণীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পালিতে বকার ও বকারের বিপর্যয় ভূরি-ভুরি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। তুল. bubble.

৪। প্রা. প্র. ৩. ১।

৫। কখন কখন 'ষ্ট' স্থানে 'ট্ট' দেখা যায়; যথা—অববুষ্টং = অববট্টং।

ও অন্ত-স্থিত 'স্ত'-স্থানে 'থ', ও কখন কখন 'স্ত' হয়।' যথা—

স্ত = থ ২

স্তম্ভ:	থম্ভো	স্তূপ:	থুপো
স্তক:	থক্কো	স্তোক:	থোকং
স্থির:	থিরো	স্থিতি:	থিতি

স্ত = থ ৩

হস্তিন:	হথিনো	বস্ত্রং	বথং
প্রস্তর:	পথরো	হস্ত:	হথো
প্রস্তাবনা	পথাবনা	স্বস্তি	সোথি

স্ত = ত্ত

অস্ত:	অত্তো	দ্বস্তরং	দ্বত্তরং
ভদ্রমুস্তং	ভদ্রমুত্তং	হাস্তনৌ	হীয়ত্তনৌ

৩৪। পদের আদিস্থিত 'স্থ'-স্থানে 'থ', ও কখন কখন 'ঠ', ' ' এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'স্থ'-স্থানে 'থ', ও 'ঠ' ' ' হয়। যথা—

১ প্রা. প্র. ৩ ১২।

২। কখন কখন আদিস্থিত 'স্ত'-স্থানে 'ছ' দেখা যায় ; যথা—  
স্তম্ভিতত্ত্বং = ছম্ভিতত্ত্বং।

৩। কিছু উভ্রস্তঃ = উভ্রস্তো, এখানে একটি তকারের লোপ ভিন্ন অপর কোন পরিবর্তন হয় নাই। আবার 'স্ত'-স্থানে কখন কখন 'ঠ' দেখা যায় ; যথা—পরিবস্তব্যঃ = পরিবট্টব্যেবা।

৪। সাধারণত 'স্থ' নিম্ন পদসমূহেই এই নিয়ম দেখা যায়।

৫। প্রা. প্র. ৩. ১। কোন কোন স্থলে আবার 'স্থ'-স্থানে 'ত্ত' দেখা যায় যথা—

স্থ = ত্ত

ইন্দ্রপ্রস্থং	ইন্দ্রপত্তং	মধ্যস্থঃ	মজ্জান্তো
---------------	-------------	----------	-----------

স্থ = থ

স্থগনঃ	থকনঃ	স্থবিরঃ	থেরো
স্থূলঃ	থুলো	স্থাবরঃ	থাবরো

স্থ = ঠ

স্থানঃ	ঠানঃ	স্থানী	ঠানী
স্থিতিঃ	ঠিতি	স্থানাস্থানঃ	ঠানাঠানঃ
স্থানাস্তরঃ	ঠানাস্তরঃ	স্থানীয়ঃ	ঠানীয়ে

স্থ = থ

বানপ্রস্থঃ	বানপথো	অবস্থা	অবথা
অবস্থাপনঃ	অবথাপনঃ	অবস্থানঃ	অবথানঃ ১

স্থ = ঠ

উপস্থাপয়তি	উপঠাপয়তি	প্রস্থায়	পঠায়
প্রমাদস্থানঃ	পমাদঠানঃ	বয়ঃস্থঃ	বয়ঃঠো
	অস্থি	অ ঠি	

৩৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'দ্র'-স্থানে প্রায়ই 'চ্ছ' হয়। ২ যথা—

১ প্রা. প্র. ৩. ৪০।

২ পদের আদিস্থিত 'ৎস' স্থানে 'থ' হয়; যথা—ত্‌সক্‌=থক্‌। 'উৎ'-উপসর্গের তকারের পর সকার থাকিলে, ঐ 'ৎস'-স্থানে প্রায়ই 'ৎস' হয়, এবং অতি অল্পস্থানে 'চ্ছ' হইতে দেখা যায়। যথা—

ত্‌স=স্‌স

উৎসবঃ	উৎসবো	উৎস্ককঃ	উৎস্ককো
উৎস্কক্যং	উৎস্ককং	উৎসারণং	উৎসারণং
উৎসিকতি	উৎসিকতি	উৎসহতি	উৎসহতি

মস্ত্য:	মচ্ছো	বস্ত:	বচ্ছো
বস্তর:	বচ্ছরো	কুস্ত:	কুচ্ছো
দিক্ভূতি	দিক্ছতি	জিহ্বস্ত:	জিহ্বচ্ছো

৩৬। লকারের পর বর্ণের (ক) প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হয় ; (খ) তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্ণের তৃতীয় বর্ণ হয় ; (গ) এবং এতদ্ভিন্ন লকার যে বর্ণের পূর্বে থাকে, লকার-স্থানে সেই বর্ণই হয়, ও তাহা হইলে অন্তস্থ ব-স্থানে বর্ণীয় ব হয় ।<sup>১</sup> যথা—

( ক )

উক্কা	উক্কা	বক্কলং	বক্কলং <sup>২</sup>
কক্কক্ক:	কিক্কক্কো	শিল্লং	সিল্লং
কক্ক:	কক্কো	অল্লং	অল্লো
	জল্লং	জল্লো	

( খ )

ফক্ক	ফক্ক	ফক্কনী	ফক্কনী
বক্কতি	বক্কতি	প্রগল্লভ:	পগল্লভো
উৎসন্ন:	উৎসন্নো	উৎসাহ:	উৎসাহো
	উৎসোটি	উৎসোল্হি	

নিম্নলিখিত স্থানে ‘চ্ছ’ হইয়াছে :—

উৎসন্ন:	উচ্ছন্নো	উৎসাদনং	উচ্ছাদনং
---------	----------	---------	----------

তুল. ‘নোৎসুকোৎসবয়োঃ’, প্রা. প্র. ৩. ৪২।

১। প্রা. প্র. ৩. ৩।

২। কিক্ক, বক্কং = বাক্কং ( বক্কং = বক্কং = বাক্কং, ১. §১৩. টীকা ) ;

শুক্কং = শুক্কং ।

( গ )

বন্মীক:	বন্মীকো	উন্মুকং	উন্মুকং ১
জান্ন:	জান্নো	কিচ্চিষং	কিচ্চিসং ২

৩৭। লকার ল-ভিন্ন ৩ যে বর্ণের শেষে থাকে, পালিতে ঐ বর্ণে প্রায়ই ইকার যোগ হয়, এবং ঐ বর্ণস্থিত স্বর লকারে যুক্ত হয়। যথা—

ক্লিয়ঃ	কিলিয়ো	গ্রানঃ	গিলানো
ক্লেষঃ	কিলেসো	স্লাঘা	সিলাগা
স্লোকঃ	সিলোকো	স্লেষ্মা	সিলেসুম্মা, (সোম্মা)
প্লক্ষঃ	পিলক্ষে	প্লবঃ	পিলবো, (প্লবো) ৪

১। কখন কখন ‘ন্ম’-স্থানে ‘ষ’ দেখা যায় ; যথা—

ন্ম = ষ

প্তন্মঃ	প্তষো
নিপ্তন্মঃ	নিপ্তষো
শান্তন্মী	শিষলী

২। ‘ব’-স্থানে অনেক সময়ে ‘ল্ল’ দেখা যায় ; যথা—( ১. §৩৯ )

ব = ল্ল

বিবঃ	বিল্লো
পবলং	পল্ললং
খবাটঃ	খল্লাটো
কিচ্ছু	বৈষঃ
	উক্কবিষা
	উক্কবেলা

৩। পল্লবং, উল্লাসো, তল্লকো, মল্লিকা মল্লিকো, মল্লো টতাদি পদে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।

৪। এইরূপ প্লবঙ্গমো, প্লবঙ্গো, প্লবত্তি ; এখানে পূর্বে ক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। নিম্নলিখিত পদগুলি দ্রষ্টব্য :—

৩৮। পদের আদ বণে নকার যুক্ত থাকিলে পা  
প্রায়ই ' তাহার লোপ হয়। ' যথা—

অলতি	অলতি	দরতি	তরতি
কথিতং	কথিতং	দীপঃ	দীপো
ধ্বজঃ	ধ্বজো	ধ্বনিঃ	ধ্বনি
ধ্বংসতি	ধ্বংসতি	দ্বয়া	তয়া
হয়ি	তয়ি	হচঃ (ক্)	তচো
স্বা	সা *	স্বামী	সামী
	ধ্বাজকঃ	ধ্বকো	

অম্মঃ	অম্মিলং
প্রীহা	পিত্তকঃ
ম্লেক্চঃ	মিলক্কো
প্লবতি	পিলুবতি, প্লবতি
শুকঃ	শুকো

:। নিম্নলিখিত প্রভৃতি স্থানে এই নিয়মে কাণ্য হয় নাই :—

দ্বাপরং	দ্বাপরং
দ্বারং	দ্বারং, ( ছবারং )

২। 'দ্বি'-সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের অধিকাংশ স্থানেই সংযুক্ত বকারের  
লোপ হয় ন। অতি অল্প স্থানেই হয় : আবার স্থলবিশেষে ব-স্থানে  
'উ,' বা 'উব' হয়। যথা—

দ্বিশতং	বিসতং	দ্বিজঃ	দ্বিজো, দিজো
দ্বিরদঃ	দ্বিরদো	দ্বিগুণঃ	দিগুণো
দ্বিপঃ	দ্বিপো	দ্বিতীয়ঃ	ত্বতিয়ো
দ্বিজিহ্বঃ	দ্বিজিকো	দ্বিবিধঃ	ত্ববিধো
দ্বৈ	দ্বৈ, হ্বে	দ্বিরাত্রঃ	ত্বরাত্তো

৩। পদের আদিস্থিত শ ও সকারের পর বকার থাকিলে স্থানে স্থানে  
তাহার লোপ, ও স্থলবিশেষে তাহার স্থানে 'উব' বা 'অব' প্রভৃতি

৩৯। পদের মধ্যে বা অন্তে কোন বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে, পালিতে তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে ঐ বকার যুক্ত থাকে, তাহার দ্বিভ হয়, ও সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয় ( ১. §১২ টীকা ) । ১ যথা—

পকং	পকং	পঞ্চলং	পল্ললং
কিথং	কিল্লো	বৈশ্বানরঃ	বেঙ্গানরো
সাপেক্ষত্বং	সাপেক্ষত্ত্বং	বিশ্বাসঃ	বিস্সাসো
একত্বং	একত্ত্বং	তপস্বী	তপস্সী
গমকত্বং	গমকত্ত্বং	তেজস্বী	তেজস্সী
শাদ্বলং	সদ্বলং	অশ্বঃ	অস্সো
বিদ্বেষঃ	বিদ্বেসো	বিশ্বং	বিঙ্গং
বিশ্বংসঃ	বিঙ্গংসো	মনস্বী	মনস্সী
অধ্বা	অদ্ধা	হ্রস্বঃ	রস্সো ২

( ১. §৫৭ দ্রষ্টব্য ) হয়। নিম্নপ্রদর্শিত উদাহরণে ভাঙা কতকটা ধ্বংস হইবে :—

স্বা	সা, সুনো, সানো, স্বানো, স্ৱানো
স্বঃ	স্ৱে, স্বে
স্বামী	সামী, স্ৱামী
স্বস্তি	সোথি, স্ৱথি
স্বর্গিকঃ	সোবগ্গিকো
স্বর্ণং	সোঙ্কং, স্ৱর্ণং

১। প্রা. প্র. ৩.৩।

২। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই—

সরস্বতী	সরস্বতী
বিদ্বান্	বিদ্বা
দ্বন্দ্বং	দ্বন্দ্বং

৪০। সন্ধিজাত বকারের বহু স্থলে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।<sup>১</sup> যথা—

স্বল্পঃ	স্বপ্লো	স্বাগতঃ	স্বাগতঃ, (সাগতঃ)
অশ্বেতি	অশ্বেতি	স্বাখ্যাতঃ	স্বাখ্যাতো
ধাত্বন্ত	ধাত্বন্ত	অষাচয়ঃ	অষাচয়ো
	অশ্বেষণা	অশ্বেষণা	২

৪১। হকারের সহিত বকার যুক্ত থাকিলে প্রায়ই বর্ণ নিপর্ধায় হয়, অর্থাৎ বকারটি যায় পূর্বে এবং হকারটি আসে পরে।<sup>২</sup> যথা—

হ্র = ক্

জিহ্বা	জিহ্বা	আহ্বানঃ	অহ্বানঃ
সাহস্রয়ঃ	সকয়ো	আহ্বা	অহ্বা
	সমাহ্বয়ঃ	সমকয়ো	

লক্ষণীয়—চহরং = চত্বরং। মহাদ্বীপঃ = মহাদ্বীপো ; বরদ্বীপঃ = বরদ্বীপো ; ইত্যাদি স্থলে ‘দ’ প্রভৃতি বস্তুত পদমধ্যবর্তী হইলেও উক্ত নিয়মানুসারে কাটা হয় নাই ; এখানে প্রথমে ‘দ্বীপ’ স্থানে ‘দ্বীপ’ করিয়া তাহার পর সমাস করা হইয়াছে বুদ্ধিতে হইবে। অন্ততঃ এষ্টরূপ। পিতৃষসা শব্দ পালিতে পিতৃচ্চা হয়।

১। ‘দ্বা’ ও ‘দ্বান’ ( ক্ ) প্রত্যয়ের বকারেরও কোন পরিবর্তন হয় না ; যথা—শদ্বা—সুদ্বা, সুদ্বান ইত্যাদি।

২।	কিন্তু, সমন্বিতঃ	সমন্বিতো
	সমস্বাগতঃ	সমস্বাগতো
	সমশ্বেষতি	সমশ্বেষতি

৩। তুল. ১. §২৭।

৪। কিন্তু গহ্বরং = গহ্বরং ; গহ্বরং = গহ্বরং = গহ্বরং।

হ = ভ, (১. § ১০০. খ)।

৪২। বর্ণীয় বাক্যের পর কোন বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, বাক্য-স্থানে ঐ বর্ণের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—

শব্দ:	সদ্বো	কুজ:	খুজ্জো
লুক:	লুক্কো	লক:	লক্কো
জক:	থক্কো	আরক:	আরক্কো

৪৩। পদের আদিস্থিত 'ক' ও 'খ' এর সকারের লোপ হয়, এবং 'ক'-স্থানে 'খ' হয়। যথা—

ক = খ

কক:	থক্কো
কন্দ:	থক্কো
কক্কাবার:	থক্কাবারো

খ = থ

খলতি      থলতি      খলিতং      থলিতং

৪৪। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ক'-স্থানে প্রায়ই 'খ', এবং কখন কখন 'ক' ও 'খ' হয়। যথা—

ক = ক্খ

পুরস্কার:	পুরস্কারো	তিরস্কার:	তিরস্কারো
উপস্কার:	উপস্কারো	প্রস্কন্দতি	পস্কন্দতি
প্রস্কন্দনং	পস্কন্দনং	প্রস্কন্দিকা	পস্কন্দিকা
বেদনাস্কক:	বেদনাস্কক্কো	রূপস্কক:	রূপস্কক্কো

১। প্রা. প্র. ৩. ৩।

২। কন্দ শব্দের পালিতে থন্দ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। হয়তো এটান ভুলক্রমে থক্ক ইইয়া গিয়াছে। অভিধানপ্ৰদীপিকা-প্রভৃতি সর্বত্র থক্ক শব্দই দেখা যায়। কন্দ শব্দও পালিতে থক্ক হয়।

ক = ক

মনস্কার:	মনস্কারো	নমনস্কার:	নমনস্কারো
	সংস্কৃতঃ	সকৃতঃ, সংখতঃ	

ক = খ

সংস্কার:	সংস্কারো	সংস্কৃতঃ	সংখতঃ, সকৃতঃ <sup>১</sup>
----------	----------	----------	---------------------------

৪৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ক' স্থানে স্থলবিশেষে 'ক', বা 'ক্' হয়। যথা—

ক = ক

নিকেশ:	নিকেসো	নিকামী	নিকামী
হুঙ্করং	হুঙ্করং	নিকাজ্জ:	নিকজ্জো
নিকষায়:	নিকসায়ে	নিক্লেশ:	নিকিলেসো
চতুঙ্ক:	চতুঙ্কঃ	নিকর্ম: (র্মা)	নিকর্ম্মো

ক = ক্

নিজ্জম:	নিজ্জমো	পরিষ্কার:	পরিষ্কারো
পুঙ্করং	পুঙ্করং	শুঙ্ক:	শুঙ্কঃ
	নৈজ্জিক:	নিজ্জিকো <sup>২</sup>	

৪৬। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ক্' ও 'ক্ছ'-স্থানে প্রায়ই<sup>৩</sup> 'ক্ছ' হয়।<sup>৪</sup> যথা—

ক্ছ = ক্ছ

আশ্চর্য:	অচ্ছরিয়ং	পশ্চাৎ	পচ্ছা
বৃশ্চিক:	বিচ্ছিকো	তিরশ্চ: (তির্যক্)	তিরচ্ছো

১। কিস্ত, ভাস্কর: = ভাস্করো। এখানে প্রথমে ভাস্ ভা হইয়াছিল।

২। প্রা. প্র. ৩. ২৯।

৩। নিশ্চিত্ত: = নিশ্চিত্তো; নিশ্চল: নিশ্চলো। এখানে শ্চ = ক্ছ হইয়াছে।

৪। তুল. "শ্চ-ভস-পাং ক্ছ:।" প্রা. প্র. ৩. ৪০।

নিশ্চয়ঃ	নিচ্ছয়ো	হুশ্চরিতম্	হুচ্ছরিতং
	নিশ্চরতি	নিচ্ছরতি	

\*ছ = চ্ছ

নিশ্চলঃ	নিচ্ছলো	নিশ্চন্দঃ	নিচ্ছন্দো
---------	---------	-----------	-----------

৪৭। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'প্স' স্থানে 'চ্ছ' হয়।<sup>১</sup> যথা—

প্স = চ্ছ

অপ্সরাঃ	অচ্ছরা	লিপ্সতি	লিচ্ছতি
জুগপ্সতি	জিগুচ্ছতি	বীপ্সা	বিচ্ছা <sup>২</sup>

৪৮। পদের আদিস্থিত 'স্প' ও 'ফ' প্রায়ই<sup>৩</sup> 'ফ' হয় ; এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'স্প', 'ফ' ও 'প্স' স্থলবিশেষে 'ফ্ল' ও 'ফ্ল' হয়।<sup>৪</sup> যথা—

স্প = ফ

স্পৃশতি	ফুসতি	স্পৃষ্টঃ	ফুট্টো
স্পন্দঃ	ফন্দো	স্পন্দনঃ	ফন্দনং
	স্পর্শঃ	ফস্পে।	

ফ = ফ

ফটিকঃ	ফলিকো	ফুলিঙ্গম্	ফুলিঙ্গং
ফোটঃ	ফোটো	ফুটনং	ফুটনং

১। প্রা. প্র. ৩. ৪০।

২। পদের আদিস্থিত 'প্স' স্থানে 'চ্ছ' হয়। যথা—প্সাতঃ = ছাতো।

৩। স্পৃহা = পিহা ; স্পৃহয়তি = পিহেতি। এখানে কেবল সকারের লোপ হইয়াছে।

৪। প্রা. প্র. ৩. ৩৬।

ম্প = ষ ; ম্প = ষ

মনম্পতিঃ      বনম্পতি ১      চতুম্পদঃ      চতুম্পদে।  
বাম্পঃ      বম্পো।

ফ = ফ্ফ , ম্প = ফ্ফ

বিস্ফুরতি      বিফ্ফুরতি      বিস্ফুলিঙ্গঃ      বিফ্ফুলিঙ্গঃ  
পূম্পঃ      পূফ্ফঃ      ম্পম্পঃ      মফ্ফঃ  
পুম্পিতঃ      পুফ্ফিতঃ ২

৪৯। পদের আদিস্থিত 'প' কখন কখন 'ফ' হয়।  
যথা—

প = ফ

পরশ্চঃ      ফরশ্চ      পুম্পিতঃ      ফাম্পিতো (পুফ্ফিতো)  
পুষ্যঃ      ফুস্মো।      পশ্চিকা      ফস্মুকা  
পরুষঃ      ফরুসো।      পলিতঃ      ফলিতো

৫০। পদান্তগত অসংযুক্ত 'য' কখন কখন 'য্য' হয়।  
যথা—

কান্তিকেষ্যঃ      কন্তিকেষ্যো।      কন্তিকেষ্যো  
বৈনতেষ্যঃ      বেনতেষ্যো।      বেনতেষ্যো  
রৌহিণেষ্যঃ      রৌহিণেষ্যো।      রৌহিণেষ্যো  
গাক্ষেষ্যঃ      গাক্ষেষ্যো।      গাক্ষেষ্যো  
কাপেষ্যঃ      কাপেষ্যো।      কাপেষ্যো

১। পদের মধ্যস্থিত 'ম্প' স্থানে 'ফ' দেখা যায় না।

২। প্রা. প্র. ৩. ৩৫।

৩। “পরুষ-পরিষ-পরিখাস্থ ফঃ ;” “মনসেহপি ;” প্রা. প্র. ২. ৩৬-৩৭।

৪। সংযুক্ত 'য' স্থানে হয় না ; যথা—আলম্ভং = আলম্ভং, ইত্যাদি।

কিন্তু “প্রসার্য = পসারেয্য ; প্রসার্য = পসারিষ = পসারেয্য।

দেযাং	দেযমাং	হেযাং	হেযমাং
জেযাং	জেযমাং	চেযাং	চেযমাং
নেযাং	নেযমাং	শ্রেযাং	সেযমাং
মেযাং	মেযমাং	জ্যাযাং	জেযমাং
স্তেযাং	থেযমাং	ভূযাং	ভিযমাং
নৈযাযিকঃ	নেযাযিকো	বৈযাকরণঃ	বেযাকরণো

৫১। পদান্তর্গত 'ক্ত'-স্থানে 'ত্ত' হয়। যথা—

ভূক্তং	ভূত্তং	সিক্তং	সিত্তং
রক্তং	রত্তং	যুক্তং	য়ত্তং
ভক্তিঃ	ভত্তি	বক্তি	বত্তি
ভক্তং	ভত্তং	উক্তং	উত্তং
শুক্তিঃ	শত্তি	মুক্তিঃ	মত্তি
বিভিক্তং	বিবিত্তং	বিত্তক্তং	বিত্তত্তং

৫২। পদান্তর্গত 'কথ'-স্থানে 'থ' হয়।<sup>১</sup> যথা—

কথ = থ

সিকথং	সিথং
সকিথ	সখি

৫৩। পদান্তর্গত 'প্ত'-স্থানে 'ত্ত' হয়। যথা—

প্ত = ত্ত

সপ্ত	সত্ত	তপ্তং	তত্তং
ক্ষিপ্তং	খিত্তং	দীপ্তং	দিত্তং
শৃপ্তং	শৃত্তং	শৃপ্তং	শৃত্তং

১। কিত্ত, শক্তঃ = সঙ্কো ; প্রতিমুক্তম্ = পতিমুক্তং।

তুল. প্রা. প. ৩. ১।

২। প্রা. প্র. ৩. ২।

৫৪। পদান্তর্গত 'ক্' 'ক্ষ' ও 'ধ'-স্থানে কখন কখন 'জ্' দেখা যায়। যথা—

ক্ = জ্, ক্ষ = জ্জ, ধ = জ্জ

বিদক্‌তা	বিদজ্‌তা	বৃদ্ধ:	বৃজ্জো
দক্‌	দজ্জ	বর্ধমানো	বজ্জমানো
বর্ধয়তি	বজ্জেতি	বৃদ্ধি:	বৃজ্জি, বজ্জি
উর্ধ্ব:	উজ্জ	অর্ধ:	অজ্জো

৫৫। পদান্তর্গত 'ড' প্রায় সর্বত্রই ল হয় দেখা যায়। যথা—

ড = ল

বডভি:	বলভি	বডবা	বলবা
এডক:	এলকো	এডমুক:	এলমুকো
গুড়ুচী	গোলোচী	গরুড:	গরুলো
জড:	জলো	কডার:	কলারো ২

৫৬। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ঢ' অধিকাংশ স্থলেই 'ল্‌হ' হয়। যথা—

১ তুল. ১.১৩১। দষ্টবা—

কঙ্ক:	কঙ্কো	কঙ্ক:	কঙ্কো
উর্ধ্ব:	উজ্জ	শুক:	শুকো

ইত্যাদি।

২। নিম্নলিখিত স্থানে 'ড' কারই পঠিত হয়। যথা—কুডবঃ = কুডবো ; কুজলঃ = কুজুলো ।

পদের আদিস্থিত 'ড' কখন কখন 'দ' হয়, যথা—ডিণ্ডিমঃ = দেণ্ডিমো ( জা. ১. ৩৫৬ ) ; ডুডুভঃ = দেডুভো ( ১.৮৭ ) ।

ঢ = ল্হ

দৃঢ়:	দল্হো	বাঢ়	বাল্হ
আরুঢ়:	আরুল্হো	পরিবৃঢ়:	পরিবুল্হো
উল্লোঢ়ি:	উল্লোল্হি	বিরুঢ়ি:	বিরুল্হি
বিরুঢ়:	বিরুল্হো	অচয়তি	দল্হয়তি ১

৫৭। পদান্তর্গত ‘অয়’-স্থানে বিকল্পে ‘এ,’ এবং ‘অব’ স্থানে বিকল্পে ‘ও’ হয়। যথা—

অয় = এ

কারয়তি	কারেতি	চিস্তয়তি	চিস্তেতি
জয়তি	জেতি	নয়তি	নেতি
	গণয়তি	গণেতি	

বিকল্পে কারয়তি প্রভৃতি হয়। ২

অব = ও ( ১.১২৭ )

লবণং	লোণং	যবনকঃ	যোনকো
অবনতঃ	ওণতো	ব্যবহরতি	বোহরতি
	ব্যাবহারিকঃ	বোহারিকো ৩	

৫৮। পদান্তর্গত ‘আয়’ স্থানে কখন কখন ‘আ’ হয়। যথা—

১। মিলিন্দপ্রশ্নের ( ১৪৪ ) সিংহল-সংস্করণে ‘বাল্‌বনমল্পপবিষ্টো’ স্থানে “বাল্‌” আছে; এখানে বাল্ বা বাল্‌হ শব্দের সংস্কৃত বাঢ়, অতএব ঢ = ল্হ, বা ল হইয়াছে বলিতে হইবে।

২। কারেতি প্রভৃতি স্থলে যেমন অয় স্থানে এ হইয়াছে, সেইরূপ কখন কখন অয়ি স্থানেও এ হয়। যথা—আশ্চর্যং = অচ্ছরিরং = অচ্ছরিরং = অচ্ছইরং = অচ্ছেরং। দ্রষ্টব্য পৃ: ৫, টীকা ২।

৩। এখানে প্রথমে ব্যবহার শব্দ স্থানে বোহার করিয়া তাহার পর তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মোদগল্যায়নঃ	মোগ্গল্লানো	মোগ্গল্লায়নো
কাত্যায়নঃ	কচ্চানো	কচ্চায়নো
উপস্তায়কঃ	উপট্টাকো	উপট্টায়কো

৫৯। পদান্তগত 'য' স্থানে কখন কখন 'ইয়' হয়। যথা—

য = ই

সামৰ্থ্যঃ	সামথিয়ঃ	সৌম্যঃ, সোম্যঃ	সৌমিয়ঃ
কল্যাঃ	কল্লিয়ো	দণ্ড্যঃ	দণ্ডিয়ো
মত্যা	মতিয়া	রাত্র্যা	রন্তিয়া
জ্যা	জিয়া	মহার্য্যঃ	মহগ্বিয়ো

পিণ্ড্যালোপঃ পিণ্ডিয়ালোপো

৬০। পদের আদিস্থিত 'ব্য' ও 'জ' এর যকারস্থানে কখন কখন ইকার হয়; এবং স্থলবিশেষে ঐ ইকার দীর্ঘ হয়। যথা—

ব্য = বী

বাবদাতঃ	বীবদাতো	ব্যতিক্রমঃ	বীতিক্রমো
ব্যতিহারঃ	বীতিহারো	ব্যতিপততি	বীতিপততি
	ব্যতিবৃন্তঃ	বীতিবন্তো	

জ = নি

জগ্ৰোধঃ নিগ্গোধো (১.১২৮)

৬১। পদের আদিস্থিত 'ব্য' এর 'য' কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

ব্য = ব

ব্যালঃ	বালো	ব্যজঃ	বজো
ব্যায়ামঃ	বায়ামো	ব্যবকৃষ্টঃ	ববকৃষ্টো
	ব্যবস্থাপনঃ	ববট্টাপনঃ	

নিম্নলিখিত স্থলসমূহে লোপ হয় নাই :—

ব্যাকুল:	ব্যাকুলো	ব্যাপার:	ব্যাপারো
ব্যাপক:	ব্যাপকো	ব্যঞ্জন:	ব্যঞ্জনং

৬২। পদান্তগত 'গ্ন' ও 'ন্ম' স্থানে 'ন্ম' হয়। যথা—

গ্ন = ন্ম

যগ্নাস:                      ছন্মাসো

ন্ম = ন্ম

উন্মার্গ:                      উন্মার্গো                      উন্মত্তো                      উন্মত্তো

উন্মুখ:                      উন্মুখো                      উন্মাদ:                      উন্মাদো

উন্মূলয়তি                      উন্মূলয়তি ১

৬৩। সকারের পর নকার থাকিলে, কোন কোন স্থলে 'স' স্থানে 'সি' হয়, এবং নকার পরস্থিত স্বরকে গ্রহণ করে। আবার কখন কখন সকার-স্থানে হকার হয়, এবং নকার হকারের পূর্বে গমন করে, এবং 'স'-স্থানে 'হ' হইলে 'ন'-স্থানে 'ণ' হয়। নিম্নলিখিত পদগুলি লক্ষণীয়—

স্নেহ:                      সিনেহো,                      ( স্নেহো, সেনেহো )

নি:স্নেহ:                      নিসিনেহো

স্নানং                      সিনানং,                      নহানং

স্নিগ্ধ:                      সিনিগ্ধো,                      ( নিগ্ধো )

স্নুবা                      স্নুগিসা, স্নুগ্ধা,                      ( ছসা )

জ্যোৎস্না                      জুগ্ধা,                      ( দোসিনা )

কৎস্ন:                      কিগ্ধো,                      ( সিগ্ধো, কসিগ্ধো ) ২

১। প্রা. প্র. ৩. ৩৩।

২। কিংস্নঃ = সিনেহঃ। প্রাকৃতে স্ন, ষ, স্ন, ক্স, ও হ স্থানে গ্ন হয়। প্র. প্র. ৩. ৩২।

৬৪। পদাস্ত্যর্গত ‘শ্চ’ এর শকার স্থানে হকার, ও ন-স্থানে গকার বা ঞকার হয়; এবং উভয়ের স্থান-বিপর্যয় হয়। যথা—

শ্চ = গ্চ, অথবা এচ্চ

পুন্নিঃ      পন্নিহি      প্রপ্নঃ      পপ্ণেহা

৬৫। পদাস্ত্যর্গত ‘ষ’ এর যকার প্রায়ই হকার হয়, এবং হকারের সহিত গকারের স্থান-বিপর্যয় হয়; আবার কখন কখন ‘ষ’ স্থানে ‘সিণ’ বা ‘সাণ’ হয়। যথা—

ষ = গ্হ

ষ = সিণ, বা সাণ

উষঃ      উগ্হো

তৃষ্ণীং      তৃগ্হীং

উষ্ণীষং      উগ্হীসং

তৃষ্ণা      তৃগ্হা      তসিণা

কৃষ্ণঃ      কগ্হো      কসিণো

পাষ্ণিঃ      পন্নিহি      পাসিণি :

১। নিম্নলিখিত পদ কয়টি দ্রষ্টব্য :—

প্লক্লং

সপ্লং

ভীক্লঃ

ভিক্লিণো, ভিক্লো, ভিগ্হো

অভীক্লং

অভিক্লগং, অভিগ্হং

১.১১৬৩, ৬৪, ৬৫, ও ৬৮ সূত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্ল, ষ, স্চ এবং স্চ এর যথাক্রমে শ, য, ও স স্থানে হ হইয়াছে, এবং ন বা গকারাদির সহিত তাহার স্থানবিপর্যয় হইয়াছে। যথা—পুন্নিঃ = পন্নিহি = পন্নিহি; উষঃ = উগ্হো = উগ্হো; জ্যোৎস্না = জুহা = জুহা; অশ্মি = অজ্জি = অজ্জি, ইত্যাদি। নুবা = নুগ্হা, এখানে পরবর্তী

৬৬। বর্গের কোন বর্ণ 'পূর্ব' থাকিলে, পরবর্তী 'ন'-স্থানে প্রায়ই পূর্ববর্তী বর্ণ হয়, সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয়, এবং কখন কখন বা উভয় বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন স্বর গ্রহণ করে। যথা—

শক্ৰোতি	সক্ৰোতি	সকুনতি
নগ্নঃ	নগোঃ	অগ্নিঃ
ভগ্নঃ	ভগো	অগ্নি, অগ্নানি, গিনি
বিলগ্নঃ	বিলগো	বিস্বঃ
উষ্মিগ্নঃ	উষ্মিগো	বিশ্বো
নিমগ্নঃ	নিমুগো	সপত্নঃ
	প্রাপ্নোতি	সপত্নো
	পপ্নোতি,	রত্নঃ
		রতনঃ
		গহপত্নী
		গহপতানী
		পাপুণোতি *

৬৭। পদস্থিত মফলা-স্থানে প্রায়ই 'উম' হইতে দেখা যায়। যথা—

ব-স্থানে হ হইয়াছে, ও পূর্ববর্তী নু বিপ্রিষ্ট হইয়াছে মাত্র। শকারাদির স্থানে হকার হওয়া অবশ্য প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাতে স্পষ্টসিদ্ধ।

১। 'ম'-ভিন্ন ; যথা—

নিয়ঃ	নিম্নো	নিম্নগা	নিম্নগা
-------	--------	---------	---------

র প্রাকৃততে র হয় ; প্র. প্র. ৩. ৪৪।

২। প্রা. প্র. ৩. ২।

৩। গা স্থানেও গা হয় ; যথা—রূপঃ = লুগো।

হকারের পর 'ন' বা 'ণ' থাকিলে তাহাদের স্থান-বিপর্যয় হয়, ও কখন কখন 'হ্' স্থানে 'হন্' হয়। যথা—

গৃহ্যতি	গণ্যতি	পূর্বাক্	পূর্বগো
মধ্যাহ্নঃ	মধ্যাহ্নো	সায়াহ্নঃ	সায়াহ্নো
চিহ্নং	চিহ্নং	হুতে	হুতে

ম = উম

কল্পঃ	ককুমং, কল্পঃ	সদ্য	সত্বমং
কুটুমলং	কুটুমলং	ইথাং	ইধুমং
বত্বা	বটুমং	শ্লেষ্মা	সিলেসুম্মা, সেম্মহা (১. § ৬৮)
আত্বা	আতুম্মা অস্তা	উত্বা	উতুম্মা, উত্মা
পদ্বাং	পত্বমং	মুম্মং	মুধুমং
	পদ্বা	পধুমং	পম্মং

৬৮। শ, ষ, ও সকারে মফলা থাকিলে, পূর্বোক্ত নিয়ম ভিন্ন, (ক) কখন কখন তাহাদের স্থানে ‘ম্’ হয়; (খ) কখন কখন সকারের দ্বিত্ব হইয়া মকারের লোপ হয়; (গ) আবার কখন স্থলবিশেষে ২ তাহারা অবিকৃতই থাকে। যথা—

(ক) শ্ম = ম্, ষ্ম = ম্, ওষ্ম = ম্

অশ্মময়ঃ	অম্মময়ো	অশ্মি	অম্মি ৩
গৌশ্মঃ	গিম্মো	তশ্মাৎ	তম্মা
শ্লেষ্মা	সেম্মো, সিলেসুম্মো	অশ্মাকং	অম্মাকং ৪

১। এইরূপ ছদ্ব = ছদ্বং। প্রা. প্র. ৩. ২। আবার পাপ্মা = পাপিমা; এখানে মা = ইমা হইয়াছে।

২। শ ও ষ স্থানে কেবল সকার হওয়া ভিন্ন।

৩। এতাদৃশ ভূরি উদাহরণের জন্ত নামকরের পঞ্চমা ও সপ্তমীর রূপাবলী দ্রষ্টব্য।

৪। প্রাকৃত্তে ‘ম্’ ও ‘শ্ম’ স্থানে ‘ম্’ (প্রা. প্র. ৩. ৩২), এবং ‘শ্ম’ ও কখন কখন ‘ম্’ স্থানে ‘স্ম’ হয়। প্রা. প্র.; ৩২. ২৪৩।

(খ) অ = স্র

অম্মস্মরতি	অম্মস্ররতি
অম্মস্মৃতিঃ	অম্মস্রতি
জাতিস্মরঃ	জাতিস্ররো

(গ) অ ইত্যাদি অপরিবর্তিত ।

ঘস্মরঃ	ঘস্মরো
বেস্ম	বেস্ম
অস্মরী	অস্মরী
অস্মা	অস্মা
রস্মিঃ	রস্মি ১

১। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি দ্রষ্টব্য:—

স্মিতং	মিতং, মিহিতং	স্মগ্র	মস্মু
স্মরতি	সরতি, স্রমরতি	অপস্মারঃ	অপস্মারো
স্মৃতিঃ	সতি	রস্মিঃ	রংসি
স্মশানং	মসানং, স্রশানং । ১.৪৬৯ )		

এইগুলি আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এতাদৃশ স্থলে কোথাও কোথাও আদিশ্রুত স বা শব্দের লোপ হইয়াছে, যথা—অপ স্মারঃ = অপস্মারো, এস্থলে প্রথমে স্মার = মার হইয়া তাহার পর অপ যুক্ত হইয়াছে; কোথাও স্থানবিপর্যায় হইয়াছে, যথা—স্মিতং = মিসিতং = মিহিতং (স = হ); রস্মিঃ = রসিস = রংসি; কোথাও বা ১.৪৬৭ অনুসারে অ স্থানে উন্ হইয়াছে, যথা—স্মরতি = স্রমরতি ।

## সাধারণ কল্পের পরিচিষ্ট

পালিতে কখন কখন—

৬৯। (ক) অ = আ, ° যথা—

অলকা      আলকা      অলিন্দঃ      আলিন্দো।

প্রত্যমিত্রঃ      পচ্চামিত্তো।

(খ) অ = ই, যথা—

চন্দ্রমাঃ      চন্দিমা      রাজস্রী      রাজিথি ২

(গ) অ = উ, যথা—

অনুযা      উনুযা      অনুযতি      উনুযতি

মতিঃ      মুতি      সম্মতিঃ      সম্মুতি

মতং      মুতং      নিমজ্জতি      নিমুজ্জতি

নিমগ্নঃ      নিমুগ্গো।      পুঙ্কশঃ      পুঙ্কসো।

কদাচন      কুদাচন      নবতিঃ      নবুতি

(ঘ) অ = এ, যথা—

একশয্যা      একসেয্যা।      ফল্ল      ফেণ্ড

৭০। (ক) অ। = অ, ° যথা—

লাসিকা      লসিকা

(খ) অ। = এ, যথা—

মাতৃকা      মেত্তিকা

৭১। (ক) ঙ = অ, যথা—

কৌণ্ডিন্তঃ      কোণ্ডেণ্ডো      দ্বিত্রি (ত্র) কুৎঃ      দ্বিত্ত্বন্তং

১। তুল. আ = অ ; ১.§৭০. ক।

২। রাজ + ইথি = রাজিথি ; সন্ধিকল্প ( ২ §১ ) দ্রষ্টব্য।

৩। তুল. অ = আ ; ১.§৬২. ক।

(খ) ই = উ, যথা—

ইয়ু:	উম্ম	ইক্কু:	উচ্ছু
শিশুক:	ম্মম্মকো	পিচুমন্দ: (মর্দ:)	পুচিমন্দো

(গ) ই = এ, যথা—

অগ্রমহিবী	অগ্গমহেসী	ডিণ্ডিম:	দেণ্ডিমো
	নিষাদ:	নেসাদো	

(ঘ) ই = ও, যথা—

ইক্কাকু:                      ওকাকো ১

৭২। ঈ = অ, যথা—

কোসীত্থং                      কোসজ্জং

৭৩। (ক) উ = অ, যথা—

গুরু:	গরু	মুকুলং	মকুলং, (মুকুলং)
ফুরতি	ফরতি ২	ফুল্লতি	ফল্লতি
বায়ু:	বায়ো	তন্তুবায়:	তন্তুবায়ো

(খ) উ = ই, যথা—

পুরুষ:                      পুরিসো ৩

১। কেহ কেহ মনে করেন সংস্কৃত ইক্কাকু হইতে পালি ওকাক হইয়াছে। সংস্কৃত ঐক্কাক হইতে তাহা হইতে পারে। সংস্কৃতে ইক্কু অর্থে \* উক্ক শব্দও হয়তো ছিল। ইহা হইতে হিন্দীতে উখ। কেহ মনে করেন ওক্কাক হইতে পালি ওকাক।

২। তুল. “পর্করীকং (কিশলয়ং);” “পর্করীকাদয়শ্চ” (পাণিনি, উণাদি, ৪৬৮) এই শব্দানুসারে √ফুর হইতে পর্কর করিয়া ঈকম্ প্রত্যয়ে পর্করীক পদ সাধন করা হয়। বাংলা ‘ফর্-ফর্’ ও ‘ফুর-ফুর’ শব্দ এই √ফুর হইতেই হইয়াছে।

৩। প্রাকৃতের এই পদ হয়। “ইং পুরুষে রোঃ”, প্রা. প্র. ১.৩৩। মাগধী প্রাকৃতে পুরিস স্থানে পুলিশ হয়।

পৌরুষঃ                      পৌরিসং  
কুটুম্বঃ                      কুটিষং, ( কুটুম্বং )

(গ) উ = এ, যথা—

ভূভুভঃ                      দেভুভো

(ঘ) উ = ও, যথা—

প্রামুখ্যঃ	পামোহ্যঃ	গুডুচী	গোলোচী
গুচ্ছকঃ	গোচ্ছকো	কুটুম্বঃ	কোটুমো
কুটুকং	কোটুকং	উল্লঃ	ওল্টো
পুঙ্করং	পোঙ্করং	পুঙ্করিণী	পোঙ্করিণী
শুকঃ	গোঞ্জে	শুতপ্তং	সোতপ্তং

৭৪। (ক) উ = অ, যথা—

কৃপ্পরঃ                      কল্পরো

(খ) উ = ও, যথা—

গুডুচী                      গোলোচী

৭৫। (ক) এ = ই, ১ যথা—

লঙ্কেন্দ্রঃ                      লঙ্কিন্দো                      লঙ্কেশ্বর                      লঙ্কিসুরো

(খ) এ = ও, যথা—

দেবঃ                      দোসো

৭৬। ও = উ, যথা—

হোত্রং                      হুত্বং                      তোত্রং                      তুত্বং

৭৭। (ক) ক = খ, যথা—

কীলঃ                      খীলো                      ইন্দ্রকীলঃ                      ইন্দ্রখীলো

কুজঃ                      খুজ্জো ২

১। সন্ধিকল্প ( ১ঃ১ ) দ্রষ্টব্য।

২। “কুজ্জৈ খঃ”, প্রা. প্র. ২, ৩৪।

(খ) ক = গ, ১ যথা—

মুকঃ                      শৃগো                      শাকলং                      সাগলং

(গ) ক = ট, যথা—

ককোলং                      টকোলং

(ঘ) ক = ক, যথা—

ভিষক্                      ভিসকো

(ঙ) ক = য, যথা—

অকে পুরে                      সয়ে পুরে

(চ) ক = ব, যথা—

লকুচং                      লবুজং                      শুকঃ                      সুবো

৭৮। (ক) গ = ক, ২ যথা—

ভৃঙ্গারঃ                      ভিঙ্কারো                      শৃগনং                      থকনং

ছাগলঃ                      ছাকলো                      হস্তোপগঃ                      হথপকো ৩

(খ) গ = ঘ, যথা—

গৃহং                      ঘরং                      গৃহিণী                      ঘরণী

শৃঙ্গাটকং                      সিঙ্ঘাটকং

৭৯। ঘ = হ, যথা—

লঘুঃ                      লহু                      প্রাঘুগঃ                      পাহুগো ৪

৮০। (ক) চ = জ, ৫ যথা—

লকুচং                      লবুজং

১। তুল. গ = ক, ১. § ৭৮, ক।

২। তুল. ক = গ, ১. § ৭৭, খ।

৩। C. D., p, 21,

৪। “কান্ত পাহুণ বিরহ দাকুণ”—বিদ্যাপতি।

৫। তুল. জ = চ, ১. § ৮২. ক।

(খ) চ = ত, যথা—

চিকিৎসা                      তিকিচ্ছা

৮১। চ্ছ = স্ন, ১ যথা—

সমুচ্ছয়ঃ .      সমুস্নয়ো      সমুচ্ছয়তি      সমুস্নয়তি

৮২। (ক) জ = চ, ২ যথা—

প্রাজয়তি                      পাচেতি ৩

(খ) জ = দ, ৩ যথা—

প্রাসেনজিৎ                      পাসেনদি

জিঘ্রা                      দিঘচ্ছা, (জিঘচ্ছা)

জাজ্বল্যতে                      দাদল্লতে

জ্যোৎস্না                      দোসিনা

(গ) জ = য, যথা—

নিজং                      নিয়ং

৮৩। (ক) ট = ঠ, যথা—

কন্টকং                      কণ্ঠকং, (কন্টকং)

(খ) ট = ড, যথা—

লেষ্টুঃ ( লোষ্টু )      লেড্ডু      নিঘণ্টুঃ      নিঘণ্টু

(গ) ট = ল, যথা—

ফটিকঃ                      ফলিকো

১। ১.১৩৫ দ্রষ্টব্য।

২। চ = জ, ১.১৮০।

৩। ১.১৬৭ দ্রষ্টব্য। √ অজ্ অর্থ গতি। বাঙলায় রাখালের যষ্টিবাচক ‘পাচনী’ ( সংস্কৃত প্রাজনী ) শব্দ এই দাতৃ হইতেই উৎপন্ন।

৪। সিংহলী ভাষাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা—হর্জন = হৃদন।

(ঘ) ট = ল, যথা—

আটবিক:	আলবিকো	খেট:	খেলো
	পেটা	পেলা	

৮৪। (ক) ণ = ন, যথা—

চিরেণ          চিরেন

(খ) ণ = ল, যথা—

বেণু:	বেলু	মণালং	মূলালং
-------	------	-------	--------

৮৫। (ক) ত = ট, যথা—

প্রতি	পটি	আর্ন্ত:	অট্টো
বৃন্তং	বণ্টং	আম্রাতক:	অম্রাটকো
বন্তি:	বট্টি	অনাবৃতং	অনাবটং
বন্তিকা	বট্টিকা	ব্যাবৃত্ত:	ব্যাবট্টো
বর্তুলং	বট্টুলং	নিহৃত:	নিহটো
বত্ম	বটুমং	কৃত:	কটো, (কতো)
বিবর্ত্ত:	বিবট্টো	কৈবর্ত্ত:	কৈবট্টো

( বিবত্তো )

হরীতকী          হরীটকী \*

(খ) ত = থ, যথা—

তুষ:	থুসো	কুস্ত:	কুস্থো *
------	------	--------	----------

১। “ভন্ত ট:”, “পত্তনে”, “ন ধুত্তাদিষু”, প্রা. প্র. ৩. ২২—২৪।

২। উল্লিখিত উদাহরণসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তকারের সহিত ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত ‘র’ বা ‘ঋ’ সংযুক্ত থাকিলে স্থানে স্থানে ‘ত’ ‘ট’ হয়। অন্তবৃত্তিঃ = অন্তবত্তি, অন্তবর্ত্ততে = অন্তবত্ততে, ইত্যাদি স্থলে হয় নাই।

৩। বিখাসি ( বি + √ অস্, লুঙ, মধ্যম, একবচন )।

(গ) ত = দ, ১ যথা ।

উত	উদ	বিতস্তি:	বিদথি
পৃষত:	পসদো	কলম্বক:	কলন্দকো

৮৬। (ক) থ = ট, যথা—

অর্থ: অট্টো, (অট্টো)

(খ) থ = ঠ, যথা—

পৃথিবী	পঠিবী	গ্রন্থি:	গন্ঠি
--------	-------	----------	-------

৮৭। (ক) দ = ট, যথা—

প্রাহুর্ভাব	পাটুভাবো	প্রাহুর্ভবতি	পাটুভবতি
-------------	----------	--------------	----------

(খ) দ = ড, যথা—

দাহক:	ডাহকো	দহতি	ডহতি
-------	-------	------	------

দংশ: ডংসো

(গ) দ = ত, ২ যথা—

কুসীদ:	কুসীতো	জমদগ্নি:	জমতগ্নি
--------	--------	----------	---------

(ঘ) দ = য, যথা—

খাদিত:	খায়িতো	স্বাদনীয়:	সায়নিয়ো
--------	---------	------------	-----------

(ঙ) দ = ল, যথা—

পরিদাহ:	পরিলাহো	বৈদূষং	বেলুরিষং
---------	---------	--------	----------

বুদ্বুদং	বুব্বুলং	দোহদ:	দোহলো
----------	----------	-------	-------

কোবিদার:	কোবিলারো	উদার:	উলারো
----------	----------	-------	-------

ঔদারিক: ওলারিকে

৮৮। (ক) ধ = ভ, ৩ যথা—

রাজাধিরাজ:	রাজাভিরাজো	অধিরোহণং	অভিরোহণং
------------	------------	----------	----------

১। দ = ত, ১.১৮৭. গ।

২। ত = দ, ১.১৮৫. গ।

৩। ভ = ধ, ১.১৯৩. ক।

ধ = ল

(খ) গৃহগোধিকা ঘরগোলিকা

(গ) ধ = হ, যথা—

সাধু

সাহু

অত্যাধতি ( -ধাতি )

অচ্ছাদহতি

অভিশ্রদ্ধতি ( -ধাতি )

অভিসদহতি

(ঘ) ধ = ল্হ, যথা—

দ্বৈধকং

দ্বৈল্হকং

৮৯। (ক) ন = ণ, যথা—

সম্পন্নং

সম্পন্নং

অবৈনতং

ওণতং

বিজ্ঞানং

বিজ্ঞাণং

(খ) ন = ল, ১ যথা—

এনঃ

এলং

নৈনঃ

নেলং

৯০। (ক) প = ক, যথা—

পিপৌলকঃ

কিপিল্লকে

(খ) প = ব, যথা—

পিপাসতি

পিবাসতি

কপি

কবি, (কপি)

কপিথঃ

কবিথো

গোপেন্দ্রঃ

গোবিন্দো

পূপকং

পূবকং

(গ) প্ল = ফ্, যথা—

পিপ্ললঃ

পিফ্ফলো

পিপ্ললৌ

পিফ্ফলৌ

৯১। ফ = প, ২ যথা—

কফোণিঃ

কপোণি

ফোটয়তি

পোঠেতি

১। ল = ন, ১.১২৬; ণ = ল, ১.১৮৪. খ।

২। প = ফ, ১.১৪২।

২২। (ক) ব = প, যথা—

অলাবুঃ                      অলাপু

(খ) ব = ভ, যথা—

বুসং                      ভুসং

(গ) ব = ব, যথা—

পিব                      পিব

২৩। (ক) ভ = ধ, ১ যথা—

অভিপ্ৰায়ঃ      অধিপ্লামো      অভিপ্ৰেতঃ      অধিপ্লেতো

(খ) ভ = হ, ২ যথা—

প্রভবতি      পহোতি ৩      প্রভবনঃ      পহবনো,      পহোনো

প্রভূতঃ      পহূতো ৪

২৪। (ক) য = অ, যথা—

প্রতিসংলয়নঃ      পতিসল্লানঃ      কতিপয়াহং      কতিপাহং

(খ) য = ঈ, যথা —

এতঃ      তিহো      লয়নঃ      লেনঃ (তুল : — ১. § ৫৭)

(গ) য = জ, যথা—

গবয়ঃ                      গবজো, (গবয়ো)

(ঘ) য = ল, যথা—

যষ্টিঃ                      লষ্টি                      দ্যোতয়তি                      জ্যোতলতি

(ঙ) য় = ব, অথবা ব, যথা—

অবশ্যায়ঃ      ওঙ্গাবো      আয়ুধং      আবুধং, (আয়ুধং)

১। ধ = ভ, ১. § ৮৮. ক।

২। হ = ভ, ১. § ১০০. খ।

৩। সঙ্কীর্ণকল্প, অব-উপসর্গ দ্রষ্টব্য।

৪। অপর উদাহরণের দ্রষ্টব্য আখ্যাতকল্পে ভূধাতুর পদসমূহ দ্রষ্টব্য।

জরায়ুঃ জরাব্ জরায়ুজ্জঃ জরাবুজ্জো

কণ্ঠ্যনং কণ্ঠবনং পুয়ঃ (ং) পুন্নো

৯৫। র্ = ং, যথা—

শর্বরী সংবরী সংগ্রহর্ষয়তি সংপহংসেতি

সংগ্রহর্ষণং সংপহংসনং বিদর্শয়তি বিদংসেতি

সমুদ্বর্ষিকঃ সমুদ্বর্ষিকো অকার্ষুঃ অকংসু

৯৬। ল = ন, ১ যথা—

ললাটঃ নলাটঃ লাক্কলং নাক্কলং

দেহলী দেহনী

৯৭। ব = ও, ২ যথা—

যবনকঃ যোনকো লবণং লোণং

৯৮। (ক) শ = ছ, যথা—

শকৃত্ ছকং শাবঃ ছাপো

শাবকঃ ছাপকো শবঃ ছবো

(খ) শ = ড, যথা—

শাকং ডাকং, (সাকং)

৯৯। (ক) ষ = ছ, ৩ যথা—

ষট্ ছ ষষ্ঠঃ ছট্টো

ষড্‌দিশঃ ছদ্দিসো ষড্‌বিংশতি ছবিংশতি

(খ) ষ = ট, যথা—

আকর্ষণং আকট্টনং আকর্ষতি আকট্টতি

অমুকর্ষণং অমুকট্টনং অপকর্ষতি অপকট্টতি

১। ন = ল, ১.১৮২. ক।

২। দ্রষ্টব্য ১.১৫৭।

৩। গ্রা. প্র. ২. ৪১।

১০০। (ক) হ = ধ, ১ যথা—

ইহ	ঈধ	ইহলোকঃ	ঈধলোকো
	বিনহতি (হ্যাতি)	বিনধতি	

(খ) হ = ভ, ২ যথা—

হংহো	হস্তো ৩	মিত্রজোহী	মিত্রদূভী
	গহ্বরং	গভুরং	

---



---

১। ধ = হ, ১. §৮৮ ক।

২। ভ = হ, ১. §২০. খ।

৩। বস্তুত হংতো বা হস্তো = হংহো।

## সন্ধিকল্প

১। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, (ক) কখন কখন পূর্ব স্বরের ও (খ) কখন কখন পর স্বরের লোপ হয়।<sup>১</sup> যথা—

( ক )

নো হি+এতং = নো হেতং, ( নো হোতং ) ।

যস্ম+ইন্দ্রিয়ানি = যস্মিন্দ্রিয়ানি, ( যস্মেদ্রিয়াণি ) ।

মহা+ইচ্ছা = মহিচ্ছা, ( মহেচ্ছাঃ ) ।

লঙ্কা+ইন্দো = লঙ্কিন্দো, ( লঙ্কেন্দ্রঃ ) ।

মহা+ওষো = মহোষো, ( মহোষাঃ ) ।

মে+অশ্বি = মশ্বি, ( মেহস্তি ) ।

কতমো+অস্ম = কতমস্ম, ( কতমঃ শ্রাং ) ।

সাধু+আবুসো = সাধাবুসো

তুস্বী+অস্ম = তুস্বস্ম, ( তুস্বীকঃ শ্রাং ) ।

সৌলবন্তো+এথ = সৌলবন্তেথ, ( সৌলবন্তোহত্র ) ।

মনসি+ইচ্ছতি = মনসিচ্ছতি, ( মনসীচ্ছতি ) ।

( খ )

চত্তারো+ইমে = চত্তারোমে,<sup>২</sup> ( চত্বার ইমে ) ।

মোগ্গল্লানো+অসি = মোগ্গল্লানোসি, ( মোদ্গল্যায়নোহসি ) ।

১। সাধারণত, পরবর্তী স্বর গুরু হইলে পূর্ববর্তী স্বরের (গুরু হইলেও) এবং পূর্ববর্তী স্বর গুরু হইলে পরবর্তী লঘু স্বরের লোপ হয়।

২। সন্ধি না হইলে চত্তারো ইমে, মোগ্গল্লানো অসি, ইত্যাদি অপরিবর্তিতই থাকে।

তে+ইমে = তেমে, ( ত ইমে ) ।

তে+অপি = তেপি, ( তেহপি ) ।

সচে+অজ্জ = সচেজ্জ, ( সচেদজ্জ ) ।

সঞ্জা+ইতি = সঞ্জাতি, ( সংজ্ঞেতি ) ।

তে+অহং = তেহং, ( তেহহং ) ।

যো+অহং = যোহং, ( যোহহং ) ।

সো+অহং = সোহং, ( সোহহং ) ।

ছায়া+ইব = ছায়াব, ( ছায়েব ) ।

অকতঞ্জ+অসি = অকতঞ্জসি, ( অকতজ্ঞোহসি ) ।

আকাসে+ইব = আকাসেব, ( আকাশ ইব ) ।

বন্দে+অহং = বন্দেহং, ( বন্দেহহং ) ।

বসলো+ইতি = বসলোতি, ( বৃষল ইতি ) ।

অঙ্গমণী+অসি = অঙ্গমণীসি, ( অঙ্গমণ্যসি ) । ১

১। পূর্ব ও পর-স্থিত উভয় স্বরই লঘু হইলে অল্পতর স্বরের লোপ  
হইতে দেখা যায় ; যথা—

ইতি+অপি = ইতিপি, ইতপি, ( ইতাপি ) ।

গচ্ছামি+অহং = গচ্ছামহং, ( গচ্ছাম্যহং ) ।

দশহি+উপগতং = দশহপগতং, ( দশতিরূপগতং ) ।

কিন্মু+ইমা = কিন্মুমা, ( কিংম্বিমাঃ ) ।

চত্বারি+ইমানি = চত্বারিমানি ( চত্বারীমানি ) ।

ত্রিণি+ইমানি = ত্রিণিমানি, ( ত্রিণীমানি ) ।

মাতৃ+উপট্টানং = মাতৃপট্টানং, ( মাতৃরূপস্থানং ) ।

বত+অযং = বতযং ( বতায়ং ) ।

দশ+অপি = দশপি, ( দশাপি ) ।

যদি+ইমস = যদিমস, ( যত্স ) ।

২। সংস্কৃতের স্থায় কোন কোন স্থলে অকার বা আকারের সহিত পরস্থিত ইকার ও ঈকার স্থানে এ, এবং উকার ও ঊকার স্থানে ও হয়। যথা—

অব+ইচ্চ = অবেচ্চ, ( অবেত্য ) ।

উপ+ইতো = উপেতো ( উপেতঃ ) ।

উপ+ইজ্জতি, = উপেজ্জতি, ( উপেক্ষতে ) ।

জিন+ঈরিতং = জিনেরিতং ।

মুখ+উদকং = মুখোদকং ।

চন্দ+উদয়ো = চন্দোদয়ো, ( চন্দ্রোদয়ঃ ) ।

যথা+উদকে = যথোদকে ।

উভয় স্বরই গুরু হইলে অন্ততর স্বরের লোপ হয় ; যথা—

নে+আগতা = নাগতা, ( ত আগতাঃ ) ।

শীলবন্তো+এথ = শীলবন্তেথ, ( শীলবন্তোহত ) ।

এস্থলে পূর্বস্বর লুপ্ত হইয়াছে ।

কথা+এব = কথাব, ( কথৈব ) ।

পাকো+এব = পাকোব, ( পাক এব ) ।

সচে+অজ্জ = সচেজ্জ, ( সচেদত্ত ) ।

এস্থলে পরস্বরের লোপ হইয়াছে ।

পরবর্তী স্বর যদি সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব বলিয়া গুরু হয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্বস্বর লোপ হইতে দেখা যায় ; ইহার ব্যতিচার অল্প স্থলে ।  
দৃষ্টব্য :—

সঞ্জ্জাবা+অস্স = সঞ্জ্জাবান্স, ( সংজ্জাবান্ ত্যং ) ।

ভণ্ণা+অস্স = ভণ্ণান্স, ( ভৃণ্ণা+ত্যাং ) ।

কন্না+অস্স = কন্নান্স, ( কন্সাদিন্ত ) ।

মা+অঞ্জ্জ = মাঞ্জ্জ, ( মাত্তং ) ।

See T. D.. Vol. 1., p. 4, note 2.

ন+উপেতি = নোপেতি, ( নোপৈতি ) ।

বন্ধুস্ন+ইব = বন্ধুস্নেব, ( বন্ধোরিব ) । ১

৩। অবর্ণ, ইবর্ণ ও উবর্ণের পর যথাক্রমে ঐ সকল বর্ণ থাকিলে সংস্কৃতের গ্ৰায় কখন কখন উভয়ে মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয়। যথা—

তত্র+অয়ং = তত্রায়ং,

বুদ্ধ+অনুস্রতি = বুদ্ধানুস্রতি, ( বুদ্ধানুস্রতিঃ ) ।

সঞ্জাবা+অস্র = সঞ্জাবাস্র, ( সঞ্জাবান্ স্রাৎ ) ।

তদা+অয়ং = তদায়ং ।

নায়ক+আচারো = নায়কাচারো, ( নায়কাচারঃ ) ।

সম্মন্তি+ইধ = সম্মন্তীধ, ( শাম্যন্তীহ ) ।

যানি+ইধ = যানীধ, ( যানীহ )

বহু+উপকারং = বহুপকারং ।

মধু+উদকং = মধুদকং ।

৪। পূর্ব স্বর লুপ্ত হইলে পরবর্ত্তী হ্রস্ব স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। যথা—

সন্ধা+ইধ = সন্ধীধ, ( অন্ধেহ ) ।

তথা+উপমং = তথূপমং, ( তথোপমং ) ।

অগ্নস্রুতো+অয়ং = অগ্নস্রুতায়ং, ( অগ্নশ্রুতোহয়ং ) ।

১। নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই। যথা—

যস্ম+ইন্দিয়ানি = যস্মিন্দিয়ানি, ( যশ্চেন্দিয়ানি ) ।

তত্র+ইমে = তত্রিমে, ( তত্রৈমে ) ।

মহা+ইক্ষিকো = মহক্ষিকো, ( মহর্জিকঃ ) ।

তথা+উপমং = তথূপমং, ( তথোপমং ) ।

ভেন+উপসকমি = ভেনুপসকমি, ( ভেনোপসমক্রংস্ত ) ।

ছ্ৰো + অয়ং = ছ্ৰায়ং, ( ছ্ৰোখোহয়ং ) ।

ইতর + ইত্তরো = ইতরীতরো, ( ইতরেত্তরঃ ) ।

যোপি + অয়ং = যোপায়ং, ( যাহপায়ং ) ।

সচে + অহং = সচাহং, ( সচেদহং ) ।

কম্ম + উপনিম্নয়ো = কম্মুপনিম্নয়ো, ( কম্মোপনিম্নয়ঃ ) ।

রত্তি + উপরতো = রত্ত্পরতো, ( রাত্তুপরতঃ ) ।

তদা + উপসম্মত্তি = তদুপসম্মত্তি, ( তদোপসাম্মত্তি ) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই—

পঞ্চহি + উপালি = পঞ্চহপালি, ( পঞ্চভিকুপালে ) ।

নখি + অঞং = নথঞং, ( নাস্ত্যম্ভং )

তত্র + ইদং = তত্রিদং, ( তত্রৈদং ) ।

৫। পরস্বরের লোপ হইলে পূর্বস্বরও কচিং দাগ হয়। যথা—

সু + ইধ = সূধ, ( স্বিদিহ ) ।

সাধু + ইতি = সাধুতি, ( সাধ্বিতি ) ।

লোকস্ + ইতি = লোকস্মাতি, ( লোকশ্চেতি ) ।

দেব + ইতি = দেবাতি, ( দেবেতি ) ।

বি + অতিসারেতি, = বীতিসারেতি, ( ব্যতিসারয়তি ) ।

বি + অতিপততি = বীতিপততি, ( ব্যতিপততি ) ।

বি + অতিনামেত্তি = ব্যতিনামেত্তি, ( ব্যতিনময়ত্তি ) ।

সংঘাটি + অপি = সংঘাটীপি, ( সংঘাটিরপি ) ।

জীবিতহেতু + অপি = জীবিতহেতুপি, ( জীবিতহেতুরপি ) ।

বিজ্জু + ইব = বিজ্জুব, ( বিজ্জাদিব ) ।

কিংসু + ইধ = কিংসূধ, ( কিংস্বিদিহ ) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

ইতি + অস্ম = ইতিস্ম, ( ইত্যস্ম ) ।

যস্র+ইদানি=যস্রদানি, ( যস্রদানীং ) ।

উদানি+অপি=ইদানিপি, ( ইদানীমপি ) ।

চক্ষু+ইন্দ্ৰিয়ং=চক্ষুন্দ্ৰিয়ং, ( চক্ষুরিন্দ্ৰিয়ং ) ।

৬। স্বরবর্ণ ( সাধারণত অকার ) পরে থাকিলে পূর্বস্থিত একার<sup>১</sup> স্থানে কখন কখন যকার হয়, এবং তাহা হইলে পরবর্ত্তী অকার স্থানে আকার হয়। যথা—

মে+অয়ং=মায়ং, ( মেহয়ং ) ।

তে+অহং=তাহং, ( তেহহং ) ।

যে+অস্র+যাস্র, ( যেহস্র ) ।

পৰ্বতে+অহং=পৰ্বতাহং ( পৰ্বতেহহং ) ।

পৰ্বতে+অস্র=পৰ্বতাস্র, ( পৰ্বতে স্রাং ) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

নে+আগতা=নাগতা, ( ত আগতাঃ ) ।

তে+অনাগতা=তেনাগতা, ( তেহনাগতাঃ ) ।

৭। পরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত ওকার<sup>২</sup> ও উকার স্থানে<sup>৩</sup> কখন কখন ব হয়। যথা—

যাবতকো+অস্র=যাবতকস্র ( যাবতকঃ স্রাং )

তাবতকো+অস্র=তাবতকস্র, ( তাবতকঃ স্রাং ) ।

কো+অথো=কথো, ( কোহর্থঃ ) ।

যো+অয়ং=যায়ং, ( যোহয়ং ) ।<sup>৪</sup>

সো+অস্র=স্বাস্র, ( সোহস্র ) ।

১। প্রায়ই তে, মে, ও যে পদের একার ।

২। সাধারণত ক, খ, য, ও তকারের পরস্থিত ওকার ; মহাক্ষপ-  
দিক্, ৯ পৃ. ২০ হ্র।

৩। উকারের পর অসমান স্বরবর্ণ থাকিলে ।

৪। ও স্থানে ব হইলে কখন কখন পরস্থিত অকার আকার হয় ।

সো+এব=সেব, ( স এব ) ।

যতো+অধিকরণং=যত্বাধিকরণং, ( যতোহধিকরণং )

অথ খো+অস্ন=অথ খস্ন, ( অথ খলু স্মাত্ ) ।

খো+অজ্জ=খজ্জ, ( খবত্ত ) ।

ছ+আকারো=ছাকারো, ( ছ্যাকারঃ ) ।

বখু+এব=বখ্বেব, ( বস্বেব ) ।

সু+আগতং=স্বাগতং ।

অমু+এতি=অম্বেতি ।

ন তু+এব=ন ত্বেব ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই ; যথা—

কো+অখো=কোখো, ( কোহর্থঃ ) ।

সো+অয়ং=সোয়ং, ( সোহয়ং ) ।

চত্তারো+ইমে=চত্তারোমে, ( চহার ইমে ) ।

হোতু+ইতি=হোতুতি, ( ভবহিতি ) ।

সাধু+আবুসো=সাধাবুসো ।

কিন্মু ( কিংমু )+ইমা=কিন্মুমা, ( কিন্মিমাঃ ) ।

সু+আগতং=সাগতং ( স্বাগতং ) ।

৮। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববস্থিত ইবর্ণ স্থানে প্রায়ই যকার হয় । যথা—

বি+অজ্ঞনং=ব্যজ্ঞনং ।

বি+আকতো=ব্যাকতো, ( ব্যাকৃতঃ ) ।

বুত্তি+অস্ন=বুত্যস্ন, ( বুত্তিরস্ম ) ।

বুত্তি+অম্মভূয়তে=বুত্যম্মভূয়তে, ( বুত্তিরম্মভূয়তে ) ।

অগ্নি+আগারং=অগ্যাগারং, ( অগ্যাগারং ) ।

৯। তত্ত্ব প্রকৃতির ত্র ভিন্ন তিনটি বর্ণ একত্র হইলে মধ্যস্থিত বর্ণটির লোপ হয় ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই। যথা—

গচ্ছামি+অহং = গচ্ছামহং, ( গচ্ছাম্যহং )।

পঞ্চহি+অজ্ঞেহি = পঞ্চহজ্ঞেহি, ( পঞ্চভিরজ্ঞেঃ )।

৯। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববস্থিত ইবর্ণ স্থানে ‘ইয়্’, এবং উবর্ণ স্থানে ‘উব্’ হয়। যথা—

তি+অস্ত্যং = তিয়স্ত্যং, ( ত্র্যস্ত্যং )।

তি+অন্ধং = তিয়ন্ধং, ( ত্র্যন্ধং )।

অগ্নি+আগারে = অগ্নিয়াগারে অগ্যাগারে, ( অগ্ন্যাগারে )।

পঞ্চমৌ+অথে = পঞ্চমিয়থে, ( পঞ্চম্যার্থে )।

সত্তমৌ+অথে = সত্তমিয়থে, ( সত্তম্যার্থে )।

বি+অঞ্জনা = বিয়ঞ্জনা, ব্যঞ্জনা।

বি+অকাসি = বিয়াকাসি, ব্যাকাসি, ( ব্যাকার্ষীং )।

পরি+এসনা = পরিয়েসনা, ( পর্যেষণা )।

পরি+আদানং = পরিয়াদনং, ( পর্যাদানং )। ১

ভিক্ষু+আসনে = ভিক্ষুবাসনে, ( ভিক্ষাসনে )।

পুথু+আসনে = পুথুবাসনে, ( পৃথগাসনে )।

সয়ন্তু+আসনে = সয়ন্তুবাসনে, ( স্বয়ন্তুবাসনে )।

দ্ব+অজিকং = দ্ববজিকং, ( দ্ব্যজিকং )। ২

১০। দীর্ঘস্বরের ৩ পরবর্তী ‘এব’ শব্দের একার স্থানে বিকল্পে ‘রি’ হয়, এবং পূর্ব স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

১। বি, পরি, ও নি উপসর্গের যোগে এতাদৃশ রূপ বহুল দেখা যায়। লক্ষণীয়—ইতি+এব=ইত্বেব।

২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর বকার আগম হয়। যথা—তি+অঙ্গুণং=তিবঙ্গুণং; তি+অজিকং=তিবজিকং; “মিগী ভস্তাবুদিস্ততি ( ভস্তে+উদিস্ততি );” প+উচ্চতি=পবৃচ্চতি।

৩। সাধারণত ‘যথা’ ও ‘তথা’ শব্দের আকারের পর।

যথা+এব=যথরিব, যথৈব, যথা এব, ( যথৈব ) ।

তথা+এব=তথরিব, তথৈব, তথা এব, ( তথৈব ) ।

১১। সুখোচ্চারণ ও ছন্দোরক্ষার জন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বস্থিত ব্রহ্ম স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়।<sup>১</sup> যথা—

সম্ম+ধম্মো=সম্মাধম্মো, ( সম্মাধর্মঃ ) ।

মুনি+চরে=মুনী চরে,<sup>২</sup> ( মুনিচ্চরেৎ )

খন্তি+পরমং=খন্তী পরমং,<sup>৩</sup> ( কাস্তিঃ পরমং ) ।

জায়তি+সোকো=জায়তী সোকো,<sup>৪</sup> ( জায়তে শোকঃ ) ।

১২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ‘সো’ ও ‘এসো’ শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়।<sup>৫</sup> যথা—

সো+সীলবা=স সীলবা, ( স শীলবান্ ) ।

সো+পঞ্জাবা=স পঞ্জাবা, ( স প্রজ্ঞাবান্ ) ।

এসো+ধম্মো=এস ধম্মো, ( এস ধর্মঃ ) ।

কখন কখন আবার হয় না। যথা—

সো+মুনি=সো মুনি, ( স মুনিঃ ) ।

এসো+ধম্মো=এসো ধম্মো, ( এস ধর্মঃ ) ।

১৩। অল্পস্বার যে বর্ণের বর্ণের পূর্বে থাকে, তাহার

১। তুলনীয়ঃ—বৈদিক প্রয়োগ, তিষ্ঠ+নঃ=তিষ্ঠা নঃ ( ঋ. স. ১. ৩০. ৬; ইত্যাদি ) ।

২। “এবং গামে মুনী চরে।”

৩। “খন্তী পরমং তপো তিত্ত্বা।”

৪। “কামতো জায়তী সোকো কামতো জায়তী ভয়ং।”

৫। কখন কখন স্বরবর্ণও পরে থাকিলে ‘এসো’ শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়; যথা—এসো+অথো=এস অথো; এসো+আভোগো=এস আভোগো; এসো+ইদানি=এস ইদানি।

স্থানে ঐ বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়, ১ এবং লকারের পূর্বে থাকিলে তাহার স্থানে লকার হয়। যথা—

তৎ + করো = তৎকরো, ( তৎকারঃ ) ।

রণং + জহো = রণজহো ।

সং + ঠিতো = সন্ঠিতো, ( সংস্থিতঃ ) ।

জুতিং + ধরো = জুতিধরো, ( জুতিধরঃ ) ।

সং + মতো = সম্মতো, ( সম্মতঃ ) ।

সং + লাপো = সল্লাপো, ( সংলাপঃ ) ।

সং + লঙ্ঘং = সল্লঙ্ঘং, ( সংলঙ্ঘং ) ।

পু + লিঙ্গং = পুল্লিঙ্গং, ( পুংলিঙ্গং ) ।

১৭। ‘এব’ শব্দের ‘এ’, এবং ‘হি’ শব্দের ‘হ’ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অনুস্বার-স্থানে বিকল্পে ‘ঞ’ হয়। যথা—

পচ্চত্তং + এব = পচ্চত্তঞ্চেব, ২ পচ্চত্তং য়েব, ৩ ( প্রত্যাশ্রমেব ) ।

তং + এব = তঞ্চেব, তং য়েব, ( তদেব, তমেব ) ।

এবং + হি = এবঞ্ছি, এবং হি ।

তং + হি = তঞ্ছি, তংহি, ( তচ্ছি, তং হি ) ।

‘এব’ ভিন্ন অপর শব্দের ‘এ’ পরে থাকিলে অনুস্বার-স্থানে ‘ঞ’ হয় না। যথা—

এবং + এতং = এবং এতং ( এবমেতং )

১। এই নিয়ম স্থানবিশেষে নিত্য, এবং স্থানবিশেষে বৈকল্পিক। উল্লিখিত উদাহরণসমূহের তৎকরো প্রভৃতি চারিটি ও তৎসদৃশ স্থলে তাহা নিত্য, এবং অপর স্থানে তাহা বৈকল্পিক; যথা—তং করোতি, তৎকরোতি; তৎধং, তৎলং; সংগতো, সন্মতো; ইত্যাদি।

২। ‘এব’ পরে অনুস্বার-স্থানে ‘ঞ’ হইলে তাহার দ্বিত্ব হয়।

৩। ‘এব’ পরে পূর্ববর্তী অনুস্বারের স্থানে যেবার ‘ঞ’ হয় না, সেইবার অনুস্বারের পরে ‘ব’ আগম হয়।

১৫। অমুস্বারের পর যকার থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া বিকল্পে 'ঞ' হয়। যথা—

সং+যোগঃ = সংঞোগো, সংযোগো, ( সংযোগঃ )।

সং+যুক্তং = সংঞুক্তং, সংযুক্তং, ( সংযুক্তং )।

সং+যোজনং = সংঞোজনং, সংযোজনং, ( সংযোজনং )।

সং+যতো = সংঞতো, সংযতো, ( সংযতঃ )।

সং+যাচিকায় = সংঞাচিকায়, সংযাচিকায়, ( সংযাচিকয়া )।

অমুস্বার সর্বনামগত হইলে হয় না। যথা—

একং+যোজনং = একং যোজনং।

তং+যাতং = তং যাতং, ( তত্মাতং, তং যাতং )।

১৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ( সাধারণত ক্লীবলিঙ্গে যদ্, তদ্ ও এতদ্ শব্দের পরস্থিত ) অমুস্বার স্থানে বিকল্পে দকার হয়। যথা—

তং+অনন্তা = তদনন্তা, ( তদনাত্মা )।

যং+অনিচ্চং = যদনিচ্চং ( যদনিত্যং )।

এতং+অবোচ = এতদবোচ, ( এতদবোচং )।

অন্তত্র 'ম্' হয়। যথা—

যং+আহ = যমাহ, ( যদাহঃ )।

ধনং+এব = ধনমেব।

নিন্দিতুং+অরহতি = নিন্দিতুমরহতি, ( নিন্দিতুমহতি )।

১৭। সাধারণত 'ইদম্' শব্দের পদ ও 'এব' পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বরান্ত শব্দের পর 'য্' আগম হয়।<sup>১</sup> যথা—

মা+ইদং = মায়িদং ( মেদং )।

ন+ইদং = নয়িদং, ( নেদং )।

১। পাটি+একং = পাটিয়েকং ( প্রতি+এক+য ) এখানে অপর শব্দ পরে থাকিলেও হইরাছে।

ন+ইমঙ্গ = নয়িমঙ্গ, ( নাশ্চ ) ।

ন+ইমানি = নযিমানি, ( নেমানি ) ।

ছ+ইমানি = ছয়িমানি, ( ষডিমানি ) ।

নব+ইমে = নবয়িমে, ( নবেমে ) ।

বা+এব = বায়েব, ( বৈব ) ।

ন+এব = নয়েব, ( নৈব ) ।

বোধি+এব = বোধিয়েব, ( বোধিরেব ) ।

তেসু+এব = তেসু য়েব, ( তেশ্বেব ) ।

তে+এব = তে য়েব, ( ত এব ) ।

সো+এব = সো য়েব, ( স এব ) ।

১৮। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর 'ন্' আগম হয়।<sup>১</sup> যথা—

লঘু+এস্রতি = লঘুমেস্রতি, ( লঘ্বেশ্রতি ) ।

গুরু+এস্রতি = গুরুমেস্রতি, ( গুর্বেশ্রতি ) ।

কসা+ইব = কসামিব, ( কশেব ) ।

ইধ+আহ্ = ইধমাহ্, ( ইহাহ্ ) ।

গিরি+ইব = গিরিমিব, ( গিরিরিব ) ।

জ্যে+অন্তানং = জ্যেয়ামন্তানং, ( জ্যেয়ান্তানং ) ।

এক+একঙ্গ = একমেকঙ্গ, ( একৈকঙ্গ ) ।

যেন+ইধ = যেনমিধ, ( যেনেহ ) ।

হায়তি+এব = হায়তিমেব, ( হীয়ত এব ) ।

হোতু+এব = হোতুমেব, ( ভবত্বেব ) ।

আকাসে+অভিপূজয়ি = আকাসেমভিপূজয়ি, ( আকাশেভ্য-

পূপূজং )<sup>২</sup> ।

১। ছন্দোন্নয়ন ও সুখোচ্চারণের জন্য ।

২। তুলঃ—“স্বমেকঃ (স্ব+একঃ) ;” শতপথব্রাহ্মণ, ১.৫.৫.২৬ ।

১৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর 'দ' আগম হয়। যথা—

সম্মা+অঞা = সম্মদঞা, <sup>১</sup> ( সমাগাজ্জা ) ।

সম্মা+অথো = সম্মদথো, ( সমাগর্থঃ ) ।

সম্মা+এব = সম্মদেব, ( সমাগেব ) ।

সম্মা+অজ্জাতো = সম্মদজ্জাতো, ( সমাগাখাতঃ ) ।

মনসা+অঞা = মনসাদঞা, ( মনসাজ্জা ) ।

অন্ত+অথং = অন্তদথং, <sup>২</sup> ( আত্মার্থং ) ।

বহু+এব = বহুদেব, ( বহুেব ) ।

পুন+এব = পুনদেব, <sup>৩</sup> ( পুনরেব ) ।

২০। স্বর পরে থাকিলে <sup>৪</sup> পূর্ববর্তী স্বরের পর কখন কখন 'ন' আগম হয়। যথা—

চিরং+আয়তি = চিরং নায়তি, চিরম্নায়তি, ( চিরম্নায়তিঃ ) ।

ইতো+আয়তি = ইতো নায়তি, ( ইত আয়তিঃ ) ।

অবিজ্জা+অহোসি = অবিজ্জা নাহোসি, ( অবিজ্জা অহুত্ ) ।

২১। স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বরের পর কখন কখন 'ত্' আগম হয়। <sup>৫</sup> যথা—

যস্মা+ইধ = যস্মাতিধ, ( যস্মাদিহ ) ।

তস্মা+ইধ = তস্মাতিধ, ( তস্মাদিহ ) ।

অজ্জ+অগ্গে = অজ্জতগ্গে, ( অজ্জাগ্গে ) ।

১। ঈদৃশ স্থলে সম্মা শব্দের আকার স্থানে অকার হইয়া যায়।

২। বিকল্পে অন্তথং হয়।

৩। পুন+এব=পুনরেব, ইহাও হয়। পুন+অপরং=পুনাপরং।

৪। 'আয়তি' প্রভৃতি শব্দের ;—মহারূপসিদ্ধি, ১২-১৩ পৃ. ৩৪ হ্র।

৫। যস্মা, তস্মা ও অজ্জ প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম—  
মহারূপসিদ্ধি।

২২। ‘ইব’ ও ‘এব’ শব্দ পরে থাকিলে কখন কখন ছন্দোরক্ষার জন্ত পূর্ববর্তী স্বরের পর রকার আগম হয়। যথা—  
রাজা+ইব=রাজারিব, ( রাজেব )।

বিজ্জু+ইব=বিজ্জুরিব, (বিজ্জাদিব)।

আরগে+ইব=আরগেরিব, ( আরাগ্র ইব )।

সাসপো+ইব=সাসপোরিব, ( সর্ষপ ইব )।

সন্তি+এব=সন্তিরেব, ( সন্তিরেব )।

উসভো+ইব=উসভোরিব, ( ঋষভ ইব )। ১

২৩। পালি ব্যাকরণে বলা হয়, ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী স্বর স্থানে ওকার হয়। যথা—

পগে+খলু=পগো খলু, ( প্রগে খলু )।

পর+সহস্রং=পরোসহস্রং, ( পরঃসহস্রং )।

২৪। স্বর বা ব্যঞ্জন পরে থাকিলে সুখোচ্চারণের জন্ত কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর অল্পস্বার (ং) আগম হয়। যথা—

ত+সম্পযুক্তা=তংসম্পযুক্তা, ( তৎসম্প্রযুক্তা )।

ত+খণে=তংখণে, ( তৎখণে )।

ত+সভাবো তংসভাবো, ( তৎসভাবঃ )।

চঙ্কু+উদপাদি=চঙ্কুং উদপাদি, ( চঙ্কুরূদপাদি )।

অব+সিরো অবংসিরো, ( অবাক্শিরাঃ )।

যাব+চিধ যাবঞ্চিধ, ( যাবচেহ )।

পুরিম+জাতিঃ পুরিমংজাতিং, ( পূর্বাং জাতিং )।

অম্মু+থুলানি অম্মুংথুলানি, ( অম্মুস্থুলানি )।

১। শ্লোকাংশসমূহ যথা—“নক্কত্তরাজারিব তারকানং;” “বিজ্জুরিবব্রুকুটে;” “উসভোরিব;” “আরগেরিব সাসপো;” “সাসপোরিব আরগে;” “সন্তিরেব সমাসেধ।”

২২। ছন্দোরক্ষা ও সুখোচ্চারণের জন্য কখন কখন পূর্ববর্তী অক্ষরের লোপ হয়। যথা—

এবং + অহং = এবাহং, ( এবমহং )।

কথং + অহং = কথাহং, ( কথমহং )।

কং + অয়ং = ক্যায়ং, ( কময়ং )।

তাসং + অহং = তাসাহং, ( তাসামহং )।

বিদূনং + অগং = বিদূনগং, ( বিদূনামগং )।

অরিয়সচ্চানং + দস্ননং = অরিয়সচ্চানদস্ননং

( আৰ্য্যসত্যানাং দর্শনং )।

বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং, ( বুদ্ধানাং শাসনং )।

সং + রত্তো = সারত্তো, ( সংরক্তঃ )।

সং + রাগো = সারাগো, ( সংরাগঃ )।

সং + রত্তো = সারত্তো, ( সংরক্তঃ )।

সং + হারো = সাহারো, ( সংহারঃ )।

২৬। অক্ষরের পরবর্তী স্বরের কখন কখন লোপ হয়। ২

যথা—

অভিনন্দং + ইতি = অভিন্দুস্তি, ( অভ্যনন্দিস্থিতি )।

কতং + ইতি = কিত্তি, ( কৃতমিতি )।

কিং + ইতি = কিস্তি, ( কিমিতি )।

উত্তত্তং + ইব = উত্তত্তংব, ( উত্তপ্তমিব )।

বীজং + ইব = বীজংব, ( বীজমিব )।

চকং + ইব = চকংব, ( চক্রমিব )।

কলিং + ইব ( কলিমিব )।

১। বিকল্পে এবমহং ইত্যাদিও হয়।

২। ইতি, ইব, অপি, ইদানি, এব, অসি প্রভৃতি ভিন্ন শব্দের স্বর পরে থাকিলে লোপ হয় না; যথা—অহং + এথ = অহমেথ।

ইদং+অপি = ইদম্পি, ( ইমদপি ) ।

উত্তরিং+অপি = উত্তরম্পি, ( উত্তরমপি ) ।

দাতুং+অপি = দাতুম্পি ( দাতুমপি ) ।

কিং+ইদানি = কিন্দানি, ( কিমিদানীং ) ।

হলং+ইদানি = হলন্দানি, ( অলমিদানীং ) ।

উত্তত্তং+এব = উত্তত্তংব, ( উত্তপ্তমেব ) ।

সদিসং+এব = সদিসংব, ( সদৃশমেব ) ।

হং+অসি = হংসি, ( হুমসি ) ।

বিকল্পে কিমিতি, দাতুমপি ইত্যাদি পদ হয় ।

২৭। অমুশ্বারের পরবর্তী 'অঙ্গ' 'অঙ্গা' প্রভৃতি শব্দের 'অঙ্গ' ভাগের কখন কখন লোপ হয় । যথা—

এবং+অঙ্গ = এবংস, ( এবমঙ্গ ) ।

পুঙ্খং+অঙ্গা = পুঙ্খংসা ( পুঙ্খমঙ্গাঃ ) ।

অন্যত্র এবমঙ্গ ইত্যাদি হয় ।

---

## নামকম্প

১। বাঙলার জায় পালিতে দ্বিবচনের পৃথক্ বিভক্তি নাই ; তাহার স্থানে বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

২। নামের উত্তর প্রয়োজ্য বিভক্তিগুলি এই—

	একবচনে	বহুবচনে
প্রথম	সি	যো
দ্বিতীয়া	অং	যো
তৃতীয়া	না	হি
চতুর্থী	স	নং
পঞ্চমী	স্মা	হি
ষষ্ঠী	স	নং
সপ্তমী	স্মিং	স্ম
সম্বোধন	সি	যো

নামবিশেষের পরে এই সকল বিভক্তির কোন কোনটির বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

৩। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের বিভক্তি হি স্থানে বিকল্পে ভি হয় ; এবং পঞ্চমীর একবচনে স্মা ও সপ্তমীর একবচনে স্মিং স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে মহা মিহ হয়।

স্বরাস্ত

পুংলিঙ্গ

৪। অকারাস্ত বুদ্ধ শব্দ

এক. বহু.

প্র. বুদ্ধো বুদ্ধা, ( বুদ্ধসে )

দ্বি. বুদ্ধং বুদ্ধে

১। বন্ধনীর অন্তর্গত পদগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত নহে

	এক.	বহু.
তৃ.	বুদ্ধেনঃ	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেতি
চ.	বুদ্ধায়ঃ	বুদ্ধানঃ
	বুদ্ধসঃ	
প.	বুদ্ধা	বুদ্ধেহি, বুদ্ধেতি
	বুদ্ধস্মা, বুদ্ধমহা	
ষ.	বুদ্ধস	বুদ্ধানঃ
স.	বুদ্ধে	বুদ্ধেস্থ
	বুদ্ধস্মিঃ, বুদ্ধমিহ	
সম্বোধ	বুদ্ধ	বুদ্ধা
	বুদ্ধাঃ	

৫। ধম্ম (ধর্ম), ৫ সজ্জ, সুগত, নর, সুর, অসুর,

১। কচ্চায়ন “সো বা” (২. ৩. ৪৮) এই স্থানে অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে না বিভক্তির স্থলে বিকল্পে সো হয় লিখিয়াছেন ; যথা—অথসো, ব্যঞ্জনসো, পদসো, ইত্যাদি। তদনুসারে বুদ্ধ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বুদ্ধসো পদও হইবে। এ সব সংস্কৃতে “ক্রমশঃ” প্রভৃতি পদের জায়। কখন কখন তৃতীয়ার একবচনে সা দেখা যায় ; যথা—বলসা, জলসা, ইত্যাদি। ‘মা কাসি মুখসা পাপং।’

২। ক. বু. ২. ১. ৫৮. ; বাল. ১১ পৃ.।

৩। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধ শব্দের চতুর্থীর একবচনে বুদ্ধথং (—বুদ্ধাথম্) হয়, অপর কোন শব্দের একুপ হয় না। T. D. p. 60. ; না. মা. p. 1.

৪। মহারূপসিদ্ধি ও তাহার টীকায় লিখিত হইয়াছে, যে, অকারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে উভয় রূপের মধ্যে অদূরবর্তী লোককে সম্বোধন করিতে হইলে প্রথম রূপই ব্যবহার্য। ম. সি. ৩১ পৃ. ৭৪ স্থ.।

৫। ধম্ম শব্দ কখন কখন ক্রীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হয় ; যথা—‘ধম্মানি সুত্বা’। সংস্কৃতে ধর্ম শব্দ ক্রীবলিঙ্গ, “তানি ধর্মাণি প্রথমাভাসন্।”

উরগ, নাগ, বহু ( বহু ), গন্ধক ( গন্ধৰ্ব ), কিম্বর, মম্বর ( মম্বর ), পিসাচ ( পিশাচ ), পেত ( প্রেত ), ইত্যাদি সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার ।

৬। ইকারান্ত অগ্নি ( অগ্নি ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	অগ্নি অগ্নিনি, গিনি	অগ্নী অগ্নয়ো, ( অগ্নিয়ো )
দ্বি.	অগ্নিঃ	অগ্নী অগ্নয়ো
তৃ.	অগ্নিনা	অগ্নীহি, অগ্নীভিঃ
চ.	অগ্নিনো অগ্নিস্ত	অগ্নীনঃ
প.	অগ্নিনা অগ্নিস্মা, অগ্নিমহা	অগ্নীহি, অগ্নীভিঃ
ষ.	অগ্নিনো অগ্নিস্ত	অগ্নীনঃ
স.	অগ্নিনিঃ অগ্নিস্মিঃ, অগ্নিমিহ,	অগ্নিস্মু, অগ্নীস্মু,
সম্বো.	অগ্নি	অগ্নী অগ্নয়ো, ( অগ্নিয়ো )

১। কেবল অগ্নি শব্দেরই কখন কখন এইরূপ হয় ।

২। কচ্চারনের “অনংহিহ চ” ( ২. ১. ৫ ) এই হ্রস্বস্বারে স্ব, নং ও হি বিভক্তিতে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হইলেও ইকার ও উকার কখন কখন দীর্ঘ হয় না। মি. সি. ৩২ পৃ. ৮৭ স্ব.। এতদ্ব্যসারে অগ্নিহি, অগ্নিভি এই দুই পদ হয় ।

৭। ইসি (ঋষি), মুনি, বোধি, সন্ধি, রাসি (রাশি), গিরি, রবি, কবি, অরি, তিমি, সমাধি, প্রভৃতি সমস্ত পুংলিঙ্গ ইকারাস্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৮। প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোন কোন ইকারাস্ত শব্দের অস্তে যো না হইয়া নো হয় ; যথা—সারমতিনো, সম্ভাদিটিঠিনো, মিচ্ছাদিটিঠিনো, বজ্রিবৃদ্ধিনো, অধিপতিনো, জ্ঞানিপতিনো, ইত্যাদি। কোন কোন শব্দের দুই রকমই হয় ; যথা—সেনাপতয়ো, সেনাপতিনো ; গহপতয়ো, গহপতিনো। লক্ষণীয় :—কপিয়ো ; এখানে ইকার স্থানে অকার হয় নাই ; এতাদৃশ প্রয়োগ বিরল। কপয়ো পদও হয়।

৯। ইসি (ঋষি) শব্দের সম্বোধনের একবচনে ইসে (ঋষে) এই একটি অতিরিক্ত পদ হয়।

মুনি শব্দের সম্বোধনে মুনে পদও দেখা যায়। ষষ্ঠীর একবচনেও মুনে হয়।

১১। আদি শব্দের সপ্তমীর একবচনে এই কয়টি অতিরিক্ত পদ দৃষ্ট হয় ; যথা—আদো (আদৌ), আত্, আদি (অতিবিরল)। কেহ কেহ বলেন আদিনি পদও হয়।

১২। গিরি শব্দের সপ্তমীর একবচনে গিরে : এবং রংসি (রশ্মি) শব্দের তৃতীয়ার একবচনে রংসেন পদ কচিং দৃষ্ট হয়।

১৩। অকারাস্ত সখ (ইকারাস্ত সখি) শব্দ।

এক.	বহু.
প্র.	সখা
	সখায়ো
	সখানো, সখিনো:

	এক.	বহু.
ছি.	সথারং	সথায়ো
	সথানং	সথানো
	সথং <sup>১</sup>	সথিনো <sup>২</sup>
তু.	সথিনা	সথেহি, সথেভি
		সথারেহি, সথারেভি
চ.	সথিন্ন	সথীনং
	সথিনো	সথারানং
প.	সথিনা <sup>৩</sup>	সথেহি, সথেভি
		সথারেহি, সথারেভি
ব.	সথিন্ন	সথীনং
	সথিনো	সথারানং
স.	সথে	সথেসু
		সথারেসু
সম্বো.	সথ	সথায়ো
	সথে	সথানো
	সথা	সথিনো
	সথি	
	সথী	

১। সথারং পদও হয়—F. F.

২। সথী পদও হয়—F. F.

৩। সথারী, সথারান্না পদও হয়—C. D. T. D., না. যা. ।

১৪। ঈকারান্ত গামনী ( গ্রামণী ) শব্দ।

•	এক.	বহু.
প্র.	গামনী	গামনী গামনিনো
দ্বি.	গামনিনং গামনিং	গামনী গামনিনো
তৃ.	গামনিনা	গামনীহি, গামনীভি
চ.	গামনিনো গামনিস্ত	গামনীনাং
প.	গামনিনা	গামনীহি, গামনেভি
ষ.	গামনিনো গামনিস্ত	গামনীনাং
স.	গামনিস্মিৎ, গামনিমি	গামনীশু
সম্বো.	গামনি	গামনৌ গামনিনো

১৫। সেনানী, সূধী, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার। ১

১৬। উকারান্ত ভিক্ষু ( ভিক্ষু ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প.	ভিক্ষু	ভিক্ষু ভিক্ষুবো
দ্বি.	ভিক্ষুং	ভিক্ষু ভিক্ষুবো

১। কেহ কেহ বলেন—সেটী, সারণী ( বস্তুত ইহা সারণি ), চক্রবর্তী ও সামী শব্দের রূপ এই প্রকার। T. D. p. 74. দণ্ডী শব্দের রূপ উষ্টব্য, ৩ § ৮৬।

	এক.	বহু.
তু.	ভিষুনা	ভিষুহি, ভিষুভি
চ.	ভিষুনো ভিষুস্স	ভিষুনং
প.	ভিষুনা ভিষুস্সা ভিষুস্সহা	ভিষুহি, ভিষুভি
ব.	ভিষুনো ভিষুস্স	ভিষুনং
স.	ভিষুস্সিং, ভিষুস্সমিহ	ভিষুস্সু
সম্বো.	ভিষু	ভিষু ভিষুবো ভিষুবে

১৭। কেতু, ভাষু, রাহু, সঙ্কু ( শঙ্কু ), উচ্ছু ( উক্ষু ),  
বেলু ( বেণু ), মচ্ছু ( মৃত্যু ), সিঙ্কু, বঙ্কু, মেরু, কারু, সেতু,  
প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

১৮। হেতু শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে হেতু,  
হেতুনো, হেতুয়ো এই তিন পদ হয়। কেহ কেহ বলেন হেতুনো  
পদও হয়। সপ্তমীর একবচনে হেতো পদও হইয়া থাকে।

১৯। জন্তু শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে জন্তু,  
জন্তুবো, জন্তুয়ো, ও জন্তুনো এই চারিটি পদ হয়।

২০। গরু ( গুরু ) শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে  
গরু, গরবো, ও গরুনো হয়। ১

১। “ভিষুস্সভূতিতো নিচ্চং বো যোনং, হেতু-আদিতো।

বিভাসা, ন চ বো নো চ অযুস্সভূতিতো ভবে ॥” ম. সি. ৪২ পৃষ্ঠা

## ২১। উকারাস্ত অতিভূ শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অভিহু	অভিভূ অভিভূবো
দ্বি.	অভিভূং	অভিভূ অভিভূবো
তৃত্ব.	অভিভূনা	অভিভূহি, অভিভূভি
চ.	অভিভূনো অভিভূস্	অভিভূনং
প.	অভিভূনা	অভিভূহি, অভিভূভি
ষ.	অভিভূনো অভিভূস্	অভিভূনং
স.	অভিভূস্মিৎ, অভিভূমিহ	অভিভূস্ম
সম্বোধ.	অভিভূ	অভিভূ অভিভূবো

২২। সয়ন্তু ( স্বয়ন্তু ), বেসন্তু ( বিস্বন্তু ) পরাভিভূ, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

২৩। সহভূ শব্দের প্রথম, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের বহুবচনে সহভূনো এই অতিরিক্ত পদ হয়।

২৪। সন্ধগ্ণ শব্দের প্রথম, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের বহুবচনে সন্ধগ্ণ, সন্ধগ্ণনো এই দুই পদ হয়। অশ্রুত অভিভূ শব্দের স্থায় রূপ।

২৫। মগ্ণ ( মার্গজ্ঞ ), ধম্যগ্ণ ( ধর্মজ্ঞ ), অথগ্ণ ( অর্থজ্ঞ ), কালগ্ণ ( কালজ্ঞ ), বিগ্ণ ( বিজ্ঞ ( বিজ্ঞ ), বিদ্ ( বিদ ), বেদগ্ণ ( বেদগ ), পারগ্ণ ( পারগ ), প্রভৃতি শব্দের রূপ সন্ধগ্ণ শব্দের স্থায়।

২৬। উকারান্ত পিতৃ ( ঋকারান্ত পিতৃ ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	পিতা	পিতরো, ( পিতা )
দ্বি.	পিতরং	পিতরো পিতরে
তৃত্ব.	পিতরা ১ পিতুনা	পিতরেহি, পিতরেভি পিতৃহি, পিতৃভি
চ.	পিতু পিতুনো পিতুস্স	পিতরানং পিতানং পিতুনং, পিতুস্সং
প.	পিতরা ২ পিতুনা	পিতরেহি, পিতরেভি পিতৃহি, পিতৃভি
ষ.	পিতু পিতুনো পিতুস্স	পিতরানং পিতানং পিতুনং, পিতুস্সং
স.	পিতরি	পিতরেস্সু পিতুস্সু, পিতৃস্সু
সম্মো.	পিত পিতা	পিতরো

২৭। ভাতৃ ( ভ্রাতৃ ), জামাতৃ ( জামাতৃ ) প্রভৃতি শব্দের  
রূপ এই প্রকার ।

---

১-২। মতান্তরে পিত্যা ও পৈত্যা পদও হয়। মাতৃ ( মাতৃ ) শব্দের  
রূপ দ্রষ্টব্য।

## ২৮। উকারান্ত কত্ব ( ঋকারান্ত কত্ব ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	কত্বা	কত্বারো
দ্বি.	কত্বারং	কত্বারো কত্বারে
তৃ.	কত্বারা	কত্বারেহি, কত্বারেভি
	কত্বুনা	
চ.	কত্বু	কত্বারানং
	কত্বুনো	কত্বানং
	কত্বুসু	কত্বুনং
প.	কত্বারা	কত্বারেহি, কত্বারেভি
ষ.	কত্বু	কত্বারানং
	কত্বুনো	কত্বানং
	কত্বুসু	কত্বুনং
স.	কত্বরি	কত্বরেমু কত্বুসু
সম্বোধ.	কত্ব	কত্বারো
	কত্বা	

২৯। কখন কখন কত্ব শব্দের অকারান্ত শব্দের জায়  
রূপ হয় ; যথা—সন্নকত্ব ( শলাকত্ব ) শব্দের প্রথমার  
একবচনে সন্নকত্বো ।

১। “উচ্চৈঃশ্রী কৃত্তে অন্তরমানো গাভী বেদসম্ভরণং বদ ;” এস্থলে কত্ব  
( কত্ব ) শব্দের সম্বোধনে কৃত্তে হইয়াছে । “তেন হি ভো খত্তে যেন  
চম্পয্যাকা ব্রাহ্মণা গহপতিকা তেহুপসঙ্কম ;” এস্থলে কত্ব ( কত্ব )  
শব্দের সম্বোধনের একবচনে খত্তে হইয়াছে ।

৩০। সখু (সাত্ত্ব), ১ ভত্তু (ভর্ত্ত্ব), নেতু (নেত্) বাতু (বাত্ত্ব), জেতু (জেত্), ছেতু (ছেত্), দাতু (দাত্ত্ব) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

### ৩১। ওকারান্ত গো শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গো	গাবো গবো
দ্বি.	গাবং গবং ২ গাবুং ৩	গাবো গবো
তৃত্ব.	গাবেন গবেন ৪	গোহি. গোভি
চ.	গাবস্স গবস্স	গোনং গুস্সং গবং

১। কেহ কেহ সখু শব্দের এই কয়টি পদ অধিক দেন—তৃতীয়া ও পঞ্চমীর একবচনে সখরা (F. F., C. D.), সখুনা (W.G.); চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনে সখুনং (F. F.)। মহাকরণসিদ্ধি প্রভৃতিতে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই।

২। দ্বিতীয়া হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত সর্বত্রই একবচনে, এবং সপ্তমীর উভয় বচনে গো শব্দ স্থলে গাব ও গব আদিষ্ট হয়, এবং তাহাদের রূপ অকারান্ত শব্দের জায় হয়।

৩। গবুং পদও হয় (T. D.)।

৪। কচিং গবা পদ দৃষ্ট হয়।

	এক.	বহু.
প.	গাবা গাবম্মা, গাবম্মহা গবা গবম্মা, গবম্মহা	গোহি, গোভি
ষ.	গাবস্ন গবস্ন	গোনং গুন্নং গবং
স.	গাবে গাবস্মিং, গাবস্মিহ গবে গবস্মিং, গবস্মিহ	গাবেস্মু গবেস্মু গোস্মু
সমোহা.	গো	গাবো গবো

৩২। গো শব্দ স্থানে সৰ্ব্ব বিভক্তিতেই বিকল্পে গোণ আদেশ হয়, এবং তখন তাহার রূপ অকারান্ত শব্দের জায় : যথা—গোণো, গোণা, গোণং, গোণে ; ইত্যাদি।<sup>২</sup> বিকল্পে গু ও গবয় আদেশও হয়।<sup>৩</sup> গো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গাবী হয়, ইহার রূপ স্ত্রীলিঙ্গ ঐকারান্ত স্ত্রী শব্দের জায়।<sup>৪</sup>

১। গবেহি পদও হয়—C. D.

২। কচ্চায়নবৃত্তি-মতে ( ২. ১. ২৯ ) গোণ ণকারান্ত ; মহাক্সঅসিদ্ধি-মতে গোন নকারান্ত।

৩। দ্রঃ ক. বু. ২. ১. ৩০ ; এখানে গুন্নং ও গবয়েহি এই দুইটি পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ম. সি. ৫৮ পৃ. ১৮২ স্ত্র.।

গো শব্দ জ্বলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার রূপ ঠিক পুন্নিঙ্গের জায় । ১

### জ্বলিঙ্গ

৩৩। আকারান্ত কণ্ণা ( কণ্ণা ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	কণ্ণা	কণ্ণা কণ্ণায়ো
দ্বি.	কণ্ণং	কণ্ণা কণ্ণায়ো
তৃ.	কণ্ণায়	কণ্ণাহি, কণ্ণাভি
চ.	কণ্ণায়	কণ্ণানং
	কণ্ণায়	কণ্ণাহি, কণ্ণাভি
ষ.	কণ্ণায়	কণ্ণানং
স.	কণ্ণায়	কণ্ণানু
	কণ্ণায়ং	
সম্বেবা.	কণ্ণে	কণ্ণা কণ্ণায়ো

৩৪। সন্ধা ( শ্রদ্ধা ), মেধা, পঞ্জা ( প্রজ্ঞা ), তঞ্জা ( তৃষ্ণা ), বিজ্ঞা ( বিভীষা ), পুচ্ছা ( পৃচ্ছা ), চিস্তা, নিসা

১। "তস্ম পুন্নিঙ্গে গোসদস্বেসব রূপনয়ো"—ম. সি. ৬১. পৃ. :

"ওকংরন্তং ইথিলিঙ্গং গোসদোতি বিভাবয়ে ।

গোসদস্বেসব পুন্নিঙ্গে রূপমস্মাহ কেচন ॥"

দ্রষ্টব্য—৩.৪৩৩, টীকা ১ ।

( নিশা ), ১ ইত্যাদি সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার ।

৩৫। পালিতে অম্মা, অম্মা, অম্মা ও তাতা ( ভোতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ) এই চারিটি শব্দ মাতৃবাচী । ইহাদের সম্বোধনে আকার-স্থানে একার হয় না ; যথা—ভোতি অম্মা, ভোতি অম্মা, ভোতি অম্মা, ভোতি তাতা । কখন কখন তাহাদের সম্বোধনে যথাক্রমে এই পদগুলি হয়—অম্ম, অম্ম, অম্ম, তাত । কেহ কেহ বলেন ভোতি শব্দ পূর্বে না থাকিলেই শেষোক্ত রূপগুলি হয় । প্রথমোক্ত পদসমূহ ভোতি শব্দ পূর্বে না থাকিলেও হয় ।

৩৬। সংস্কৃত ঔকারান্ত নৌ শব্দ-স্থানে পালিতে নাবা হয় ; অতএব ইহার রূপ কণ্ঠা শব্দের স্থায় ।

৩৭। ইকারান্ত রন্তি ( রাত্রি ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	রন্তি	রন্তী রন্তিয়ো
দ্বি.	রন্তিঃ	রন্তী রন্তিয়ো
তৃ.	রন্তিয়া	রন্তীহি, রন্তীভি
চ.	রন্তিয়া	রন্তীনঃ
প.	রন্তিয়া	রন্তীহি, রন্তীভি
ষ.	রন্তিয়া	রন্তীনঃ

১। “নিসে অগ্গীব ভাসতি” ইত্যাদি স্থলে নিসা শব্দের সপ্তমীর একবচনে নিসে পদও দেখা যায় । সংস্কৃত পরিষদ্ শব্দ পালিতে পরিসা হয় । এই পরিসা শব্দের (স. এক.) পরিসতিং পদ অতিরিক্ত দেখা যায় ।

স.	রত্তিয়া	রত্তীশ্বঃ
	রত্তিয়ং	
সম্মো.	রত্তি	রত্তী
		রত্তিয়ো

এই সাধারণ রূপ ভিন্ন রত্তি শব্দের কয়েকটি বিশেষ রূপ আছে। যথা—প্র. দ্বি. সম্মো. বহু. রত্তো ; তৃ. চ. প. ষ. স. এক. রত্তা ; ১ এবং স. এক. রত্তাং, রত্তিং, ও রত্তো পদ হয়।

৩৮। সংস্কৃত ক্তি প্রত্যয়ান্ত যুক্তি ( যুক্তি ) প্রভৃতি শব্দ, রত্তি ( রত্তি ), নন্দি, সক্তি, ভূমি, ২ পালি, যুবতি, ধূলি প্রভৃতি ইকারান্ত জ্রীলিঙ্গ শব্দের রত্তি শব্দের সাধারণ রূপের স্থায় রূপ হয়।

৩৯। জাতি ও বোধি শব্দের রূপও এই প্রকার, তবে কিছু বিশেষ আছে। যথা, জাতি শব্দের—প্র. দ্বি. সম্মো. বহু. জত্তো, জচ্চো ; তৃ. চ. প. ষ. স. এক. জত্তা, জচ্চা ; স. এক. জত্তাং, জচ্চং। বোধি শব্দের—প্র. দ্বি. সম্মো. বহু. বোজ্জো ; ৩ দ্বি. এক. বোধিয়ং ; তৃ. প. এক. বোজ্জা ; এবং স. এক. বোজ্জাং। উভয়েরই এই সকল অতিরিক্ত পদ কখন কখন দৃষ্ট হয়।

১। মহারূপসিদ্ধিতে (৫৬ পৃ. ১৮৫-১৮৬ স্থ.) রত্তা আছে ; রত্তি + আ = রত্তা। কিন্তু অত্র, তত্র প্রভৃতি শব্দের ত্র ভিন্ন পালিতে তিনটি বর্ণ একত্র সংযুক্ত থাকে না, এই নিয়মানুসারে একটি তকারের লোপ হওয়ার রত্তা পদ হয় ; এবং তাহার পর ১.১২৪ অনুসারে এখানে আর রচ্চা হয় না।

২। “ভূম্যা স পতিত্তং পাসং গীবার পটিমুক্ততি”—ইত্যাদি প্রয়োগে ভূমি শব্দের সপ্তমীর একবচনে ভূম্যা পদ দেখা যায়।

৩। বোধ্যো = বোজ্জো, ধ্য = জ্জা, ১.১২৩।

## ৪০। ত্রৈকারাস্ত্র নদী শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	নদী	নদী নদিয়ে নজ্জা ১
দ্বি.	নদিং নদিয়েং	নদী নদিয়ে নজ্জা
তৃত্ব.	নদিয়া নজ্জা ২	নদীহি, নদীভি
চ.	নদিয়া নজ্জা	নদীনং
প.	নদিয়া নজ্জা	নদীহি, নদীভি
ষ.	নদিয়া নজ্জা	নদীনং ৩
স.	নদিয়া নজ্জা নজ্জং	নদীশু
সম্বোধ.	নদি	নদী নদিয়ে নজ্জা

১। নজ্জা = নজ্জা, জ = জ্জ, ১. § ২২।

২। কেহ কেহ বলেন প্র. ব. নজ্জায়ো, তৃত্ব. চ. প. ষ. ও স. এক.  
নজ্জা, এবং স. এক. নজ্জং পদও হয়।—F. F. C. D.

৩। কখন কখন ষষ্ঠীর বহুবচনে নদিয়ানং পদও দৃষ্ট হয়।—C. D.

৪১। মহী, বেতরগী ( বৈতরগী ), বাগী, পাটলী, কদলী, ঘটী, নারী, কুমারী, তরুণী প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৪২। ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বন্ধ্যমাণ অতিরিক্ত রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, ব্রাহ্মণী শব্দের প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. ব্রাহ্মণ্যো, তু. চ. প. য. স. এক. ব্রাহ্মণ্যা, এবং স. এক. ব্রাহ্মণ্যং হয়, ( অর্থাৎ ১.৫২৮ অনুসারে গ্য এখানে ঞ হয় না )। এইরূপ দাসী শব্দের প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. দাস্যো, তু. চ. প. য. স. এক. দাস্যা, এবং স. এক. দাস্যং হয় ( অর্থাৎ ১.৫২৬ অনুসারে স্ত্র এখানে স্ত্র হয় না। দ্রষ্টব্য ১.৫১১ )।

৪৩। পোন্ধরগী ( পুন্ধরগী ) শব্দের প্র. এক. পোন্ধরগী, বহু. পোন্ধরগী, পোন্ধরগিয়ো, পোন্ধরগ্ণো ( পোন্ধ-  
রগ্যো = পোন্ধরগ্ণো, গা = ঞ, ১.২২৮ ) ; ইত্যাদি নদীবৎ।

৪৪। ঈকারান্ত ইথী ( ঈ ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	ইথী	ইথী ইথিয়ো
দ্বি.	ইথিয়ং ইথিং	ইথী ইথিয়ো
তু.	ইথিয়া	ইথীহি, ইথীভি
চ.	ইথিয়া	ইথীনং
প.	ইথিয়া	ইথীহি, ইথীভি
য.	ইথিয়া	ইথীনং
স.	ইথিয়া	ইথীনু
সম্বো.	ইথি	ইথী ইথিয়ো

৪৫। সম্ভূত জী শব্দ পালিতে ইখী ১৩ খী রূপে পঠিত হয়। খী শব্দের রূপ যথা—প্র. এক. খী, বহু. থিয়ো ; তু. চ. প. ব. এক. থিয়া ; চ. ব. বহু. খীনং ; স. বহু. দীম্বু ; সম্বো থি, থিয়ো। অশ্রুত রূপ দেখা যায় না। ২

৪৬। পৃথিবী ( পৃথিবী ), গাবী, গুণবন্তী গুণবন্তী, কুলবন্তী, শীলবন্তী, যসবন্তী, মহন্তী মহন্তী, ভোতী ( ভবন্তী ), ভিন্ধুনী, মাতুলানী, অযাকানী, গহপতানী, রাজিনী, দণ্ডিনী, শিন্ধিনী, সৌহিনী, ইত্যাদি শব্দের রূপ জী শব্দের রূপের ন্যায়। ৩

৪৭ উকারান্ত যাগু ( উকারান্ত যবাগু ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	যাগু	যাগু
		যাগুয়ো

১। সমাসস্থলে কখন কখন হ্রস্ব ইকার হয় ; যথা—ইথিতাবো ( স্থিতাবো ), ইথিপুত্রিসসদো ( জীপুত্রবশলঃ ) ইত্যাদি।

২। F. F., Childers.

৩। পালিতে জীলিঙ্গ আকারান্ত, ইকারান্ত, ঙ্কারান্ত, উকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের পর সপ্তমীর একবচনের উত্তর প্রযোজ্য মি-মি বিভক্তি ( ৩.৪২ ) সাধারণতঃ প্রযুক্ত না হইলেও, কখনো কখনো তাহা দেখা যায়। যথা—বলাকয়োনি শব্দের স. এক. বলাকয়োনিমিহ ; কুসাবন্তী শব্দের স. এক. কুসাবতিমিহ। বৈয়াকরণগণ বলেন—

“গাথায়ং চুল্লিয়ে চাপি না-স-সাদি সরুপতো।

নাকারন্ত-ইবল্লন্ত-ইখীহি পরতো গতা ॥

মিহ-সদৌপন গাথায়ং ইবল্লন্তখিত্তী সহ।

যাতো পরন্তমেত্তস পয়োগানি ভবন্তি হি ॥

যথা বলাকয়োনিমিহ ন বিজ্জতি পুমো বদা।

কুসাবতিমিহ নগরে রাজা আসী মহীপতি ॥”

	এক.	বহু.
ধি.	যাণ্ডং	যাগ্ যাণ্ডয়ো
তৃ.	যাণ্ডয়া	যাগ্‌হি, যাগ্‌ভি
চ.	যাণ্ডয়া	যাগুনং
প.	যাণ্ডয়া	যাগ্‌হি, যাগ্‌ভি
ব.	যাণ্ডয়া	যাগুনং
স.	যাণ্ডয়া	যাগ্‌সু
	যাণ্ডয়ং	
সম্বো.	যাণ্ড	যাগ্ যাণ্ডয়ো

৪৮। ধাতু, <sup>২</sup> ধেনু, দদু (দদ্), কতু (কতু),  
কচ্ছু, কণেরু (কণেরু), পিয়সু, (প্রিয়সু), প্রভৃতি শব্দের  
রূপ এই প্রকার।

---

৪৯। উকারান্ত বধু শব্দ। <sup>২</sup>

	এক.	বহু.
প্র.	বধু	বধু বধুয়ো
ধি.	বধুং	বধু বধুয়ো
ত.	বধুয়া	বধুহি, বধুভি

১। “ধাতু-সন্ধো জিনমতে ইথিলিঙ্গম্ভনে মতো।

সথে গুল্লিঙ্গভাবসিং কচ্চায়নমতে বিন্হু ॥”

২। দীর্ঘ উকারান্ত শব্দের রূপ ঠিক উকারান্ত শব্দের জায়, কেবল  
প্রথমটির একবচনে অন্ত্যবর দীর্ঘ থাকে।

	এক.	বহু.
চ.	বধূয়া	বধুনং
প.	বধূয়া	বধূহি, বধূভি
ব.	বধূয়া	বধুনং
স.	বধূয়া	বধূসু
	বধুয়ং	
সম্বো.	বধু	বধু বধুয়ো

৫০। জম্বু, সরভু, সরবু, স্ততনু, চমু, বামোরু, নাগনাসোরু  
প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৫১। উকারান্ত মাতৃ ( ঞ্কারান্ত মাতৃ ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মাতা	মাতা মাতরো
দ্বি.	মাতরং	মাতা মাতরে
তৃ.	মাতরা মাতুয়া মত্যা <sup>১</sup>	মাতরেহি, মাতরেভি মাতৃহি, মাতৃভি
চ.	মাতৃ মাতুয়া মত্যা মাতুসু	মাতানং মাতুনং <sup>২</sup> মাতরানং

১। কেহ কেহ মত্যা পদ স্থানে মাত্যা পাঠ করেন, ম. সি.

D. ; C. D. ' Childers. "মত্যা চ পেত্যা চ কতং হুমাধু।"

২। কেহ কেহ মাতুনং এই অধিক পদ দেন। দ্রষ্টব্য পিতৃ শব্দ।

	এক.	বহু.
প.	মাতরা মাতুয়া মত্যা	মাতরেহি, মাতরেভি মাতুহি মাতুভি
ষ.	মাতু মাতুয়া মত্যা মাতুস্স	মাতানং মাতুনং মাতরানং
স.	মাতরি মাতুয়া মত্যা মাতুয়ং, মত্যাং	মাতুস্স মাতরেস্স
সম্বো.	মাত মাতা	মাতা মাতরো

৫২। ' ছহিতু ( ছহিত্ ) শব্দের রূপও এই প্রকার ; যথা প্র. এক. ছহিতা, বহু. ছহিত, ছহিতরো ; ইত্যাদি । পালিতে ছহিতু শব্দ প্রায় ধীতু রূপে ব্যবহৃত হয় । ইহারাও রূপ মাতু শব্দের জায়, কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে । যথা—

৫৩। উকারান্ত ধীতু ( ঋকারান্ত ছহিত্ ) শব্দ ।

	এক.	বহু
প্র.	ধীতা	ধীতা, ধীতরো

১। সমাসে পূর্বস্থিত মাতৃ শব্দ স্থানে পালিতে কখন কখন মাতৃ, মাতি, বা মত্তি হয় । যথা—মাতৃগ্রামঃ=মাতৃগামো, মাতৃগোত্রঃ=মাতৃগোত্ৰং, মাতৃগন্ধবঃ=মত্তিগন্ধবো ।

	এক.	বহু.
দ্বি.	ধীতরং	ধীতরো
	ধীতং	ধীতরে
তৃ.	ধীতরা	ধীতরেহি, ধীতরেভি
	ধীতুয়া	ধীতুহি, ধীতুভি
চ.	ধীতু	ধীতানং
	ধীতুয়া	ধীতুনং
		ধীতরানং
প.	ধীতরা	ধীতরেহি, ধীতরেভি
	ধীতুয়া	ধীতুহি, ধীতুভি
ষ.	ধীতু	ধীতানং
	ধীতুয়া	ধীতুনং
		ধীতরানং
স.	ধীতরি	ধীতুন্মু
	ধীতুয়া	ধীতরেন্মু
	ধীতুয়ং	
সম্বো.	ধীতা	ধীতরো

ইহা ভিন্ন প্র. দ্বি. বহু. ধীতু. এবং চ. ষ. এক. ধীতায়  
পদ হয়।

১। ওকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ গো শব্দের রূপের জ্ঞান প্রদেয় ৩.৫৫৩১-৩২।  
নামমালায় ওকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ গো শব্দের রূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—

	এক.	বহু.
প্র.	গো, গাবী	গাবী, গাবো, গবো
দ্বি.	গাবিং, গাবং, গবং	গাবী, গাবো গবো
তৃ.	* *	গোহি, গোভি
চ.	* *	গবং, গোনং, গন্নং

## ক্লীবলিঙ্গ

৫৪। অকারাস্ত চিত্ত শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তং	চিত্তা ১ চিত্তানি
দ্বি.	চিত্তং	চিত্তে চিত্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক অকারাস্ত পুংলিঙ্গ বুদ্ধ শব্দের  
জায় রূপ । ২

৫৫। ঝান ( ধ্যান ), পুঞ্জ ( পুণ্য ), পহ্ম ( পদ্ম ),  
চীবর, সীল ( শীল ), ইন্দ্রিয়, সুসান ( আশান ), ইত্যাদি  
শব্দের রূপ এই প্রকার ।

	এক.	বহু.
প.	*      *	গোহি, গোভি
ব.	*      *	গবং, গোনং, গুন্নং
স.	*      *	গোন্সু
সম্বো.	গো      *	গাবী, গাবো, গবো

১। বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দ্বিবিধ পদ হয় ।

২। লক্ষণীয়ঃ—“চিত্তো ধর্মো ;” “চত্তারো সত্তিপট্টানানি ;” “চত্তারো  
সম্মগ্গধানানি” ( চিত্তো ধর্মঃ ; চত্তারি স্তুতিপ্রস্থানানি ; চত্তারি সম্যক্  
প্রধানানি ) ; এতাদৃশ স্থলে চিত্ত, সত্তিপট্টান ও সম্মগ্গধান পুংলিঙ্গে  
প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে তাহা  
না হইলে চত্তারি পদ অবশ্য দিতে হইত ।

৫৬। ইকারাস্ত অর্টি (অস্থি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অর্টি	অর্টী অর্টীনি
দ্বি.	অর্টিং	অর্টী অর্টীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ইকারাস্ত পুংলিঙ্গ অগ্নি (অগ্নি) শব্দের স্থায় রূপ।

৫৭। সথি (সক্ধি), দধি, বারি, অস্থি অচ্ছি (অক্ষি), অচি (অর্চি, অর্চিস্), ইত্যাদি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৫৮। ঐকারাস্ত গামনী (গ্রামনী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গামনি	গামনী গামনোনি
দ্বি.	গামনিং	গামনী গামনীনী

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঐকারাস্ত পুংলিঙ্গ গামনী শব্দের স্থায় রূপ।

৫৯। সূধী প্রভৃতি শব্দের ক্রীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

১। কখন কখন প্রথমার একবচনেও দ্বিতীয়ার একবচনের স্থায় অর্টিষ্ঠ পদ দেখা যায়। এইরূপ অস্থি (অক্ষি) শব্দের প্র. এক. অস্থি পদ হয়। অন্তর্যও এইরূপ। দ্রষ্টব্য—২.১২৪ ; ৩.১২৫, ১৩৭ পৃ. টীকা ১।

৬০। উকারান্ত মধু শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মধু	মধু মধুনি
বি.	মধুং	মধু মধুনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত ভিষু ( ভিক্ষু )  
শব্দের জ্ঞায় রূপ।

৬১। দাকু, বখু ( বস্তু ), জতু, বসু, অমসু, অসু,  
( অক্ষ ) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

উকারান্ত গোস্তভু ( গোত্রভু ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গোস্তভু	গোস্তভু গোস্তভুনি
বি.	গোস্তভুং	গোস্তভু গোস্তভুনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত অভিতু শব্দের  
জ্ঞায় রূপ।

৬৩। সরভু ( শরভু ), সয়স্তু ( স্বয়স্তু ) ধম্মজ্ঞু ( ধর্মজ্ঞ ),  
প্রভৃতি শব্দের ক্রীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

৬৪। ওকারান্ত চিত্তগো ( উকারান্ত চিত্তগু ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তগু	চিত্তগু চিত্তগুনি

	এক.	বহু.
দ্বি.	চিহ্নগুণ	চিহ্নগুণ
		চিহ্নগুণি.

তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিতে ঠিক উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ মধু  
শব্দের ন্যায় রূপ ।

### ব্যঞ্জনান্ত ১

পুংলিঙ্গ

৬৫। উকারান্ত গুণবন্ত ( তকারান্ত গুণবন্ত ) শব্দ ।

	এক	বহু.
প্র	গুণবা ২	গুণবন্তো
		গুণবন্তা ৩

১। পালিতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ নাই, ইহা পূর্বে (১.১৭) বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে লিখিত শব্দরূপ পালিব্যাকরণে সাধারণত পুংলিঙ্গাদির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের সুবিধার জ্ঞাত সংস্কৃত-অনুসারে শব্দগুলিকে পৃথক করিয়া লিখিয়া ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দগুলিও পাশে পাশে লিখিত হইল।

২। তুলঃ—“গুণবা,” তৈ. স. ৬. ১০. ৩।

“সিমিহ বা” এই সূত্রানুসারে ( ক. বু. ২. ১. ৪ ) স্ত. প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে স্ত স্থানে বিকল্পে স্ত হয়, এবং তাহা হইলে গুণবন্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বিকল্পে গুণবন্তো পদ হইতে পারে। কিন্তু মহাকরণসিদ্ধিতে ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় ( ৩৬ পৃ ১০৫ স্ত., উক্ত হইয়াছে যে, কেবল হিমবন্ত শব্দেরই সম্বন্ধে এই নিয়ম, অন্তত্ব একরূপ হইবে না; “পুন বাগ্গহণকরণং হিমবন্তসদন্তো অপ্রুত্ব নিসেধনখং, তেন গুণবন্তাদিসু নাতিপ্লসঙ্গো।” কচ্ছায়নবৃত্তিতে উদাহরণ স্বরূপ হিমবন্তো পদই প্রদর্শিত হইয়াছে। F. F. গুণবন্তো পদও দিয়াছেন। সীলবন্তো প্রভৃতি পদও পাওয়া যায়।

৩। মূলনিষ্কৃতি ও শব্দনীতি ব্যাকরণ-মতে প্রথমা ও সম্বোধনের বহুবচনে বিকল্পে গুণবা পদও হইয়া থাকে।

	এক.	বহু
বি.	গুণবস্তং <sup>১</sup>	গুণবস্তে
তু	গুণবতা	গুণবস্তেহি, গুণবস্তেতি
	গুণবস্তেন	
চ.	গুণবতো	গুণবতং
	গুণবস্তস্স	গুণবস্তানং
প.	গুণবতা	গুণবস্তেহি, গুণবস্তেতি
	গুণবস্তা	
	গুণবস্তস্মা, গুণবস্তম্মা	
য.	গুণবতো	গুণবতং
	গুণবস্তস্স	গুণবস্তানং
স.	গুণবতি	গুণবস্তেসু
	গুণবস্তে	
	গুণবস্তস্মিং, গুণবস্তম্হি	
সম্বো.	গুণবং	গুণবস্তো
	গুণব	গুণবস্তা
	গুণবা <sup>২</sup>	

১। “সক্কমস্স বা অংসেসু” এই সূত্রানুসারে ( ক. বু. ২. ১. ৪২ ; য. সি. ৩৭ পৃ. ১০৬ হ. ) দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে সমগ্র ক্ত স্থানে বিকল্পে অ হয় ; তাহা হইলে গুণবস্ত শব্দের ঐ সকল বিভক্তিতে বথাক্রমে গুণবং, গুণবস্স, গুণবস্স পদ হইতে পারে। কিন্তু মহরূপ-সিদ্ধিকার বুদ্ধপ্রিয় বলেন যে, এই নিয়ম কেবল সতিমন্ত ( স্ফুটিমন্ত ) ও বদ্ধমন্ত ( বদ্ধমন্ত ) শব্দ-সম্বন্ধে। অতএব সতিমন্ত শব্দের দ্বি. এক. সতিমন্তং, সতিমং ; চ. য. এক. সতিমতো, সতিমন্তস্স, সতিমস্স ; এবং বদ্ধমন্ত শব্দের দ্বি. এ. বদ্ধমন্তং, বদ্ধমং ; চ. য. এক. বদ্ধমতো, বদ্ধমন্তস্স, বদ্ধমস্স ; এই সকল পদ হয়।

২। “তুযহং ধীতা মহাবীর পঞ্জাবন্ত জুতিকর” ; এহলে পঞ্জাবন্ত শব্দের সম্বো. এক. পঞ্জাবন্ত পদ দেখা যায়।

৬৬। কুলবস্ত (কুলবত্), যসবস্ত (যশস্বত্) সীলবস্ত (শীলবত্) ভগবস্ত (ভগবত্), হিমবস্ত (হিমবত্), বজ্রমস্ত (বজ্রিমত্), চক্ষুঃমস্ত (চক্ষুঃমত্) ইত্যাদি সমস্ত বস্ত (বত্), ও মস্ত (মত্) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬৭ অকারান্ত গচ্ছস্ত (তকারান্ত গচ্ছত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছং	গচ্ছং
	গচ্ছন্তো	গচ্ছন্তো
		গচ্ছন্তা
দ্বি.	গচ্ছন্তঃ	গচ্ছন্তে

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক গুণবস্ত শব্দের দ্বায় রূপ।

১। “তে গচ্ছং চক্ষুঃ লভমানাঃ;”—তে গচ্ছন্তচক্ষুঃলভমানাঃ; “তুমেহ আয়ুস্বস্তো জ্ঞানং পদ্মং বিহরথ;”—যস্মৈ আয়ুস্বস্তো জ্ঞানস্তঃ পশুস্বস্তো বিহরথ; ইত্যাদি বহুবলে (অরহস্ত প্রভৃতি কয়টি শব্দ ভিন্ন) গচ্ছন্ত প্রভৃতি অস্ত (শত্) প্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুবচনে গচ্ছং প্রভৃতি পদ দেখা যায়; গচ্ছন্তো প্রভৃতি সাধারণতঃ দেখা যায় না, যদিও ইহা হ্রস্বসম্বত। আচার্য্যগণ বলেন—

“বহুথে কথচি ঠানে জ্ঞানমিচ্ছাদয়ো যথা।

দিস্তিস্তি নেবং বহুথে গচ্ছন্তো ইতি-আদয়ো ॥

বহুথে কথচি ঠানে সন্তো ইচ্ছাদয়ো পি চ।

দিস্তিস্তি নেবং বহুথে গচ্ছন্তো ইতি দিস্তিস্তি ॥

অরহন্তোতি বহুথে একস্তেনেব দিস্তিস্তি।

নেবং দিস্তিস্তি বহুথে গচ্ছন্তো ইতি-আদয়ো ॥

অনেকসতপাঠেন্ন বিহরন্তোতি-আদিস্তি।

একস পি বহুকন্তে পবন্তি ন তু দিস্তিস্তি ॥” ইত্যাদি।

৬৮। চরন্ত (চরত্), তিষ্ঠন্ত (তিষ্ঠত্), রুদন্ত (রুদত্), শৃণন্ত (শৃণত্), পচন্ত (পচত্), প্রভৃতি সমস্ত অন্ত (অত্-শত্) ও স্তন্ত (স্তত্-শত্) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬৯। মহন্ত (মহত্) ও অরহন্ত (অর্হত্) শব্দের প্রথমার একবচনে যথাক্রমে মহা, ও অরহা এই অতিরিক্ত পদ হয়।

৭০। ভবন্ত (ভবত্) শব্দের রূপ গচ্ছন্ত (গচ্ছত্) শব্দের জায়, কেবল বিশেষ এই:—প্র. বহু. ভবন্তো, ভোন্তো, ভবন্তা; তু. এক. ভবতা, ভোতা, ভবন্তেন; চ. ষ. এক. ভবতো, ভোতো, ভবন্তস্; সম্বো. এক. ভো, ভন্তে, ভোন্ত, বহু. ভবন্তো, ভোন্তো, ভবন্তা, ভোন্তা।<sup>১</sup>

৭১। সন্ত (সত্) শব্দের রূপও গচ্ছন্ত শব্দের

১। ভোতা প্রভৃতি পদ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ১.৫৫৭ (অব=ও) সূত্রানুসারে অথবা ১.৫২৭ (ব=উ) সূত্রানুসারে ভবন্তা প্রভৃতি শব্দই ভোতা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধিকারের মতে উল্লিখিত চারিস্থানেই এইরূপ পরিবর্তন হয়। কিন্তু “ওভাবো কচি যোন্ত বকারস” (ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০২; ক. বু. ২.৪.৩৪) এই সূত্রের যোগবিভাগে অন্ততঃ এইরূপ হয়। ব্যাকরণান্তরে এইজন্ত দ্বিতীয়া ও পঞ্চমীতেও এতাদৃশ রূপ দৃষ্ট হয়। যথা—দ্বি. এক. ভোতং, বহু. ভোন্তে; প. এক. ভোতা; (F. F.) কেহ কেহ বলেন সম্বো. বহু. ভন্তে পদও হয় (ভদন্ত শব্দেরও সম্বো. ভন্তে, ভদন্ত, ভদন্ত, ও ভদন্তা পদ হয়)। কচ্চায়নবৃত্তিতে (২.৫৪৩৩) উক্ত হইয়াছে যে, ভবন্ত শব্দস্থানে ভদ্রে আদেশও হয়। কিন্তু কোথায় ইহা হয়, তাহা লিখিত নাই; সম্ভবত ক্রীলিঙ্গে সম্বোধনের একবচনেই তাহা হইবে। Cf. T. D. p. 70.

ন্যায়, কেবল তু. বহু. সন্তি ( সং সন্তিঃ, ১.৫৩১ ) পদ বিকল্পে হয়। ১

৭২। অকারান্ত অস্ত ( নকারান্ত আত্মন ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অস্তা	অস্তা * অস্তানো
দ্বি.	অস্তানং অস্তং	অস্তানো অস্তে *
তু.	অস্তনা অস্তেন	অস্তনেহি, অস্তনেভি অস্তেহি,* অস্তেভি*
চ.	অস্তনো অস্তসু	অস্তানং
প.	অস্তনা অস্তম্মা, অস্তমহা	অস্তনেহি, অস্তনেভি অস্তেহি,* অস্তেভি*
ষ.	অস্তনো অস্তসু	অস্তানং

১। কখন কখন বাক্যমাণ পদগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে :—জীবন্ত ( জীবত্ ) শব্দের প্র. এক. জীবতো, “মা তে মুচ্ছিথ জীবতো” ; বজন্ত ( ব্রজত্ ) শব্দের দ্বি. এক. বজতং, “পস্থম্বিং বজতং জনং” ; অসন্ত ( অসত্ ) শব্দের ক্লীব. দ্বি. এক. অসতং, ( দ্রষ্টব্য ৩৫৯৮ ), “অসতং বোধ পরুতি” ; অমুকুবন্ত ( অমুকুবত্ ) শব্দের ষ. এক. অমুকুবন্ত, “কিচ্চা-মুকুবন্ত করেষ্য অখং।”—E. M. “মা জানং য়েব আহ ন জানামীতি, পসং য়েব আহ ন পসামীতি” : এখানে ক্রীলিঙ্গে জানন্তী পসন্তী স্থানে জানং পসং ; “সদ্ধম্মো গরু কাতকেবা সরং বুদ্ধান সাসনং”, এখানে তৃতীয়ার্থে সরং হইরাছে।

\* পরপৃষ্ঠার ১ম টীকা (\*) দ্রষ্টব্য।

	এক.	বহু.
স.	অন্তনি	অন্তনেনু
	অন্তে *	অন্তেবু
	অন্তম্বিঃ, অন্তমিহ	
সম্বো.	অন্ত	অন্তানো
	অন্তা	অন্তা ১ *

৭৩। সংস্কৃত অহ্মন্ শব্দ পালিতে অন্ত ও আত্মম হয়।  
 আত্মম শব্দের রূপ প্রথম ও দ্বিতীয়াতে অন্ত শব্দেরই ন্যায়, ১  
 এবং তৃতীয়া প্রভৃতিতে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়, ২  
 কিন্তু সাধারণত ইহার এই কয়টি রূপ দেখা যায়; যথা—প্র.  
 এক. আত্মা, বহু. আত্মানো; বি. এক. আত্মমানং চ. ব. বহু.  
 আত্মমানং।

৭৪। অকারান্ত রাজ ( নকারান্ত রাজন্ ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	রাজা	রাজানো
		রাজা ৩
বি.	রাজানং	রাজানো
	রাজং	

১। \* চিহ্নিত পদগুলি মৌদগল্যায়নব্যাকরণ-মতে; কাভ্যায়ন,  
 মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতারে এ সকল নাই।

২। প্র. এক. আত্মা, বহু. আত্মানো; সম্বো. এক. আত্মম,  
 অত্মা, বহু. আত্মানো; বি. এক. আত্মমানং, আত্মমং, বহু. আত্মমানো;  
 তু. এক. আত্মমেন, ইত্যাদি। ম. সি. ৪২ পৃ. ১৩৫ স্থ.

৩। মৌদগল্যায়ন প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
তু.	রঞ্জা রাজেন রাজিনা ১	রাজুহি, রাজুভি রাজেহি, রাজেভি
চ.	রঞ্জো রাজিনো রাজসু ১	রজ্জং রাজুনং রাজানং
প.	রঞ্জা রাজস্মা, রাজমহা	রজুহি, রাজুভি রাজেহি, রাজেভি
ষ.	রঞ্জো রাজিনো রাজসু ১, ২	রজ্জং রাজুনং রাজানং
স.	রঞ্জে রাজিনি রাজস্মিৎ, রাজমিহ	রাজুসু রাজেসু
সমেষা.	রাজ রাজা	রাজানো রাজা ১

৭৫। অকারাস্ত ব্রহ্ম ( নকারাস্ত ব্রহ্মন্ ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রহ্মা	ব্রহ্মানো
দ্বি.	ব্রহ্মানং ব্রহ্মাং	ব্রহ্মানো

১। মৌল্যল্যায়ন প্রভৃতি মতে।

২। কখন কখন ষ. এক. রঞ্জস পদও দেখা যায়—E. M.

	এক.	বহু.
তু.	ব্রহ্মনা ১	ব্রহ্মেহি, ব্রহ্মেভি
চ.	ব্রহ্মস্স ব্রহ্মনো	ব্রহ্মানং ব্রহ্ম্নং
প.	ব্রহ্মনা	ব্রহ্মেহি, ব্রহ্মেভি
য.	ব্রহ্মস্স ব্রহ্মনো	ব্রহ্মানং ব্রহ্ম্নং
স.	ব্রহ্মনি ব্রহ্মে ২	ব্রহ্মেস্স
সম্বো.	ব্রহ্মে	ব্রহ্মানো

৭৬। অকারাস্ত অচ্চ (নকারাস্ত অধ্বন্) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	অচ্চা	অচ্চা অচ্চানো
দ্বি.	অচ্চানং	অচ্চানে
তু.	অচ্চুনা	অচ্চানেহি, অচ্চানেভি
চ.	অচ্চুনো	অচ্চানং
প.	অচ্চুনা	অচ্চানেহি, অচ্চানেভি
য.	অচ্চুনো	অচ্চানং

১। কেহ কেহ বলেন তু. প. এক. ব্রহ্মনা, এবং বহু. ব্রহ্মহি, ব্রহ্ম্ভি পদও হয়—C. D. ; না. মা. ।

২। “ব্রহ্মং পণীতং মহাজেশু ব্রহ্মে;” ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্ম শব্দের স. এক ব্রহ্মে পদ দেখা যায় ; আবার ব্রহ্মস্মিৎ, ব্রহ্মস্মি পদও হয়। কেহ কেহ বলেন প্র. ও সম্বো. বহু. ব্রহ্ম পদও হয়—C. D. ; T. D.

	এক.	বহু.
স.	অঙ্কনি অঙ্কানে	অঙ্কানেসু
সম্বো.	অঙ্ক	অঙ্ক। অঙ্কানো

৭৭। অকারান্ত যুব ( নকারান্ত যুবন্ ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	যুবা ১	যুবা যুবানো যুবানা
দ্বি.	যুবানং যুবং	যুবানে যুবে
তৃ.	যুবানা যুবানেন যুবেন	যুবানেহি, যুবানেভি যুবেহি, যুবেভি
চ.	যুবানস্র যুবস্র	যুবানানং যুবানং
প.	যুবানা যুবানস্মা, যুবানমহা	যুবানেহি, যুবানেভি যুবেহি, যুবেভি
ষ.	যুবানস্র যুবস্র ২	যুবানানং যুবানং

১। কখন কখন প্র. এক. যুনো পদও দেখা যায়—E. M.

২। কচিং যুবি নো—G.

	এক.	বহু.
স,	যুবানে	যুবানেসু
	যুবানস্মিং, যুবানমিহ	যুবাসু
	যুবে	যুবেসু
	যুবস্মিং, যুবমিহ	
সম্বো.	যুব	যুবানো
	যুবা	যুবানা
	যুবান	
	যুবানা	

৭৮। মঘব (মঘবন্) শব্দের রূপ যুব (যুবন্) শব্দের ন্যায় ; যথা—প্র. এক. মঘবা, বহু. মঘবানো, মঘবানা ইত্যাদি। এই শব্দটি নিকল্পে বক্ত (বৎ) প্রত্যয়ান্ত করিয়া মঘবক্ত রূপে পরিগণিত হয়, এবং তখন তাহার রূপ গুণবক্ত (গুণবৎ) শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৯। মুদ্ধ (মুদ্ধন্) শব্দের রূপ :—প্র. এক. মুদ্ধা, বহু. মুদ্ধা. মুদ্ধানো ; দ্বি. এক. মুদ্ধং, বহু. মুদ্ধানে ; তৃ. প. এক. মুদ্ধনা ; স. এক. মুদ্ধনি, বহু. মুদ্ধানেসু ; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ।

৮০। অকারান্ত সা (নকারান্ত স্বন্) শব্দের রূপ এই প্রকার :—

	এক.	বহু.
প্র.	সা	সা
		সানো

১। স (সন্) শব্দের প্র. এক. সানো, স্বানো, স্ত্রবানো, সোণো, ও স্ত্রণো পদও দেখা যায়।

	এক.	বহু.
দ্বি.	সং	সে
	সানং	সানে
তৃ.	সেন	সেহি, সেভি ১
	সানা	সানেহি, সানেভি
চ.	সস্র	সানং
	সায়	
প.	সা	সেহি, সেভি
	সস্মা, সমহা	সানেহি, সানেভি
	সানা	
ষ.	সস্র ২	সানং
স,	সে	সাস্র
	সস্মিৎ, সমিহ	
	সানে	
সম্বো.	স	সা
		সানে

৮১। দল্হধম্ম (দৃঢ়ধর্মন্) শব্দের রূপ অস্ত (আত্মন্) শব্দের আয় হইলেও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ; যথা—প্র. এক. দল্হধম্মা, বহু. দল্হধম্মা, দল্হধম্মানো ; দ্বি. এক. দল্হধম্মানং, বহু. দল্হধম্মানে ; তৃ. প. এক. দল্হধম্মিনা ; অপর সর্বত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের আয় রূপ। কোন কোন স্থলে প্র. এক. দল্হধম্মো পদও দেখা যায়। ১ পচজ্জধম্ম (প্রত্যক্ষধর্মন্),

১। কেহ কেহ বলেন তৃ. প. বহু. সাহি, সাভি হয়—

E.M. ; F.F. ; T.D. ; ম. সি.

২। শব্দনীতির মতে চ. ষ. এক. সাস্র পদ হয়। না. মা.।

৩। যথা “বারানসিয়ং দল্হধম্মো নাম রাজা রজ্জং কারেসি।”

গাণ্ডীবধ্ব ( গাণ্ডীবধ্বন্ ) প্রভৃতি শব্দের রূপ সা ( বন্ ) শব্দের  
শ্রায় ।

৮২। সংস্কৃত অন্-ভাগান্ত শব্দের পালিতে কখন কখন  
অকারান্ত শব্দের শ্রায় রূপ হয়। বিব্রকন্ম ( বিশ্বকর্মন্ ),  
বিবস্তচ্ছদ ( বিবস্তচ্ছদন্ ), ও পুথুলোম ( পুথুলোমন্ ) শব্দের  
অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের শ্রায় রূপ হয়। সংস্কৃত অথর্বন্ শব্দ  
পালিতে অথর্বন রূপ ধারণ করে, ও অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের  
শ্রায় তাহার রূপ হয় ।

৮৩। বস্তহ ( বস্তহন্ ) শব্দের প্র. এক. বস্তহা, বহু.  
বস্তহানো ; দ্বি. এক. বস্তহং, বহু. বস্তহে ; তৃ. প. এক. বস্তহানা,  
বহু. বস্তহানেহি, বস্তহানেভি , চ. ব. এক. বস্তহিনো ; স. এক.  
বস্তহানে, বহু. বস্তহানেশু । অশ্রুত অকারান্ত পুংলিঙ্গের শ্রায় ।<sup>১</sup>

১। বিবটচ্ছদ ( বিবৃতচ্ছদ ) ও বিবস্তচ্ছদ ( বৃবস্তচ্ছদন্ ) এই উভয়  
পদই আছে। প্র. এক বচনে কেবল বিবটচ্ছদ দেখা যায় ।

২। পালি-বৈয়াকরণগণ অন্ত শব্দের রূপ দেখাইয়া বলেন—‘এবং

“রাজা ব্রহ্মা সখা চেব আতুমা সা পুমা রহা

দল্হধম্মা চ পচ্চস্কুধম্মা চ বিবটচ্ছদা ।

বস্তহা চ তথা বৃত্তসিরা চেব যুবা পি চ

মঘবা অন্ধ-মুচ্ছাদি বিপ্পাতক্বা বিভাবিনা ॥”

রহ ( পাপার্থক ) শব্দের রূপ এই প্রকার দেখা যায়—প্র. এক. রহা ;  
প্র. সখো, বহু. রহা, রহিনো ; দ্বি. এক. রহানং, বহু. রহানে ; তৃ. এক.  
রহিনা, বহু. রহিনেহি, রহিনেভি ; প. বহু. রহানেহি, রহানেভি ; স. বহু.  
রহানেশু ; অশ্রুত পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের শ্রায় ।

৮৪। অকারান্ত পুং ( সকারান্ত পুংস্ ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	পুমা	পুমানো
দ্বি.	পুমানং	পুমানো
	পুমে	পুমে
তৃ.	পুমানা	পুমানেহি, পুমানেভি
	পুমুনা	পুমেহি, পুমেভি
	পুমেন	
চ.	পুমুনো	পুমানং
	পুমস্ত	
প.	পুমানা	পুমানেহি, পুমানেভি
	পুমুনা	পুমেহি, পুমেভি
	পুমা	
	পুমস্মা, পুমস্মা	
ব.	পুমুনো	পুমানং
	পুমস্ত	
স.	পুমানো	পুমানো
	পুমে	পুমানস্
	পুমস্মি, পুমস্মি	পুমেস্
সম্বোধ.	পুমে	পুমানো
	পুমে	পুমা

১। এই সমুদয় রূপ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পুং শব্দের রূপ বিকল্পে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের জায় হইয়াছে।

৮৫। স্তমনস্, স্তবচস্ প্রভৃতি সংস্কৃত অস্-ভাগান্ত শব্দ-  
গুলির সকারের পালিতে লোপ হইয়া যায় (১৫৭), এবং  
ভাহারা অকারান্ত বলিয়া গণ্য হয়। অতএব ইহাদের রূপ  
অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের হয়। যথা—স্তমনো ( স্তমনস্,  
স্তমনাঃ ; স্তমেধো ( স্তমেধস্, স্তমেধাঃ ), ( প্র. এক, স্তমেধসো  
পদও দেখা যায় ) ; বিমনো ( বিমনস্, বিমনাঃ ) ; হ্রস্বচো  
( হ্রস্বচস্, হ্রস্বচাঃ )। ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গের হয়।  
কিন্তু চন্দ্রমস্ শব্দের প্র. এক, চন্দিমা। অমৃত অকারান্ত পুংলিঙ্গ  
শব্দের হয় রূপ। সংস্কৃত অপ্সরস্ শব্দ পালিতে আকারান্ত  
জৌলিঙ্গ অচ্ছরা হয়।

৮৬। ঈকারান্ত দণ্ডী ( ইন্ভাগান্ত দণ্ডিন্ ) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	দণ্ডী	দণ্ডী
		দণ্ডিনো ১
দ্বি.	দণ্ডিনং	দণ্ডী
	দণ্ডিঃ	দণ্ডিনো
		দণ্ডিনে ২
তৃ.	দণ্ডিনা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
চ.	দণ্ডিনো	দণ্ডীনং
	দণ্ডিন্স	
প.	দণ্ডিনা	দণ্ডীহি, দণ্ডীভি
	দণ্ডিস্মা, দণ্ডিমহা	

১। কখন কখন ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অল্পসারে প্র. বহু. দণ্ডিয়ো,  
দ্বি. এক. দণ্ডিয়ং, বহু. দণ্ডিয়ে পদ দেখা যায়—C. D.

২। শব্দনীতি-অল্পসারে।

	এক.	বহু.
ষ.	দত্তিনো দত্তিন্ন	দত্তীনঃ
স.	দত্তিনি দত্তিনে ১ দত্তিশ্মিং, দত্তিমিহ	দত্তীন্সু দত্তিনেন্সু ১
সম্বো.	দত্তি	দত্তী, দত্তিনো

৮৭। ধম্মী (ধম্মিন্), সজ্জবী (সজ্জবিন্), ঞ্জাগী (ঞানিন্), গণী (গণিন্), মেধাবী (মেধাবিন্), ভয়দস্সাবী, ইত্যাদি (সংস্কৃত ইন্, বিন্-ভাগাস্ত) শব্দের রূপ এই প্রকার।

### ক্রীবলিঙ্গ

৮৮। অকারান্ত মন (সকারান্ত মনস্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মনো মনং	মনা মনানি
দ্বি.	মনো ১ মনং	মনে মনানি

তৃতীয়া প্রভৃতি সর্বত্র ঠিক চিত্ত শব্দের স্থায়; কেবল বিকল্পে এই সকল পদ অধিক হয়, যথা—তৃ. প. এক. মনসা; চ. ষ. এক. মনসো; স. এক. মনসি। ২

১। শব্দনীতি-অনুসারে।

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দ অস্-ভাগাস্ত, অতএব সকারান্ত, পালিতে সেই সকল শব্দ অকারান্ত (১.৫৭) বলিয়া পঠিত হয়। যথা—মনস্ শব্দ পালিতে মন, অতএব চিত্ত প্রভৃতি শব্দও অকারান্ত এবং মন প্রভৃতি (সংস্কৃত অস্-ভাগাস্ত) শব্দও অকারান্ত; অথচ চিত্ত প্রভৃতির

৮৯। সির ( শিরস্ ), উর ( উরস্ ), ভেজ ( ভেজস্ ),  
পর ( পরস্ ), বস ( বসস্ ), চেত ( চেতস্ ), ইত্যাদি ( সংস্কৃত  
অস্-ভাগাস্ত ) ক্রীবলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার । ১

রূপ হইতে মন প্রভৃতির রূপ কিছু পৃথক্ হইয়া থাকে। এইজন্য পালি-  
বৈয়াকরণগণ মনোগণ নামে একটি গণের সৃষ্টি করিয়া বস ( বসস্ ),  
পর ( পরস্ ) প্রভৃতি শব্দকে ঐ গণের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঔহাদের  
মতে মনোগণ-অন্তর্গত শব্দসমূহ পুংলিঙ্গ, তবে নপুংসক লিঙ্গও হইয়া  
থাকে। ঔহারা বলেন, যে সকল শব্দের অন্তে তৃতীয়া ( মতান্তরে  
পঞ্চমী ), চতুর্থী-ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে বধাক্রমে সা, সো ও সি দেখা  
যায় ( বধা—মনসা, মনসো, মনসি), এবং সমাস ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে মধ্যে  
ইকার দৃষ্ট হয় ( বধা—মনসিকারো, মানসিকং ), সেই সকল শব্দ মনোগণ-  
मध्ये বৃদ্ধিতে হইবে। উক্ত হইয়াছে—

“বে চেতে না-স-স্মি-বিসরে সা-সো-স্ততা ভবন্তি চ।

সমাসতদ্ধিতস্তবে মজ্জেকারা ভবন্তি চ ॥

সোকারন্তপযোগা চ ক্রিয়ারোগম্হি দিসসে।

এবংবিধা চ তে সন্ধা ঐব্যা মনোগণে ইতি ॥

\* \* \* \*

মনোগণে বৃন্তনয়ো ইখিলিঙ্গে ন লভুতি।

পূরপুংসকলিঙ্গেসু লভুন্তি চ বধারহং ॥’

অতএব সংস্কৃত ক্রীবলিঙ্গ অস্-ভাগাস্ত শব্দগুলির পালিতে উত্তর লিঙ্গেই  
রূপ হয়। মন শব্দের রূপ দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

১। পালিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের অর্থভেদে  
প্রতিক্রম সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া থাকে; বধা—পালি বয়ং শব্দের  
অর্থ হানি বা ক্ষয় ধরিলে সংস্কৃত হইবে ব্যয়। তখন ইহার রূপ অকারান্ত  
পুংলিঙ্গ শব্দের জ্ঞায়। বয়স অর্থ করিলে সংস্কৃত হইবে বয়স্, তখন ইহার  
রূপ মন শব্দের জ্ঞায়। এইরূপ পালি সর শব্দের অর্থভেদে এই সকল  
সংস্কৃত হইতে পারে, বধা—সরস্, সর, স্বর। অতএব এতাদৃশ স্থলে  
অর্থভেদ চিন্তা করিয়া রূপ করিতে হইবে।

৯০। অকারান্ত কন্ম (নকারান্ত কর্মন্) শব্দ।

কন্ম শব্দের রূপ ঠিক চিত্ত শব্দের গ্রায়; কেবল তু. এক. কন্মনা, কন্মুনা; চ. ব. এক. কন্মুনো; প. এক. কন্মুনা; স. এক. কন্মনি; এই পদ সকল অধিক হয়।

৯১। থাম (স্থামন্) শব্দের রূপ ঠিক মন (মনস্) শব্দের গ্রায়; ২ কেবল কয়েকটি পদ কন্ম শব্দের অল্পসারে হইয়া থাকে। যথা—তু. এক. থামেন, থামুনা, থামসা; চ. এক. থামুনো, থামুন্স, থামসো; প. এক. থামুনা, থামা, থামসা; ব. এক. থামুনো, থামুন্স, থামসো; স. এক. থামে থামন্নিং, থামম্হি।

৯২। পন্ম (পর্বন্), ঘন্ম (ঘর্ম), বেঙ্গ (বেশ্মন্), চন্ম (চর্মন্), বন্ম (বর্মন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ চিত্ত শব্দের গ্রায়। কেবল চন্ম, বেঙ্গ ও ঘন্ম শব্দের যথাক্রমে স. এক. চন্মনি, বেঙ্গনি ও ঘন্মনি পদ হয়। ৩

৯৩। ঈকারান্ত সুখকারী (ইন্-ভাগান্ত সুখকারিন্) শব্দ।

এক.	বহু.
প্র. সুখকারি	সুখকারী
	সুখকারীনি

১। কেহ কেহ বলেন কন্মনা পদও হয়।

২। প্রথমার একবচনে সাধারণত থামো পদই দেখা যায়, থামং দেখা যায় না। Childers এই শব্দের রূপ দেখিয়া মনে করেন যে, ইহার সংস্কৃত অপ্রচলিত স্থামন্ শব্দ হইতে পারে। অপর পক্ষে অজ্ঞাত কতকগুলি পদ মূল স্থামন্ শব্দকেও প্রকাশিত করিতেছে।

৩। ‘চন্ম বেঙ্গং ঘন্মং ইমানি একধা ভিজ্জন্তি। কন্মং থামং ইতি ইমানি অনেকধা ভিজ্জন্তি ॥’

	এক.	বহু.
দ্বি.	সুখকারিঃ	সুখকারী
	সুখকারিনঃ	সুখকারীনি
	তৃতীয়া প্রভৃতিতে পূর্বোক্ত দত্তী ( দত্তিন্ ) শব্দের ত্রায়	
	রূপ ।	

৯৪। সম্ভূত ইন্-ভাগান্ত সমস্ত শব্দের ক্রীবাণিজে রূপ এই প্রকার ।

৯৫। আয়ু ( আয়ুস্ ), ১ চক্ষু ( চক্ষুস্ ), বপু ( বপুস্ ) প্রভৃতি শব্দের রূপ ঠিক মধু শব্দের ত্রায়, কেবল তৃতীয়া প্রভৃতির একবচনে বিকল্পে আয়ুসা, প্রভৃতি পদ হয় । ২

৯৬। উকারান্ত গুণবস্ত ( গুণবৎ ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	গুণবঃ	গুণবস্তা
	গুণবস্তঃ ৩	গুণবস্তানি
		গুণবস্তি

১। কখন কখন আয়ু শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—  
“পুনরায়ু চ মে লক্কো, এবং জানাহি মারিস;” “আয়ু চমস পরিস্কীণো  
অহোসি ।”

২। “আয়ুসান্তি মনোগণাদিত্তা সিক্খং”—ম. সি. ৬৩ পৃ.। দ্রষ্টব্য  
৩.৫৮৮, টীকা। কখন কখন চক্ষু শব্দের প্র. এক. চক্ষুং পদ দেখা যায়।  
বৈয়াকরণেরা বলেন ইহা সন্ধির নিয়মে ( ২.৫২৪ ) হইয়াছে। এইরূপ  
মধু শব্দেরও প্র. এক. মধুং পদ দৃষ্ট হয়।

৩। মৌলগল্যায়ন-বৃত্তি মতে।

	এক.	বহু.
বি.	গুণবস্তুঃ	গুণবস্তু গুণবস্ত্তানি গুণঃ

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের আয়

---

৯৭। বস্তু, মস্তু ( বৎ, মৎ ) প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের ক্রীব-  
লিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

---

৯৮। অকারান্ত গচ্ছন্ত ( তকারান্ত গচ্ছৎ ) শব্দ

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছং	গচ্ছন্তা
	গচ্ছন্তঃ	গচ্ছন্তানি
বি.	গচ্ছন্তং	গচ্ছন্তে গচ্ছন্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গ আয়।

৯৯। অস্ত ( শত্ ) প্রত্যয়ান্ত সমস্ত শব্দের ক্রীবলিঙ্গে রূপ  
এই প্রকার।

১০০। মহ ( মহৎ ) শব্দের রূপ—প্র. এক. মহং, মহন্তং,  
মহা, বহু. মহন্তা, মহন্তানি ; দ্বি. এক. মহন্তং, বহু. মহন্তে,  
মহন্তানি। তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গের আয়।

---

## সর্বনাম

১০১। সৰ্ব ( সৰ্ব ) শব্দ ।

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সৰ্বো	সৰ্বে
দ্বি.	সৰ্বং	সৰ্বে
তৃত্ব.	সৰ্বেন	সৰ্বেহি, সৰ্বেভি
চ.	সৰ্বস্ব	সৰ্বেসং
		সৰ্বেসানং
প.	সৰ্বশ্চা, সৰ্বশ্চা	সৰ্বেহি, সৰ্বেভি
ষ.	সৰ্বস্ব	সৰ্বেসং
		সৰ্বেসানং
স.	সৰ্বস্মিৎ, সৰ্বস্মিহ	সৰ্বেস্মু
সম্বো.	সৰ্ব	সৰ্বে
	সৰ্বা	

মহাকল্পসিদ্ধি-মতে সর্বনাম শব্দ ২৭টি, যথা—সৰ্ব (সর্ব), কতর, কতম, উত্তর, ইত্তর, অস্ত্র (অস্ত্র), অস্ত্রতর (অস্ত্রতর), অস্ত্রতম (অস্ত্রতম); পূর্ব (পূর্ব), পর, অপর, দক্ষিণ (দক্ষিণ), উত্তর, অধর; ব (বদ্), ত (তদ্), এত (এতদ্), ইম (ইদম্), কিং (কিম্), এক; উভ, দ্বি, তি (ত্রি), চত্ব (চত্ব); তুমহ (তুমহ), অমহ (অমহ); ইতি সন্তবীসতি সর্বনামানি। বালাবত্বারে (২৪ পৃ.) অধর ও উভ শব্দ পঠিত হয় নাই এবং দ্বি, তি ও চত্ব শব্দও সর্বনামের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

১০২। সৰ্ব শব্দের জ্যৈলিঙ্গে আকারান্ত কণ্ঠা শব্দের  
শ্রায় রূপ, কেবল অধিকের মধ্যে বিকল্পে চ. য. এক. সৰ্বস্রা,  
বহু. সৰ্বাসং, সৰ্বাসানং ; ১ এবং স. এক. সৰ্বস্রং পদ হয়। ২

১০৩। সৰ্ব শব্দের ক্রীলিঙ্গে প্র. দ্বি. এক. সৰ্বঃ, বহু.  
সৰ্বানি ; সমেবা. এক. সৰ্ব, সৰ্বা, বহু. সৰ্বানি ; অশ্রুত  
পুংলিঙ্গের শ্রায় রূপ।

১০৪। কতর, কতম, উভয়, উতর, অগ্ৰ ( অশ্রু ), অগ্ৰতর  
( অশ্রুতর ). অগ্ৰতম ( অশ্রুতম ) শব্দের তিন লিঙ্গেই সৰ্ব  
শব্দের ন্যায় রূপ। ৩

১০৫। পূৰ্ব ( পূৰ্ব ), পর, অপর, দক্ষিণ ( দক্ষিণ ),  
উত্তর শব্দের সৰ্বত্রই সৰ্ব শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল প্র.  
সমেবা. বহু. ও প. স. এক. বিকল্পে বৃদ্ধ শব্দের ন্যায়।

১০৬। য ( যদ্ ) শব্দ।

য ( যদ্ ) শব্দের রূপ সৰ্বত্রই সৰ্ব শব্দের শ্রায় ; ৪ যথা—

১। চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ দুইটি নিত্যই হয়।

২। শব্দনীতি-মতে তৃ. প. স. এক, সৰ্বস্রা পদও হয়।

৩। “অগ্ৰতরো পুরিসো অগ্ৰতরিস্মা ইথিয়া পতিবদ্ধচিত্তো হোতি”  
( অশ্রুতরঃ পুরুষোহশ্রুতরস্যং দ্বিয়াং প্রতিবদ্ধচিত্তো ভবতি )—ইত্যাদি  
স্থলে অগ্ৰতরস্মা স্থানে অগ্ৰতরিস্মা পদের শ্রায় ইতর, এক, ত ( তদ্ ),  
এত ( এতদ্ ), ও অগ্ৰ ( অশ্রু ) শব্দেরও তৃতীয়া চতুর্থী প্রভৃতিতে ইকার  
যুক্ত পদ হয়, ইথা—ইতরিস্মা, ইতরিসং ; একিস্মা, একিসং ইত্যাদি।

৪। শব্দনীতি-অনুসারে এখানেও জ্যৈলিঙ্গে তৃ. প. স. এক. স্রা পদ  
অতিরিক্ত হইয়া থাকে ; এবং ক্রীলিঙ্গে প্র. বহু. যা ; ও দ্বি. বহু. যে পদও  
হয় ( ভুলঃ চিত্ত শব্দের রূপ ) ; “যা পূৰ্বের নিমিত্তানি পদিস্তি, তানি  
অজ্ঞ পদিসরে।”

পুংলিঙ্গ, প্র. এক. যো, বহু. যে ; দ্বি. এক. যং, বহু. যে ; তু. এক. যেন, বহু. যেহি, যেভি ; ইত্যাদি । ১

১০৭। ত ( তদ্ ) শব্দ ।

ত ( তদ্ ) শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সো, এবং স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সা হয়, অশ্রুত সর্বলিঙ্গ ও সর্ব-  
বিভক্তিতে সৰ্ব শব্দের স্থায় রূপ ; বিশেষ এই যে, পুংলিঙ্গ ও  
স্ত্রীলিঙ্গের প্রথমার একবচন ভিন্ন সর্বত্রই ত শব্দের ত স্থানে  
বিকল্পে ন হইয়া থাকে । যথা—

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সো	তে
		নে
দ্বি.	তং	তে
	নং	নে
তু.	তেন	তেহি, তেভি
	নেন	নেহি, নেভি

ইত্যাদি ।

১০৮। কচ্চায়ন-প্রভৃতি ন্যাকরণ মতে ত শব্দের পুংলিঙ্গ

১। য ( যদ্ ) শব্দের রূপের সহিত এই সকল সন্ধি সাধারণত দৃষ্ট  
হইয়া থাকে :— যো + অয়ং = য়ায়ং ( যোহয়ং ) ; যো + অহং = য়াহং  
( যোহহং ) ; ত্রঃ ২. § § ৬, ৭ ; যে + অস্ = য়াস্ ( যেহস্য ) ; যং + তং =  
যন্তং ( যন্তং. ) ; যং + নুনং = যন্তুনং ; যং + যং + এব = যন্তয়দব ( যাং  
যামেব ) ; ত্রঃ ২. § § ১৫-১৬ ; যং + আয়সং = যদায়সং ; এখানে সংস্কৃত  
( যদ্ ) রূপই রহিয়াছে ।

ও ক্লীবলিঙ্গের চ. ষ. এক. অস্ম; প. এক. অস্মা; ও স. এক. অস্মিং; এই পদগুলি অতিরিক্ত হয়। ১

১০৯। মোগলান, পয়োগসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ অনুসারে ত (তদ্) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্তিবিশেষে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত রূপ হয়। অতএব তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
তু. প.	তস্মা, নস্মা তায়. নায় অস্মা	তাহি, তাভি নাহি, নাভি
চ. ষ.	তস্মায়, তস্মা নস্মায়, নস্মা তায়, নায় অস্মায়, অস্মা তিস্মায়, তিস্মা ২	তাসং, তাসানং নাসং, নাসানং আসং, আসানং সানং
স.	তস্মং, তস্মা নস্মং, নস্মা অস্মং, অস্মা তিস্মং, তিস্মা	

১। অর্থাৎ ত স্থানে বিকল্পে অ হয়; (অথবা এই সকল স্থানে বিকল্পে ইম (ইদম্) শব্দের সাধারণ রূপ হয়। তুলঃ ইম শব্দের রূপ। এ সম্বন্ধে কচ্চায়ন-সূত্র দুইটি এই—“সী-স্মী-স্মি-সং-সান্বস্বং;” “ইমসকলস চ।” ২. ৩. ১৬-১৭।

২। দ্রষ্টব্য ৩.১১০৪, টীকা।

৩। কখন কখন স্ত্রীলিঙ্গে স. এক. তাসং পদও দেখা যায়; আবার পুংলিঙ্গে ষ. এক. তস্মস পদও কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। E. M.

এক.

বহু.

ভায়াং, ভায়া

নায়ং, নায় ১

১১০। এত (এতদ্) শব্দ।

এত (এতদ্) শব্দের পু. প্র. এক. এসো ; স্ত্রী. প্র. এক. এসা ; অগ্নত্র সৰ্বলিঙ্গে ও সৰ্ববিভক্তিতে সৰু শব্দের জায় রূপ, কেবল জ্বলিঙ্গের তৃতীয়া প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ; যথা—

তু. প.	এক.	এতায়	এতিস্মা	
চ. য.	এক.	এতায়	এতিস্মা	এতিস্মায় ২
স.	এক.	এতায়	এতিস্মাং	এতস্মাং এতায়ং ৩

১১১। ইম (ইদম্) শব্দ।

পুংলিঙ্গে

এক.

বহু.

প্র.

অয়ং

ইমে

১। পালিব্যাকরণে সৰ্বনাম শব্দের মধ্যে পঠিত না হইলেও ত (তদ্) শব্দের সমানার্থক ভা (ভাদ্) শব্দ পালিতে আছে ; যথা—“অথ বিম্বাসতে ত্যমিহ শুক্লং চন্স ন রজ্জ্বতি ;” “রতি ত্যাহু পটিষ্ঠিতা ;” “বীজানি ত্যাহু রহন্তি ।” ইহার রূপ ত শব্দের জায়, যথা—পু. প. এক. স্যো ; স্ত্রী. প্র. এক. স্যা ; ক্লী. প্র. এক. ত্যাং ; ইত্যাদি। ইহার অয়োগ অত্যন্ত বিরল।

২। কখন কখন এতস্মা পদও দেখা যায়।

৩। ‘অবাৎসর্য’ বা পুনরুল্লেখ বুঝাইলে সংস্কৃতের জায় পালিতেও দ্বিতীয়ায়, তৃতীয়ায় একবচনে ও যষ্টী-সপ্তমীর বহুবচনে এত (এতদ্) শব্দের তকার স্থানে নকার হয় ; যথা—বি. এক. এনং, ইত্যাদি।

	এক.	বহু.
বি.	ইমং	ইমে
তু.	অনেন ইমিনা ১	এহি, এভি ইমেহি, ইমেভি
চ. ব.	অস্র ইমস্র	এসং এসানং ইমেসং ইমেসানং
প.	অম্মা ২ ইমম্মা	এহি, এভি ইমেহি, ইমেভি
স.	অস্মিঃ ৩ ইমস্মিঃ, ইমমিহ	এস্মু ইমেস্মু

## দ্বীলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অয়ং	ইমা ইমায়ে
দ্বি.	ইমং	ইমা ইমায়ে
তু. প.	ইমায়	ইমাহি, ইমাভি
চ. ব.	ইমায় ইমিঙ্গা, ইমিঙ্গায় অঙ্গা, অঙ্গায়	ইমাসং ইমাসামং

১। লক্ষণীয়—তদমিনা (= তদমিনা, তদনেন)—E. M.

২। অম্মা পদও হয়।

৩। অস্মি পদও হয়।

	এক.	বহু.
স.	ইমায়ং ইমিস্সং অস্সং	ইমাসু

## কীরীবলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি.	ইদং ইমং	ইমানি

অশ্রুত পুংলিঙ্গের স্থায় ।

১১২। কোনো কোনো মতে ' ইম (ইদম্) শব্দের পূর্বোক্ত রূপ তিন কীরীলিঙ্গে তৃ. প. এক. অস্সা, ইমিস্সা ; চ. ব. বহু. আসং ; এবং স. এক. ইমায় ; এই পদগুলি অধিক হয় ।

. ১১৩। অমু (অদস্) শব্দ ।

## পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অমু °	অমু অমুয়ো
দ্বি.	অমুং	অমু, অমুয়ো
তৃ.	অমুনা	অমুহি, অমুভি

১। মোঙ্গল্লানবুত্তি, পয়োগসিদ্ধি, ইত্যাদি ।

২। E. Miller স. এক. ইমায়ং পদ অধিক দিয়াছেন ।

৩। প্রয়োগসিদ্ধি ও বালাবতার-মতে অমু পদও হয় । দ্রষ্টব্য ক. বু.

২. ৩. ১৩ ; ম. সি. ৭১ পৃ. ২২৫ স্থ. ।

	এক.	বহু.
চ.	অমুনো অমুন্ন	অমুসং অমুসানং
প.	অমুনা অমুন্মা, অমুম্ভা	অমুহি, অমুভি
ষ.	অমুনো অমুন্ন	অমুসং অমুসানং
স.	অমুন্সিং, অমুম্ভি	অমুসু

## দ্বীলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	অমু অমু	অমু অমুয়ো
দ্বি.	অমুং	অমু অমুয়ো
তৃ.	অমুয়া	অমুহি, অমুভি
চ.	অমুয়া অমুন্না	অমুসং অমুসানং
প.	অমুয়া	অমুহি, অমুভি
ষ.	অমুয়া অমুন্না	অমুসং অমুসানং

১। মহাক্রপসিক্তি মতে অহুস পদও হয়; আবার সন্দনীতি-মতে  
হুস পদও হয়।

২। লক্ষণীয়—প্রথমা, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচন ভিন্ন সর্বত্রই ভিন্ন  
শব্দের দ্বারা রূপ হইয়াছে।

	এক.	বহু.
স.	অমুয়াং	অমুসু ১
	অমুস্সং	

## ক্রৌবলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি.	অমু	অমু

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের স্থায় । ২

১১৪। কিং ( কিম্ ) শব্দ ।

কিং ( কিম্ ) শব্দ স্থানে সর্বত্র ক আদেশ করিয়া সকল শব্দের স্থায় রূপ করিতে হয় ; বিশেষ এই যে, পুংলিঙ্গ ও ক্রৌবলিঙ্গে চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে কিস্স ; এবং সপ্তমীর একবচনে কিস্মিং, ও কিমিহ পদ অধিক হয় । ৩ যথা—

## পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	কো	কে

১। পরোগসিদ্ধি-যতে ৩. প, এক. অমুস্সা, এবং স. এক. অমুয়া পদও হয়।

২। “সব্বতো কো” ( ক. বু. ২. ৩. ১৮৬. ) এই সূত্রানুসারে সর্বত্র ক শব্দের উত্তর বিকল্পে ক প্রত্যয় হয়। অমু ও অমু শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় করিলে বর্ণাক্রমে অমুক ও অমুক পদ হয়। মহারূপসিদ্ধিতে ( ৭১ পৃ. ২৪০ হৃ ) ইহার রূপ এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—প্র. এক. অমুকো, বহু. অমুকা ( অমুকে নহে ) ; দ্বি. এক. অমুকং, বহুং. অমুকে ; এইরূপ প্র. এক. অমুকো, বহু. অমুকা ( অমুকে নহে ) ; দ্বি. এক. অমুকং। অতএব বলিতে হয় যে, উক্ত গ্রন্থের মতে ইহাদের রূপ বুদ্ধ শব্দের স্থায়।

৩। মহারূপসিদ্ধি ও পরোগসিদ্ধি প্রভৃতি যতে ।

	এক.	বহু.
দ্বি.	কং	কে
তু.	কেন	কেহি, কেভি
চ.	কস্স	কেসং ●
	কিস্স	কেসানং
প.	কস্মা, কস্মহা	কেহি, কেভি
ব.	কস্স	কেসং
	কিস্স	কেসানং
স.	কস্মিং, কস্মিহ	কেসু
	কিস্মিং, কিস্মিহ	

দ্বীলিঙ্গে ঠিক সৰ্ব শব্দের আয়।<sup>১</sup> ক্লীবলিঙ্গে প্র. দ্বি. এক. কং, বহু. কে, কানি পদ হয়। কেহ কেহ বলেন প্র. দ্বি. এক. কিং পদ হইয়া থাকে।<sup>২</sup> অশুভ্র পুংলিঙ্গের আয়।<sup>৩</sup>

১। কেবল মভাস্তরে স. এক কায় পদ অতিরিক্ত হয়।

২। পরোগসিক্টি, মহাকপসিক্টি প্রভৃতি মতে।

৩। পালিতে কখন কখন কো পদ সপ্তমার্থ ও প্রকারার্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যেমন—“কো তে বলং মহারাজ ?” এই মতে এখানে কো শব্দের অর্থ ক অর্থাৎ কোথায়। এইরূপ “কো হু ত্বং সাম জীবসি ?” এখানে কো শব্দের অর্থ কথং অর্থাৎ কি প্রকারে। অতএব এতাদৃশ হলে কো শব্দ একটি নিপাত অব্যয় বুঝিতে হইবে। উক্ত হইয়া থাকে—

“কো তে বলং মহারাজ ইতি-আদিসু পালিসু।

ক-সদৃশে বস্ত্তীতি ঞ্জ্যো কো ইচ্চয়ং স্তুতি ॥

শেভস্ত্বং সামসদস্তু কো হু ত্বং সাম জীবসি।

ইতি পাঠে কথং-সদাভিষেযো বস্ত্তীতি চ ॥

এভেসু দ্বিসু অথেসু দিট্টো কো ইচ্চয়ং রবো।

নিপাতোতি গহেভকো স্তুতিসামঞ্জ্যতো কৃতো ॥”

কং শব্দের সহিত নাম পদের সমাস হইলে কিংনাম ও কোনামো এই উভয় পদ হয় :—

১১৫। তুমহ ( যুম্মহ ) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	ঈং তুং	তুম্হেহ
দ্বি.	ঈং তুং তবং তং	তুম্হেহ তুম্হাকং
তৃ.	ঈয়া তয়া	তুম্হেহি, তুম্হেহিভি
চ.	তব তুম্হং তুম্হং	তুম্হাকং
প.	ঈয়া তয়া	তুম্হেহি, তুম্হেহিভি
ষ.	তব তুম্হং তুম্হং	তুম্হাকং

“কিং-সদ্ধস সমাসসিহি সদ্ধিং নামরবেন বে ।

কিন্নামো ইতি কৌনামো ইতি চৈবং গতি দ্বিধা ॥

কৌনামো ভে উপজ্জামো ইচ্ছাদেখ নিদগ্গনং ।

সহপ্তেন সমাসসিহি কিং কিং ইচ্ছেব হরতে ॥”

কিং শব্দের উত্তর সংস্কৃতের জ্ঞান চি ( চিং ) ও চন ভিন্ন পালিতে চনং প্রত্যয়ও হইয়া থাকে ; বথ—কোচি ( কচ্চিং ), কেচন, কিকনং ইত্যাদি ।

১। সংস্কৃত প্রয়োগ—

“অপ্রমেরং বলং তুভ্যং ন ঈয়া বলবত্তরঃ ।” রামায়ণ, বাল. ৫৪.১৫ ।

“বজ্জিস্বাপ্পে বর্জতে নাম তুভ্যম্ ।” শ্রীমদ্ভাগবত, ৩.৩৩.৭ ।

এক.

বহু.

দ্বয়

তয়

তুমেসু

মতান্তরে ' দ্বি, এক. ও বহু. তুমেং ; এবং প. এক. দ্বমহা  
পদ হয় ।

ইহা ভিন্ন তু. ২ চ. য. এক, তে ; এবং প্র. দ্বি. তু. চ. য.  
বহু. বো ; ৩ এই পদদ্বয় হয় । ৩

১১৬। অমহ ( অম্মদ ) শব্দ ।

এক.

বহু.

প্র.

অহং

ময়ং

অমেহ

দ্বি.

মং

অমহাকং

মমং

অমেহ .

১। মোগগলানবুত্তি ।

২। দ্রষ্টব্য সংস্কৃত-প্রয়োগ—

“দাতব্যো যদি বাবশ্চং প্রিয়ানৈ তে বরঃ প্রভো ।

কিমর্থং তে প্রতিভাতং রামস্তাস্ত্রিষেচনম্ ॥”

হা নৃশংস ক রামস্তে নীত ইত্যপি চাক্রবন্।” রামায়ণ, অযোধ্যা ।

ইত্যাদি ভুরি প্রয়োগ আছে । দ্রঃ রামা. অরণ্য. ৩.৪২ ।

৩। এই সমস্ত পদ সংস্কৃতের স্থায় বাক্যের পূর্বে প্রযুক্ত হয় না ।

৪। তুমহ ( যুয়ং ) শব্দের এই সন্ধিগুলি সাধারণত দেখা যায়—

ত্বং + ইতি = ত্বন্তি ( ত্বমিতি, স্বামিতি বা ) ।

তং + এব = তৎস্লেব, তং য়েব ( স্বামেব ) ।

তয়া + অজ্জ = তয়জ্জ ( ত্বরাজ ) ।

তে + অহং = ত্যাহং ( তেহং ) ।

তে + অথু = তয়থু ( তেহন্ত ) ।

	বহু.
প্র. দ্বি.	উভো
	উভে
তৃত. প.	উভোহি, উভোভি
	উভেহি, উভেভি
চ. ব.	উভিন্নং
স.	উভোন্সু
	উভেন্সু

## ১২০। তি ( ত্রি ) শব্দ । ১

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	তয়ো	তিস্নো	তীণি ২
তৃত. প.	তীহি	তীহি	তীহি
	তীভি	তীভি	তীভি
চ. ব.	তিগ্নং	তিস্নগ্নং ৩	তিগ্নং
	তিগ্নগ্নং		তিগ্নগ্নং
স.	তীন্সু	তীন্সু	তীন্সু

## ১২১। চতু ( চতুর্ ) শব্দ ।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	চত্বারো	চতস্নো	চত্বারি
	চত্বারো		

১। ইহা ও বক্ষ্যমাণ চতু ( চতুর্ ) প্রভৃতি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত ।

২। তুলনীয় “ষে বা তি বা উদকসুসিতানি ;” এখানে তীণি স্থানে তি হইরাছে ।

৩। ব্যাকরণবিশেষে তিস্নং, তিগ্নগ্নং, পদও দেখা যায় ।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
তৃ. প.	চতুর্হি চতুর্ভি ১	চতুর্হি চতুর্ভি	চতুর্হি চতুর্ভি
চ. ষ.	চতুর্গং	চতুর্গং ২	চতুর্গং
স.	চতুর্সু	চতুর্সু	চতুর্সু

১২২। পঞ্চ (পঞ্চন্) শব্দ।

ত্রিলিঙ্গে সমান রূপ।

প্র. দ্বি.	পঞ্চ
তৃ. প.	পঞ্চহি, পঞ্চভি
চ. প.	পঞ্চগং
স.	পঞ্চসু

১২৩। ছ (ষষ্),<sup>৩</sup> সত্ত (সপ্তন্), অষ্ট (অষ্টন্),<sup>৪</sup> নব (নবন্), দশ (দশন্), একাদশ (একাদশন্), দ্বারস, বা দ্বাদশ, বা বারস (দ্বাদশন্), তেরস, বা তেলস (ত্রয়োদশন্), চতুর্দশ, বা চুতদশ, বা চোদস (চতুর্দশন্), পঞ্চদশ, বা পগ্নরস (পঞ্চদশন্), সোরস, বা সোলস (ষোড়শন্),<sup>৫</sup> সত্তদশ বা

১। তিন লিঙ্গেই বিকল্পে চতুর্ভি পদ দেখা যায়।

২। চতুর্গং পদও হয়, এবং কেহ কেহ বলেন চতুর্গং পদও হইয়া থাকে।

৩। স. বহু. ছসু পদ দেখা যায়; “ছসু, লোকো সমুপগো।”

৪। তুলঃ প. বহু. “ইমেহি অষ্টীহি তমগগপুংগলং।”

৫। ছ-দশ (ষড়-দশ) হইতে সোলস পদ হয় (ক. বৃ. ২.৮.৩১, ৩৩, ৩৬)। অতএব দশ শব্দের দ স্থানে যে ল হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ক. বৃ. ২.৮.৩৬ সূত্রানুসারে দ স্থানে ল হয়, এবং এই ল প্রকৃত স্থলে নিত্যই ল হয়। তেরস, চত্বারীশ শব্দে তাহা বিকল্পে হয়।

সত্তরস (সপ্তদশন্), ও অষ্টাদশ, বা অষ্টারস (অষ্টাদশন্) শব্দের রূপ পঞ্চ শব্দের জায়।

### ১২৪। কতি শব্দ।

কতি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিঙ্গেই ইহার রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	কতি
তৃত্ব.	প.	কতীহি, কতীভি
চ.	ষ.	কতীনং, কতিম্
স.		কতীসু

### ১২৫। একুনবীসতি (একোনবিংশতি) শব্দ

	এক.
প্র.	সংখ্যে.
দ্বি.	একুনবীসতি
	একুনবীসতিং

সোরস শব্দও আছে। কিন্তু আচার্যগণ বলেন—“লো নিচ্চং সোলসেবাসস চত্তারীসে চ তেরসে। অগ্রুথ ন চ হোতায়ং ববথিতবিভাসতো।” ম. সি. ১৬৬ পৃ. ; দ্রষ্টব্য ঐ টীকা, p. 102।

১। বীসতি (বিংশতি) হইতে নবুতি (নবতি) পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সকল সংস্কৃতের জায় একবচনে প্রযুক্ত হয়। বিংশতি প্রভৃতির দ্বিত্ব বা বহুবচন বিবক্ষা হইলে (অর্থাৎ এক বিশ, বহু বিশ প্রভৃতি বুঝাইলে) সংস্কৃতে যে রূপ তাহাদের দ্বিবচন বা বহুবচনেও প্রয়োগ হইয়া থাকে, পালিতেও সেইরূপ বহুবচনে প্রযুক্ত হয়। বীসতি হইতে নবুতি পর্যন্ত সমস্ত শব্দই জীলিঙ্গ। অতএব ইহাদের রূপ জীলিঙ্গ শব্দের জায় হইবে। একুনবীসতি শব্দের রূপ রতি শব্দের জায়।

এক.

তৃ. চ. }

প. ষ. }

স.

একুনবীসতিয়া

একুনবীসতিয়া

একুনবীসতিয়ং

তৃতীয়া প্রভৃতিতে বিকল্পে একুনবীসত্যা পদও হইয়া থাকে।

১২৬। বীসতি ( বিংশতি ), একবীসতি ( একবিংশতি ), দ্বিবীসতি, বা দ্বাবীসতি, বা বাবীসতি ( দ্বাবিংশতি ) ইত্যাদি সমস্ত তি-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ সংখ্যা শব্দের রূপ এই প্রকার।

১২৭। বিংশতি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের স্থানে পালিতে বীসতি, বীসা, ; একবীসতি, একবীসা ; দ্বাবীসতি, দ্বাবীসা ; তিংশতি, তিংশা ; চত্বালীসতি, চত্বালীসা ; ইত্যাদি উভয় রূপই হইয়া থাকে। ইহাদের রূপ যথাক্রমে ইকারান্ত ও আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের হয়। কিন্তু বীসা, একবীসা ইত্যাদি আকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বীসা, একবীসা প্রভৃতি পদের স্থানে সাধারণত বীসং, একবীসং ইত্যাদিই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।<sup>১</sup>

১২৮। সত ( শত ), সহস্র ( সহস্র ), লক্ষ ( লক্ষ ), প্রভৃতি ক্রীবলিঙ্গ শব্দের চিত্ত শব্দের হয়, এবং কোটি, পকোটি ( একোটি ) প্রভৃতি শব্দের রতি শব্দের হয় রূপ হয়।

১। দ্রষ্টব্য—“অস্তে নিগাহীতক”, ক. বু. ২.৮.৩৪। সমাসে বীসা প্রভৃতির আকারের লোপ হয়, যথা—বীসয়োজনানি। অল্পত্রুও এইরূপ।

১২৯। পালিতে বীসতি ( বিংশতি ) হইতে সংখ্যাশব্দ-

গুলি এই—

২০ বীসতি ১	৩৮ অষ্টতিংসতি
২১ একবীসতি	৩৯ একুনচত্তালীসতি
২২ দ্বীবীসতি	৪০ চত্তালীসতি
দ্বাবীসতি	চত্তারীসতি
বাবীসতি	তালীসতি
২৩ তেবীসতি	৪১ একচত্তারীসতি
২৪ চতুবীসতি	একচত্তালীসতি
২৫ পঞ্চবীসতি	৪২ দ্বিচত্তারীসতি
পঞ্চবীসতি	দ্বিচত্তালীসতি
পঞ্চুবীসতি	দ্বাচত্তারীসতি
২৬ ছবীসতি	দ্বাচত্তালীসতি
২৭ সত্তবীসতি	দ্বৈচত্তারীসতি
২৮ অষ্টবীসতি	দ্বৈচত্তালীসতি
২৯ একুনতিংসতি	৪৩ তেচত্তারীসতি
৩০ তিংসতি	তেচত্তালীসতি
৩১ একতিংসতি	তিচত্তারীসতি
৩২ দ্বিত্তিংসতি	তিচত্তালীসতি
বত্তিংসতি	৪৪ চতুচত্তারীসতি
৩৩ তেত্তিংসতি	চতুচত্তালীসতি
৩৪ চতুত্তিংসতি	৪৫ পঞ্চচত্তারীসতি
৩৫ পঞ্চতিংসতি	পঞ্চচত্তালীসতি
৩৬ ছত্তিংসতি	৪৬ ছচত্তারীসতি
৩৭ সত্ততিংসতি	ছচত্তালীসতি

৪৭	সত্তচন্দ্রারীসতি	অষ্টপন্নাসা
	সত্তচন্দ্রাদীসতি	৫৯ একুনসটি
৪৮	অষ্টচন্দ্রারীসতি	৬০ সটি
	অষ্টচন্দ্রালীসতি	৬১ একসটি
৪৯	একুনপন্নাসা	৬২ দ্বিসটি
৫০	পন্নাসা	দ্বেসটি
	পন্নাসা	দ্বাসটি
৫১	একপন্নাসা	৬৩ তিসটি
	একপন্নাসা	তেসটি
৫২	দ্বৈপন্নাসা	৬৪ চতুসটি
	দ্বৈপন্নাসা	৬৫ পঞ্চসটি
	দ্বিপন্নাসা	৬৬ ছসটি
	দ্বিপন্নাসা	৬৭ সত্তসটি
৫৩	তিপন্নাসা	৬৮ অষ্টসটি
	তিপন্নাসা	৬৯ একুনসত্তি ১
৫৪	চতুপন্নাসা	৭০ সত্ততি
	চতুপন্নাসা	৭১ একসত্ততি
৫৫	পঞ্চপন্নাসা	৭২ দ্বৈসত্ততি
	পঞ্চপন্নাসা	দ্বিসত্ততি
৫৬	ছপন্নাসা	দ্বাসত্ততি
	ছপন্নাসা	৭৩ তিসত্ততি
৫৭	সত্তপন্নাসা	তেসত্ততি
	সত্তপন্নাসা	৭৪ চতুসত্ততি
৫৮	অষ্টপন্নাসা	৭৫ পঞ্চসত্ততি

১। বিকল্পে অন্তর্হিত তি স্থানে রি হয় ; যেমন—একুনসত্ততি, একুন-  
সত্তরি ; সত্ততি, সত্তরি ; একসত্ততি, একসত্তরি ; ইত্যাদি ।

৭৬	হসত্ততি	৮৮	অট্টাসীতি
৭৭	সত্তসত্ততি	৮৯	একুননবতি
৭৮	অট্টসত্ততি	৯০	নবুতি
৭৯	একুন-অসীতি	৯১	একনবুতি
৮০	অসীতি	৯২	দ্বিনবুতি
৮১	একাসীতি		দ্বানবুতি
৮২	দ্বিয়াসীতি	৯৩	তিনবুতি
	দে-অসীতি		তেনবুতি
	দ্বাসীতি	৯৪	চতুনবুতি
৮৩	তে-অসীতি	৯৫	পঞ্চনবুতি
	তিয়াসীতি	৯৬	ছন্নবুতি
৮৪	চতুরাসীতি	৯৭	সত্তনবুতি
	চুল্লাসীতি	৯৮	অট্টনবুতি
৮৫	পঞ্চাসীতি	৯৯	একুনসতং
৮৬	ছাসীতি	১০০	সতং
৮৭	সত্তাসীতি		

---

১৩০	সতং	( একের	পর	২	শূন্য )
	সহস্রং	"	"	৩	"
	নহতং	"	"	৪	"
	লঙ্কাং	}	"	৫	"
	সতসহস্রং				
	কোটি	"	"	৭	"
	পকোটি	"	"	১৪	"
	কোটিপ্লকোটি	"	"	২১	"
	নহতং	"	"	২৮	"

নিম্নতম ( একের	পর	৩৫	শূন্য)
অস্কাহিণী	”	৪২	”
বিন্দু	”	৪৯	”
অক্ষুদং	”	৫৬	”
নিরক্ষুদং	”	৬৩	”
অহহং	”	৭০	”
অববং	”	৭৭	”
অটটং	”	৮৪	”
সোগন্ধিকং	”	৯১	”
উপ্পলং	”	৯৮	”
কুমুদং	”	১০৫	”
পুণ্ডরীকং	”	১১২	”
পদ্মং	”	১১৯	”
কথানং	”	১২৬	”
মহাকথানং	”	১৩৩	”
অসংখ্যেয়ং	”	১৪০	”

১। ইহা এক মতে। ইঁহারা বলেন—শত হইতে লক্ষ পর্য্যন্ত ক্রমশ দশ-দশ গুণ বাড়াইতে হইবে, এবং কোটি হইতে অসংখ্যের পর্য্যন্ত ক্রমশ শতলক্ষগুণ (১,০০,০০,০০০) বাড়াইতে হইবে। যথা—“এতাস্থ সংখ্যাস্থ কমেণ সত্যাদিলক্ষপরিষত্তং দসহি গুণিতং ভবতি। কোট্যাদিকং অসংখ্যেয়-পরিষত্তং সতলক্ষ্ণেহি সতলক্ষ্ণেহি গুণিতং ভবতি।” উক্ত ইহা থাকে—

“দসাদি বাব কোট্যস্তা স্ত্রেণ্ণেককং চ বদ্ধয়ে।

অবসেসেস্থ সৰ্ব্বথ সত্ত সত্তেব বদ্ধয়ে ॥

সত্তস্ত্রগ্ণা ভবে কোটি উত্তরি সত্ত থো গুণে।

চতালীসসত্তং স্ত্রগ্ণা অসংখ্যেয়স্তি বুদ্ধতি ॥”

আবার কোনো কোনো আচার্য্য বলেন, শত হইতে অসংখ্যের পর্য্যন্ত সৰ্ব্বত্রই ক্রমশ দশ-দশ গুণ করিতে হইবে। ইহা কাত্যায়নের অভিমত—

## ১৩১। পূরণবাচী শব্দ।

পঠমো, পঠমা, পঠমং ; ছতিয়ো, ছতিয়া, ছতিয়ং , ততিয়ো,  
ততিয়া, ততিয়ং ; চতুথো, চতুথী-চতুথা, ১ চতুথং ( তুরোয়ো,  
তুরীয়া, তুরীয়ং ) ; পঞ্চমো, পঞ্চমী-পঞ্চমা, পঞ্চমং ; ছট্টো,  
ছট্টী-ছট্টা, ছট্টং ; ছট্টমো, ছট্টমী-ছট্টমা, ছট্টমং ; সত্তমো,  
সত্তমী-সত্তমা, সত্তমং ; অট্টমো, অট্টমী-অট্টমা, অট্টমং ;  
নবমো, নবমী, নবমা, নবমং ; দশমো, দশমী-দশমা, দশমং ;  
একাদসমো, একাদসী, ২ একাদসমং ; বারসমো-দ্বাদসমো,  
দ্বাদসী, বারসমং-দ্বাদসমং ; তেরসমো, তেরসী, তেরসমং ;  
চতুদসমো, চতুদসী-চাতুদসী, চতুদসমং ; পঞ্চদসমো-

“যাব তহুত্তরি দসগুণিতং চ,” ক. বু. ২.৮.৫১। দ্রষ্টব্য—“পঙ্ক্ত্যাঃ শত-  
সহস্রাদি ক্রমান্ দশগুণোত্তরম্।” “একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।  
লক্ষং চ নিযুতং চৈব কোটিরবুদমেব চ ॥ বৃন্দঃ খর্বো নিখর্বঞ্চ শত্ৰুপদ্মৌ  
চ সাগরঃ। অন্তঃ মধ্যং পরাধ্বঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্ ॥” অক্সোহিণী ইহিতে  
গণনার সংখ্যাশব্দের পৌরুষীপর্য্যো মতভেদ আছে ; কেহ কেহ বলেন,—  
অক্সোহিণী, বিন্দু, অববুদং, নিরববুদং, অববং, অটটং, অহহং, কুমুদং,  
সোগন্ধিকং, উল্ললং, পুণ্ডরীকং, পৈত্ৰমং, কথানং, মহাকথানং, অসংখ্যোয়াম্।  
কেহ কেহ আবার গণনা করেন—সতং, সহসং, অযুতং, লক্ষং, পযুতং,  
কোটি, অববুদং, পত্ৰমং, খর্বো, মহাখর্বো, মহাপত্ৰমং, সংকু, সমুদ্রো,  
অনন্তং, মজ্জাং, পরকং, অমতং, সংখ্যং, অসংখ্যোয়ং। শেষোক্ত-প্রকার  
গণনা সংস্কৃতসাহিত্যে প্রসিদ্ধ। আবার—“সতং সহসং অযুতং পযুতং  
নিযুতং তথা। কোটিরববুদমিচ্ছেবং কমা দশগুণোত্তরম্ ॥”

১। “নদাদিতো বা ঈতি ঈপ্লচ্চয়ো” ইথিষমতো আপচ্চয়োতি  
আপচ্চয়ে পঞ্চমা”। ম. সি. ১৮৩ স্থ. ৩৯০ স্থ.।

২। এক প্রভৃতি শব্দের পর দশ শব্দ থাকিলে পূরণার্থে ক্রীলিঙ্গে ঈ  
প্রত্যয় হয়—“একাদিতো দসসী,” ক. বু. ২.৮.৩৩ ; ম. সি. ১৫৬ পৃ. ৩৮৬  
স্থ.। এতদন্তসারে একাদসমা বা একাদসমী প্রভৃতি পদ ইহিবে না।

পঞ্চরসমো<sup>১</sup> ; সোলসমো, সোলসী, সোলসমং ; সত্তরসমো-  
সত্তদসমো, সত্তদসী-সত্তরসী, সত্তদসমং-সত্তরসমং ; অষ্টাদসমো-  
অষ্টারসমো, অষ্টাদসী-অষ্টারসী, অষ্টাদসমং-অষ্টারসমং ;  
একুনবীসতিমো, একুনবীসতিমী-অকুনবীসতিমা, একুনবীসতিমং ।  
অতঃপর সংখ্যাবাচক তত্ত্ব শব্দের উত্তর য যোগ করিলেই  
তৎসমুদয় পূরণবাচক হইবে, যথা—বীসতিমো, একবীসতিমী,  
ইত্যাদি ।<sup>২</sup>

১৩২। অর্ধদ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের অর্থে  
পালিতে এই কয়টি শব্দ প্রযুক্ত হয়—

অর্ধদ্বিতীয়ঃ = দিবড্রো, দিয়ড্রো, ( দেড় ) ।

অর্ধতৃতীয়ঃ = অড্রতিয্যো, অড্রতেয্যো, ( আড়াই ) ।

অর্ধচতুর্থঃ = অড্রুড্রো, ( সাড়ে তিন ) ।

১। কিন্তু “অঙ্কুপোসথো পঞ্চরসো ;” এখানে পূরণার্থে পঞ্চরসো  
হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার বলেন (p. 102) ইহা নিপাতনে  
সিদ্ধ ।

২। “সংখ্যাপূরণে মো”—ক. বু. ২. ৮. ৩০। C. D. বলেন (p.  
114, §§ 274-275) পঞ্চ প্রভৃতি শব্দের পূরণবাচক পদ এই কয়টিও হয়—  
পঞ্চথ, ছম ও হথ। কিন্তু ইহা কাত্যায়ন বা মহারূপসিদ্ধিতে হুচিতও হয়  
নাই। “চতুচ্ছেহি থঠা”—ক. বু. ২. ৮. ৪১ ; ম. সি. ১৬৪ পৃ. ৩৯১ স্থ. ।

## আখ্যাতকম্প

১। পালিতে আত্মনেপদ (অন্তনোপদং) ও পরস্মৈপদ (পরস্পপদং) উভয়ই আছে; কিন্তু আত্মনেপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প।

২। পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে প্রায়ই পরস্মৈপদে ও পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে কখন কখন আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, সংস্কৃত √মৃ, মরতি; √বুধ্, বুজ্জতি; √মন্, মঞ্জতি; ভূ, ভবতে; ইত্যাদি।

৩। কর্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও কর্মকর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম; কিন্তু বস্তুত পালিতে ইহা বৈকল্পিক। যথা— √পচ্, পচ্চতে ওদনো দেবদন্তেন, পচ্চতি বা; পচ্চতে ওদনো সয়মেব, পচ্চতি বা; এইরূপ √লভ্, লভতে, লভতি; √মন্, মঞ্জতে, মঞ্জতি; ইত্যাদি।

৪। পালিতে ভাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, ক্র্যাদি, তনাদি ও চুরাদি, এই সপ্ত গণে ধাতুসমূহ বিভক্ত হইয়াছে।<sup>১</sup> অদাদি, জুহোত্যাদি ও তুদাদি ধাতুসমূহকে ভাদিগণেরই অস্ত্যনিবিষ্ট করা হইয়াছে, <sup>২</sup> যদিও ইহাদের রূপ বিভিন্ন দৃষ্ট হয়।

১। “ভূবাদি চ রুধাদী চ দিবাদি স্বাদয়োগা গণা।

কিয়াদী চ তনাদী চ চুরাদী চিধ সত্ত্বা ॥” ম. সি. ২১৪ পৃ.।

ধাতুমঞ্জুষাতেও ( ১১ পৃ. ) এই কবিতাটি ধৃত হইয়াছে, কিন্তু জুহোত্যাদি নামেও এখানে ধাতু উল্লিখিত হইয়াছে। মহারূপসিক্কার জুহোত্যাদি গণ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াও ভাদিগণের অবান্তররূপে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

২। অবুদ্ধিকা তুদাদী চ ভূবাদি চ তথা পরো।

জুহোত্যাদি চতুর্জ্বেং ঞ্জেষ্যো ভূবাদয়োগ ইধ ॥”

ম. সি. ২০৩ পৃ.।

৫। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা সংস্কৃতের দ্বাদশ গণেই ধাতুসমূহকে বিভক্ত করিব।

৬। পালিতে প্রযুক্ত ধাতুরূপগুলির সাধারণত সংস্কৃতানুসারে, কেবল স্বর বা ব্যঞ্জননের ন্যূনাধিক পরিবর্তন দেখা যায়। স্থূলত সংস্কৃত পদের সাদৃশ্য দেখিয়া পালিতে ধাতুরূপ ঠিক করা অধিক কঠিন নহে।

৭। সংস্কৃতে কালাদি-অনুসারে ধাতুগণ দশ প্রকারে প্রযুক্ত হয়, যথা—লট্, বিধিলিঙ্, লোট্, লঙ্, লিট্, আশীলিঙ্, লূট্, ল্‌ট্, ল্‌ঙ্ ও ল্‌উ্। পালিতে অশীলিঙ্ ও লূটের ব্যবহার নাই। অতএব পালিতে ধাতুসমূহ আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১ বর্তমানা ( বর্তমানা )	=	লট্
২ সত্তমৌ ( সপ্তমৌ )	=	বিধিলিঙ্
৩ পঞ্চমী	=	লোট্
৪ হীয়ত্তনী ( হস্তনী )	=	লঙ্
৫ পরোক্ষা ( পরোক্ষা )	=	লিট্
৬ ভবিষ্যন্তী ( ভবিষ্যন্তী )	=	লূট্
৭ কালান্তিপত্তি	=	ল্‌ঙ্
৮ অজ্ঞতনী ( অজ্ঞতনী )	=	ল্‌উ্

৮। পালিতে পরোক্ষা বা লিট্ লকারের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প।

৯। লঙ্ ও লুঙ্ এই উভয় লকারের মধ্যে বস্তুত প্রভেদ থাকিলেও অর্ধাচীন সংস্কৃতের দ্বাদশ পালিতেও তাহাদিগের ভেদ দেখা যায় না, অবিশেষে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতেই তাহাদের প্রয়োগ হয়।

১০। গুণং হইলে ই ঙ্গ স্থানে এ, উ উ স্থানে ও ; এবং

বুঝি হইলে তাহাদিগের স্থানে যথাক্রমে ঐ ঔ, এবং অকার স্থানে আকার হয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতের এই গুণ-বুঝি অবলম্বন করিয়া পালিতে ধাতুরূপ করিতে পারা যায়।

বস্তুমানা ( বর্তমানা )

লট্

১১। লটের বিভক্তি যথা—

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	তি	অস্তি	তে	অন্তে. ( রে )
ম.	সি	থ	সে	কে
উ.	মি	ম	এ	মে

( ক ) ভাদি

১২। ভাদি ও তুদাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর অকার আগম হয়, এবং ভাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্য স্বর ও উপাস্ত লঘু স্বরের গুণ হয়।

১৩। বিভক্তির ব ও ম পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অকার আকার হয়।

১৪। বিভক্তির অ বা এ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অকারের লোপ হয়।

১৩। √হ্

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবতি	ভবন্তি	ভবতে	ভবন্তে
ম.	ভবসি	ভবথ	ভবসে	ভবকে
উ.	ভবামি	ভবাম	ভবে	ভবমেহ ১

১। তুল.—\*ভবানাগমনে সকে ময়ং ভবীতবারহে।

১৪। √ত্ব স্থানে বিকল্পে হ্র আদেশ হয়। তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
প্রথ.	হোতি	হোন্তি
ম.	হোসি	হোধ
উ.	হোমি	হোম

১৫। √পচ, √যজ, √বহ, √ধম ( ঋ ) প্রভৃতির রূপ এই প্রকার ; যথা—পচতি, পচন্তি ; ইত্যাদি।

১৬। √ঠা ( স্থা )

√ঠা স্থানে বিকল্পে তিষ্ঠ আদেশ হয় ; তখন তাহার রূপ এই প্রকার—তিষ্ঠতি, তিষ্ঠন্তি ; তিষ্ঠসি ইত্যাদি। অপর পক্ষে—

	এক.	বহু.
প্রথ.	ঠাতি	ঠন্তি
ম.	ঠাসি	ঠাধ
উ.	ঠামি	ঠাম

১৭। জুহোত্যাদিগণীয় কয়েকটি ধাতু ভিন্ন সমস্ত আকারান্ত ধাতুরই এই দ্বিতীয় প্রকারোক্ত রূপের ঞায় রূপ হইয়া থাকে।<sup>১</sup>

১৮। কখন কখন ( প্রায়ই সম্, উৎ, প্রতি, উ, নি উপসর্গ পূর্বে থাকিলে ) √ঠা স্থানে ঠহ আদেশ হয়, যথা—সঠহতি, সঠহন্তি ; উঠহতি, উঠহন্তি ; ইত্যাদি। সঠাতি, নিঠাতি, ইত্যাদি পদও হয়।<sup>২</sup>

১। √গা ( গে ) ধাতুর গায়তি, গায়ন্তি ; ইত্যাদিও হয়। এইরূপ √ঝা ( ঝৈ ) হইতে ঝায়তি, ঝায়ন্তি ; ইত্যাদি।

২। কেহ বলেন—পতি ( প্রতি ) ও উ ( উৎ ) পূর্বক ঠা ধাতুর যথাক্রমে এষ্ট পদও হয়—পতিষ্ঠতি, উঠিষ্ঠতি।—C. D.

১২। কখন কখন ( প্রায় অধি ও উৎ উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে ) ঠা ধাতুর আকার স্থানে একার হয় ; যথা—অতিষ্ঠেতি, অধিষ্ঠেস্তি ; উঠেতি, উঠেস্তি ; ইত্যাদি ।

২০। √পা

পা ধাতু স্থানে বিকল্পে পিব আদেশ হয় ; যথা—পিবতি, পিবন্তি ; ইত্যাদি । অন্তপক্ষে—পাতি, পন্তি ; ইত্যাদি । পিব এর ব বিকল্পে ব হয় ।

২১। √দিস ( দৃশ্ )

দিস স্থানে বিকল্পে পঙ্গ, দিস্, ও দঙ্ঘ আদেশ হয় ; যথা—পঙ্গতি, পঙ্গন্তি ; দিস্তি, দিস্তন্তি ; দঙ্ঘতি, দঙ্ঘন্তি ; ইত্যাদি ।

২২। √গম

গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গচ্ছ ও ঘম্ম আদেশ হয় ; যথা—গচ্ছতি, গচ্ছন্তি ; ঘম্মতি, ঘম্মন্তি ; গমেতি, গমেন্তি ; ইত্যাদি ।

১। যে সমস্ত পাতুর উপাস্ত স্বর গুরু, তাহাদের পরস্থিত লটের প্রথম পুরুষের বহুবচনে অস্তি ও অস্তে স্থানে ( অর্থাৎ উভয় পদেই ) বিকল্পে ( অগবা কণন কণন ) রে আদেশ হয় ; “গুরুপুরুষসরতো পরঃ পঠমপুৰিস-বহুবচনস রে বা হোতি”—ম. সি. ১৭৬ পৃ. ৪২৬ সূ. ; ১৭৮ পৃ. ৪৩১ সূ. । এতদনুসারে গচ্ছন্তি, গচ্ছন্তে স্থানে বিকল্পে গচ্ছরে পদ হইবে । এখানে গম স্থানে গচ্ছ আদেশ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা গিয়াছে । তুল :—“শেরেহস্ত সর্বে পাণ্যানঃ”—ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ৩৭ ৩ ।

২। “লোপক্ষেত্ৰমকারো” ( ক. বু. ৩. ৪. ২১ ; ম. সি. ১২৩ পৃ. ৪৭২ সূ. ) এই অনুসারে ভাদিগণীয় ধাতুর উত্তরস্থিত ( বিকরণ ) অকারের বিকল্পে লোপ হয়, ও তাহার স্থানে একার হইয়া থাকে । এই নিয়মানুসারে ভূ ধাতুর ভবেতি, ভবেন্তি ইত্যাদি পদও হইতে পারে । F. F. গমতি, গমন্তি প্রভৃতি পদও দিয়াছেন ।

## ২৩। √বদ

বদ ধাতুস্থানে বিকল্পে বজ্জ আদেশ হয় ; রূপ যথা—  
বজ্জতি, বজ্জন্তি ; বজ্জেতি, বজ্জেন্তি ; বদতি, বদন্তি ; বদেতি,  
বদেন্তি ; ইত্যাদি।

## ২৪। √যম

যম ধাতুস্থানে বিকল্পে যচ্চ আদেশ হয় ; যথা—যচ্চতি,  
যচ্চন্তি ; যমতি, যমন্তি ; ইত্যাদি।

## ২৫। √সদ

সদ ধাতুস্থানে সীদ আদেশ হয় ; যথা—সীদতি, সীদন্তি ;  
ইত্যাদি।

## ২৬। √জি

ইহার রূপ যথা—জয়তি, জয়ন্তি ; ইত্যাদি। আবার  
জেতি, জেন্তি ; জেসি, জেথ ; জেমি, জেম।<sup>১</sup> জি ধাতু  
পালিতে ক্র্যাদিগণীয়রূপেও প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার রূপ এই  
প্রকার—<sup>২</sup>

	এক.	বহু.
প্রথ.	জিনাতি	জিনন্তি
ম.	জিনাসি	জিনাথ
উ,	জিনামি	জিনাম

১। অব = এ ; ১.১৫৭।

২। জ্র : -৪.১৭৭ সংস্কৃতির ত্রায় পালিতেও কোন কোন ধাতু  
একাধিক গণে পঠিত হয়, ও তদনুসারে তাহাদের রূপ হইয়া থাকে। যথা  
√বিদ ভাদি, কৃধাদি, দিবাদি, ও চুবাদি গণের মধ্যে পালিতে পঠিত হয়,  
এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে বেদতি, বিন্ধতি, বিজ্জতি, ও বেদেতি বা  
বেদয়তি হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে গণভেদে অর্থভেদও হইয়া থাকে।

২৭। √নী, নয়তি, নয়ন্তি ; নেতি, নেন্তি ; ইত্যাদি।

২৮। সর ( স্ ), সরতি, সরন্তি ; ইত্যাদি।

অপরগণের অন্তর্গত হইলেও অধিকাংশ সংস্কৃত স্বাকারান্ত্র ধাতুর রূপ বিকল্পে এই প্রকার হইয়া থাকে।

২৯। সংস্কৃতে লট্, বিধিলিঙ্, লোট্ ও লঙ্ এই চারি লকারেই গম্ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে গচ্ছ্ প্রভৃতি আদেশ হয়, কিন্তু পালিতে সমস্ত লকারেই এবং কখন কখন কুৎপ্রত্যয়েও ঐ সমস্ত আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিকরণ ( অর্থাৎ ভাদিগণের উত্তর অ, দিবাдиগণের উত্তর য, ইত্যাদি ) সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

( খ ) অদাদি ১

৩০। √ ই ২

এক.	বহু.
প্র. এতি	এন্তি, যন্তি
ম. এসি	এথ
উ. এমি	এম ৩

৩১। √যা, যাতি, যন্তি ; ইত্যাদি। √বা, √ভা, √পা প্রভৃতির রূপ এই প্রকার।

১। পালিব্যাকরণমতে এই সমস্ত ধাতু ভাদিগণেরই অন্তর্গত।

২। পালিব্যাকরণে ই ধাতু একটিমাত্র, এবং গতি ও অধ্যয়ন উভয় অর্থেই তাহা প্রযুক্ত হয়।

৩। কচিং অরতি, ও সমুদরন্তি পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভাদি-গণীয় √অর ( গতিংহি, ধা. ম. ১৩ ) হইতে নিম্পন্ন হইতে পারে।

৩২। √ব্

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্র.	ব্‌তি, ব্‌বীতি	ব্‌বন্তি
ম.	ব্‌সি	ব্‌থ
উ.	ব্‌মি	ব্‌ম

পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক ও বহুবচনে যথাক্রমে √ব্‌  
ধাতুর আহ ও আছ এই দুই পদও হয়। ১

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্র.	ব্‌তে	ব্‌বন্তে
ম.	ব্‌সে	ব্‌বেহ ২
উ.	ব্‌বে	ব্‌মেহ

৩৩। √সী (শী), সেতি, সেন্তি ; সেতে, সেন্তে ; ইত্যাদি  
পক্ষে সয়তি, সয়ন্তি ; ইত্যাদি।

৩৪। √অস 'থাকা'।

	এক.	বহু.
প্র.	অথি	সন্তি
ম.	অসি, অহি	অথ
উ.	অস্মি, অমহ	অস্ম, অমহ ৩

১। ম. সি. ২০০ পৃ. ৬৬৬ স্থ.। দ্রষ্টব্য—১.১১২২।

২। মহাকল্পসিদ্ধিতে ক্রমে পদ আছে।

৩। “ন পি তে ভতকম্হসে” এখানে উ. বহু  
পদ পাওয়া যায়।

## ৩৫। √আস

	এক.	বহু.
প্র.	অচ্ছতি	অচ্ছন্তি
ম.	অচ্ছসি	অচ্ছথ
উ.	অচ্ছামি	অচ্ছাম

উপ উপসর্গপূর্বক আস ধাতুর রূপ এই প্রকার—উপাসতি, উপাসন্তি ; ইত্যাদি ।

## ৩৬। √হন

	এক.	বহু.
প্র.	হনতি, হন্তি	হনন্তি
ম.	হনসি ১	হনথ
উ.	হনামি	হনাম

হন ধাতু স্থানে বিকল্পে সর্বত্র বধ আদেশ হয় ; তখন তাহার রূপ—বধতি, বধন্তি, ইত্যাদি ।

৩৭। √বচ, বচতি, বচন্তি, ইত্যাদি । ২

৩৮। √দুহ, দুহতি, দুহন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে দোহতি, দোহন্তি ; ইত্যাদি ।

৩৯। √লিহ, লিহতি, লিহন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে লেহতি, লেহন্তি ; ইত্যাদি ।

৪০। √রুদ, রুদতি, রুদন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে রোদতি, রোদন্তি ; ইত্যাদি ।

১। কিস্ত “মন্তো ছাতং হনাসি।”

২। কখন কখন প্রথম পুরুষের একবচনে বন্তি (বন্তি) পদও দেখা যায়। তি বিভক্তি পরে থাকিলে কখন কখন পূর্বস্থিত অপ্রত্যয়ের লোপ হয় ; “তিমিহ কচি অগ্নচ্ছয়ো লোপো”—ম. সি. ২০০ পৃ. ১৬৬ স্ত. ।

৪১। √বিদ, বিদতি, বিদন্তি ; ইত্যাদি

( গ ) তুদাদি

৪২। √পুচ্ছ ( প্রাচ্ছ ), পুচ্ছতি, পুচ্ছন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৩। √ইস ( ইষ্ )

ইস ধাতু স্থানে বিকল্পে ইচ্ছ আদেশ হয়, যথা—ইচ্ছতি, ইচ্ছন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে এসতি, এসন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৪। √গির-গিল ( গৃ ), গিরতি, গিরন্তি ; ইত্যাদি ।  
গিলতি, গিলন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৫। √মর ( য় )

মর ধাতু স্থানে বিকল্পে মিষ্য ও মীয় আদেশ হয় ।  
যথা—মিষ্যতি, মিষ্যন্তি ; মীয়তি, মীয়ন্তি ; মরতি, মরন্তি ;  
ইত্যাদি (৪.৫৬৩) ।

৪৬। √সিচ, সিঞ্চতি, সিঞ্চন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৭। √লিপ, লিপ্তি, লিপ্তন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৮। √মুচ, মুঞ্চতি, মুঞ্চন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৯। √বিদ, বিন্ধতি, বিন্ধন্তি ; ইত্যাদি ।

৫০। √ফুস ( স্পৃশ ), ফুসতি, ফুসন্তি ; ইত্যাদি ।

( ঘ ) দিবাবি

৫১। দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর য প্রত্যয় হয়

৫২। √দিব, দিবতি, দিবন্তি ; ইত্যাদি । ১

১। কেহ কেহ বলেন

২। ব্য=বব ; ১. § ২৬

- ৫৩। √সিব, সিবতি, সিবন্তি ; ইত্যাদি ।  
 ৫৪। √যুধ, যুজ্জতি, যুজ্জন্তি ; ইত্যাদি । ১  
 ৫৫। √বুধ, বুজ্জতি, বুজ্জন্তি ; ইত্যাদি । ২ √কুধ  
 ( কুধ্ ) ও √বিধ ( ব্যধ্ ) এইরূপ ।  
 ৫৬। √পদ, পজ্জতি, পজ্জন্তি ; ইত্যাদি । ৩  
 ৫৭। √নহ, নহতি, নহন্তি ; ইত্যাদি । ৪  
 ৫৮। √তুস ( তুস্ ), তুসতি, তুসন্তি ; ইত্যাদি । ৫  
 ৫৯। √মন, মণ্ণতি, মণ্ণন্তি ; ইত্যাদি । ৬  
 ৬০। √সম ( শম্ ), সমতি, সমন্তি ; ইত্যাদি । ৭  
 ৬১। √জন ধাতু স্থানে জা আদেশ হয় ; যথা—  
 জায়তে, জায়ন্তে ইত্যাদি ।  
 ৬২। √দা, দীয়তি, দীয়ন্তি ; ইত্যাদি । ৮  
 ৬৩। √জর ( জ্ ), ১ ইহার রূপ এই প্রকার—জীযতি,  
 জীযন্তি ; ২ জীয়তি, জীয়ন্তি ; জীরতি, জীরন্তি ; আবার  
 জরতি, জরন্তি ; ইত্যাদিও হয় ( দ্রঃ ৪.১৪৫ ) ।

১। ধ্য=জ্ঞা ; ১. ১২৩।

২। ধ্য=জ্ঞা ; ১. ১২৩।

৩। ঞ্=জ্জ ; ১. ১২২।

৪। হ্য=হ্ ; ১. ১২৭।

৫। স্য=স, ম্য=ম ; ১. ১২৬।

৬। ত্=ঞ ; ১. ১২৮।

৭। মহারূপসিক্রিতে এই দা ধাতু ( দানার্থক ) দিবাদিগণেও পঠিত হইয়াছে। ম. সি. ২০৫ পৃ. ৪৯৭ স্থ.। জুহোত্যাदि গণে √দা দ্রষ্টব্য। ধাতুমঞ্জরায় দানার্থক √দা ভাদি, দিবাদি ও জুহোত্যাदि গণে পঠিত হইয়াছে।

৮। পালিব্যাকরণমতে ইহা ভাদিগণীয়।

৯। কেহ কেহ বলেন জিয্যতি জিয্যন্তি। ইহাও স্বাভাবিক।

## ( ৬ ) রুধাদি ।

৬৪ । রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয়, ধাতুস্থিত পূর্বস্বরের পর নিগ্গহীত বা অনুস্বার আগম হয়, এবং ঐ অনুস্বার স্থানে পরবর্তী বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয় ।

৬৫ । √রুধ

পরস্মৈপদে রুন্ধতি, রুন্ধন্তি ; ইত্যাди । আত্মনেপদে রুন্ধতে, রুন্ধন্তে ; ইত্যাди ।

৬৬ । রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর পূর্বকথিত অ প্রত্যয় স্থলে বিকল্পে ই, ঈ, এ, কিংবা ও হইয়া থাকে । অতএব রুধ ধাতুর পূর্বোক্ত ভিন্ন এই সকল রূপও হইয়া থাকে—

রুন্ধতি	রুন্ধন্তি
রুন্ধীতি	রুন্ধন্তি
রুন্ধেতি	রুন্ধন্তি
রুন্ধোতি	রুন্ধন্তি

৬৭ । √ভিদ, ভিন্ধতি, ভিন্ধতি, ভিন্ধীতি, ভিন্ধেতি, ভিন্ধোতি, ইত্যাди ।

৬৮ । √ছিদ, ছিন্ধতি, ছিন্ধতি, ছিন্ধীতি, ছিন্ধেতি, ছিন্ধোতি, ইত্যাди ।

৬৯ । √ভুজ, ভুঞ্জতি, ভুঞ্জতি, ভুঞ্জীতি, ভুঞ্জেতি, ভুঞ্জোতি, ইত্যাди ।

৭০ । √যুজ, যুঞ্জতি, যুঞ্জতি, যুঞ্জীতি, যুঞ্জেতি, যুঞ্জোতি, ইত্যাди ।

## ( ৮ ) স্বাদি

৭১ । স্বাদিগণীয় ধাতুর উত্তর (ধাতুবিশেষে) ণ, ণা, ও ঊণা প্রত্যয় হয় । ঊণ হইলে ণু স্থানে ণো হয় ।

৭২। √সু ( স্ফ )

( ক )

	এক.	বহু.
প্র.	সুণোতি	সুণোন্তি
ম.	সুণোসি	সুণোথ
উ.	সুণোমি	সুণোম

( খ )

প্র.	সুণাতি	সুণন্তি
ম.	সুণাসি	সুণাথ
উ.	সুণামি	সুণাম

৭৩। √হি, প্রায়ই প (প্র) পূর্বক, পহিণোতি-পহিণাতি, পহিণন্তি ; ইত্যাদি।

৭৪। √বু (ব), বুণোতি-বুণাতি, বুণন্তি ; ইত্যাদি। বুণোতি পদও হয়। ১' √মি ( প্রেক্ষণ ), ২ মিনোতি-মিনাতি, মিনন্তি ; ইত্যাদি। ২

১। বু ( ব ) ধাতু ভূদিগণেও আছে, এবং তাহা হইতে এই সকল পদ হয়—বিবরতি, সংবরতি, পাপুরতি, পারুপতি, অবপুরতি, অবাপুরিষতি ( তুল. অবাপুরণ )।

২। মহারূপসিদ্ধিতে ( ২০৬ পৃ. ৪৯৮ স্ফ. ) “মি পেজ্জণে” রহিয়াছে। ধাতুমঞ্জরায় “মি হিংসনে” ও “মী পমাণে” লিখিত হইয়াছে (১২১); কিন্তু উভয়ই ক্র্যাদিগণীয়। দ্র :—৪.১১৭, ৮৪।

৩। এস্থলে গ্কার নকার হইয়াছে। অত্রাণ স্থানে গকারের জ্ঞাত সংস্কৃত রূপ চিস্তনীয়।

৭৫। প + √অপ (প্র + √আপ্)

এক.

বহু.

প্র.

পাপুণাতি

পাপুণস্তি

ম.

পাপুণাসি

পাপুণাথ

উ.

পাপুণামি

পাপুণাম

বিকল্পে পাপুণোতি, পপ্পোতি ; ইত্যাদি ।

৭৬। √সক (শক্)

সকুণাতি, সকুণস্তি ; ইত্যাদি । বিকল্পে সকোতি, সকোস্তি ;  
ইত্যাদি ।

( ছ ) ক্র্যাদি

৭৭। ক্র্যাদিগণীয় ধাতুর উত্তর না প্রত্যয় হয়, <sup>২</sup> ও  
পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয় ।

৭৮। √কী (ক্রৌ)

এক.

বহু.

প্রথ.

কিণাতি

কিণস্তি

ম.

কিণাসি

কিণাথ

উ.

কিণামি

কিণাম

৭৯। √ধু, ধুনাতি, ধুনস্তি ; ইত্যাদি ।

৮০। √লু, লুনাতি, লুনস্তি ; ইত্যাদি ।

১। কোন কোন স্থানে সকৃতি ও সকৃতি পদও দৃষ্ট হয় । আবার  
কখন কখন সকৃনাতি (দন্ত্য ন) পঠিত হয় । এইরূপ √চি চটতে  
চিনোতি, চিনাতি ইত্যাদি ।

২। স্থলবিশেষে এই না স্থানে গা হয় ।

৮১। √ঞ (জ্ঞা), ধাতু স্থানে জা আদেশ হয় ;  
যথা—জানাতি, জানন্তি ; ইত্যাদি ।

৮২-৮৩। √গহ (গ্রহ), গণ্হাতি, গণ্হন্তি ; গণ্হতি,  
গণ্হন্তি ; ইত্যাদি । আবার ঘেগ্হতি, ঘেগ্হন্তি ; ইত্যাদি ।

৮৪। √মা (মান), মা ধাতুর আকার স্থানে ইকার  
হইয়া যায় ; যথা—মিনাতি, মিনন্তি ; ইত্যাদি ।

### ( জ ) তনাদি

৮৫। তনাদিগণীয় ধাতুর উত্তর উ ( গুণ করিলে ও  
প্রত্যয় হয় । ১

৮৬। √তন

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্র.	তনোতি	তনোন্তি
ম.	তনোসি	তনোথ
উ.	তনোমি	তনোম

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্র.	তন্মুতে	তন্মুন্তে
ম.	তন্মুসে	তন্মুকে
উ.	তন্মে	তন্মুমে

১। পালিব্যাकरणমতে ও-প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে উকার করা  
হয় ।

৮৭। √কর ( ক )

পরস্মৈপদ

	এক,	বহু.
প্র.	করোতি	করোন্তি. কুৰন্তি
ম.	করোসি	করোথ
উ.	করোমি ১	করোম

আত্মনেপদ

প্র.	কুরুতে	কুরুন্তে
ম.	কুরুসে	কুরুবেহ
উ.	কুরুষে	কুরুম্হে

কর ( ক ) ধাতুর উত্তর বিকল্পে যির প্রত্যয় হয়. এবং তাহা হইলে রকারের লোপ হইয়া থাকে ; যথা—কয়িরতি, কয়িরন্তি ; কয়িরসি, কয়িরথ ; ইত্যাদি । ২

( ঝ ) জুহোত্যাди

৮৭। √হু

	এক.	বহু.
প্রথ.	জুহোতি	জুহোন্তি
ম.	জুহোসি	জুহোথ
উ	জুহোমি	জুহোম

১। কখন কখন কুন্সি দেখা যায় ; তুল. “অঙ্গুলিং কুমি কৈকেয়ি” —রামায়ণ, অষোধ্যাকাণ্ড ; “হা ধিক্ কোহসি সহায় কিঞ্চ কুরুমি”—ললিতবিস্তর, ২৭০ পৃ.।

২। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়, যথা—পরস্মৈপদ প্রথ. এক. কুবরতি ; আত্মনে. এক. কুবরতে, বহু. কুরুন্তে ; ম. এক. কুবরসে, বহু. কুবরবেহ ; উ. বহু. কুবরাম্হে । F. F. ; Childers.

## আবার

	এক.	বহু.
প্র.	জুহ্বতি ১	জুহ্বন্তি
ম.	জুহ্বসি	জুহ্বথ
উ.	জুহ্বামি	জুহ্বাম

৮৮। √হা

	এক.	বহু.
প্র.	জহাতি	জহন্তি
ম.	জহাসি	জহাথ
উ.	জহামি	জহাম

৮৯। √দা

	এক.	বহু.
প্র.	দদাতি	দদন্তি
ম.	দদাসি	দদাথ
উ.	দদামি	দদাম

## আবার

প্র.	দজ্জতি ২	দজ্জন্তি
ম.	দজ্জসি	দজ্জথ
উ.	দজ্জামি	দজ্জাম

১। কখন কখন ১.১৪১ অনুসারে জুহ্বতি, জুহ্বন্তি ইত্যাদি হইয়া থাকে

২। বিকল্পে ৪.১২২ টীকা অনুসারে দজ্জতি, দজ্জন্তি ; ইত্যাদি

## আবার

	এক.	বহু:
প্র.	দেতি	দেস্তি
ম.	দেসি	দেথ
উ.	দেমি, দন্মি	দেম, দন্ম ১

৯০। √ধা, দধাতি, দধস্তি ; ইত্যাদি। পক্ষে ধেতি, ধেস্তি ; ইত্যাদি। ২

উপসর্গ ও অব্যয় যোগে দ্বিষাবস্থায় ধা ধাতুর পরভাগের ধা স্থানে কখন কখন হ হয় : যথা—পিদহতি, পিদহস্তি ; ইত্যাদি। সদ্দহতি ( শ্রদ্ধধাতি ), সদ্দহস্তি, ইত্যাদি।

## ( এ ) চুরাদি

৯১। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অয় প্রত্যয় হয়, এবং ১.১৫৭ অনুসারে অয় স্থানে বিকল্পে এ হয়। ৩

৯২। √চুর, চোরয়তি, চোরয়স্তি ; চোরেতি, চোরেস্তি ; ইত্যাদি। ৪

১। আত্মনেপদে এই কয়েকটি পদও পাওয়া—উ. এক. দদে, বহু. দামসে, দদামসে, দদমহ। পরৈশ্. প্র. এক. দাতি পদও কচিৎ দৃষ্ট হয়।—E. M.

২। কপন প্র. এক. দধতি পদও হয়। তুল উপজ্ঞায়া অন্তরাধায়তি সিসেসা।

৩। পালিব্যাকরণমতে ণে ও ণয় প্রত্যয়।

৪। চুরাদিগণীয় ধাতুর যথাসম্ভব গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৯৩। এইরূপ—

✓ চিস্ত, চিস্তয়তি, চিস্তেতি ।

✓ গণ, গণয়তি, গণেতি ।

✓ মস্ত ( মস্ত্র ), মস্তয়তি, মস্তেতি ।

✓ বিদ, বেদয়তি, বেদেতি । ১

✓ ঘট, ঘটয়তি, ঘটেতি ; ইত্যাদি ।

পঞ্চমী

লোট্

৯৪। লোটের বিভক্তি যথা—

পরস্মৈ.			আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	তু	অন্ত	তং	অন্তং
ম.	হি	থ	স্ম	বেহা
উ.	মি	ম	এ	আমসে

৯৫। লট্ লকারের আয় ধাতুর শেষে উল্লিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লোটের রূপ হয়।

৯৬। মধ্যম পুরুষের একবচনে হি বিভক্তির পূর্বে অকার থাকিলে বিকল্পে তাহার লোপ হয়। যেবার লোপ হয় না, সেবার পূর্বস্থ অকার স্থানে আকার হয়। ২

১। বেদয়তি, বেদিস্তি ; ইত্যাদিও হয়। তুলঃ— “কর্মিণঃ, প্রবেদয়ন্তি”—মুক্তকোপনিষৎ, ১.২.২।

২। এখানে আদর্শরূপে কয়েকটিমাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শিত

৯৭। √ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবতু	ভবন্তু
ম.	ভব, ভবাহি	ভবথ
উ.	ভবামি	ভবাম

আত্মনে.

প্র.	ভবতং	ভবন্তং
ম.	ভবস্মু	ভববোহ
উ.	ভবে	ভবামসে

ভূ স্থানে হু হইলে, হোতু, হোন্ত ; হোহি, হোথ ; ইত্যাদি  
হইয়া থাকে ।

৯৮। √অস ( অদাদি )

	এক.	বহু.
প্র.	অথু	সন্ত
ম.	অহি	অথ
উ.	অস্মি, অমিহ	অস্ম, অমহ

৯৯। √গম, গচ্ছতু, গমেতু, ঘস্মতু, ইত্যাদি ।

১০০। √দিস ( দৃশ্ ), পস্নতু, দিস্নতু, দস্নতু, ইত্যাদি

১০১। √বৃ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	বৃতু	বৃবন্তু
ম.	বৃহি	বৃথ
উ.	বৃমি	বৃম

আত্মনেপদে বৃতং, বৃবন্তং ; ইত্যাদি ।

১০২। √দা

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	দদাতু	দদন্তু
ম.	দদাহি	দদাথ
উ.	দদামি	দদাম

পক্ষে দেহু, দেন্তু ; দজ্জতু, দজ্জন্তু ; ইত্যাদি।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	দদতং	দদন্তং
ম.	দদস্মু	দদবেহা
উ.	দদে	দদামসে

১০৩। √হ, জুহোতু, জুহোন্তু জুহন্তু ; ইত্যাদি।

১০৪। √কর ( ক )

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	করোতু, কুরুতু	করোন্তু, কুরুন্তু
ম.	করোহি, কুরু	করোথ
উ.	করোমি	করোম

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	কুরুতং	কুরুন্তং
ম.	কুরুস্ম, কুরস্ম	কুরুবেহা
উ.	কুরুষে	কুরুমসে

১০৫। √গহ ( গ্রহ্ ), গণ্হাতু. গণ্হন্ত ; ইত্যাদি।

১০৬। √ঞা ( জ্ঞা ), পরস্মৈ. প্রথ. এক. জানাতু, বহু. জানন্তু ; ম. এক. জান, জানাহি, বহু. জানাথ ; ইত্যাদি।  
আত্মনে. প্রথ. এক. জানতং, বহু. জানন্তং ; ইত্যাদি।

### সত্তমী ( সপ্তমী )

#### বিধিলিঙ্

১০৭। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	এষ, এ	এষুঃ	এথ	এরং
ম.	এষ্যসি, এ	এষ্যাথ	এথো	এষ্যবেহা
উ.	এষ্যামি, এ	এষ্যাম	এষ্যাং, এ	এষ্যামেহ

১। পালিব্যাকরণ-মতে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম তিন পুরুষেই একবচনে প্রথমত এষ প্রভৃতি বিভক্তি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু এ-অন্ত বহু পদ পাওয়া যায় বলিয়া এখানে তাহাকেও একটি পৃথক্ বিভক্তি গণ্য করা হইয়াছে। বুদ্ধপ্রিয় বলিয়াছেন—“এষ, এষ্যসি, এষ্যামি ইচ্চেতেসং বিকল্পেন একারাদেসো”—ম. সি. ১৮০ পৃ. ৪৩৮ স্থ। কখন কখন পরস্মৈপদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনেও এষ দেখা যায় ; যথা—( ম. এক. ) “সচে ত্বং যজ্ঞঃ যজেষ্য।” লক্ষণীয়—প্রথ. এক. “জানে-ষ্যতি”। এখানে এষ্যতি হইয়াছে ( E. M. )। কখন কখন আবার উত্তম পুরুষের বহুবচনে এমসি, এমু ও এম দেখা যায় ; যথা—উ. বহু-বিধমেমসি, পেসেমু, জানেমু, দন্ধেম। আত্মনেপদে উত্তম পুরুষের এক বচনেও কখন কখন বিকল্পে এ বিভক্তি হয়।

১০৮। √ভু

পরস্মৈ.

এক.	এক.	বহু.
প্র.	ভবেষ্য, ভবে	ভবেষ্যুং
ম.	ভবেষ্যাসি, ভবে	ভবেষ্যাথ
উ.	ভবেষ্যানি, ভবে ১	ভবেষ্যাম

আত্মনে.

এক.	এক.	বহু.
প্র.	ভবেথ	ভবেরং
ম.	ভবেথো	ভবেষ্যকেহা
উ.	ভবেষ্যং, ভবে	ভবেষ্যামেহ

ভু স্থানে হু হইলে তাহার রূপ এই প্রকার হয়—

পরস্মৈ.

এক.	এক.	বহু.
প্র.	হেষ্য ২	হেষ্যুং
ম.	হেষ্যাসি	হেষ্যাথ
উ.	হেষ্যামি ৩	হেষ্যাম ৪

১০৯। √গম

পরস্মৈ.

এক.	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছেষ্য, গচ্ছে	গচ্ছেষ্যুং

১। ভবেষ্য পদও হয় ; পূর্বটাকা দ্রষ্টব্য।

২। হবেষ্য ও হপেষ্য পদও দেখা যায়—E. M.

৩। কখন হবৈষ্যামি পদও দৃষ্ট হয়—E. M.

৪। হেষ্যং পদও হয়। ম. সি. ১২৬ পৃ.।

এক.	বহু.
ম, গচ্ছেয়্যাসি, গচ্ছে	গচ্ছেয়্যাথ
উ. গচ্ছেয়্যামি, গচ্ছে	গচ্ছেয়্যাম

এইরূপ গমেয়্য গমে. গমেয়্যুং ; ইত্যাদি । ১

আত্মনে.

এক.	বহু.
প্র. গচ্ছেথ	গচ্ছেরং
ম. গচ্ছেথো	গচ্ছেয়্যাবেহা
উ. গচ্ছেয়্যাং, গচ্ছে	গচ্ছেয়্যামেহা

ইত্যাদি । ২

১১০ ।  $\sqrt{\text{ঠা}}$  ( স্থা )

তিষ্ঠেয়্য, তিষ্ঠেয়্যুং ; ইত্যাদি । ঠেয়্য, ঠেয়্যুং ; ইত্যাদি ।

১১১ ।  $\sqrt{\text{দা}}$

এক.	বহু.
প্র. দদেয়্য, দদে ০	দদেয়্যুং
ম. দদেয়্যাসি	দদেয়্যাথ
উ. দদেয়্যামি	দদেয়্যাম

এইরূপ দেয়্য, দেয়্যুং ; ইত্যাদি । দজ্জ আদেশ হইলে—

এক.	বহু.
প্র. দজ্জেয়্য, দজ্জে	দজ্জেয়্যুং

১। কখন কখন ( প্রয়োগানুসারে ) পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক-বচনে এষ্য স্থানে উৎ হয় ; এবং তদনুসারে গচ্ছুং, গমুং প্রভৃতি পদও হইয়া থাকে । ম. সি. ১৮১ পৃ. ।

২।  $\sqrt{\text{বদ}}$  প্রভৃতি ধাতুর রূপও এই প্রকার । কিন্তু বদ ধাতুর প্র. বহু. বজ্জু ( অথবা বজ্জুং ), এবং ম. এক. বজ্জাসি ও বজ্জেসি পদও দৃষ্ট হয় ।

৩। কচিং দে পদও দেখা যায় ।

এক.

বহু.

ম. দজ্জয়্যাসি

দজ্জয়্যাথ

উ. দজ্জয়্যামি

দজ্জয়্যাম

প্র. এক. দজ্জা ( দজ্জাং ), বহু. দজ্জুং ( দজ্জাঃ ), এবং উ.

এক. দজ্জং ( দজ্জাম্ ) পদও হইয়া থাকে ।

আত্মনেপদে দদেথ. দদেৱং ; ইত্যাদি । ১ দ্বিত্ব না হইলে  
দেয্য, দেযয়ুং ; দেয্যাসি, ইত্যাদি ।

১১২ । √ ধা, দধেয্য. দধে, ইত্যাদি ; অপি-উপসর্গপূর্বক  
পিদধেয্য, পিদধে, ইত্যাদি ।

১১৩ । √ জু, জুহেয্য জুহে, জুহেযয়ুং ; ইত্যাদি ।

১১৪ । √ হা, জহেয্য জহে, জহেযয়ুং ; ইত্যাদি ।

১১৫ । √ অস ( অদাদি )

এক.

বহু.

প্র. অস্, সিয়া

অস্, সিযুং

ম. অস্

অস্‌থ

উ. অস্মং

অস্মাম

১১৬ । √ ব্, ব্

পরস্মৈ.

এক.

বহু.

প্র. ব্, বেয্য, ব্, বে

ব্, বেযয়ুং

ম. ব্, বেয্যাসি

ব্, বেয্যাথ

উ. ব্, বেয্যামি

ব্, বেয্যাম

অত্মনেপদে ব্, বেথ ইত্যাদি ।

১ । প্রয়োগানুসারে কখন কখন আত্মনেপদে মধ্যম পুরুষের একবচনে  
এথো বিভক্তি স্থানে বিকল্পে এথ হয় । তদনুসারে দদেথো, দদেথ এই  
উভয় পদই হইয়া থাকে ।

১১৭। √তন, তনেষ্য তনে, তনেষ্যুং ; ইত্যাদি।

১১৮। √কর ( ক )

কর ধাতুর কয়েক প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যথা—

পরস্মৈ.

( ক )

	এক.	বহু.
প্র.	করেষ্য, করে	করেষ্যুং
ম.	করেষ্যাসি	করেষ্যাথ
উ.	করেষ্যামি	করেষ্যাম

( খ )

প্র.	কযিরা	কযিরুং
ম.	কযিরাসি	কযিরাথ
উ.	কযিরামি	কযিরাম

( গ )

প্র.	কুৰেষ্য, কুৰে	কুৰেষ্যুং ১
ম.	কুৰেষ্যাসি	কুৰেষথ
উ.	কুৰেষ্যাম	কুৰেষ্যাম

আত্মনে.

	এক	বহু.
প্র.	কুৰেষথ, কযিরাথ	কুৰেরং

১। করেষ্যুং, কযিরুং ও কুৰেষ্যুং এই তিন স্থানে Charles Droselle যথাক্রমে করেষ্যং, কযিরং ও কুৰেষ্যং পাঠ করিয়াছেন। ইনি বলেন ( খ ) প্রণালীর রূপে মধ্যম ও উত্তম পুরুষের একবচনেও কযিরা পদ হয়।

	এক.	বহু.
ম.	কুন্নেথো	কুন্নেয্যবেহা
উ.	কুন্নে, করে করেয্যং	করেয্যামেহ কুন্নেয্যামেহ

১১৯। √ কৌ (ক্রী), কিণেয্য কিণে, কিণেযযুং ; ইত্যাদি।

১২০। √ গহ (গ্রহ), গণ্হেয্য গণ্হে, গণ্হেযযুং ; ইত্যাদি।

১২১। √ জ্ঞা (জ্ঞা), জ্ঞানেয্য, জ্ঞানেযযুং ; ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন প্র. এক. জ্ঞানিয়া, জ্ঞাণ্ণা ও জ্ঞানেয্যাত্তি, এবং উ. এক. জ্ঞানেযু পদও হয়।

১২২। √ ছিদ, ছিন্দেয্য ছিন্দে, ছিন্দেযযুং ; ইত্যাদি।

১২৩। √ যা, প্র. এক. যাযেয্য ; √ নহা (স্না), প্র. এক. নহাযেয্য। নি+√ বা, প্র. এক. নিকাযেয্য (লক্ষণীয় - পরিনিব্বায়ে) ; ইত্যাদি।

### পরোক্ষা (পরোক্ষা)

#### লিট্

১২৪। বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আহ্বানে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	অ	উ	থ	রে
ম.	এ	থ	থো	কেহা
উ.	অ	মহ	ই	মেহ

পূর্বের বলা হইয়াছে পালিতে লিট্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত

অল্প। একত্র মূল পালি ব্যাকরণের শ্রায় আমরাও প্রয়োগাভু-  
সারে ১ কয়েকটি মাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শন করিব।

১২৫। এই লকারের মোটামুটি নিয়ম সংস্কৃতেরই শ্রায়,  
যথা—জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর শ্রায় ধাতুর দ্বিৎ ; পূর্ববর্তী দীর্ঘ  
স্বর হ্রস্ব ; পূর্ববর্তী কবর্গ স্থানে যশাক্রমে চবর্গ, ও বর্গের  
দ্বিতীয় বর্গ স্থানে প্রথম, ও চতুর্থ বর্গ স্থানে তৃতীয় বর্গ, এবং  
হ স্থানে জ হয়। ব্যঞ্জনাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর  
ইকার আগম হয়।

১২৬। √ ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	বভূব	বভূব্
ম.	বভূবে	বভূবিত্ব
উ.	বভূব	বভূবিস্থ

আত্মনে.

প্র.	বভূবিত্ব	বভূবিরে
ম.	বভূবিত্বো	বভূবিত্বো
উ.	বভূবি	বভূবিত্বো

১২৭। √ পচ

পরস্মৈ.

প্র.	পপচ	পপচু
ম.	পপচে	পপচিত্ব
উ.	পপচ	পপচিত্ব

১। মহারূপসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—লিট্ ও লঙের রূপ প্রয়োগাভু-  
সারে করিতে হইবে—“পরোক্ষহীষত্তলীক্ষ পুন রূপানি সৰ্বথ পযোগমভূগম  
পযোগেত্তবানি”—ম. সি. ১৬০ পৃ.।

## আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	পপচিথ	পপচিরে
ম.	পপচিথো	পপচিক্হো
উ.	পপচি	পপচিম্হে

১২৮। √গম

## পরশ্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	জগম, জগাম <sup>১</sup>	জগমু
ম.	জগমে	জগমিথ
উ.	জগম	জগমিম্হে

## আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	জগমিথ	জগমিরে
ম.	জগমিথো	জগমিক্হো
উ.	জগমি	জগমিম্হে

১২৯। ষ্ণু-ধাতুর প্র. এক. আহ, এবং বহু. আহ্, ও  
আহংসু পদ হয়। ২

১। কখন কখন উপাস্ত অকারের বৃদ্ধি হয়। ম. সি. ১৮৪ পৃ.  
৪৫১ হ্র.।

২। দ্রষ্টব্য— ৪. ৫ ৩২; ম. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ হ্র.; ২০০ পৃ.  
৪৮৮ হ্র.।

## ভবিস্মৃতি ( ভবিষ্যন্তী )

লুট্

১৩০। বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈ.		আত্মনে.	
এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র. স্রতি	স্রস্তি	স্রতে	স্রস্তে
ম. স্রসি	স্রথ	স্রসে	স্রকে
উ. স্রামি	স্রাম	স্রং	স্রাম্হে

১৩১। লুট্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায়ই ইকার আগম হয়

১৩২। √ ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবিস্রতি	ভবিস্রস্তি
ম.	ভবিস্রসি	ভবিস্রথ
উ.	ভবিস্রামি	ভবিস্রাম

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	ভবিস্রতে	ভবিস্রস্তে
ম.	ভবিস্রসে	ভবিস্রবেহ
উ.	ভবিস্রং	ভবিস্রাম্হে

১৩৩। √ ভূ স্থানে হু আদেশ হইলে নিম্নলিখিত রূপগুলি হইয়া থাকে—

১। হু এর উকার স্থানে বিকল্পে এ, এই ও ওহ আদেশ হয়, এবং তাহা হইলে বিভক্তির স অংশের বিকল্পে লোপ হয়।

( ক )

( খ )

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	হেতি	হেত্তি	হেত্ততি	হেত্তন্তি
ম.	হেসি	হেথ	হেত্তসি	হেত্তথ
উ.	হেমি	হেম	হেত্তামি	হেত্তাম

( গ )

( ঘ )

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	হেহিতি	হেহিস্তি	হেহিস্ততি	হেহিস্তন্তি
ম.	হেহিসি	হেহিথ	হেহিস্তসি	হেহিস্তথ
উ.	হেহামি	হেহাম	হেহিস্তামি	হেহিস্তাম

( ঙ )

( চ )

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	হোহিতি	হোহিস্তি	হোহিস্ততি	হোহিস্তন্তি
ম.	হোহিসি	হোহিথ	হোহিস্তসি	হোহিস্তথ
উ.	হোহামি	হোহাম	হোহিস্তামি	হোহিস্তাম

১। আত্মনেপদে হেত্তং হয়।

২। কেহ কেহ বলেন—উ. এক. হেত্তামি ও হোত্তামি এবং বহু. হেত্তাম ও হোত্তাম পদও হয়—F. H.। আবার প্র. এক. হেত্ততি ও হোত্ততি পদও হইয়া থাকে।—C. D.

১৩৪। √দিস (দৃশ্)

দক্ষিতি	দক্ষিস্তি
দক্ষিস্রতি	দক্ষিস্রস্তি ১
দক্ষতি	দক্ষস্তি ২
পস্রিস্রতি	পস্রিস্রস্তি

১৩৫। √সক সক্ষিস্রতি, সক্ষিস্রস্তি, আয়নে. সক্ষিতে, সক্ষিস্তে।

১৩৬। √বচ,	বচ্ছতি	বচ্ছস্তি। ৩
১৩৭। √মুচ,	মোচ্ছতি	মোচ্ছস্তি।
১৩৮। √ভূজ.	ভোচ্ছতি	ভোচ্ছস্তি।
১৩৯। √বস,	বচ্ছতি	বচ্ছস্তি। ৪
১৪০। √রুদ.	রুচ্ছতি	রুচ্ছস্তি ; ৪
	রোদিস্রতি	রোদিস্রস্তি।
১৪১। √লভ,	লচ্ছতি	লচ্ছস্তি ; ৫
	লভিস্রতি,	লভিস্রস্তি।
১৪২। √গম,	গচ্ছিস্রতি	গচ্ছিস্রস্তি ;
	গমিস্রতি	গমিস্রস্তি।
১৪৩। √ছিদ,	ছেচ্ছতি	ছেচ্ছস্তি ;
	ছিদিস্রতি	ছিদিস্রস্তি।
১৪৪। √রুধ,	রুচ্ছিস্রতি	রুচ্ছিস্রস্তি।

১। প্রঃ—৪.১১২১, ২২।

২। এতাদৃশ স্থলে সংকৃত রূপ ও সাধারণকল্পের নিয়ম চিস্তনীয় ;  
ক=ক্, ১.১২১ ; কচিং প্র. এক. দিচ্ছতি পদ দৃষ্ট হয়।

৩। লক্ষণীয়—আয়নে. উ. এক. পবক্ষিস্রং ; তুলঃ—দক্ষিস্রতি।

৪। এখানে ওণ ও ই-আগম হয় নাই ; প্র=চ্ছ, ১.১৩৫।

৫। সং. লপ্যতে, প্র=চ্ছ, ১.১৪৭।

১৪৫।	√জন,	জাযিস্ততি	জাযিস্ততি ; ১
		জনিম্ভতি	জনিম্ভতি ।
১৭৬।	√ঞা (জ্ঞা),	ঞস্মতি	ঞস্মতি ;
		জানিস্ততি	জানিস্ততি । ২
১৪৭।	√জি,	জেস্মতি	জেস্মতি ;
		জিনিম্ভতি	জিনিম্ভতি । ৩
১৪৮।	√কী (ক্রী),	কেস্মতি	কেস্মতি ;
		কিণিস্ততি	কিণিস্ততি । ৪
১৪৯।	√স্ব (শ্রু),	সোস্মতি	সোস্মতি । ৫
		স্বণিস্ততি	স্বণিস্ততি । ৬
১৫০।	√গহ (গ্রহ),	গহিস্ততি	গহিস্ততি ; ১
		গহিস্ততি	গহিস্ততি ;
		গহেস্ততি	গহেস্ততি । ২
১৫১।	√দা,	দস্মতি	দস্মতি ;
		দদিস্ততি	দদিস্ততি ;
		দজ্জিস্ততি	দজ্জিস্ততি । ৩

১। ৪.১১৬১।

২। ৪.১১৮২।

৩। ৪.১১২৬।

৪। ৪.১১৭৮

৫। আত্মনে. উ. এক. স্মৃৎ পদ দেখা যায়।

৬। ৪.১১৭২। এইরূপ—পহিস্ততি, (প্র + √ হি) ; পাপুণিস্ততি, (প্র + আপৃ) ; পজহিস্ততি, (প্র + √ হা) ; পরিদধস্মতি, (পরি + √ ধা) ;  
 দ্রষ্টব্য—৪.১১৫২।

৭। ৪.১১৮০।

৮। এখানে ইকার একার হইয়াছে ; প্রঃ—পরিদহেস্মতি, ৪.১১৫২।

৯। ৪.১১৮২।

১৫২। √ধ', যস্মতি ।

অপি-পূর্বক পিদহিস্মতি। পরি-পূর্বক √পরিদহেস্মতি । ১

১৫৩। √ভি (গতি), এস্মতি এস্মতি । ২

১৫৪। √জর ( জৃ ), জীরিস্মতি জীরিস্মতি ।

১৫৫। √মর, মরিস্মতি মরিস্মতি ।

১৫৬। √কর ( কৃ ) করিস্মতি করিস্মতি ।

ইহা ভিন্ন এই ধাতুর নিম্নলিখিত পদসমূহ দৃষ্ট হয় -

এক,

বহু.

প্র. কাহতি

কাহন্তি

ম. কাহসি

কাহথ

উ. কাহামি

কাহাম

ইকার-আগম পক্ষে—কাহতি, কাহন্তি ।

১৫৭। √নহ ( ন্ম ), নহাষিস্মতি । পরি+নি+√বা,  
পরিণিব্বাষিস্মতি ; কিন্তু আত্মনে. উ. এক. পরিণিব্বিস্মৎ । ৩

১। ম. সি. ২০৩ পৃ. ৪২৪ স্ত. ।

২। প্র. এক. এহিতি পদও দেখা যায় । আবার আত্মনে. উ. এক.  
এসৎ ( এসৎ ইহিতে ) পদও হয় ।

৩। “ইক্কেম মণিনো আভং”—এখানে ইন ধাতুর উ. বহু. ইক্কেম  
( ইনিস্যাম ) পদ দেখা যায় ।

কখন কখন অতীত কাল অর্থেও ভবিষ্যন্তী প্রযুক্ত হয়, যথা—  
সন্ধাবিস্মৎ, “অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্মৎ অনিবিবসং ।” বৈয়াকরণগণ  
বলেন—

“অতীতেহপি ভবিষ্যন্তী তৎকালবচনিচ্ছয়ং ।

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্মন্তি-আদিসু ॥”

দ্রঃ—৪.১১৭৬, টীকা ।

## কালতিপত্তি ( কালতিপত্তিঃ )

ল্‌ট্‌

১৫৮। বিভক্তিগুলি যথা—

পরশ্মৈপদ		আত্মনেপদ	
এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র. স্মা	স্মংসু	স্মথ	স্মিংসু
ম. স্মে	স্মথ	স্মসে	স্মকে
উ. স্মং	স্মমহা	স্মং	স্মামহসে

১৫৯। কখন কখন পরশ্মৈপদে প্র. এক. স্মা ও ম. এক. স্মে স্থানে স্ম, ১ এবং উ. বহু. স্মমহা স্থানে স্মমহ হয়।

১৬০। ল্‌ট্‌ লকারে ধাতুর পূর্বের অকার আগম হয়, কিন্তু কখন কখন ঐ অকারের লোপ হইয়া যায়। অপর সমস্ত কার্য্য ল্‌ট্‌ লকারের আয়।

১৬১। √ভৃ

পরশ্মৈপদ

এক.	বহু.
প্র. অভবিম্ভা, অভবিস্ম	অভবিস্মংসু
ম. অভবিস্মে, অভবিস্ম	অভবিস্মথ
উ. অভবিস্মং	অভবিস্মমহা, অভবিস্মমহ

অকারের লোপ হইলে ভবিস্ম, ভবিস্মংসু ; ইত্যাদি

আত্মনেপদ

এক.	বহু.
প্র. অভবিস্মথ	অভবিস্মিংসু
ম. অভবিস্মসে	অভবিস্মকে
উ. অভবিস্মং	অভবিস্মামহসে

১। তুলঃ সংস্কৃত রূপ।

১৬২। √গম

	এক.	বহু.
প্র.	অগচ্ছিস্না, অগচ্ছিস্ন	অগচ্ছিস্নঃস্ব
ম.	অগচ্ছিস্নে, অগচ্ছিস্ন	অগচ্ছিস্নথ
উ.	অগচ্ছিস্নঃ	অগচ্ছিস্নমহা

অন্যান্য ধাতুর রূপও এই প্রকার।

## দ্বীয়তন্বী ( হস্তনী )

লঙ্<sup>১</sup>

১৬৩। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	আ	উ	থ	থুং
ম.	ও	থ	সে	কঃ
উ.	অ	মহা	ইং	মহসে

১৬৪। লঙের পরস্মৈপদে কখন কখন প্র. এক. আ স্থানে অ, বহু. উ স্থানে উ ও উং ; ম. এক. ও স্থানে অ ; এবং উ. এক. অ স্থানে অং হয়। অতএব পরস্মৈপদের বিভক্তি-গুলিকে এইরূপে লিখিতে পারা যায়—

১। অতীতকাল বুঝাইতে পালিতে অধিকাংশ স্থলেই বক্ষ্যমাণ অজ্ঞতন্বী বা লঙ্ প্রযুক্ত হয়, লঙ্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। দাঠাবংস নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৬৩ শ্লোকের মধ্যে কেবল দুই স্থানে ( ৪৫ ও ৫৫ শ্লোকে ) লঙের প্রয়োগ দেখিয়াছি, অন্ততঃ অতীত কাল বুঝাইতে লঙ্ প্রযুক্ত হইয়াছে।

	এক.	বহু.
প্র.	আ, অ	উ, উ, উং
ম.	ও, অ	থ
উ.	অ, অং	মহা

আত্মনেপদে কখন কখন প্র. এক. থ স্থানে থ আদেশে হইয়া থাকে । ১

১৬৫। লঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে অকার আগম হয়। এই অকার পদ্যে ছন্দের অমুরোধে কখন কখন লুপ্ত হইয়া থাকে । ২

১৬৬। √ ভূ

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	অভবা	অভব্	অভবথ	অভবথুং
ম.	অভবো	অভবথ	অভবসে	অভববহুং
উ.	অভব, অভবং	অভবমহা	অভবিং	অভবমহসে

১৬৭। ভূ ধাতু স্থানে হু হইলে—

পরস্মৈ.		আত্মনে.		
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র.	অহুবা	অহুব্, অহবু	অহুবথ	অহুবথুং
ম.	অহবো	অহুবথ	অহবসে	অহুববহং
উ.	অহবং	অহুবমহা	অহবিং	অহুবমহসে

১। যথা— “স। গতাসন্নমরণং সামণেরমবোচথ” ; “দিব্বদেহো আদসসথ” ; এইরূপ ধীষথ, অজাযথ ।

২। তুলনীয় সংস্কৃত প্রয়োগ—“অগ্রীবাণ চ তৎ সর্বং শংসদ্ রামো দৃঢ়ব্রতঃ”—রামায়ণ, বাল. ১.৫৬। ৪.৪৪১৬০, ১৭৮।

১৬৮। √ পচ

	পর্যায়.	আখ্যানে.
	এক. বহু.	এক. বহু.
প্র.	অপচা	অপচু
ম.	অপচো	অপচথ
উ.	অপচ	অপচহা
	অপচং	অপচহসে

১৬৯। √ গম

	এক.	বহু.
পর্যায়.	অগচ্চা	অগচ্ছু
	অগমা	অগমু
আখ্যানে.	অগচ্ছথ	অগচ্ছথুং
	অগমথ	অগমথুং

১৭০। √ দিস (দৃশ্), প্র. এক. অদস, অথবা  
অদিসা ; উ. এক অদস, অদসং ; ইত্যাদি । ১

১৭১। √ বচ

	এক.	বহু.
প্র.	অবচা, অবচ	অবচু, অবচুং
ম.	অবচো, অবচ	অবচুথ
উ.	অবচং, অবচ	অবচমহা ২

১৭২। √ বু, অববু, অববু।

১। কখন কখন উ. এক. অদসামি পদও দৃষ্ট হয়—E. M.

২। আখ্যানেপদে প্র. এক. অবচথ, অবোচথ এই উভয় পদই হইয়া থাকে ; ৪.১১৬৪, টীকা ; ম. সি. ১২১ পৃ. ৪২৩ স্থ. ।

## ১৭৩। √ কর ( ক )

এক.	বহু.
প্র. অকরা, অকা	অকরু
ম. অকরো	অকরোথ, অকথ
উ. অকরং, অকং	অকরমহা, অকমহ
আত্মনে. প্র. এক, অকরথ ; উ. এক, অকরিং, বহু. অকরমহসে ।	

## ১৭৪। √ দা

এক.	বহু.
প্র. অদদা	অদদু
ম. অদদো	অদদিত্থ
উ. অদদং	অদদমহা
বিকল্পে প্র. এক. অদা, বহু. অদুং ; ইত্যাদি । আত্মনে. প্র. এক. অদদথ, উ. বহু. অদদমহসে ।	

## অঙ্কতনী ( অদ্যতনী )

লুঙ্

## ১৭৫। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈ.		আত্মনে.	
এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্র. ঈ	উং	আ	উ
ম. ও	থ	সে	বহং
উ. ইং	মহা	অ	মেহ

১৭৬। পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে ঈ স্থানে কখন কখন ই হয় ।

“সক্কতো উং ইংসু” ( ক. বৃ. ৩. ৪. ২৩ ) এই সূত্রানুসারে সৰ্ব্বত্রই প্রথম পুরুষের বহুবচনে উং স্থানে বিকল্পে ইংসু আদেশ হয় ; কিন্তু পালি পুস্তকসমূহে ইংসু ও ইসুং এই উভয় রূপই দেখা যায় ।

মধ্যম পুরুষের একবচনে ও স্থানে কখন কখন ই, এবং উত্তম পুরুষের বহুবচনে মহা স্থানে কখন কখন মহ হয় ।

১৭৭। অতএব পরস্মৈপদের বিভক্তিগুলি বস্তুত এইরূপ দাঁড়ায়—

	এক.	বহু.
প্র.	ঈ, ই	উং. ইংসু, ইসুং ১
ম.	ও, ই	থ
উ.	ইং ২	মহা, মহ

১৭৮। আত্মনেপদে প্রথম পুরুষের একবচনে কখন কখন আ স্থানে ইথ, এবং উত্তম পুরুষের একবচনে অ স্থানে কখন কখন অং হয় । অতএব আত্মনেপদের বিভক্তিগুলি এইরূপ—

	এক.	বহু.
প্র.	আ, ইথ	উ
ম.	সে	ং
উ.	অ, অং	মেহ

১। প্র. এক. অ, এবং বহু ৩ ও অংসু বিভক্তিও দেখা যায় । দ্রষ্টব্য বচ ধাতুর রূপ ৪. §১২৪; দা ধাতুর রূপ ৪. §১২৮; ঠা ধাতুর রূপ, ৪. §২০০; কর ধাতুর রূপ, ৪. §২০৮ ।

২। পদ্যে কখন কখন লুঙ্ লকারের উত্তম পুরুষের একবচনে ইং স্থানে ইসং ও ইসসং দেখা যায় ; যথা—গচ্ছিসং, বন্ধিসং, পচবেচ্ছিসং, সন্ধাবিসং ইত্যাদি । দ্রঃ ৪. §১৫৭, টীকা ।

১৭৯। ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে লুঙ্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায় ইকার আগম হয়।

১৮০। লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে বিকল্পে অকার আগম হয়। ১

১৮১। পরস্মৈপদে কখন কখন স্বরাস্ত্র ধাতুর পর নিম্ন-লিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লুঙের পদ পাওয়া যায়,—২

	এক.	বহু.
প্র.	সি	স্মুং
ম.	সি	সিথ
উ.	সিং	সিমহা, সিমহ

ব্যঞ্জনাস্ত্র ধাতুর উত্তরও সময়ে সময়ে এই সকল বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

১৮২। ✓ ভূ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্র.	অভবী, অভবি	অভবুং, অভবিঃস্মু
ম.	অভবো, অভবি	অভবিথ
উ.	অভবিং	অভবিমহা, অভবিমহ

১। দ্রঃ ৪.৫৫১৬০, ১৬৫।

২। অর্থাৎ পূর্বেকৃত বিভক্তির পূর্বে স্ আগম হয়; ব্যঞ্জনাদি বিভক্তিতে এই স্ ইকারের পূর্বে আগম হইয়া থাকে। ম. সি. ১২৬ পৃ. ৪৭৪ স্থ.।

## আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্র.	অভবা, অভবিথ	অভব্
ম.	অভবিসে	অভবিক্বে
উ.	অভব, অভবঃ	অভবিমহ

অকার আগম না হইলে প্র. এক. ভবী, ভবি, বহু. ভবুং, ভবিংসু ; ইত্যাদি । সর্বত্র এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

১৮৩। ভূ স্থানে হু আদেশ হইলে এই প্রকার রূপ হয়—

	এক.	বহু.
প্র.	অহোসি, অহুঃ	অহেসুং, অহবুং
ম.	অহোসি	অহোসিথ
উ.	অহোসিং, অহুং	অহোসিমহ, অহুমহ

১৮৪। √ পচ

	এক.	বহু.
প্র.	অপচী, অপচি	অপচুং, অপচিংসু
ম.	অপচো, অপচি	অপচিথ
উ.	অপচিং	অপচিমহা, অপচিমহ

১৮৫। √ গম

( ক )

	এক.	বহু.
প্র.	অগচ্ছি	অগচ্ছুং, অগচ্ছিংসু
ম.	অগচ্ছো, অগচ্ছি	অগচ্ছিথ
উ.	অগচ্ছিং	অগচ্ছিমহা, অগচ্ছিমহ

১। অহ পদও হয় ; অহ + এব = অহদেব, ২ § ১২।

( খ )

এক.	বহু.
প্র. অগমৌ, অগমি অগমাসি	অগমু', অগমিংসু অগমিসুং ১
ম. অগমো, অগমি	অগমিথ, অগমুথ
উ. অগমিং	অগমিমহা, অগমিমহ অগমুমহ

( গ )

এক.	বহু.
প্র. অগঞ্জি	অগঞ্জুং, অগঞ্জিংসু
ম. অগঞ্জো, ২ অগঞ্জি	অগঞ্জিথ
উ. অগঞ্জিং	অগঞ্জিমহা, অগঞ্জিমহ

( ঘ )

লুঙ্ লকারে গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গা আদেশ হয়,° এবং তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

পরস্মৈ.

এক.	বহু.
প্র. অগা	অগুং
ম. অগা	অগুথ

১। অগমংসু পদও কচিৎ দৃষ্ট হয়।

২। মহাকল্পসিদ্ধিতে অগহা লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ না পাওয়ায় উচিত বোধে অগহো পদই লিখিত হইল। Frank Furterও ইহাই দিয়াছেন।

৩। তুল.—সংস্কৃত √ ই (বস্তুত √ গা), অগাং ইত্যাদি।

আত্মনে.

উ.	এক. অগং	বহু. অগুমেহ ১
----	------------	------------------

১৮৬। √ লভ, ইহার পরবর্তী প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তি স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে থ ও থং হয়।  
যথা—

	এক.	বহু.
প্র.	অলথ, অলভি	অলভিঃসু, অলভিসুং
ম.	অলভি ২	অলভিথ
উ.	অলথঃ, অলভিঃ	অলভিমহা

১৮৭। √ দিস ( দৃশ্ )

	এক.	বহু.
প্র.	অপস্রী, অপস্রি	অপস্রিঃসু
ম.	অপস্রি	অপস্রিথ
উ.	অপস্রিঃ	অপস্রিমহ
এইরূপ প্র.	এক. অদস্বি	বহু. অদস্বিঃসু, অদস্বিসুং
” ”	অদস্বাসি	” অদস্বাসুং
” ”	অদসাসি	” অদসংসু, অদসুং ৩

১৮৮। √ সক ( শক্ ), অসস্বি অসস্বিঃসু

১। Frank Furter উ. বহু. অগুমেহ পদ দিয়াছেন, ইহা পরশৈশ্ব-  
পদের।

২। অলথ পদও হয়, E. M, F. F. ; কিন্তু কাব্যায়নবৃত্তি ও  
মহারূপনিদ্ধিতে তাহার কোন স্থচনা পাওয়া যায় না।

৩। আবার অদসং পদও দেখা যায়, ম. সি.।

- ১৮৯। √কুস (কুশ্), অকোসি অকোসিংসু  
অকোচ্ছি অকোচ্ছিংসু । ১
- ১৯০। √গহ (গ্রহ্), অগগ্হি অগগ্হিংসু ;  
অগগ্হি অগগ্হিংসু ;  
অগগ্হেসি অগগ্হেসুং ।
- ১৯১। √রুধ্, অরুন্ধি অরুন্ধিংসু ।
- ১৯২। √ছিদ্, অচ্ছিন্দি অচ্ছিন্দিংসু । ২
- ১৯৩। নি+√সদ, নিসৌদি নিসৌদিংসু, নিসৌদিসুং ।
- ১৯৪। √ভাস (ভাষ), অভাসি অভাসিসুং ।
- ১৯৫। √অস (অদাদি) °
- এক. বছ.
- প্র. আসি আসুং, আসিংসু °

১। এ সম্বন্ধে কচ্ছায়ন-নিখিত শ্রুতিটি এই—“কুসঙ্গাদী ছি” ৩.৪.২৭। কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে (১৯২ পৃ. ৪৬৫ স্থ.) কুস (কুশ্) স্থানে কুধ (কুধ্) নিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ভ্রম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কেন না, কুস ধাতুর রূপপ্রসঙ্গে ঐ শ্রুতি সেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ধম্পদের “অকোচ্ছি মং” এই প্রসিদ্ধ উদাহরণটি নিখিত হইয়াছে, এবং বিকল্পে অকোসি পদও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্ছায়ন ব্যাকরণেও মহারূপসিদ্ধির ভাষ্য ভ্রান্ত পাঠ দ্রুত হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ঠিক পাঠই আছে। সম্ভবত এই ভ্রম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কুস অপেক্ষা কুধ হইতে অকোচ্ছি পদ হইলে সাদন সুসঙ্গত হয়। √ কুধ হইতে কুচ্ছি পদ পাওয়া যায়।

২। আবার ছিচ্ছি প্রভৃতিও হয়।

৩। চতুর্গকার ভিন্ন অন্তর বিকল্পে ভূ ধাতুর রূপ হয়।

৪। মহারূপসিদ্ধিতে (১৯২ পৃ. ৪৮৬ স্থ.) আসু আছে, তুল.— √ বচ ধাতুর বহুবচনের রূপ, ৪.৫১২৬।

	এক.	বহু.
ম.	আসি	আসিথ
উ.	আসিং	আসিমহ
১৯৬। √ বচ		
	এক.	বহু.
প্র.	অবোচ °	অবোচুং, অবোচু ২
ম.	অবোচো	অবোচুথ
উ.	অবোচিং	অবোচুমহা

আত্মনেপদে অবচিথ ইত্যাদি।

১৯৭। √ ব্রু, অব্রু, ব্রী, অব্রু, বি অব্রু, বৃং।

১৯৮। √ হন, অবধি অবধিংসু ;  
অহনি অহনিংসু।

১৯৯। √ হা, অজহাসি অজহিং, অজহাসুং ;  
অজহি অজহুং, অজহিংসু।

২০০। √ দা, অদদি অদহুং, অদদিংসু ;  
অদজ্জি অদজ্জিংসু ;  
অদাসি অদংসু। °

২০১। √ ধা, অধাসি ° ইত্যাদি ; উপসর্গপূর্বক হইলে,  
যথা অপি উপসর্গ-পূর্বক পিদিহি, ইত্যাদি।

২০২। √ ঠা, অঠাসি, অঠংসু। ° উপসর্গ-পূর্বক, সং-  
পূর্বক সঠহি, সঠহিংসু ; ইত্যাদি।

১। তুল.—সংস্কৃত অবোচৎ। উত্তম পুরুষের একবচনে সংস্কৃতের  
জায় অবোচৎ পদও দেখা যায়—F. F.

২। ৪.৫১৭৭, ১ম টীকা।

৩। ৪.৫১৭৭, ১ম টীকা।

৪। মহাকরণসিদ্ধিতে অদাসি আছে, ইহা মুদ্রণদোষ।



২১১। চুরাদি ও গিজন্ত ধাতুর লুঙে রূপ করিতে হইলে  
অয় স্থানে এ করিয়া (১.১১৭) লুঙের প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রকার  
(৪ §১৮১) বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

২১২। √ চুর

	এক.	বহু.
প্র.	অচোরেসি	অচোরেশুং
ম.	অচোরেসি	অচোরেসিথ
উ.	অচোরেসিঃ	অচোরেসিমহ

২১৩। √ মস্ত ( মস্ত ), অমস্তেসি অমস্তেশুং।

২১৪। উপ + √ নম ( গিজন্ত ), উপনামেসি, উপনামেশুং

## গিজন্ত

( কারিত )

২১৫। প্রেরণা বা প্রবর্তনা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর  
সংস্কৃতে গিচ্ প্রত্যয় হয়, পালিতে তাহার স্থানে অয় ও আপয়  
প্রত্যয় হইয়া থাকে, এবং এই প্রত্যয় হইলে যথাসম্ভব ধাতুর  
গুণ ও বৃদ্ধি হয়। অগ্ৰাণ্য কার্য্য সংস্কৃতেৱ্ণায়া।

১। পালিব্যাকরণমতে এই প্রত্যয় দুইটি গয় ও গাপয়। পরবর্ত্তী  
(৪.১২১৭) রূপসাধনের জন্ত বৈয়াকরণগণ গে ও গাপে নামে আরও  
দুইটি প্রত্যয় বিধান করেন। ক. বু. ৩.২.৭।

২১৬। √ কর ( ক )

( ক )

	এক.	বহু.
প্র.	কারয়তি	কারয়ন্তি
ম.	কারয়সি	কারয়থ
উ.	কারয়ামি	কারয়াম

( খ )

	এক.	বহু.
প্র.	কারাপয়তি	কারাপয়ন্তি
ম.	কারাপয়সি	কারাপয়থ
উ.	কারাপয়ামি	কারাপয়াম

২১৭। পূর্বে উক্ত হইয়াছে পদান্তর্গত অয় স্থানে সময়ে সময়ে এ হয় (১.১১৬), তদনুসারে প্রত্যেক ধাতুরই গিজন্তে আর দুই প্রকার রূপ হইবে। যথা কর ধাতুর—

( গ )

	এক.	বহু.
প্র.	কারেতি	কারেন্তি
ম.	কারেসি	কারেথ
উ.	কারেমি	কারেম

( ঘ )

	এক.	বহু.
প্র.	কারাপেতি	কারাপেন্তি
ম.	কারাপেসি	কারাপেথ
উ.	কারাপেমি	কারাপেম

অশ্রাশ্র লকারেও যথাসম্ভব এই প্রকার রূপ হইবে।

২১৮। √ পচ, পাচয়তি, পাচেতি ; পাচাপয়তি, পাচাপেতি ।

২১৯। √ গৃহ, গৃহয়তি, গৃহয়ন্তি ।

২২০। √ দৃশ ( দৃষ্ ), দৃশয়তি, দৃশয়ন্তি ।

২২১। √ হন, ঘাতয়তি, ঘাতেতি ; ঘাতাপয়তি, ঘাতাপেতি ; বধেতি, বধাপেতি ।

২২২। √ গম, গময়তি, গাময়তি, গামেতি ; গচ্ছাপয়তি, গচ্ছাপেতি ।

২২৩। √ সম ( শম ), সময়তি, সমেতি ।

২২৪। √ জন, জনয়তি, জনেতি ।

২২৫। নি + √ যম, নিয়াময়তি নিয়ামেতি ।

২২৬। √ ঘট, ঘটয়তি ; ঘটাপয়তি, ঘটাপেতি ।

২২৭। √ বৃধ, বোধয়তি, বোধেতি ; বৃজ্ঞাপয়তি, বৃজ্ঞাপেতি ।

২২৮। √ গহ ( গ্রহ ), গাহয়তি, গাহেতি ; গাহাপয়তি, গাহাপেতি ; গণহাপয়তি, গণহাপেতি ।

২২৯। √ গা, জহাপয়তি, জহাপেতি ; হাপয়তি, হাপেতি ।

২৩০। √ দা, দাপয়তি, দাপেতি ।

২৩১। অপি + √ ধা, পিধাপয়তি, পিধাপেতি ; পিধাপয়তি, পিধাপেতি ।

২৩২। √ জু, জুহাপয়তি, জুহাপেতি, জুহাবেতি । ১

২৩৩। √ সৃ ( শ্রু ), সাবয়তি, সাবেতি ।

২৩৪। √ জি, জয়াপয়তি, জয়াপেতি ।

১। গৃহ ও দৃশ ধাতুর উকার স্থানে ঊকার হয় ।

২। ১.১৯০, খ ।

২৩৫। √ চুর, চোরাপয়তি, চোরাপেতি ।

২৩৬। √ চিস্ত, চিস্তাপয়তি, চিস্তাপেতি ।

### সনন্ত

২৩৭। নিজের ইচ্ছা বুঝাটপে সংস্কৃত ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়, ও সাধারণত জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর আয় কাণ হয়। সা ধা র ণ ক ল্পে যে সকল নিহম উক্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে পালিতে সনন্ত পদ নির্ণয় করা কঠিন নহে ।

২৩৮।

	সংস্কৃত	পালি
√ ভূজ্,	বুভুক্ষতি	বুভুস্বতি
√ ঘস্ (অদ্),	জিঘ্রসতি	জিঘচ্ছতি
√ শ্ৰ্শ্,	শুশ্র্ষতি ( তে )	সুসুসতি
√ পী,	পিপাসতি	পিবাসতি ১
√ জি,	জিগীষতি	জিগিংসতি ২
√ হ্র,	জিহীষতি	জিগিংসতি

২৩৯। √ তিজ্, √ গুপ্, √ কিং, ও √ মান্ ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ প্রত্যয় হয় ।

	সংস্কৃত	পালি
√ তিজ্	তিতিক্ষতি ( তে )	তিতিস্বতি
√ গুপ্	জুগুপ্সতি ( তে )	জিগুচ্ছতি

১। ১.১১৩০, খ।

২। জি ও হ্র বা হ্র ধাতু স্থানে পালিতে গি আদেশ হয়।

	সংস্কৃত	পালি
✓ কিং	চিকিঞ্জতি	চিকিচ্ছতি তিকিচ্ছতি
✓ মান্	মীমাংসতে	বীমংসতে

২৪০। সনন্ত ধাতুর উত্তর গিচ্ প্রত্যয় করিলে এইরূপ পদ হয়—

✓ তিজ্, তিতিজ্জয়তি ; তিতিজ্জাপয়তি ।

✓ কিং, তিকিচ্ছয়তি, তিকিচ্ছতি ; তিকিচ্ছাপয়তি  
তিকিচ্ছাপেতি ।

✓ ভূজ্, বৃভূজ্জয়তি ; বৃভূজ্জাপয়তি ।

### যঙন্ত ও যঙ্-লুগন্ত

২৪১। ক্রিয়ার পৌনঃপুনা ও আতিশয়া অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে যঙ্ ও যঙ্-লুক্ হয়। পালিব্যাकरणে এ সম্বন্ধে বিশেষ সূত্র দেখা না গেলেও তৎসদৃশ কয়েকটি প্রয়োগ দেখা যায় ;<sup>১</sup> নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারা ঐ সকল পদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। “কচাদিবগ্নানমেক্ষসরণং ছেভাবো ;” “নিগ্গহীতঞ্চ ;”—ক. বু.  
৩.৩.১,২।

২। কিন্তু সংস্কৃতেই ইহার পৌনঃপুনা ও আতিশয় অর্থ প্রকাশ করে কি না, তাহা সেখানে উক্ত হয় নাই।

২৪২।

	পালি	সংস্কৃত
✓ দল, ১	দাদল্লতি	জাজ্জল্যতি (তে)
✓ কম (✓ক্রম্), চক্ষমতি	জঙ্গমতি	চক্ষ্মীতি
✓ গম,	জঙ্গমতি	জঙ্গমীতি
✓ চল,	চঞ্চলতি	চঞ্চলীতি
✓ লপ্,	লালপ্পতি	লালপাতি (তে)
	লালপতি	লালপীতি ২

### নামধাতু

২৪৩। নামধাতু-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সমস্তই সংস্কৃতের  
আয়।

২৪৪। আচরণ অর্থে কর্তৃবাচ্যে উপমান পদের উত্তর  
আয় প্রত্যয় হয়। যথা—পৰত, পৰতায়তি; সমুদ,  
সমুদায়তি; চিচ্চিট, চিচ্চিটায়তি; ধুম, ধুমায়তি; ইত্যাদি।

২৪৫। আচরণ অর্থে কর্ম্মবাচক উপমান পদের উত্তর  
ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা—হত, হতীয়তি; পুত, পুতীয়তি;  
ইত্যাদি।\*

২৪৬। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয়  
হয়। যথা—অন্তনো পত্তমিচ্ছতি (আয়নঃ পাত্তমিচ্ছতি)  
পত্তীয়তি; এইরূপ বথ (বস্ত্র), বথীয়তি; পরিজ্ঞার (পরিষ্কার),

১। পালির ✓ দল ধাতু সংস্কৃত ✓ জল ধাতুর রূপান্তর; জ=দ,  
১. §৮২, খ; তুল.—১. §২২২।

২। দ্রষ্টব্য—✓ কণ, কাকচ্ছতি; লক্ষণীয়—সাকচ্ছতি।

৩। ইহার গিজন্ত করিলে পৰতায়য়তি, পুতীয়য়তি, ইত্যাদি পদ হয়।

পরিষ্কারীয়াতি ; চীবর, চীবরীয়াতি ; পট, পটীয়াতি ; পুত্ৰ (পুত্র), পুত্ৰীয়াতি ; ইত্যাদি ।

২৪৭। করণ প্রভৃতি অর্থে, অর্থাৎ ‘তাহা করে,’ বা ‘তাহা দ্বারা করে’ ইত্যাদি অর্থে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতির ন্যায় অয় (বা ণিচ্) প্রত্যয় হয়, এবং যথাসম্ভব গিজন্ত প্রকরণের কার্য্য হয় । যথা—দল্হং ( দৃঢ়ং ) করোতি দল্হয়তি ; এইরূপ পমাণ ( প্রমাণ ), পমাণয়তি ; চিত্, চিত্তয়তি ; হথিনা অতিক্রমতি ( হস্তিনা অতিক্রমতি ) অতিহথয়তি ; বীণায় ( বীণয়া ) উপগায়তি উপবীণয়তি , কুসলং পুচ্ছতি ( কুশলং পৃচ্ছতি ) কুসলয়তি ; আবার বিমুচ্ছা হোতি ( বিমুচ্ছা ভবতি ) বিমুচ্ছয়তি । এইরূপ যথাসম্ভব বহি ( বহিঃ ), বাহেতি ; বের ( বৈর ), বেরায়তি, থেন ( স্তেন ), থেনেতি ১ ইত্যাদি । ২

### কর্ম ও ভাব বাচ্য

২৪৮। সংস্কৃতির ন্যায় পালিতেও ধাতুর উত্তর কর্ম, ভাব, ও কর্মকর্তৃ বাচ্যে য প্রত্যয় হয় । ৩

২৪৯। যকার বর্ণান্তরের সহিত যুক্ত হইলে ক্রিয়াকার

১। ১.১১৭।

২। দ্রষ্টব্য—পরিয়োসান, পরিয়োসানতি ; সারজ্জ, সারজ্জতি । আবার কখন কখন আর ও আল প্রত্যয়ও হয়, যথা—সত্তরারতি ( সত্তরং করোতি ), উপকমালতি ( উপক্রমং করোতি ) ; ক. বু. ৩.২.৮ ।

৩। কখন কখন কর্ম্বাচ্যেও য প্রত্যয় দেখা যায়, যথা—“দুসিতো ...হয়ো...পোরাণং পকতিং হিঙ্গা তসেব অহুবিধীয়তি;” এইরূপ সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ; “ততো চে উত্তরিং সাদিয়েষ্য ।”

পরিবর্তন হয়, তাহা সা ধা র ণ ক ল্পে উক্ত হইয়াছে ; তদ-  
নুসারে কস্মাদি বাচ্যের পদনির্ণয় সহজ ।

২৫০। কস্ম ও ভাব বাচ্যে পালিতে আয়নেপদ ও  
পরশ্মৈপদ উভয়ই প্রযুক্ত হয় । যথা—

পচ্যাতে	পচ্চতে	পচ্চতি
বুধাতে	বুজ্জাতে	বুজ্জতি
উচ্যাতে	উচ্চতে	উচ্চতি
	বুচ্চতে	বুচ্চতি

২৫১। য প্রত্যয় হইলে সমস্ত ধাতুরই উত্তর বিকল্পে  
ইবর্ণ ( অর্থাৎ ইকার বা ঈকার ) আগম হয় ; যথা—

✓ তুস ( তুষ্ )	তুস্মতে	তুস্ময়তি
✓ পুচ্ছ ( প্রচ্ছ ),	পুচ্ছতে,	পুচ্ছয়তি
✓ দংস ( দন্শ্ )		দস্ময়তি
✓ ভঞ্জ,		ভঞ্জয়তি
✓ সুপ ( স্বপ্ ),		সুপিয়তে
✓ নন্দ,		নন্দিয়তে
✓ মথ,		মথীয়তি
✓ মথ,		মথীয়তি

২৫২। নিম্নলিখিত রূপগুলি অষ্টবা—

- ✓ ই, ঈয়তে ; ✓ হু, হুয়তে ; ✓ ষ্ম, নুয়তে ; ✓ ষ্ম, সূয়তে ।
- ✓ ভূ, ভূয়তে ; ✓ লু, লুয়তে ; ✓ পু, পুয়তে ।
- ✓ জন, জায়তে, জঞ্জতে ; ✓ তন, তায়তে, তঞ্জতে ।
- ✓ বহ, উয্হতে, বৃহতি ; ✓ যজ, ইজ্জতে ; ✓ বচ, উচ্চতে,  
বুচ্চতে ।

✓ ইস ( ইষ্ ), ইস্মতে, ইস্মতি, এসীয়তি, ইচ্ছীয়তি ;

✓ দিস ( দৃশ্ ). দিস্তি, পস্মীয়তি, দস্মীয়তি ; ✓ যম, যমীয়তি, যচ্ছীয়তি ; ✓ গম, গচ্ছীয়তি, গচ্ছীয়তে ; ✓ বদ, বজ্জীয়তি, বদীয়তি ; নি + ✓ সদ, নিসজ্জতে ।

✓ দা, দীয়তে ; ✓ পা, পীয়তে ; ✓ ঠা ( স্থা ), ঠীয়তে ; ✓ মা, মীয়তে ; ✓ হা, হীয়তে ; ✓ ধা, ধীয়তে ।

✓ কর ( ক ), করীয়তি, করিষ্যতি, করিষ্যতে, কযিৎতি, কয্যতি ; ✓ জর ( জ্ ), জরীয়তি, জিষ্যতি ।

✓ চুর, চোরীয়তি ; ✓ চিস্ত, চিস্তীয়তি ; ✓ ভূ + গিচ্, ভাবীয়তি ।

২৫৩। অণ্যাত্ম লকারে যথাসম্ভব বিভক্তি যোগ করিলেই রূপ পাওয়া যাউবে। বাহুল্যভয়ে কেবল পচ ধাতুর সমস্ত লকারের সংক্ষিপ্ত রূপ উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

### ✓ পচ

#### প্রথম পুরুষ

পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
এক.	বহু.	এক.	বহু.
লট্	পচ্চতি	পচ্চন্তি	পচ্চতে
বিধিলিঙ্	পচ্চে	পচ্চেযুঃ	পচ্চেথ
	পচ্চেয		পচ্চেরং
লোট্	পচ্চতু	পচ্চন্তু	পচ্চতং
লঙ্	অপচ্চা	অপচ্চু	অপচ্চথ
			অপচ্চথ
লিট্	পপচ্চ	পপচ্চু	পপচ্চিথ
লৃট্	পচ্চিস্তি	পচ্চিস্তি	পচ্চিস্তে



# সঙ্কীর্ণকল্প

অব্যয়

উপসর্গ

১। সংস্কৃতের আয় পালিতেও উপসর্গ কুড়িটি। ধাতু প্রভৃতির সহিত সংযোগে উপসর্গসমূহের যাদৃশ পরিবর্তন হয়, তাহা সাধারণকল্প আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট জানা যাইবে। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাত্র পদ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

প (প্র), প্রবলঃ = পবলো ; অপ্ৰতুষ্টঃ = অপ্রতুষ্টো । ১

পরা, পরাজিতঃ = পরাজিতো ; পরাক্রমঃ = পরক্রমো । ২

অপ, অপমানঃ = অপমানো ; অপেতঃ = অপেতো ।

সং, সমাসঃ = সমাসো ; সন্ধিঃ = সন্ধি ।

অব, অবস্থা = অবস্থা ; অবশেষঃ = অবশেষো ;

অবতরণং = ওতরণং ; অববাদঃ = ওবাদো । ৩

ব্যবহরতি = বোহরতি ; ব্যবচ্ছিত্তে = বোচ্ছিত্তে ।

অধি-উপসর্গের সহিত অধ্যবকাশঃ = অজ্ঞোকাসো ;

অধ্যবগাঢ়ঃ = অজ্ঞোগাঢ়ো ।

অনু, অনুমতঃ = অনুমতো ; অনুপঘাতঃ = অনুপঘাতো ;

অশ্বেতি = অশ্বেতি ।

নি, নিবন্ধঃ = নিবন্ধো ; নিচিতঃ = নিচিতো ; নিধনং =

নিধনং ।

নি ও নী (নির্), নির্গতঃ = নিগতো ; নির্ঝরঃ = নিঝরো ;

নির্হরণং = নীহরণং ; নির্হারঃ = নীহারো । ৪

১। ১.১১১৫, ১৬।

২। ১.১১১।

৩। ১.১১৭।

৪। ১.১১১২, ১৪।

- হু (হুৱ), হুগমং = হুগ্গমং ; হুহারঃ = দুহারঃ । ১
- অভি, অভ্যাগমনং = অভ্যাগমনং ; অভ্যস্তরং = অভ্যস্তরং । ২
- বি, বিবর্তঃ = বিবট্টো ; বিচিত্রং = বিচিত্তং ; ব্যতি-  
হারঃ = বীতিহারো ; ব্যতিক্রমঃ = বীতিক্রমো ;  
ব্যতিপততি = বীতিপততি । ৩ অব উপসর্গ পরে  
থাকিলে ব্যবহারঃ = বোহারো ৪ ।
- ধি, অধিশীলঃ = অধিসীলো ; অধ্যায়ঃ = অজ্জায়েো ;  
অধ্যাখ্যং = অজ্জাতং ॥ ৫
- সু, সুহিতঃ = সুহিতো ; সুজাতঃ = সুজাতো ।
- উ ( উদ্ ), উগ্গচ্ছতি = উদগচ্ছতি ; উৎপন্নঃ = উল্লম্বো । ৬
- অতি, অতীতঃ = অতীতো ; অত্যন্তং = অচ্চন্তং । ৭
- পতি ও পটি (প্রতি), প্রতিষ্ঠা = পতিষ্ঠা ; প্রতিকূপং = পটিকূপং ;  
প্রতিপত্তিঃ = পটিতিপত্তি ; প্রত্যেকং = পচ্চেকং ;  
প্রতিভানং = পটিভানং ; প্রতিবন্ধঃ = পটিবন্ধো । ৮
- পরি, পরিবৃতঃ = পরিবৃত্তো ; পর্যাদানং = পরিষাদানং ;  
পর্যুপাসতি (স্তে) = পরিরূপাসতি । ৯
- অপি, অপিধানং ।
- উপ, উপসর্গঃ = উপসগ্গো, উপেক্ষা = উপেক্খা ।

১। ৯ম পৃ. (৪র্থ) টীকা দ্রষ্টব্য ।

২। ১.১২৬।

৩। ১.১১৬০-৬১।

৪। ১.১১৭।

৫। ১.১২৫

৬। ১.১১৩০-৩১ ; § ২৩ টীকা ।

৭। ১.১২২।

৮। ১.১১১৫, ১৬, ২২, ৮৫ (ক)

৯। ১.১১২ ; ৬ষ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য ।

আ (আঙ্), আবাসঃ = আবাসো ; আক্রোশঃ = অক্রোসো ;

আজ্ঞাতঃ = অজ্ঞাতো । ১

“ধাত্বৎ বাধতে কোচি কোচি তমমুত্ততে ।

তমেবঞ্চে বিসেসেস্তি উপসঙ্গগতী তিধা ॥”

সৰ্ব্বনামঘটিত অব্যয়

২। নিম্নলিখিত পদগুলি তত্ত্বং সৰ্ব্বনাম হইতে সপ্তম্যার্থে  
নিম্পন্ন হইয়া থাকে—

কিং, কুহিং, কুহিঞ্চনং, কুহং, কহং, ক্ব, কুত্র, কুথ,  
কথ, কিস্মিচি ।

ত ( তদ্ ), তহিং, তহং, তত্র, তথ ।

য ( যদ্ ), যহিং, যত্র, যথ ।

ইম ( ইদম্ ), ইহ, ইধ ।

এত ( এতদ্ ), অত্র, অথ, এথ ।

সৰ্ব ( সৰ্ব ), সৰ্বত্র, সৰ্বথ, সৰ্বধি ।

পর, পরত্র, পরথ ।

অঞ্জ (অণ্) প্রভৃতি অপরাপর সৰ্ব্বনাম শব্দেরও উত্তর  
সপ্তম্যার্থে ত্র ও থ প্রত্যয় হয় ; যথা—অঞ্জত্র, অঞ্জথ ;  
ইতরত্র, ইতরথ ; অমুত্র, অমুথ ইত্যাদি ।

৩। পঞ্চমী ও কখন কখন তৃতীয়া ও সপ্তমী প্রভৃতি  
বিভক্তির অর্থে সমস্ত শব্দেরই উত্তর তো (তস্) প্রত্যয় হয় ;  
যথা—কিং, কুতো ; ত, ততো ; য, যতো ; ইম, ইতো ; এত,  
অতো ; সৰ্ব, সৰ্বতো ; পুরিস, পুরিসতো ; ইথী, ইথিতো ;  
ভিষ্কুনী, ভিষ্কুনিতো । ২

১। ১.১১১।

২। তো প্রত্যয় হইলে পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয় ।

৪। তত্ত্বং শব্দ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি কাল-অর্থ নিম্পন্ন হইয়া থাকে :—

কিং,	কদা, কুদাচনং ।
ত,	তদা, তদানি, তরহি ।
য,	যদা ।
সক্খ,	সদা, সস্কদা ।
ইম,	অধুনা ইদানি, এতরহি ।
অঞ,	অঞদা ।
এক,	একদা ।

৫। তত্ত্বং শব্দ হইতে নিম্পন্ন নিম্নলিখিত পদগুলি প্রকার-অর্থ প্রকাশ করে—ত, তথা, তথত্ত্ব; য, যথা, যথত্ত্বা; ইম, ইথং; সস্ক, সস্কথা, সস্কথত্ত্বা; অঞ, অঞথা।

#### বিভক্ত্যর্থ-প্রকাশক

৬। প্রথমার্থে ২ অথি, সস্ক (শকাং) লত্তা (লভ্যাং) ।

৭। সম্বোধনার্থে—শ্রমণগণেব সম্বোধনে আবুসো ;

১। “সব্বনামেহি পকারবচনে তু থা” (ক. বু. ২ ৮ ৫৫) এই সূত্রের বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকারবচনার্থে সৰ্ব্বনাম শব্দের উত্তর থা প্রত্যয়ের জ্ঞান থত্তা প্রত্যয়ও হয় (—“তু সদ্ধগ্গহণং কিমথং? থত্তা-প্পচ্ছয়ো চ ভবতি।” এই নিয়মে থত্তা, যথত্তা ইত্যাদি পদ হয়। বস্তুতঃ সঙ্কতের যথাষাত্, তথাষাত্, সৰ্বথাষাত্, ইত্যাদি শব্দ হইতেই ঐ সকল পদ হইয়াছে। এই জন্তই অভিধানপ্রদীপিকার (১১৫২) “যথত্তং তু যথাযথং” উক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য Childers.

২। অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তির অর্থের সহিত ইহাদের অর্থ হয়।

হীনব্যক্তির সম্বোধনে রে, অরে, হরে ; দাসী প্রভৃতির সম্বোধনে জে ।

৮। প্রথম ও দ্বিতীয়ার অর্থে দিবা, ভিষ্যো ( ভূযঃ ), নমো ।

৯। তৃতীয়ার্থে সয়ং ( স্বয়ং ), সামং, সং ( স্বং ), সমং, সম্মা ( সম্যক্ ) ।

১০। সপ্তম্যার্থে সমস্তা, সামস্তা, সমস্ততো ( সমস্তাত্ ) ; পরিতো ( পরিতঃ ), অভিতো ( অভিতঃ ), একজ্ঞং ( একজ্ঞাং, = একত্র ), একমস্তং ( একান্তে ), হেট্টা ( অধস্তাত্ ), উপরি, তিরিয়ং ( তির্যক্ ), ২ সম্মুখা ( সম্মুখং ), পরম্মুখা ( পরাম্মুখং ), আবি ( আবিঃ, = প্রকাশঃ ), রহো ( রহঃ ), তিরো ( তিরঃ ), অস্তো ( অস্তঃ ), অজ্ঞাতং ( অধ্যাত্মং ), বহিহ্মা ( বহির্হ্মা ), বাহিরা-বাহিরং ( বাহিং, বাহুং ), ওরং ( অবরং, অস্মিন্ পক্ষ ইত্যর্থঃ ), পারং ( পরস্মিন্ পক্ষ ইত্যর্থঃ ), আরা-আরকা ( আরাত্, দূরে ) পচ্ছা ( পশ্চাত্ ), হরং ( পরত্র ), পুরে ( পুরঃ ), পেচ্চ ( প্রেত্য, পরলোকে ) ।

১১। কালবাচী সপ্তম্যার্থে সম্পতি ( সম্প্রতি ), আযতি ( ভবিষ্যৎকালে ), অজ্জ ( অত ), অপরজ্জু ( অপরেছ্যঃ ), পরজ্জু ( পরেছ্যঃ ), সুবে-স্বে ( স্বঃ ), উত্তরসুবে ( উত্তরস্বঃ ) হিষ্যো ( হুঃ ), পরে, সজ্জু ( সতঃ ), সায়াং, পাতো ( প্রাতঃ ), কালাং কল্লাং ( কল্যাং ), দিবা, রত্তং ( রাত্রং = রাত্রৌ ), নিচ্চং ( নিত্যং ), সততং, অভিহং-অভিহ্বং ( অভীক্কাং ), মুহং ( মুহঃ ), মুহত্তং ( মুহুর্ত্তং ), ভূতপুহং ( ভূতপূর্বং ), পুরা, ইত্যাদি ।

১। ইহারও অর্থ 'স্বয়ং' ।

২। কিন্তু "তিরিয়স্তু সমস্ততো"—মহারূপসিদ্ধিটীকা, p. 47.

অব্যয়	অর্থ
অঙ্গ	সম্বোধন
অঙ্গদথু	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
অখং	অন্তঃ, অদর্শন
অথি	অস্তি
অথু	অন্ত
অদ্ধা	একাংশ, একান্ত
অপ্লেব	অপোবং, সংশয়
অপ্লেবনাম	অপোবং নাম, সংশয়
অসকং	অসকৃৎ
অস্মু	পদপূরণ
আম	হাঁ, সম্মতি, স্বীকার
ইভ্ব	প্রেরণা, প্রবর্তনা
ঐসং	ঐষত্, অল্প, মন্দ
ঐসকং	” ” ”
উদ	উত, বিকল্প, অপি-অর্থক
উদাহ	উতাহো, বিকল্প
এত্তাবতা	এতাবতা, পরিচ্ছেদ, পরিমাণ
এনং	এতত্
ওপায়িকং	সম্মতি, স্বীকার
কচ্চি	কচ্চিৎ, স্বাভিপ্রায়প্রকাশ
কিংনং	কিং তৎ

১। চ, ছ, হি, প্রভৃতি সুপরিচিত যে অব্যয়গুলি সর্বদা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয় এখানে বাহ্য-বিবেচনায় সঙ্কলিত হইল না।

অব্যয়	অর্থ
কিংসু	কিংস্বিত্, প্রশ্ন
কিঞ্চি	কিঞ্চিৎ
কিত্তাবতা	কিয়তা, পরিচ্ছেদ, কি-পরিমাণ
কির	কিল
কীব	কিয়ত্
চরহি	তর্হি [?], পদপূরণ
খো	খলু
চে	চেত্
তং	তত্
তংঘ	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
তথরিব	তথৈব
তাবতা	পরিচ্ছেদ, তৎপরিমাণ
তুঠ্ঠু	তুঠ্ঠু
নং	তত্
নুন	নুনং
পগে	প্রগে, প্রভাত
পচ্ছা	পশ্চাত্
পটিকুপং	প্রতিকুপং, ভাল, সম্মতি
পন	পুনঃ
পরসবে	পরশ্বঃ
পসফ্হ	প্রসফ্হ
পুথু	পৃথক্, পৃথগ্ভাব
পুনঞ্চুনং	পুনঃ পুনঃ

অবয়্য	অথ
পুরথা	পুরস্তাত্
বলবং	বলবত্
মনং	মনাক্, অন্ন
মুসা	মৃষা
যং	যত্
যগ্গে	পদপূরণ
যথরিব	যথৈব
যাবতা	যৎপরিমাণ
লহুং, বা লহু	লীভ্র, সম্মতি, নিশ্চয়
বত	বত, হর্ষ, দুঃখ
বিয	উপমা, ইব
বিসুং	অসংঘাত, পৃথগ্ভাব
বে	বৈ
সচে	তচ্চেত্, চেত্
সচ্ছি	সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ
সদ্ধং	শ্রাদ্ধং, শ্রদ্ধাযুক্ত, আলুকৃত্য
সদ্ধিং	সাক্ষিং, সহ
সনিকং	শনৈকৈঃ, শনৈঃ
সম্মা	সম্যাক্, প্রশংসা
সসক্কে	একাংশ, নিশ্চয়
সহসা, সাহসা	ইঠাৎ, অতর্কিত
সামি	অর্ধ
সাছ	সাধু
সুদং	পদপূরণে
সুবথি	স্বস্তি, মঙ্গল

অব্যয়	অর্থ
সুবে	স্বঃ
সেফ্যথাপি	তচ্ছথাপি
সেফ্যথীদং	তচ্ছথেন্দং
হ	পদপূরণ
হবে	হ বৈ, একাংশ, নিশ্চয়

### কুদন্ত

অন্ত ( শত্ ), আন ও মান ( শানচ্ ), সন্ত ( স্তত্ )

১৩। সংস্কৃতে শত্ প্রত্যয়-স্থলে পালিতে অন্ত, শানচ্ প্রত্যয়-স্থলে আন বা মান, এবং স্তত্ প্রত্যয়-স্থলে স্তং বা সন্ত প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে শত্ ও স্তত্ পরস্মৈপদীয়, ও শানচ্ আত্মনেপদীয় ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু পালিতে তাহার নিয়ম নাই, নির্বিশেষে উভয় ধাতুরই উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ১

১। “বর্তমানে মানস্তা” ( ক. ব. ৪. ২. ১৬; ম. সি. ২৬১ পৃ. ৬০৬ স্থ. )—এই সূত্রানুসারে বর্তমান কালে মান ও অন্ত প্রত্যয় হয়। আবার “সেসে সন্ত মানানা” ( ক. বু. ৪. ৬. ৩২.; ম. সি. ২৬৫ পৃ. ৬৩৪ স্থ. )—এই সূত্রানুসারে ভবিষ্যৎ কালে স্তং, অন্ত, মান ও আন প্রত্যয় হয়। অন্ত প্রত্যয়ের উকারের লোপ হইয়া যায়, অন্ত মাত্র থাকে। অন্তএব অন্ত ও পূর্বসূত্রোক্ত অন্ত বস্তুত একই দাঁড়ায়। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অন্ত, মান, আন ও স্তং এই চারিটি প্রত্যয় ভবিষ্যৎকালে, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ত ও মান বর্তমান কালেও প্রযুক্ত হয়। আন প্রত্যয় যে বর্তমানে প্রযুক্ত হয় তাহা ইহা হইতে পাওয়া গেল না। বুদ্ধপ্রিয় বলেন “সেসে স্তংস্ত মানানা” এই সূত্রে স্তং ও অন্ত এই দুইটি প্রত্যয় নহে, কিন্তু সন্ত নামে একটি মাত্র প্রত্যয়। ( “অথবা...সন্ত ইতি একোব পচ্ছনো দট্ঠকো” —ম, সি. ২৬৬ পৃ. ৬৩৪ স্থ. )। ইহাই ঠিক।

১৪। অস্ত ও স্তং বা স্তস্ত্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের গচ্ছন্ত ( ৩.১৬৭ ) শব্দের স্থায়, এবং আন ও মান প্রত্যয়ান্ত শব্দের বুদ্ধ ( ৩.১৪ ) শব্দের স্থায় রূপ।

১৫। √গম+অস্ত, গচ্ছং, গচ্ছন্তো; + মান, গচ্ছমানো; ২ +স্তস্ত, গমিস্তং।

√কর+অস্ত, কুরুন্তো, করোন্তো; +মান, কুরুমানো; + আন, করানো; + স্তস্ত, করিস্তং।

√ভুঞ্জ+অস্ত, ভুঞ্জন্তো; +মান, ভুঞ্জমানো; + আন ভুঞ্জানো; +স্তস্ত, ভুঞ্জিস্তং।

√খাদ+অস্তো, খাদন্তো; +মান, খাদমানো; +আন, খাদানো; +স্তস্ত, খাদিস্তং।

√চর+অস্ত, চরন্তো; + মান, চরমানো; + আন, চরানো; + স্তস্ত, চরিস্তং।

√অস ( অদাদি ) +মান=সমানো; √শ্বস ( শ্বস্ ) +মান=শ্বস্তমানো।

১৬। অস্ত বা অস্ত ও স্তস্ত্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের জ্রীলিঙ্গে ঙ্গ প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে অস্ত প্রভৃতির নকারে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—গচ্ছতী, গচ্ছন্তী; করিস্ততী, করিস্তন্তী। ইহাদের রূপ ইথী শব্দের স্থায় ( ৩.১৪৪ )। আন ও মান প্রত্যয়ান্ত শব্দের জ্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় হয় ও কণ্ঠা শব্দের স্থায় ( ৩.১৩৩ ) রূপ; এবং ক্লীবলিঙ্গে চিত্ত শব্দের স্থায় ( ৩.১৫৪ ) রূপ হইয়া থাকে।

১। স্তস্ত্‌র উকারের লোপ হইয়া যায়।

২। সংস্কৃতের স্থায় কৰ্ম্ম ও ভাববাচ্যে ব প্রত্যয়ের পরেও মান প্রত্যয় হয়; যথা—গমন্তীতি অর্থে গচ্ছিম্যানো, গম্মমানো।

## তাবী

১৭। কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে সমস্ত ধাতুরই উত্তর তাবী প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের আয় কার্য্য হইয়া থাকে ; যথা—ভুক্তবান্ এই অর্থে  $\sqrt{\text{ভুক্ত}} + \text{তাবী} = \text{ভুক্তাবী}$  ; হৃতবান্ এই অর্থে  $\sqrt{\text{হৃত}} + \text{তাবী} = \text{হৃতাবী}$  ; এইরূপ  $\sqrt{\text{বস}} + \text{তাবী} = \text{বুসিতাবী}$  ।

১৮। তাবী ও বক্ষ্যমাণ আবী ( ৫.১২০ ) প্রত্যয়ান্ত পদসমূহের দণ্ডী শব্দের আয় ( ৩.১৮৬ ) রূপ হয় ।

১৯। তাবী ও বক্ষ্যমাণ ( ৫.১২০ ) আবী প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় হয় । যথা—হৃতাবী হৃতাবিনী ; ভয়দস্রাবী ভয়দস্রাবিনী । ইহাদের রূপ ইথী শব্দের আয় ( ৩.১৪৪ ) । ঐ উভয় প্রত্যয়ান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে গামনী শব্দের আয় ( ৩.১৫৮ ) রূপ হইয়া থাকে ।

## আবী

২০। শীল ও সাধুকারী। এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর আবী প্রত্যয় হয় । আবী প্রত্যয় হইলে সকল কার্য্যই তাবী প্রত্যয়ের আয় হয় । যথা—ভয়ং পস্নিতুং শীলং যস্ন ( ভয়ং দ্রষ্টুং শীলং যস্ম ), ভয়দস্ননে সাধুকারী ( ভয়দর্শনে সাধুকারী ) ইতি বা ভয়দস্রাবী ।

## উ

২১। কর্তৃবাচ্যে শীলাদি-অর্থে উপপদপূর্বক  $\sqrt{\text{গম}}$  ধাতু, উপপদ-পূর্বক  $\sqrt{\text{বিদ}}$  (জ্ঞানার্থক) ধাতু, ও উপসর্গ বা অপর উপপদ-পূর্বক  $\sqrt{\text{ঞা}}$  (জ্ঞা) ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয় ।<sup>১</sup> যথা

১। উ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্তস্বর ও গম ধাতুর মকারের লোপ হয় । তুল—অগ্রেণুঃ । “উঙ্ চ গম্যাदीनामिति वक्तव्यम्”—বার্ত্তিক, পাণিনি, ৬.৪.৪০ ।

পারগু (পারগ), লোকবিদ্ (লোকবিদ্) বিঞ্জ (বিজ্ঞ),  
সব্বঞ্জ (সর্বজ্ঞঃ)। ইহাদের রূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে  
(৩.১২৪)।

ত, তবন্ত, (ক্ত, ক্তবত্)

২২। সংস্কৃতির ক্ত ও ক্তবত্ প্রত্যয়স্থলে পালিতে  
যথাক্রমে ত ও তবন্ত প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় হইলে  
যথাসম্ভব ধাতুসমূহের তত্তৎ পরিবর্তন ও সংস্কৃতির আয়  
কার্য্য হয়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

২৩। ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অকারান্ত শব্দের আয়,  
এবং তবন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের গুণবন্ত (৩.১৬৫) শব্দের  
আয় রূপ হয়।

২৩।  $\sqrt{হ+ত=হতো}$  ;  $+তবন্ত=হতবা$ ।<sup>২</sup>  $\sqrt{বচ+ত=বুতো}$ ,  $উতো$  ;  $\sqrt{বস+ত=উথো}$ ,  $বুথো$ ,  $উসিতো$ ,  
 $বুসিতো$ ,  $বসিতো$  ;<sup>৩</sup>  $\sqrt{যজ+ত=যিটো}$ ।

১। উ প্রত্যয়ান্ত শব্দের জীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয় ; এবং তাহা  
হইলে উ স্থানে উ হইয়া থাকে। যথা সব্বঞ্জ, সব্বঞ্জুনী ; লোকবিদ্  
লোকবিহুনী, ইত্যাদি। ইহাদের রূপ ইথী শব্দের আয় (৩.১৪৪)।

২। তবন্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের জীলিঙ্গে ঙ্গ প্রত্যয় হয়, ও বিকল্পে  
স্ত-এর নকারের, লোপ হয় ; যথা—হতবতী, হতবন্তী।

৩। দ্রষ্টব্য—“বসতো উথ ;” “বস বা বু ;” ক. বু. (৪. ৩. ৪-৫ ;  
ম. সি. ২৪৭ পৃ. ৪৮৮-৩০০ স্থ) “দসবলেন বসিতগন্ধকুটী ;” “উসিতো  
বুদ্ধচরিয়ং।” ত্রিযুক্ত সতীশচন্দ্রবিজ্ঞানভূষণ মহাশয়-সম্পাদিত কচ্ছায়ন-  
পালিব্যাকরণে (p. 333) “বসতো উথ” এই শব্দের উথ স্থানে  
উট্ট পাঠ ধরিয়া বুথো স্থানে বুটো, এবং “বস বা বু” (p. 334) সাহায্যে  
উট্টো পদ দেখান হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ও মহারূপ-  
সিদ্ধিতে উথ পাঠই আছে, এবং তদনুসারে ৪.৩.৪. শব্দে বুথো পদ  
দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল প্রকাশিত ৪.৩.৫ শব্দে ‘উট্টো বুটো বা’

√ভজ+ত=ভজো; √নত (নৃত্) + ত=নচং<sup>১</sup>,  
 নট্রং; √শ্বস (শ্বস্) + ত=শ্বস্বং; √বৃধ (বৃধ্) + ত=  
 বৃদ্ধো; অপি + √নহ + ত=পিনদ্ধং; √রুদ+ত=  
 রোদিতং, রোণং, রুগ্নং;<sup>২</sup> পরি+ √কত (কৃত্) + ত=  
 পরিকত্তং।<sup>৩</sup>

√দা+ত=দত্তং, দিন্নং; √ধা+ত=হিতং ধাতং।

√মূহ+ত=মূলহো; √গৃহ+ত=লোহো; √বহ  
 +ত=বূলহো।<sup>৪</sup>

√আস+ত=আসীনো; √চর+ত=চরিতো, চিন্নো।

### কৃত্য প্রত্যয়

২৫। সংস্কৃতের কৃত্য-সম্বন্ধক প্রত্যয়গুলি<sup>৫</sup> কোন-না-  
 কোন রূপে পালিতে প্রযুক্ত হয়, এবং কখনো কখনো  
 তিঙন্তের চতুল্কারের আয় বিকরণ প্রত্যয়ও আগম হইয়া  
 থাকে। সংস্কৃত পদসমূহ মনে করিলে পালির এই সকল

উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। প্রয়োগে বুট্টো পদও পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য  
 E. Millerএর Pali Grammar. পালিব্যাকরণে বস ধাতু তিনটি,  
 যথা—√বস নিবাসে, √বস আচ্ছাদনে, ও √বস (বৃষ্) সেচনে।  
 পূর্নোক্ত রূপসমূহ নিবাস-অর্থক বস ধাতুর। আচ্ছাদন-অর্থক বস ধাতুর রূপ  
 বখো (বন্তঃ) এবং সেচন-অর্থক বস (বৃষ) ধাতুর রূপ বুট্টো (বৃষ্টঃ)।  
 ম. সি. ২৯৩ সূ. ২৫২ পৃ.।

১। বস্ত্ত ইহা নৃত্য হইতে।

২। নকারান্তও দেখা যায়, যথা—কল্পং।

৩। পরিকত্তং পদও আছে।

৪। সর্গজই সংস্কৃত রূপের জন্ত সাধারণকল্পের নিয়ম স্বত্ব্য।

৫। ভব, অনীয, ধ।

পদ নিশ্চয় করা অতি সহজ। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি লক্ষণীয় :—

ভূ+তন্ = ভবিতন্, +অনীয় = ভবনীয়ং ; √সী ( সী )  
+তন্ = সয়িতন্, +অনীয় = সয়নীয়ং ।

উ ( উত্ ) + √পদ+তন্ = উদগজিতন্, +অনীয় =  
উদগজনীয়ং ; √বুধ+তন্ = বুজিতন্, +বুজনীয়ং ; স্ম ( শ্ৰ )  
+তন্ = স্মৃণিতন্, +অনীয় = স্মরণীয়ং ; √গহ ( গ্রহ )  
+তন্ = গণিতন্, অনীয় = গণনীয়ং ; প ( প্র )+আপ+  
তন্ = পত্তন্, +অনীয় = পাপুণীয়ং, পাপণীয়ং ।

√হর ( হ্র )+য<sup>১</sup> = হারিয়ং ;<sup>২</sup> √কর ( কৃ ) +য =  
কারিয়ং ; √লভ+য = লভুং ; √সাস ( শাস ) + য = সিস্রো ;  
√ভূ+য = ভন্সং ।

√দা+য = দেয়ং ;<sup>৩</sup> √মা+য = মেয়ং, +তন্ = মেতন্  
মাতন্, মনিতন্ ; √কর ( কৃ ) +য = কচ্চং ( কৃত্যং ) ;  
√ভর ( ভৃ ) +য = ভচ্চো ( ভৃত্যং ) ।

২৬। কৃত্য প্রত্যয়ের মধ্যে পালিতে তফ্য নামক  
একটি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে ; যথা—√ঞা ( জ্ঞা )+তফ্য  
= ঞ্জাতফ্যং ; দিস্ ( দৃশ )+তফ্য = দিষ্টেফ্যং ; প ( প্র ) +  
√আপ+তফ্য = পত্তফ্যং । \*

১। পাত্ ।

২। দ্রষ্টব্য সংস্কৃত রূপ হার্য ১.১১২ ।

৩। সংস্কৃত দেয়ং ; দ্রষ্টব্য—১.১৫০। পালিব্যাকরণের মতে এতাদৃশ  
স্থানে এয্য প্রত্যয় হয়। লক্ষণীয়—√সক+এয্য = সন্ধুণেয্যং ।

৪। ক. বু. ৪. ১. ১৮ ; ম. সি. ২২৬ পৃ. ৫৩৮ স্ম.। কিন্তু ত্রীযুক্ত  
সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্চায়ন ব্যাকরণে (p. 317, স্ম ১৩)  
তেষ্য প্রত্যয় ধরিয়া সোতেয্যং, দিষ্টেয্যং, ও পত্তেয্যং উদাহরণ দেওয়া

ত্বা, ত্বান, ত্বন ( ক্ৰা )

২৫। পূর্বকালের ক্রিয়া বুঝাইতে সংস্কৃতে ত্বা প্রত্যয় স্থলে পালিতে ত্বা, ত্বান ও ত্বন প্রত্যয় হয়। ইহাদের মধ্যে ত্বন প্রত্যয়ের প্রয়োগ অল্প স্থানে হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

√কর ( কৃ ) + ত্বা = কত্বা, করিত্বা ; + ত্বান = কত্বান ;  
+ ত্বন = কত্বন। √গম + ত্বা = গত্বা ; + ত্বান = গত্বান ;  
+ ত্বন = গত্বন। √হন + ত্বা = হত্বা ; + ত্বান = হত্বান ; +  
ত্বন = হত্বন।

√মু ( ক্ৰ ) + ত্বা = মৃত্বা, মুণিত্বা ; √জি + ত্বা =  
জিত্বা, জেত্বা, জিনিত্বা ; প ( প্র ) + √আপ + ত্বা = পত্বা,  
পাপুণিত্বা ; √দিস ( দৃশ্ ) + ত্বা = পদ্বিত্বা ; √হা + ত্বা =  
জহিত্বা, জহত্বা ; + ত্বান = জহিত্বান ; ছিদ + ত্বা = ছিত্বা, হেহ',  
হিন্দিত্বা ; √ভিদ + ত্বা = ভিজ্জিত্বা ; √দা + ত্বা = দত্বা, দদিত্বা।

য ( ল্যপ্ )

২৮। সংস্কৃতে ল্যপ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে য প্রত্যয় হয় ; কিন্তু সংস্কৃতে ত্রায় ধাতুর পূর্বে উপসর্গাদি থাকিবার বিশেষ নিয়ম নাই, উপসর্গ না থাকিলেও য প্রত্যয় হইতে পারে, এবং উপসর্গ থাকিলেও ত্বা প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—

হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ঐক্যত্বং প্রভৃতিই আছে। অঙ্গুত্তর-  
নিকারে ( Part II, p. 48 ) ঐক্যত্বং, দর্শ্যত্বং, পত্ত্বত্বং এই তিনটি পদই  
একত্র পাওয়া যায় ; আবার ঐ স্থানের ঐক্যত্বং, দর্শ্যত্বং, পত্ত্বত্বং পাঠ  
ও বাল্যবত্বারে (p. 61) ত্বত্বং ও ত্বত্বং এই উভয় পাঠই দেখা যায়। তুল  
সোচেত্বং। Childers ( E. Senart এর কচ্ছাঘনপ্লকরণ-অনুসারে,  
p. 476 ) পত্ত্বত্বং পদ দিয়া প্রাপ্ত + এষ এই ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন।

১। আবার দিত্বা ও দিত্বান পদও হইয়া থাকে।

√বন্দ + য = বন্দিয়, অভি-পূর্বক অভিবন্দিয়, + স্বা =  
অভিবন্দিষা ; উপ + √নী + য = উপনীয়, + স্বা = উপনেষা ;  
নি + সি ( প্রি ) + য = নিস্রায়, + স্বা = নিস্রিষা ।

২৯। আকারান্ত ধাতুর পরবর্তী য প্রত্যয়ের কখন কখন  
লোপ হইয়া থাকে। যথা—অভি + √ঞা ( জ্ঞা ) + য =  
অভিজ্ঞা ( অভিজ্ঞায় ) ; অনুপা + √ দা + য = অনুপাদা  
( অনুপাদায় ), পটিসং + √ খা ( খ্যা ) + য = পটিসংখা  
( প্রতিসংখ্যায় ) ।

তুং, তবে ইত্যাদি

৩০। সংস্কৃতির তুম্ প্রত্যয়-স্থলে পালিতে তুং ও তবে ২  
প্রত্যয় হয়। ইহার মধ্যে তবে প্রত্যয়ের প্রয়োগ অত্যন্ত।  
যথা—

√কর + তুং = কতুং, কাতুং ; মন + তুং = মন্তুং, মনিতুং ;  
√হন + তুং = হন্তুং, হনিতুং ।

√শ্ ( শ্র ) + তুং = সোতুং, স্ননিতুং ; √জি + তুং = জেতুং,  
জিনিতুং ; √ভূজ + তুং = ভোতুং, ভূজিতুং ; প + √হা + তুং =  
পজ্জহিতুং, পহাতুং ; √ঞা ( জ্ঞা ) + তুং = ঞ্জাতুং, জ্ঞানিতুং ;  
√গহ + তুং = গহেতুং, গণ্হিতুং ।

√কর + তবে = কতবে, কাতবে ; √নী + তবে = নেতবে ;  
বিপ্ল ( বিপ্র ) + √হা + তবে = বিপ্লহাতবে । নি + √ ধা +  
তবে = নিধাতবে ।

১। লক্ষণীয়—অভিক্রযিহা ( অভিক্রহ ), ওগমিহা ( অবগাহ )  
এখানে ষ ও স্বা উভয় প্রত্যয়ই একসঙ্গে হইয়াছে। আবার সমুগাহায  
( সমুদগ্হ ), অনুবিচ্চ ( অনুবিচ্ছ ) ।

২। বৈদিক সংস্কৃতে তবৈ, যথা—“সোমমিস্রায় পাতবৈ ;” অথবা  
তবেঙ্, “দশমে মাসি নৃতবে ;” পাণিনি ৩.৪.২ ।

৩১। আবার কখন কখন তুম-অর্থে তায়ে ও তুয়ে প্রত্যয় দেখা যায়। যথা—√দিস (দৃশ্) + তায়ে = দক্ষিতায়ে; ১ √গণ+তুয়ে = গণেতুয়ে; √মর (মৃ) + তুয়ে = মরিতুয়ে। ২

### কারক ৩

৩২। পালিতে সপ্তম্যার্থে কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—“একং সময়ং ভগবা সাবথিয়াং বিহরতি,” একং সময়ং = একস্মিন্ সময়ে; “পুরুষহসময়ং নিবাসেদ্বা,” পুরুষহসময়ং = পূর্বাহ্নসময়ে; “একং অস্তং নিসিন্মা খো তে ভিঙ্ক্,” একং অস্তং = একস্মিন্ অস্তে।

৩৩। কখনো কখনো সপ্তম্যার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—“তেন খো পন সময়েন ভগবা এতদবোচ,” তেন সময়েন = তস্মিন্ সময়ে; “যেন ভগবা তেনুপসংকমিসু,” যেন তেন = যস্মিন্ তস্মিন্।

### সমাস

৩৪। পালিতে কখন কখন সমাসে সন্ধি হয় না। যথা—“জ্লিতপজ্জলিতমহা-অগ্নিস্বকো;” “সনেগম-জনপদ-অমচ্চ

১। এইরূপ জগ্গিতায়ে (= ইসিতুং)।

২। লক্ষণীয়—√ই হইতে এতসে। তুল :—সে, সেন্, অসে ইত্যাদি বৈদিক প্রত্যয়, পাণিনি, ৩.৪.২।

৩। পালিতে কারক, সমাস, তদ্ধিত ও স্ত্রীপ্রত্যয়-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ঠিক সংস্কৃতের হ্রস্ব, একজ্ঞ তৎসমুদয় উল্লেখ না করিয়া কেবল বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি লিখিত হইতেছে।

...পরিবৃত্তো,” “আবট্ট-উমিবেগজনিতং হলাহলসদং ;” “ইতি-  
আদিস্থ পালিস্থ ।”

৩৫। সমাসে পূর্ববর্তী আকারান্ত ও ঙ্গীকারান্ত শব্দের  
আকার ও ঙ্গীকার কোন কোন স্থানে হ্রস্ব হয়। যথা—  
বারাণসি-রঞ্জা, ইথি-ভাবো, কুটি-পুরিসো, দাসি-দাসা, ইথি-  
পুরিসা ; পরিস-গতো ( পরিসা=পরিষত্ ), সম্মালিক-বন্ধনং  
( সম্মালিকা=শৃঙ্গালিকা ) ; ইত্যাদি। অগুত্র আবার হয়  
না ; যথা—মহীপালো, ভিক্ষুণীসঙ্ঘো, থেরীগাথা, বেদনাভয়া,  
সঙ্ঘাসঙ্ঘারবিপ্রাণং, বিজ্জাসিপ্পং, ইত্যাদি । ১

### তদ্ধিত

ইম

৩৬। ‘জাত’ প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর ইম প্রত্যয়  
হয়। যথা—পচ্ছা জাতো ( পশ্চাত্ জাতঃ ) ইতি পচ্ছা+  
ইম=পচ্ছিমো ; এইরূপ অন্ত+ইম=অন্তিমো ; মজ্জা  
( মধ্য )+ইম=মজ্জিমো ; পুরা+ইম=পুরিমো ; উপরি+  
ইম=উপরিমো ; হেট্ঠা ( অধস্তাত্ )+ইম=হেট্ঠিমো ; গম্ব  
( গ্রন্থ )+ইম=গম্বিমো ; ইত্যাদি।

ঙ্গ

৩৭। ‘তাহার এই স্থান’ এই অর্থে বর্ত্তমান পদের উত্তর  
ঙ্গ প্রত্যয় হয়। যথা—মদনস্স ঠানং ( মদনস্য স্থানং ) ইতি  
মদন+ঙ্গ=মদনীং ; এইরূপ বন্ধন+ঙ্গ=বন্ধনীং ;  
মুচ্চনস্স ( মোচনস্য ) +ঙ্গ=মুচ্চনীং ; উপাদান+ঙ্গ=  
উপাদানীং ।

১। লক্ষণীয়—“সচ্চমহুগীভেন,” এখানে ২.১১৮ অঙ্কসারে মকার  
আগম হইয়াছে । ১

## আয়িতত্ত্ব

৩৮। উপমার্থে উপমাবাচী শব্দের উত্তর আয়িতত্ত্ব প্রত্যয় হয়। যথা—ধুবো বিয দিস্ততীতি (ধুব ইব দৃশ্যত ইতি) ধুবায়িতত্ত্ব; এইরূপ তিমির+আয়িতত্ত্ব= তিমিরায়িতত্ত্ব।

## ল

৩৯। ‘তন্নিশ্রিত’ বা ‘তাহা ইহার স্থান’ এই অর্থে ল প্রত্যয় হয়, ও ঐ ল স্থানে ল্প হইয়া থাকে। যথা—ছট্টুনিশ্রিতং (ছট্টুনিশ্রিতং), অথবা ছট্টুঠানং (ছট্টুস্থানং) এই অর্থে ছট্টু+ল=ছট্টুল্লং; এই রূপ বেদনিশ্রিতং অথবা বেদস্ ঠানং এই অর্থে বেদ+ল=বেদল্লং।

## ত্বন

৪০। কখন কখন ভাবার্থে ত্বন প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা—পুথুজ্জনস্ ভাবো (পুথগ্জ্জনস্ত ভাবঃ) এই অর্থে পুথুজ্জন+ত্বন=পুথুজ্জনত্বনং; এইরূপ বেদনস্ ভাবো এই অর্থে বেদন+ত্বন=বেদনত্বনং।

## ইসিক, ইয়

৪১। বিশেষ বা তারতম্য-অর্থে সংস্কৃতির স্থায় তর, তম প্রভৃতি ভিন্ন পালিতে ইসিক প্রত্যয় অধিক হয়; এবং সংস্কৃতির ঈয়স্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ইয় প্রত্যয় হইয়া

১। সংস্কৃতে ঋবায়িতত্ত্ব, তিমিরায়িতত্ত্ব ইত্যাদি পদ আচারার্থে য প্রত্যয় করিয়া নির্ভা ত ও তাহার পর ভাবে ত প্রত্যয় করিলেই হইতে পারে।

থাকে। ১ যথা—পাপতরো, পাপতমো, পাপিস্সকো, পাপিয়ো, পাপিঠো ; পটুতরো, পটুতমো, পটিস্সিকো, পটিয়ো, পটিঠো।

কৃত্বত্বং

৪২। ‘বার’ অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর সংস্কৃতে কৃত্বত্বচ্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে কৃত্বং প্রত্যয় হয়। যথা—এককৃত্বং, ‘একবার’। এইরূপ দ্বিকৃত্বং, ত্রিকৃত্বং, চতুর্কৃত্বং ইত্যাদি।

স্ত্রীপ্রত্যয় ২

৪৩। ভিক্ষু প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয় ; যথা—ভিক্ষু ভিক্ষুনী, বহু বহুনী, পটু পটুনী, গহপতি গহপতানী। ৩

৪৪। নিম্নপ্রদর্শিত শব্দগুলির উত্তর ঙ্গে ও ইনী প্রত্যয় হইয়াছে যথা—যজ্ঞ যজ্ঞী, যজ্ঞিনী ; নাগ নাগী, নাগিনী ; ব্যগ্ধী মিগ মিগী, মিগিনী ; সীহ সীহী, সীহিনী ; বগ্গ ব্যগ্গী, ব্যগ্গিনী ; কাক কাকী, কাকিনী আবার মাম্বস মাম্বসা, মাম্বসী, মাম্বসিনী ; রাজ রাজিনী।

সম্পূর্ণ

১। ইঙ্গিক ও ইয় প্রত্যয়াত্ত শব্দ সকল অকারান্ত ; স্ত্রীলিঙ্গে ইহাদের উত্তর আ প্রত্যয় হয়, যথা—পাপিস্সিকা, পাপিয়া।

২। ব্রটব্য—৫.৪৪১৬, ১৯, ২১ টীকা, ৪১ টীকা।

৩। এখানে ইকার স্থানে আকার হইয়াছে।

ମାଲିମାଠାବଳୀ.



নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রস

## পঠমো বঙ্গো

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ।

ধম্মং সরণং গচ্ছামি ।

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি ।

তুতিয়ম্পি

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ।

ধম্মং সরণং গচ্ছামি ।

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি ।

তুতিয়ম্পি

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ।

ধম্মং সরণং গচ্ছামি ।

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি ।

ইতি সরণগমনং ।

২

আদিচ্চং পস্নতি । কণ্টকং মদতি । বিসং গিলতি ।  
ছত্রং করোতি । কট্টমঙ্গারং করোতি । সুবল্লং কেয়ুরং কটকং  
বা করোতি । দেবদত্তো নিবেসনং পবিসতি । গামং গচ্ছন্তো  
রুজ্জমূলং উপগচ্ছতি । ব্রাহ্মণো যপ্পদত্তং কমলং যাচতে ।  
সমিদ্ধং ধনং ভিক্ষতে । সিস্নং ধম্মং বোধেতি আচরিয়ে ।  
রুজ্জং রুজ্জং পতি বিজ্জু বিজ্জোততি । ভগবা ভিক্ষু এতদবোচ ।

বাসিয়া রুদ্ধং তচ্ছতি । দন্তেন বীহিং লুনাতি । অহিনা  
দর্শো নরো । বুদ্ধেন জিতো মারো । গরুলেন হতো নাগো ।  
উপগন্তেন বন্ধো মারো ।

---

## ৩

বুদ্ধস্স ধম্মস্স সজ্জস্স চ সিলাস্থতে । তিথিয়া সমণানং  
ইস্সযন্তি । ছজ্জনা গুণবস্তানং উস্সযন্তি । ভিক্ষুস্স ভুজ্জানস্স  
পানিয়েন বা বিধূপনেন বা উপতিষ্ঠেয়্য । সমিদ্ধানং পিহযন্তি  
দলিদ্ধা । ক্যাহং অয্যানং অপরজ্জামি । ভগবতো পচ্সোস্সুং  
তে ভিক্ষু । আরোচয়ামি 'বো ভিক্ষবে আমস্সয়ামি বো  
ভিক্ষবে পটিবেদয়ামি বো ভিক্ষবে । আযস্সতো উপালিথেরস্স  
উপসম্পদাপেজ্জো উপতিস্সো । ভগবতি ব্হস্সচরিয়ং বসতি  
কুলপুত্তো । অগ্গত্র সজ্জসস্সুতিয়া ভিক্ষুস্স বিপ্পবথুং ন বট্টিতি ।

যথা নো ভগবা ব্যাকরেষ্য, তথাপি তেসং ব্যাকরিস্সাম ।  
বহুপকারা ভিক্ষবে মাতাপিতরো পুত্তানং । খেত্তস্স পভু  
অযং গহপতি, অরঞ্জস্স অযং লুদ্ধকো । হিমবস্তা পভবন্তি  
মহানদিযো । অচিরবতিয়া পভবন্তি কুনদিযো । পাপা চিত্তং  
নিবারয়ে । জেতবনে অন্তরধায়তি ভগবা ।

ইতো মধুরায় চতুস্স যোজ্জেনেস্স সঙ্কস্সনগরং অথি । তথ  
বহুজ্জনা বসন্তি । ইতো ভিক্ষবে একনবুতিকপ্পে বিপস্সী নাম  
সম্মাসম্বুদ্ধো লোকে উপ্পজ্জি । ইতো তিগ্গং মাসানং অচ্চয়েন  
পরিনিক্খাযিস্সামি । ছল্পবুতীনং পাসণানং ধম্মানং পবরং  
যদিদং সুগতবিনয়ং ।

---

অতীতে মগধরটে রাজগহনগরে একো মগধরাজা রজ্জং  
কারেসি ।

তথ স্মেধো নাম ব্রাহ্মণো পটিবসতি । সো অগ্নং কস্মং  
অকথা ব্রাহ্মণকম্পমেব উগ্গাহি ।

তং পন ভিক্ষুং সখা গামন্তেসি—পুন্সে পণ্ডিতা  
অনায়তনেপি বিরিয়ং অকংসু ।

যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্জাতো,  
সো বো মমচ্চয়েন সখা ।

তুমেপি দানং দেথ, মীলং রজ্জথ. ধম্মেন সমেন রজ্জং  
করোথ । রাজা তস্ম সরাৱকিচ্চং কারেহা অস্মারোহস্ম  
মহন্তং যসং দহা, সত্ত রাজানো সৰ্কেটানানি পেসেহা যথা-  
কমং গতো ।

ন সকা থো পন ময়া একস্ম মরণহুঙ্খং অগ্গস্ম উপরি  
পঙ্খিপিতুং ।

অথ থো মিলিন্দো রাজা কতাবকাসো নিপচ্চ গুরুনো  
পাদে, সিরসি অঞ্জলিং কহা এতদবোচ— ‘ভন্তে নাগসেন, ইমে  
তিথিয়া এবং ভণন্তি ।’

রাজা ধম্মদেসনং সূহা তুট্টমানসো বন্দিহা নিবেসন-  
মেব গতো । অস্তেবাসিকোপি আচরিয়ং বন্দিহা হিম-  
বন্তমেব গতো । বোধিসত্তো পন তথৈব বিহরন্তো অপরি-  
হীনজ্ঞানো কালং কহা ব্রহ্মলোকে নিব্বত্তি ।

অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং বিজ্জাচরণসম্পন্নং সুগতং লোক-  
বিহং অনুত্তরং পুরিসদম্মসারথিং সখারং দেবমল্পস্নানং সিরসা  
নমামি ।

৫

তাতা, অহং ইদানি মহল্লকো । তুমেহ ইমং গণং পরি-  
 হরথ । মনুস্সা সন্নখাদকানং মারণথায় তথ তথ ওপাতং  
 খনন্তি, সুলানি রোপেন্তি, পাসাণযন্তানি সজ্জন্তি,  
 কুটপাসাদয়ো পাসে ওডেত্তন্তি । বহু মিগা বিনাসং  
 পাপুণন্তি । তুমেহ তুমহাকং মিগগণে গহেহা অরঞ্জে পৰতপাদং  
 পবিসিহা সন্নানং উদ্ধটকালে আগচ্ছম্মাথ ।

তেসং পন গমনমগ্গে মনুস্সা জানন্তি—ইমস্মিং কালে মিগা  
 পৰতং আরোহন্তি, ইমস্মিং কালে ওরোহন্তীতি । তে তথ তথ  
 পঠিচ্ছন্নট্টানে নিলীনা বহু মিগে বিজ্জিহা মারেন্তি ।

৬

এবং মে স্মৃতং—একং সময়ং ভগবা সাবথিযং বিহরতি  
 জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে । তেন খো পন সময়েন  
 অঞত্তরো ভিচ্ছু অহিনা দট্টো কালকতোহোতি । অথ খো  
 সমবহুলা ভিচ্ছু যেন ভগবা তেনুপসংকমিংসু । উপ-  
 সংকমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদিংসু ।  
 একমন্তং নিসিন্না খো তে ভিচ্ছু ভগবন্তং এতদবোচুং—ইধ  
 ভন্তে, সাবথিযং অঞত্তরো ভিচ্ছু অহিনা দট্টো কালকতোতি ।

৭

অতীতে বারাণসিযং বুদ্ধদত্তে রজ্জং কারয়মানেন বোধিসত্তো  
 মিগযোনিযং পটিসঙ্কিং গণিহ । সো মাতু কুচ্ছিতো  
 নিচ্ছন্তো সুবল্লবল্লো অহোসি । অস্মীনি চ-স্স মণিগুল-  
 সদিমানি অহেসুং, সিদ্ধানি রজ্জতবল্লানি, মুখং রত্তকমবল-

পুঞ্জবল্লং, হত্থপাদপরিয়ন্তা লাখাপরিকম্মকতা বিয়, বালধি চমরস্স বিয় অহোসি ; সরীরং পন-স্স মহন্তং অস্সপোতকপ্পমাণং অহোসি । সো পঞ্চসত্তমিগপরিবারো অরঞ্চে বাসঃ কপ্পেসি নামেন নিত্রোধমিগরাজা নাম ।

৮

মহামিত্তথেরস্সাপি মাতু বিসগণুরোগা উপ্পজ্জি । ধীতাপি-স্সা ভিদ্ধুনীস্স পক্কজ্জিতা হোতি । সা তং আহ—‘আগচ্ছ অয়ে, ভাতু অস্তিকং গন্তা মম অফাস্সভাবং আরোচেহা ভেসজ্জং আহরা-তি ।’ সা গন্তা আরোচেসি । থেরো—‘নাহং মূলভেসজ্জাদানি সংহরিষা ভেসজ্জং পচিছুং জানামি । অপি চ তে ভেসজ্জং আচিদ্ধিঙ্গং । অহং যতো পক্কজ্জিতো, ন ময়া লোভসহগতেন চিত্তেন ইন্দ্రిয়ানি ভিন্দিষা বিসভাগরূপং আলোকিতপুৰ্ণং,—ইমিনা সচ্চবচনেন মাতুয়া মে ফাস্স হোতু । গচ্ছ, ইমং বহা উপাসিকায় সরীরং পরিমজ্জা-তি ।’ সা গন্তা ইমমথং আরোচেহা তথা অকাসি । উপাসিকায় তং খণং য়েব গণ্ডো ফেণপিণ্ডো বিয় বিলীযিষা অন্তরধাযি ।

৯

কুরণুকলেণে কির সত্তমঃ বুদ্ধানং অভিনিদ্ধমণচিত্তকম্মং মনোরমং অহোসি । সমবহ্লা ভিদ্ধু সেনাসনচারিকং আহিণ্তা চিত্তকম্মং দিষা ‘মনোরমং ভন্তে, চিত্তকম্মন্তি’ আহংসু । থেরো আহ—‘অতিরেকসট্ঠি মে আবুসো, বস্সানি লেণে বসন্তস্স । চিত্তকম্মং অখীতি-পি ন জানামি, অজ্জ-দানি চচ্ছ মন্তে নিস্সায় এগাতন্তি ।’

থেরেন কির এসুতকং অন্ধানং বসন্তেন চক্ষু উন্মীলেত্বা  
লেণং ন উল্লোকিতপুঙ্খং। লেণদ্বারে চ-স্ন মহানাগরুজ্জ্বোপি  
অহোসি। সোপি থেরেন উদ্ধং ন উল্লোকিতপুঙ্খো। অমু-  
সংবচ্ছরং ভূমিষং কেসরনিপাতং দিশ্বা-বেতস্ন পুঙ্খিতভাবং  
জানাতি।

রাজা থেরস্ন গুণসম্পত্তিং সূত্বা বন্দিতুকামো তিঙ্কতুং  
পেসেত্বা অনাগচ্ছঃস্ত থেরে তস্মিং গামে তরুণপুতানং ইথীনং  
থনে বন্ধাপেত্বা লঙ্ঘ্যাপেসি—তাব দারকা থঙ্কং মা লভিংসু,  
যাব থেরো আগচ্ছতীতি। থেরো দারকানং অনুকম্পায়  
মহাগামং অগমাসি। রাজা সূত্বা ‘গচ্ছথ ভণে, থেরং পবেসযথ,  
সীলানি গণিহস্নামীতি’ অন্তেপুরং অতিহর্যাপেত্বা, বন্দিত্বা  
ভোজ্যেত্বা ‘অজ্জ ভন্তে ওকাসো নথি, স্বে সীলানি গণিহ-  
স্নামীতি’ থেরস্ন পত্তং গহেত্বা, থোকং অনুগম্য দেবিয়া সন্ধিং  
বন্দিত্বা নিবত্তি। থেরো রাজা বা বন্দতু, দেবী বা, ‘সুখী  
হোতু মহারাজা-তি’ বদতি। এবং সত্ত দিবসা গতা। ভিক্ষু  
আহংসু—‘কিং ভন্তে, তুমে রঞ্জেপি বন্দমানে, দেবিয়াপি  
বন্দমানাব সুখী হোতু মহারাজা-তিছেব বদথাতি?’ থেরো  
‘নাহং আবুসো, রাজা-তি বা দেবীতি বা ব্যবথানং করোমীতি’  
বত্বা সত্তাহাতিকমে থেরস্ন ইধ বাসো তুজ্জ্বোতি রঞ্জা বিস্মজ্জিতো  
কুরুতুমহালেণং গম্য। রত্তিভাগে চংকমং অভিরুহি। নাগরুজ্জ্ব  
অধিবত্বা দেবতা দণ্ডদীপিকং গহেত্বা অট্টাসি। অথ-স্ন  
কস্মট্টানং অতিপরিমুদ্বং পাকটং অহোসি। থেরো কিমু  
খো মে অজ্জ কস্মট্টানং অতিবিষ পকাসতীতি অন্তমনো  
মজ্জিমযামসমনস্তরং সকলপক্কতং উল্লাদযন্তো অরহত্তং পাপুণি।

১০

যথা হি লোকে দুস্ক্স পটিপস্কুভূতং সুখং নাম অথি,  
এবং ভবে সতি তপ্পটিপস্কেন বিভবেনাপি ভবিতক্কং । যথা চ  
উণেহ সতি তস্স বৃপসমভূতং সীতম্পি অথি, এবং রাগাদীনং  
বৃপসমেন নিব্বাণেনাপি ভবিতক্কং । যথা পাপকস্স লামকস্স  
ধম্মস্স পটিপস্কুভূতো কল্যাণো অনবজ্জধম্মোপি অথি য়েব,  
এবমেব পাপিকায় জাতিয়া সতি সৰুজাতিজ্জপনতো  
অজ্জাতিসংখাতেন নিব্বাণেনাপি ভবিতক্কমেব । তেন বৃদ্ধং—

“যথাপি দুস্ক্স বিজ্জন্তে সুখং নামাপি বিজ্জতি ।

এবং ভবে বিজ্জমানে বিভবোপি ইচ্ছিতক্ককো ॥

যথাপি উণেহ বিজ্জন্তে অপরং বিজ্জতি সীতলং ।

এবং তিবিধগি বিজ্জন্তে নিব্বানং ইচ্ছিতক্কমং ॥

যথাপি পাপে বিজ্জন্তে কল্যাণমপি বিজ্জতি ।

এবং জাতিমি বিজ্জন্তে অজ্জাতিম্পি ইচ্ছিতক্ককাস্তি ॥”

যথা নাম গুথরাসিমিহ নিমগ্গেন পুরিসেন দূরতো পঞ্চ-  
বল্লপটুমসংছন্নং মহাতলাকং দিম্বা কতরেন হু থো মগ্গেন  
এথ গন্তুব্বন্তি তং তলাকং গবেসিতুং যুত্তং, যং তস্স অগবেসনং ন  
সো তলাকস্স দোসো ; এবং কিলেসমলধোবনে অমতমহা-  
নিব্বানতলাকে বিজ্জন্তে তস্স অগবেসনং ন অমতমহানিব্বান-  
মহাতলাকস্স দোসো । যথা হি চোরেহি সংপবারিতো পুরিসো  
পলায়নমগ্গে বিজ্জমানেপি সচে ন পলায়তি, ন সো মগ্গস্স  
দোসো, পুরিসস্সেব দোসো ; এবমেব কিলেসেসিহ পরিবারেত্বা  
গহিতস্স পুরিসস্স বিজ্জমানে য়েব নিব্বানগামিমিহ সিব্বে  
মগ্গে মগ্গস্স অগবেসনং নাম ন মগ্গস্স দোসো, পুগ্গলস্সেব  
দোসো । যথা চ ব্যাধিপীলিতো পুরিসো বিজ্জমানে ব্যাধি-  
তিকিচ্ছকে বেজ্জে, সচে তং বেজ্জং গবেসিত্বা ব্যাধিং ন তিকিচ্ছা-

পেতি, ন সো বেজ্জস্স দোসো ; এবমেব যো কিলেসব্যাদ্বিপী-  
লিতো কিলেসবুপসমনমঙ্গকোবিদং বিজ্জমানমেব আচরিয়ং ন  
গবেসতি, তস্সেব দোসো, ন কিলেসবিনাসকস্স আচরিয়স্সা-তি ।  
তেন বুত্তং—

“যথা গুথগতো পুরিসো তলাকং দিস্বান পুরিতং ।  
ন গবেসতি তং তলাকং ন দোসো তলাকস্স সো ॥  
এবং কিলেসমলধোবে বিজ্জন্তে অমতন্তুলে ।  
ন গবেসতি তং তলাকং ন দোসো অমতন্তুলে ॥  
যথা অরীহি পরিরুদ্ধো বিজ্জন্তে গমনে পথে ।  
ন পলায়তি সো পুরিসো ন দোসো অঙ্গস্স সো ॥  
এবং কিলেসপরিরুদ্ধো বিজ্জমানে সিবে পথে ।  
ন গবেসতি তং মঙ্গং ন দোসো সিবমঙ্গস্সে ॥  
যথাপি ব্যাধিতো পুরিসো বিজ্জমানে তিকিচ্ছকে ॥  
ন তিকিচ্ছাপেতি তং ব্যাধিং ন সো দোসো তিকিচ্ছকে ॥  
এবং কিলেসব্যাদ্বীহি হুঙ্খিতো পটিপী লতো ।  
ম গবেসতি তং আচরিয়ং ন সো দোসো বিনায়কে-তি ।”

জাতক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪—৫ ।

### ১১

বিনয়ো সংবরুথায়, সংবরো অবিল্লটিসারুথায়, অবি-  
ল্লটিসারো পামোজ্জুথায়, পামোজ্জুং পীতুথায়, পীতি পস্সদ্ধুথায়,  
প্রস্সদ্ধি সুথুথায়, সুথং সমাধুথায়, সমাধি যথাভূতঞাগদস্সনুথায়,  
যথাভূতঞাগং নিব্বিদুথায়, নিব্বিদা বিরাগুথায়, বিরাগো  
বিমুত্তুথায়, বিমুত্তি বিমুত্তিঞাগদস্সনুথায়, বিমুত্তিঞাগদস্সনং  
অনুপাদা পরিনিব্বানুথায় ।

বিমুত্তিমঙ্গ, পৃ. ৩

## ভূতিয়ো বগ্গো

রতনত্তয়াভিবাদনং  
 যো সন্নিসিন্নো বরবোধিগূলে  
 মারঙ্গ সেনং মহতিং বিজেত্বা ।  
 সম্বেষাধিমাগচ্ছি অনন্তুগ্রাণো  
 লোকুত্তমো তং পণমামি বদ্ধং ॥ ১ ॥  
 অট্টাঙ্গিকো অরিয়পথো জনানং  
 মোক্ষপ্লেবেসায়ুজ্জুকেব মগ্গো ।  
 ধম্মো অয়ং সন্তিকরো পণীতো  
 নীযাগিকো তং পণমামি ধম্মং ॥ ২ ॥  
 সজ্জো বিশুদ্ধো বরদস্বিগ্গেষো  
 সন্তিন্দ্রিয়ো সৰ্ব্বমলপ্পহীণো ।  
 গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপত্তো  
 অনাসবো তং পণমামি সজ্জং ॥ ৩ ॥

বৌ. আ. পৃ ৮০

## বুদ্ধবন্দনা

বুদ্ধং জীবনপরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি ।  
 যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা ।  
 পচ্চুপ্পন্না চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সৰ্ব্বদা ॥ ১ ॥  
 নথি মে সরণং অগ্গং বুদ্ধো মে সরণং বরং ।  
 এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥ ২ ॥  
 উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরুত্তমং ।  
 বুদ্ধে যো কলিতো দোসো বুদ্ধো থমতু তং মম ॥ ৩ ॥

নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায় নমো নমো গোতমচন্দিমায় ।  
নমো নমোনন্তগুণবায় নমো নমো সাকিয়নন্দনায় ॥ ৪ ॥

ত্রিহিন্দদেবিন্দনরিন্দরাজং

বোধিং সুবোধিং করুণাগুণগং ।

পঞ্চাপদীপজ্জলিতং জলন্তং

বন্দামি বুদ্ধং ভবপারতিগ্গং ॥ ৫ ॥

নমো তে করুণাগার নমো তে মতিসাগর ।

নমো তে অমতাকার নমো তে নরভাকর ॥ ৬ ॥

নমো তে হতসংসার নমো তে নরকুঞ্জর ।

নমো তে জগতাদার নমো তে অমতগ্গব ॥ ৭ ॥

রংসিমাল নমো তুফাং নরুস্কহমগুন ।

জলমান নমো তুহং ভবারগ্গদবানল ॥ ৮ ॥

ইধানন্তগুণাধার সদ্ধম্মরতনকের ।

পাদে বন্দামি তে নাথ সদ্ধায় নতমুদ্ধনা ॥ ৯ ॥

কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্গহেত্বান অঞ্জলিং ।

বুদ্ধঃসট্ঠং সরিহ্বান আকসেমপি পূজয়ে ॥ ১০ ॥

গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সূগন্ধিনা ।

পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং ॥ ১১ ॥

ঘতসারগ্গদিত্তেন দৌপেন তমধংসিনা ।

তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোত্তমং ॥ ১২ ॥

সততবিততকিদ্ভিং ধন্তকন্দগ্গদগ্গং

তিভবহিতবিধানং সন্মলোকেককেতুং ।

অমিতমতিমনগ্গং সন্তিদং মেরুসারং

সুগতমহমুদারং রূপসারং নমামি ॥ ১৩ ॥

বৌ. আ. পৃ. ৬৯, ৯৯

## ধম্মবন্দনা

স্বাস্থ্যতো ভগবতো ধম্মো সন্দিচ্ছিকো অকালিকো এহি-  
পস্সিকো ওপনয়িকো পচ্চত্তং বেদিতক্কো বিঞ্ছুহীতি ॥

ধম্মং জীবিতপরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি ।

নথি মে সরণং অঞ্ঞং ধম্মো মে সরণং বরং ।

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥ ১ ॥

হতহুরিততুসারং মোহপঙ্কোপতাপং

মনকমলবিকাসং জন্তনং সেসকানং

কুমতিকুমুদনাসং বুদ্ধপুষ্কালগা

উদিতমহমুদারং ধম্মভানুং নমামি ॥ ২ ॥

বৌ. আদেহেল্লা পৃ. ৭৫

## সজ্জবন্দনা

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, উজ্জুপটিপন্নো ভগবতো  
সাবকসজ্জো, ঞ্জায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, সামৌচি-  
পটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো । যদিদং চত্তারি পুরিসয়ুগানি,  
অট্টে পুরিসপুগ্গলা । এস ভগবতো সাবকসজ্জো আহুনেয্যো  
পাহুণেয্যো দস্বিণেয্যো অঞ্জলিকরণেয্যো, অমুত্তরং পুঞ্ঞাশ্ছেত্তং  
লোকস্সা-তি ।

সজ্জং জীবিতপরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি ।

নথি যে সরণং অঞ্ঞং সজ্জো মে সরণং বরং

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥ ১ ॥

সকলবিমলসীলং ধূতপাপারিজালাং

সুরনরমহনীয়ং পাহুণেয্যাহুণেয্যং

উজ্জুপথপটিপন্নং পুঞ্ঞাশ্ছেত্তং জনানং

গণমহমভিবন্দে সারদং সাদরেন ॥ ২ ॥

বৌ. আ. পৃ. ১০৯

## দস অকুসলধম্মা

কায়কম্মং তিধা বৃত্তং বাচাকম্মং চতুর্বিধং ।

মনসা তিবিধং চেতি দস কম্মপথা ইমে ॥ ১ ॥

পাণঘাত-পরদ্বন্দ্বং পরদারঞ্চ কায়তো ।

মুসা পেশুঞ্চ-ফরুসং সম্ফল্লাপি বাচতো ।

অভিজ্জা চেব ব্যাপাদো মিচ্ছাদিটি ঠৈ চ মানসো ॥ ২ ॥

## নিচপচ্চবেজ্জাধম্মা

জরাধম্মোমিহ জরং অনতীতো, ব্যাধিধম্মোমিহ ব্যাধিঃ  
অনতীতো, মরণধম্মোমিহ মরণং অনতীতো । সন্নেহি মে  
পিয়েহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো । কম্মস্সকোমিহ  
কম্মদায়াদো কম্মযোনি কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণো । যং কম্মং  
করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্সামি ।

বৌ. আ. পৃ. ৬৮

## মেত্তাভাবনা

( ক )

অহং অবেরো হামি, অব্যাপজ্জা হোমি, অনীঘো হোমি,  
সুখী অন্তানং পরিহরামি । অহং বিষ ময়হং আচরিষুপ-  
জ্জায়া মাতাপিতরো হিতসত্তা মঞ্জত্তিকসত্তা বেরী সত্তা  
অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী  
অন্তানং পরিহরন্ত, দুস্সা মুচ্ছন্ত, যথালঙ্কসম্পত্তিতে মা  
বিগচ্ছন্ত কম্মস্সকা ॥

ইমস্মিং বিহারে ইমস্মিং গোচরগামে, ইমস্মিং নগরে,  
ইমস্মিং লঙ্কাদীপে, ইমস্মিং জম্বুদীপে, ইমস্মিং চক্রবালে  
ইস্সরজনা, সীমট্টকদেবতা, সন্নে সত্তা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা

হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী অন্তানং পরিহরন্ত, দুস্সা মুঞ্চন্ত,  
যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্ত কস্মস্সকা ।

পুরথিমায় দিসায়, দস্সিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়,  
উত্তরায় দিসায়, পুরথিমায় অম্মদিসায়, দস্সিণায় অম্মদিসায়,  
পচ্ছিমায় অম্মদিসায়, উত্তরায় অম্মদিসায়, হেঁ ট্ঠিমায় দিসায়,  
উপরিমায় দিসায় সৰে সত্তা সৰে পাণা সৰে ভূতা সৰে পুগ্গলা  
সৰে অন্তভাব-পরিয়াপন্ন। সৰা ইথিয়ো সৰে পুরিসা সৰে  
অরিয়। সৰে অনরিয়। সৰে দেবা সৰে মম্মস্সা সৰে অমম্মস্সা  
সৰে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জা হোন্ত, অনীঘা  
হোন্ত, সুখী অন্তানং পরিহরন্ত, দুস্সা মুঞ্চন্ত, যথালদ্ধসম্পত্তিতো  
মা বিগচ্ছন্ত কস্মস্সকা ।

বৌ. আ. পৃ. ৬৫

( খ )

যে সৰে পাণিনো জীবা ভূতা সত্তা চ সৰুদা ।

সুখী অবেরা নিদ্দুস্সা অব্যাপজ্জা চ হোন্ত তে ॥

তিরচ্ছানগতা সৰে পেতা পেতভবেস্স চ ।

সুখিতা হোন্ত নিদ্দুস্সা অবেরা চ অনাময়া ।

দৌঘাযুকা অঞমঞং পিয়া পপ্পোন্ত নিস্সুতিং ॥

বৌ. আ. পৃ. ১৫৯

( গ )

অত্থুপমায় সৰেসং সত্তানং সুখকামতং ।

পস্সিত্বা কমতো মেত্তং সৰেসত্তেস্স ভাবয়ে ॥ ১ ॥

সুখী ভবেস্সং নিদ্দুস্সো অহং নিচ্চং অহং বিয ।

হিতা চ মে সুখী হোন্ত মজ্জাত্তা চ-থ বেরিনো ॥ ২ ॥

ইমমিহ গামথেত্তমিহ সত্তা হোন্ত সুখী সদা ।

ততো পরঞ্চ রজ্জেস্স চক্বাল্লেস্সু জন্তুনো ॥ ৩ ॥

তথা ইথী পুমা চেব অরিয়া অনরিয়াপি চ ॥

দেবা নরা অপাযট্টা তথা দসদিসাসু চা-তি ॥ ৪ ॥

বৌ. আ. পৃ. ৫৪

### দসসীলং

পাণাতিপাতা বেরমণীসিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ॥ ১ ॥

অদিম্মাদানা বেরমণীসিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ॥ ২ ॥

অত্রম্ভচরিয়া বেরমণীসিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ॥ ৩ ॥

মুসাবাদা বেরমণীসিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ॥ ৪ ॥

সুরামেরয়মজ্জপমাদট্টানা বেরমণীসিদ্ধাপদং

সমাদিয়ামি ॥ ৫ ॥<sup>১</sup>

বিকালভোজনা বেরমণীসিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ॥ ৬ ॥

নচগীতবাদিত্তবিসুকদগ্ননা বেরমণীসিদ্ধাপদং

সমাদিয়ামি ॥ ৭ ॥

মালাগন্ধবিলেপনধারণমণ্ডনবিহুসনট্টানা বেরমণী-

সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ॥ ৮ ॥<sup>২</sup>

উচ্চাসয়নমহাসয়না বেরমণীসিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি ॥ ৯ ॥

জাতরূপরজতপটিগ্গহণা বেরমণীসিদ্ধাপদং

সমাদিয়ামি ॥ ১০ ॥

Hand Book of Pali, p. 81

### মজ্জিমা পটিপদা

দ্বৈমে ভিক্ষবে অন্তা পরজিতেন ন সেবিতব্বা । কতমে  
দ্বৈ । যো চাযং কামেশু কামসুজ্জলিকানুযোগো হীনো

<sup>১</sup> ১ । ইদং পঞ্চকং পঞ্চসীলং নাম ।

<sup>২</sup> ২ । ইদং অট্টকং অট্টসীলং নাম ।

গম্মো পোথুজ্জনিকো অনরিয়ো অনথসংহিতো, যো চাযং  
অন্তকিলমথান্নযোগো ছুজ্জো অনরিয়ো অনথসংহিতো । এতে  
খো ভিদ্ধবে উভে অস্তে অল্পপগম্ম মজ্জিমা পটিপদা তথাগতেন  
অভিসমবুদ্ধা চক্ষুরণী আণকরণী উপসমায় অভিঞ্জায় সমেবাধায়  
নিব্বানায় সংবত্ততি ।

কতমা চ সা ভিদ্ধবে মজ্জিমা পটিপদা তথাগতেন অভি-  
সমবুদ্ধা...নিব্বানায় সংবত্ততি ? অয়মেব অরিয়ো—  
অর্টগ্গিকো মগ্গো । সেফ্ফথীদং । সম্মাদিটি, সম্মাসঙ্কম্পো,  
সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাজীবো, সম্মাবায়ামো, সম্মাসতি,  
সম্মাসমাধি । অয়ং খো ভিদ্ধবে মজ্জিমা পটিপদা তথাগতেন  
অভিসংবুদ্ধা...নিব্বানায় সংবত্ততি ।

ধম্ম চক্কপবত্তনমুত্তং

### চত্তারি অরিয়সচ্চানি

[ চত্তারি অরিয়সচ্চানি । ছুজ্জং অরিয়সচ্চং, ছুজ্জসমুদয়ং  
অরিয়সচ্চং, নিরোধো অরিয়সচ্চং ছুজ্জনিরোধগামিনী পটিপদা  
অরিয়সচ্চং । ]

ইদং খো পন ভিদ্ধবে ছুজ্জং অরিয়সচ্চং । জাতিপি ছুজ্জা,  
জরাপি ছুজ্জা, ব্যাধিপি ছুজ্জা, মরগম্পি ছুজ্জং, অগ্নিয়েহি  
সম্পযোগো ছুজ্জো, পিয়েহি বিপ্লযোগো ছুজ্জো, যম্পি ইচ্ছং ন  
লভতি তম্পি ছুজ্জং । সংস্কিন্তেন পঞ্চুপাদানস্কন্ধা ছুজ্জা ।

ইদং খো পন ভিদ্ধবে ছুজ্জসমুদয়ং অরিয়সচ্চং—যাযং  
তণ্হা পোনোভবিকা -নন্দিরাগসহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী ।  
সেফ্ফথীদং কামতণ্হা ভবতণ্হা বিভবতণ্হা ।

ইদং খো পন ভিদ্ধবে ছুজ্জনিরোধং অরিয়সচ্চং । যো তস্মা

য়েব তণ্হায় অসেসবিরাগনিরোধো চাগো পটিনিঙ্গগো মুত্তি  
অনালায়ো ।

ইদং খো পন ভিঙ্কবে দুঙ্কনিরোধগামিনী পটিপদা  
অরিষসচ্চং । অয়মেব অরিয়ো অট্টঙ্গিকো মগ্গো ।

ধম্ম চক্কপবত্তনমুত্তং

## ততীয়ো বগ্গো

সম্ববজাতকং

অতীতে বারাণসিয়াং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্বে বোধিসত্তো  
ব্রাহ্মণকুলে নিব্বত্তি । মাতাপিতরো তস্মৈ জাতগিং গহেহা  
তং সোল্লসবস্পপদেসে ঠিতং আহংসু—‘কিং তাত, জাতগিং  
গহেহা অরঞ্চে অগিং পরিচরিস্সি, উদাহ তয়ো বেদে  
উগ্গাহিহা কুটুমং সসণ্ঠপেহা ঘরাবাসং বসিস্সমীতি ?’  
সো ‘ন মে ঘরাবাসেনখো, অরঞ্চে অগিং পরিচরিহা  
ব্রহ্মলোকপরায়নো ভবিস্সামীতি’ জাতগিং গহেহা মাতা-  
পিতরো বন্দিহা অরঞ্চে পবিসিহা পল্লসালয় বাসং কল্পেহা  
অগিং পরিচরি । সো একদিবসং নিমস্তিতট্টানং গম্বা  
সপ্পিনা পায়াসং লভিহা ‘ইমং’ পায়াসং মহাব্রহ্মণো  
যজ্জিস্সামীতি’ পায়াসং আহরিহা অগিং জালেহা ‘অগিং  
তাব ভগবন্তং সপ্পিসুত্তং পায়াসং পায়েমীতি’ পায়াসং অগিগম্বি  
পস্সিপি । বহুসিনেহে পায়াসে অগিগম্বি পস্সিত্তমন্তে য়েব  
অগি অচ্চুগাতাহি অচ্চিহি পল্লসালং ঝাপেসি । ব্রাহ্মণো  
ভীততসিতো পলায়িহা বহি ঠহা কাপুরিসেহি নাম সম্ববো ন

কাতৰো। ইদানি মে ইমিনা অগ্গিনা কিচ্ছেন কতা পল্লসাল্লা  
ঝাপিতাতি' বহ্বা পঠমং গাথমাহ—

ন সম্ববস্মা পরমথি পাপিয়ো  
যো সম্ববো কাপুরিসেন হোতি ।  
সম্বপ্লিতো সপ্লিনা পায়সেন  
কিচ্ছা কতং পল্লকুটিং অদড্‌হীতি ॥

সো এবং বহ্বা 'ন মে তয়া মিত্তদুভিনা অথোতি' তং  
অগ্গিং উদকেন নিৰ্ব্বাপেহা সাখাহি পোথেহা অন্তো হিমবন্তং  
পবিসন্তো একং সামামিগিং সীহস্স চ ব্যাঘস্স চ দৌপিনো চ মুখং  
লেহন্তিঃ দিস্বা 'সপ্পুরিসেহি সন্ধিং সম্ববা পরং সেষো নাম  
নখীতি চিস্তেহা ত্বতিয়ং গাথমাহ—

ন সম্ববস্মা পরমথি সেষো  
যো সম্ববো সপ্পুরিসেন হোতি ।  
সীহস্স ব্যাঘস্স চ দৌপিনো চ  
সামা মুখং লেহতি সম্ববেনা-তি ॥

এবং বহ্বা বোধিসত্তো অন্তো হিমবন্তং পবিসিত্বা ইসি-  
পক্কজ্জং পক্কজ্জিত্বা অভিঞা সমাপত্তিয়ো চ নিৰ্ব্বত্তেহা  
জীবিতপরিয়োমানে ব্রহ্মলোকুপগো অহোসি ।

জাতক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫ ।

#### গিরিদত্তজাতকং

অতীতে বারাণসিয়ং সামরাজা নাম রজ্জং কারেসি ।  
তদা বোধিসত্তো অমচ্চকুলে নিৰ্ব্বত্তিত্বা বয়ল্লন্তো তস্স অথ-  
ধম্মানুসাসকো অহোসি । রঞো পন পণ্ডবো নাম  
মঙ্গলস্সো । তস্স গিরিদত্তো নাম অঙ্গবন্ধো । সো খঞ্জে  
অহোসি । অস্সো মুখরজ্জুকে গহেহা তং পুরতে পুরতো গচ্ছন্তং

দিস্বা 'মং এসো সিদ্ধাপেতীতি' সঞ্জায় তস্ম অমুসিদ্ধন্তো  
 খঞ্জে অহোসি। তস্ম খঞ্জভাবং রঞ্জে আরোচেসুং। রাজা  
 বেজে পেসেসি। তে গম্বা অস্মস্ম সরীরে রোগং অপস্মস্তা  
 রোগং অস্ম ন পস্মামা-তি' রঞ্জে কথয়িসু। রাজা বোধিসত্তং  
 পেদেসি—'গচ্ছ বয়স্ম, এথ কারণং জানাহীতি।' সো গম্বা  
 খঞ্জস্ববন্ধসংসগেন তস্ম খঞ্জভূতভাবং গম্বা রঞ্জে তং অথং  
 আরোচেদ্বা সংসগদোসেন এবং হোতীতি দস্মেস্তো পঠমং  
 গাথমাহ—

দুসিতো গিরিদন্তেন হয়ো সামস্ম পণ্ডবো।

পোরাণং পকতিং হিদ্দা তস্মেব অমুবিধীয়তীতি ॥

অথ নং রাজা 'ইদানি বয়স্ম, কিং কত্তবন্তি' পুচ্ছি।  
 বোধিসত্তো 'সুন্দরং অস্মবন্ধং লভিদ্দা যথাপোরাণো  
 ভবিষ্যতীতি' বদ্বা হুতিয়ং গাথমাহ—

সচেব তমুজোং পোসো সিখরাকারকপ্পিতো।

আননে তং গহেদ্বান মণ্ডলে পরিবত্তয়ে।

খিপ্পমেব পহদ্বান তস্মেব অমুবিধীয়তীতি ॥

রাজা তথা কারেসি। অস্মো পকতিভাবে পটিট্টাসি।  
 রাজা 'তিরচ্ছানানম্পি নাম আসয়ং জানিস্সতীতি' তুট্টচিত্তো  
 বোধিসত্তস্ম মহন্তং যসং অদাসি।

জাতক, ২য় খণ্ড. পৃ. ৯৮।

#### একপঞ্জজাতকং

অতীতে বারাপসিয়ং বুদ্ধদন্তে রজ্জং কারেস্তে বোধিসত্তো  
 উদিচ্চব্রাহ্মণকূলে নিবত্তিদ্দা বয়স্মন্তো তকসিলায়ং তয়ো  
 বেদে সৰসিপ্পানি চ উগ্গণিহদ্বা কঞ্চি কালং ঘরাবাসং

১। সচে+এব। ২। ত+অমুজো। অমুরূপজাতো-তি অথো

বসিহা। মাতাপিতৃন্মং অচ্চয়েন ইসিপক্কজ্জং পক্কজ্জিহ্বা  
 অভিঞা চ সমাপত্তিয়ে। চ নিব্বত্তেহা হিমবন্তে বাসং  
 কপ্পেসি। তথ চিরং বসিহা। লোণমিষলসেবনথায়  
 জনপদং আগস্থা। বারাণসিং পহা রাজুক্ষ্মানে বসিহা  
 পুনদিবসে সুনিবত্তো সুপারুতো তাপসাকপ্পসম্পন্নো ভিক্ষায়  
 নগরং পবিসিহা রাজদ্বারং পাপুণি। রাজা সীহপঞ্জরেণ  
 ওলোকেন্তো তং দিষা ইরিয়াপথে পসীদিহা ‘অয়ং তাপসো  
 সন্তিস্সিয়ে। সন্তুমানসো। যুগমত্তদস্সে। পদবারে পদবারে  
 সহস্রথবিকং ঠাপেন্তো। বিয় সীহবিজ্জন্তিতেন আগচ্ছতি।  
 সচে সন্তুধস্সো। নামেকো। অথি ইমস্স তেনত্তুন্তুরেণ ভবি-  
 তব্বন্তি’ চিস্তেহা একং অমচ্চং আলোকেসি। সো ‘কিং করোমি  
 দেবা-তি’ আহ। ‘এতং তাপসং আনেহীতি।’ সো ‘সাধু  
 দেবা-তি’ বোধিসত্তং উপসক্কমিহা বন্দিহা হথতো ভিক্ষা-  
 ভাজনং গহেহা ‘কিং মহাপুঞ্জা-তি’ বৃত্তে ‘ভস্মে, রাজা  
 পক্কোসতীতি’ আহ। বোধিসত্তো ‘ন ময়ং রাজকুলূপগা।  
 হেমবতকা নাম-মহাতি’ আহ। অমচ্চো গস্থা। তমথং  
 রঞো আরোচেসি। রাজা ‘অঞো অমহাকং কুলূপকো নথি।  
 আনেহি নন্তি’ আহ। অমচ্চো গস্থা। বোধিসত্তং বন্দিহা  
 যাচিহা রাজনিবেসনং পবেসেসি। রাজা বোধিসত্তং বন্দিহা  
 সমুস্সিতসেতচ্ছত্তে কঞ্চনপল্লকে নিসীদাপেহা অন্তনো পটিয়ত্তং  
 নানারসভোজনং ভোজেহা ‘ভস্মে, কুহিং বসথা-তি’ পুচ্ছি।  
 ‘হেমবতকা ময়ং মহারাজা-তি।’ ‘ইদানি কহং গচ্ছথা-তি।’  
 ‘বস্মারত্তান্নরূপং সেনাসনং উপধারেম মহারাজা-তি।’ ‘তেন  
 হি ভস্মে অমহাকং ঐব উক্ষ্মানে বসথা-তি’ পটিঞাং গহেহা  
 সয়ম্পি ভুঞ্জিহা বোধিসত্তং আদায় উক্ষ্মানং গস্থা। পল্লসালং  
 মাপেহা রত্তিষ্ঠানদিবাঠানানি কারেহা। পক্কজ্জিতপরিজ্জারে

দহা উষ্মানপালং পটিচ্ছাপেহা নগরং পাবিসি । ততো  
পট্টায় বোধিসত্তো উষ্মানে বসতি । রাজাপি-স্ন দিবসে দিবসে  
ধত্তিস্বত্তুং উপট্টানং গচ্ছতি ।

তস্ম পন রঞ্জে ছট্টকুমারো নাম পুত্তো অহোসি চণ্ডো  
ফরুসো । নেব রাজা দমেতুং অসঙ্খি ন সেসঞাতকা ।  
অমচ্চাপি ব্রাহ্মণগহপতিকাপি একতো হুহা ‘সামি, মা  
এবং করি, এবং কাতুং ন লত্তা-তি’ কুঙ্খিত্বা কথেন্তাপি  
কথং গাহাপেতুং ন সঙ্খিসু । রাজা চিন্তেসি ‘ঠপেহা মম  
অফ্মং সীলবত্তং তাপসং অঞ্জে ইমং কুমারং দমেতুং সমথো  
নাম নথি । সো য়েব নং দমেস্সতীতি ।’ সো কুমারং আদায়  
বোধিসত্তস্ম সন্তিকং গহ্বা ‘ভন্তে, অয়ং কুমারো চণ্ডো  
ফরুসো, ময়ং ইমং দমেতুং ন সঙ্কোম । তুমহে তং একেন  
উপায়েন সিদ্ধাপেথা-তি’ কুমারং বোধিসত্তস্ম নিফ্ফাদেহা  
পক্কমি । -

বোধিসত্তো কুমারং গহেহা উষ্মানে বিচরন্তো একতো  
একেন একতো একেনা-তি দ্বীহি য়েব পত্তেহি একং নিমব-  
পোতকং দিস্বা কুমারং আহ ‘কুমার, এতস্ম তাব রুঙ্কস্স পোতকস্স  
পল্লং খাদিত্বা রসং জ্ঞানাহীতি ।’ সো তস্ম একং পল্লং  
সংখাদিত্বা রসং ঞ্জহা ধীতি সহ খেলেন ভূমিয়ং নিট্টুভি ।  
‘কিং এতং কুমারা-তি’ বৃত্তে ‘ভন্তে, ইদানেবেস রুঙ্কো হলাহল-  
বিসুপমো, বড্ধেস্তো পন বহু মল্লস্সে মারেস্সতীতি’ নিমবপোতকং  
উপ্পাটেহা হথেহি পরিমদিত্বা ইমং গাথমাহ—

‘একপল্লো অয়ং রুঙ্কো ন ভূম্যা চহুরঙ্গলো ।

ফলেন বিসকল্লেন মহাযং কিং ভবিস্সতীতি ।

অথ নং বোধিসত্তো এতদবোচ—‘কুমার স্বং ইমং নিমব-  
পোতকং “ইদানেব এবং তিত্তকো, মহল্লককালে -কুতো ইমং

নিম্নায় বড়ীতি” উপাটেত্বা মদ্দিহা ছড্‌ডেসি। যথা স্বং  
 এতস্মিং পটিপজ্জি, এবমেব স্বং, রট্টবাসিনোপি ‘অয়ং কুমারো  
 দহরকালে য়েব এবং চণ্ডো ফরুসো, মহল্লককালে রজ্জং পহা  
 কিং নাম করিস্সতি। কুতো অম্বাহং এতং নিম্নায় বড়ীতি’  
 তব কুলসন্তুকং রজ্জং অদহা নিমবপোতকং বিয তং উপাটেত্বা  
 রট্টা পব্বাজ্জনিকস্মং করিস্সন্তি। তস্মা নিম্বরক্ক-  
 পরিভাগতং হিহ। ইতো পট্টায় খন্তিমেন্তান্নদয়সম্পন্নো  
 হোহীতি। সো ততো পট্টায় নিহতমানো নিব্বিসেবনো  
 খন্তিমেন্তান্নদয়সম্পন্নো হুহা বোধিসত্তস্স এবাদে ঠহা পিতু  
 অচ্চয়েন রজ্জং পহা দানাদীনি পুণ্ণকস্মানি কহা যথাকস্মং  
 অগমাসি।

জাতক, ১ম খণ্ড, ৫০৫।

### ইল্লীসজাতকং

অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তো রজ্জং কারেন্তে বারাণসিয়ং  
 ইল্লীসো নাম সেট্টী অহোসি অসীতিকোটবিভবো পুরিস-  
 দোসসমন্নাগতো খঞ্জো কুলী বিসম-অস্বিমণ্ডলো অস্নদ্ধো  
 অল্পসন্নো মচ্ছরী। নেব অঞ্জেসং দেতি ন সয়ং পরিভুঞ্জতি।  
 রক্কসপরিগাহীতপোত্বরণী বিয-স্নং গেহং অহোসি।  
 মাতাপিতরো পন-স্নং যাব সত্তমা কুলপরিবত্তা দায়কা  
 দানপতিনো। সো সেটিট্টানং লভিহা য়েব কুলবংসং নাসেহা  
 দানসালং ঝাপেহা যাচকে পোথেহা নিক্কজ্জিহা ধনমেব  
 সঠপেতি। সো একদিবসং রাজুপট্টানং কহা অন্তনো ঘরং  
 আগচ্ছন্তো একং মগ্গকিলন্তং জনপদমম্বুস্সং একং সুরাবারকং  
 আদায় পীঠকে নিসীদিহা অম্বিলসুরায় কোসকং পুরেহা

পুতিমচ্ছকেন উত্তরিভঙ্গেন পিবন্তং দিস্বা সুরং পাতুকামো  
 হুত্বা চিস্তেসি—‘সচাহং সুরং পিবিঙ্গামি, ময়ি পিবন্তে  
 বহু পিবিতুকামা ভবিঙ্গন্তি, এবং মে ধনপরিঙ্গয়ো  
 ভবিঙ্গন্তীতি।’ সো তণহং অধিবাসেস্তুো বিচরিত্বা  
 গচ্ছন্তে কালে অধিবাসেতুং অসক্কোস্তুো বিহতকম্মাসো বিয়  
 পণ্ডসরীরো অহোসি, ধমনিমস্তুতগত্তো জাতো। অথেক-  
 দিবসং গত্তুং পবিসিত্বা মঞ্চকং উপগুহিত্বা নিপজ্জি। তমেনং  
 ভরিয়া উপসংকমিত্বা পিটিঠং পরিমজ্জিত্বা ‘কিং তে সামি,  
 অফাসুকন্তি পুচ্ছি। সৰং হেট্টাকথিতনিয়মেনেব বেদি-  
 তৰং।’ ‘তেন হি এককস্সেব তে পহোনকং সুরং করোমীতি’  
 পুন বুত্তে ‘গেহে সুরায় করিয়মানায় বহু পচ্চাসিংসন্তি।  
 অন্তুরাপণতো আহরাপেত্বাপি ন সক্কা ইধ নিসিন্লেন পাতুন্তি’  
 মাসকমত্তং দত্ত্বা অন্তুরাপণতো সুরাবারকং আহরাপেত্বা

১। ‘ন মে কিঞ্চি অফাসুকং অথীতি।’ ‘কিন্তু থো তে রাজা  
 কুপিতো’তি? ‘রাজাপি মে ন কুপ্ততি।’ ‘অথ কিস্তে পুত্তদীতাহি বা  
 দাসকম্মকরাদীহি বা কিঞ্চি অমনাপং কত্তং অথীতি?’ ‘এবরুপম্পি নথি।’  
 ‘কিন্মিচি পন তে তণহা অথীতি?’ এবং বুত্তেপি ধনহানিভয়েন  
 কিঞ্চি অবত্তা নিমসদো-ব নিপজ্জি। অথ নং ভরিয়া ‘কথেহি সামি,  
 কিন্মিং তে তণ্হা-তি’ আহ। সো বচনং পরিগিলন্তো বিধ ‘অথি মে  
 একা তণ্হা-তি’ আহ। ‘কিস্তণ্হা সামীতি।’ ‘( সুরং পাতু ) কামোগিহ।’  
 ‘অথ কিমথং ন কথেসি? কিং ত্বং দলিদ্ধো? ইদানি সকল-  
 রচ্ছরনিগমবাসীনং ( পহোনকং সুরং করিম্সামীতি )। ‘কিং তেহি,  
 অন্তনো কম্মং কত্ত্বা ( পিবিঙ্গন্তীতি )।’ ‘তেন হি একরচ্ছবাসীনং  
 ( পহোনকং করোমোতি )।’ ‘জানাম-হং তব মহাধনভাবন্তি।’ ‘ইমস্মিং  
 গেহমন্তে সৰেবপং পহোনকং কত্ত্বা ( করোমীতি )। ‘জানাম-হং তব  
 মহাধনভাবন্তি।’ ‘তেন হি তে পুত্তদারমত্তস্সেব পহোনকং কত্ত্বা  
 ( করোমীতি )।’ ‘কিস্তে এতেহীতি?’

ଚେଟକେନ ଗାହାପେହା ନଗରା ନିକ୍ଷୁନ୍ଧ ନଦୀତୀରଂ ଗହା ମହାମଗ୍ଗସମୀପେ  
 ଏକଂ ଶୁଷ୍କଂ ପବିସିହା । ସୁରାବାରକଂ ଠପାପେହା । ‘ଗଛ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି,  
 ଚେଟକଂ ଦୂରେ ନିସୀଦାପେହା କୋସକଂ ପୁରେହା । ସୁରଂ ପାତୁଂ  
 ଆରଭି ।

ପିତା ପନ-ସ୍ଥ ଦାନାଦୀନଂ ପୁଞ୍ଜାନଂ କତନ୍ତା ଦେବଲୋକେ ଶକ୍ତେ ।  
 ହୁହା ନିଷ୍ପତ୍ତୋ । ସୋ ତସ୍ମିଂ ଥଣେ ‘ପବତ୍ତତି ହୁ ଥୋ ମେ  
 ଦାନଂ ଉଦାହ୍ ନୋ-ତି’ ଆବଞ୍ଜେନ୍ତୋ ତସ୍ମ ଅମ୍ଭବନ୍ତି ପୁତ୍ରସ୍ତ ଚ  
 କୁଳବଂସଂ ନାସେହା ଦାନସାଳଂ ଶାପେହା ଯାଚକେ ନିକଞ୍ଚିତ୍ତହା  
 ମର୍ହ୍ଧ୍ରିୟଭାବେନ ପତିତ୍ତାୟ ଅଞ୍ଜେସଂ ଦାତବ୍ଧଂ ଭବିସ୍ତତ୍ତାତି ତଥେନ  
 ଶୁମ୍ଭଂ ପବିସିହା । ଏକକସ୍ମେବ ସୁରଂ ପିବନଭାବଞ୍ଚ ଦିଶା  
 ‘ଗଛ୍ଛାମି, ତଂ ସଂଥୋଭେହା ଦମେହା କମ୍ମଫଳସମବହ୍ନଂ ଜାନାପେହା  
 ଦାନଂ ଦାପେହା ଦେବଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତନାରହଂ କରୋମୀତି’ ମହୁସ୍ଥ-  
 ପଥଂ ଓତରିହା । ଇଲ୍ଲୀସସେଟ୍ଟିନା ନିଷ୍ପିସେସଂ ଧଜ୍ଜାକୁଣିଂ ବିସମ-  
 ଚକ୍ଖୁଳଂ ଅନ୍ତତ୍ତାବଂ ନିନ୍ଧିନିହା । ରାଜଗହନଗରଂ ପବିସିହା  
 ରଞ୍ଜୋ ନିବେସନଦ୍ଦାରେ ଠହା ଅନ୍ତନୋ ଆଗତତ୍ତାବଂ ଆରୋଚାପେହା  
 ‘ପବିସତ୍ତ-ତି’ ବୁଦ୍ଧେ ପବିସିହା । ରାଜାନଂ ବନ୍ଧିହା ଅଟ୍ଟାସି ।  
 ରାଜା ‘କିଂ ମହାସେଟ୍ଟି, ଅବେଳାୟ ଆଗତୋସୀତି’ ଆହ ।  
 ‘ଆଗତୋମିହି ଦେବ, ଘରେ ମେ ଅସୀତିକୋଟିମନ୍ତଂ ଧନଂ ଅଥ୍ଥି ।  
 ତଂ ଦେବୋ ଆହରାପେହା ଅନ୍ତନୋ ଭଣ୍ଡାଗାରେ ପୁରାପେତ୍ତ-ତି ।’ ‘ଅଳଂ  
 ମହାସେଟ୍ଟି, ତବ ଧନତୋ । ଅମହାକଂ ଗହେ ବହ୍ତରଂ ଧନସ୍ତି ।’ ‘ସଚେ  
 ଦେବ, ତୁମ୍ଭାକଂ କମ୍ମଂ ନଥ୍ଥି, ଯଥାକଚ୍ଚିୟା ନଂ ଗହେହା ଦାନଂ  
 ଦନ୍ଧୀତି ।’ ‘ଦେହି ସେଟ୍ଟୀତି ।’ ସୋ ‘ସାଧୁ ଦେବା-ତି’ ରାଜାନଂ  
 ବନ୍ଧିହା ନିକ୍ଷୁମିହା । ଇଲ୍ଲୀସସେଟ୍ଟିନୋ ଗେହଂ ଅଗମାସି । ସକ୍ଷେ  
 ଉପଟ୍ଟାକମହୁସ୍ଥା ପରିବାରେସୁଂ । ଏକୋପି ‘ନାୟଂ ଇଲ୍ଲୀସୋତି’  
 ଜାନିତୁଂ ସମଥୋ ଅଥ୍ଥି । ସୋ ଗେହଂ ପବିସିହା ଅନ୍ତେ ଉନ୍ଧାରେ  
 ଠହା ଦୋବାରିକଂ ପକ୍କୋସାପେହା ‘ସୋ ଅଞ୍ଜୋ ମୟା ସମାନରୂପୋ

আগস্থা 'মমেতং গেহস্তি' পবিসিতুং আগচ্ছতি, তং পিঠিয়ং  
 পহরিষা নীহরেষাথা-তি' বহা পাসাদং আকফ্ মহারহে  
 আসনে নিসাদিষা সেটিঠভরিযং পকোসাপেহা সিতাকারং  
 দস্লেখা 'ভদে, দানং দেমা-তি' আহ। তস্ম তং বচনং সুহা-ব  
 সেটিঠভরিয়া চ পুত্তধীতরো চ দাসকম্মকরা চ 'এত্তকং কালং  
 'দানং দেমা-তি' চিত্তমেব নথি, অজ্জ পন সুহং পিবিষা  
 মুহুচিন্তো হুহা দাতুকামো জাতো ভবিস্সতীতি' বদিংসু।  
 অথ নং সেটিঠভরিয়া 'যথরুচিয়া দেথ সামীতি' আহ।  
 'তেন হি ভেরিবাদকং পকোসাপেহা 'সুবল্লরজ্জতমণিমুত্তাদীহি  
 অথিকা ইল্লীসসেটিঠস্স ঘরং গচ্ছন্তু-তি' সকলনগরে ভেরিং  
 চরাপেহীতি।' সা তথা কারেসি। মহাজনো পচ্ছিপসিদ্ধকা-  
 দীনি গহেহা গেহহায়ে সন্নিপতি। সকে সত্তরতনপূরে গত্তে  
 বিবরাপেহা 'তুমহাকং দম্মি, যাবদথং গহেহা গচ্ছথা-তি'  
 আহ। মহাজনো ধনং নীহরিষা মহাতলে রাসিং কহা  
 আভতভাজনানি পুরেহা গচ্ছতি। অগ্গতরো জনপদমহুস্সো  
 ইল্লীসসেটিঠনো গোণে তস্সেব রথে যোজেহা সত্তহি রতনেহি  
 পুরেহা নগরা নিদ্ধম্ম মহামগ্গং পটিপজ্জিহা তস্ম গুহস্স  
 অবিদুরেন রথং পেসেস্সো 'বস্সসতং জীব সামি ইল্লীসসেটিঠ, তং  
 নিস্সায় দানি মে যাবজীবং কম্মং অকহা জীবিতস্সং  
 জাতং। তবেব রথো, তবেব গোণা, তবেব গেহে সত্তরতনানি।  
 নেব মাতরা দিন্নানি ন পিতরা। তং নিস্সায় লদ্ধানি সামীতি'  
 সেটিঠনো গুণকথং কথেস্সো গচ্ছতি। সো তং সদং সুহা ভীত-  
 তসিতো চিস্তেসি 'অয়ং মম নামং গহেহা ইদঞ্চ ইদঞ্চ  
 বদতি। কচ্চি সু খো রঞা মম ধনং লোকস্স দিন্নন্তি' গুহা  
 নিদ্ধমিহা গোণে চ রথং চ সজ্জানিহা 'অরে চেটক, মফ্হং  
 গোণা, মফ্হং রথোতি' বহা গস্থা গোণে নাসারজ্জুযং গণ্হি।

গহপতিকো রথা ওরুয়হ ‘অরে তুট্টেটেক, ইল্লীমহাসেটিঠ  
সকলনগরস দানং দেতি । হং কিং অহোসিতি’ পঙ্কন্দিহা  
অসনিং পাতেন্তো বিষ খঙ্কে পহরিহা রথং আদায়, অগমাসি ।  
সো পন কম্পমানো উট্টায় পংসুং পুঙ্খিহা বেগেন গম্বা  
রথং গণিহ । গহপতিকো ওতরিহা কেসেসু গহেহা নামেহা  
কপ্পরপ্পহারেহি কোট্টেহা গলে গহেহা আগত্তমগ্গাভিমুখং  
খিপিহা পক্কমি । এত্তাবতাসু সুরামদো ছিজ্জি । সো  
কম্পমানো বেগেন নিবেসনদ্বারং গম্বা ধনং আদায় গচ্ছন্তে  
‘অন্তো কিং নামেত্তং, কিং রাজা মম ধনং বিলুম্পাপেতীতি’  
তং তং গম্বা গগহাতি, গহিতগহিতা পহরিহা পাদমূলে  
য়েব পাতেন্তি । সো বেদনামন্তো গেহং পবিসিতুং আরভি ।  
দ্বারপালা ‘অরে ধুত্তগহপতি, কহং পবিসসীতি’  
বংসপেসিকাছি পোথেহা গাঁবায় গহেহা নীহরিংসু । সো ‘ঠপেহা  
ইদানি রাজানং নথি মে অঞ্ঞা কোচি পটিসরণন্তি’ রঞ্ঞা  
সন্তিকং গম্বা ‘দেব, মম গেহং তুমেহ বিলুম্পাপেথা-তি ।’  
‘নাহং সেটিঠ, বিলুম্পাপেমি । নহু তুমেব আগম্বা “সচে তুমেহ  
ন গগহথ অহং মম ধনং দানং দম্মামীতি,” নগরে ভেরিং  
চরাপেহা দানং অদাসীতি ।’ ‘নাহং দেব, তুমহাকং সন্তিকং  
আগচ্ছামি । কিং তুমেহ ময়ং মচ্ছরিয়ভাবং ন জানাথ ?  
অহং তিগগেন তেলবিন্দুস্পি ন কল্পচি দেমি । যো দানং দেতি  
তং পক্কোসাপেহা বীমংসথ দেবা-তি ।’

রাজা সকং পক্কোসাপেসি । দ্বিন্নং জনানং বিসেসং নেব  
রাজা জানাতি ন অমচ্চা । মচ্ছরিয়সেটিঠ ‘কি দেব,  
অয়ং সেটিঠ ? অহং সেটীতি’ আহ । ‘ময়ং ন সজ্জানাম,  
অথি তেসং জাননকো-তি ?’ ‘ভরিয়্য মে দেবা-তি’ । ভরিয়ং  
পক্কোসাপেহা ‘কতরো তে সামিয়োতি’ পুচ্ছিংসু । সা ‘অয়ন্তি’

সক্সেব সন্তিকে অট্টাসি। পুত্তধীতরো দাসকস্মকরে  
 পকোসাপেহা পুচ্ছিংসু, সকেব সক্সেব সন্তিকে তিট্টস্টি।  
 পুন সেটিঠ চিস্তেসি ‘মহ্হং সীসে পিলক্কা অথি কেসেহি  
 পটিচ্ছনা, তং খো পন কপ্পকো এব জানাতি, নং পকোসাপে-  
 স্সামীতি।’ সো ‘কপ্পকো মং দেব, সজ্জানাতীতি তং পকোসাপে-  
 হীতি’ আহ। তস্মিং পন কালে বোধিসত্তো তস্স কপ্পকো  
 হোতি। রাজ্জা নং পকোসাপেহা ‘ইল্লীসসেটিঠং জানাসীতি’  
 পুচ্ছি। ‘সীসং ওলোকেহা সজ্জানিস্সামি দেবা-তি।’  
 ‘তেন হি দ্বিন্নপ্পি সীসং ওলোকেহীতি।’ তস্মিং খণে সকে।  
 সীসে পিলকং মাপেসি। বোধিসত্তো দ্বিন্নপ্পি সীসং  
 ওলোকেস্তো পিলকং দিস্সা ‘মহারাজ্জ, দ্বিন্নপ্পি সীসে পিলকো  
 অথেব, নাহং এতেন্সু একস্স সামি-ইল্লীস-ভাবং সজ্জানিতুং  
 সকেমীতি’ বহা ইমং গাথমাহ—

‘উভো খজ্জা উভো কুণী উভো বিসমচক্কুলা।

উভিন্নং পিলকো জাতা, নাহং পস্সামি ইল্লীসস্টি।

বোধিসত্তস্স বচনং সুহা সেটিঠ কম্পমানো ধনসোকেন  
 সতিং পচ্ছুপট্টাপেহুং অসকেস্তো তথেব পপতি। তস্মিং  
 খণে সকে। ‘নাহং মহারাজ্জ ইল্লীসো, সকেহং অস্মীতি’  
 মহতিয়া নীল্হায় আকাসে অট্টাসি। ইল্লীসস্স মুখং  
 পুচ্ছিহা উদকেন সিক্খিংসু। সো উট্টায় সকেং দেবরাজানং  
 বন্দিহা অট্টাসি। অথ নং সকে। আহ—‘ইল্লীস, ইদং  
 ধনং মম সম্বকং, ন তব। অহম্পি তে পিতা, ত্বং মম  
 পুত্তো। অহং দানাদীনি পুণ্ণানি কহা সকেত্তং পত্তো। ত্বং  
 পন মে বংসং উপচ্ছিন্দিহা অদানসীলো লুহা মচ্ছরিয়ে  
 পতিট্টায় দানসালা ঝাপেকা যাচকৈ নিকড়িত্তহা ধনমেব  
 সৰ্গপেসি। তং নেব ত্বং পরিভুঞ্জসি ন অঞ্জে। রত্থস-

পরিগ্ৰহীতং বিষ্য তিষ্ঠতি । সচে মে দানসাল্য পাকটিকং  
কহ্য দানং দস্সসি, ইচ্চেতং কুসলং ; নো চে দস্সসি . সন্নাং  
তে ধনং অন্তরথাপেহা ইমিনা ইন্দবজ্জিরেন সীসং  
হিন্দিত্বা জীবিতস্বয়ং পাপেঙ্গামোতি ।’ ইল্লীসেসেটি মরণভয়েন  
সন্তজ্জিতো ‘ইতো পট্টায় দানং দস্সামোতি’ পটিঞং অদাসি ।  
সকো তস্স পটিঞং গহেহা আকাসে নিসিন্নকোব ধম্মং  
দেসেহা তং সীলেন্সু পতিষ্ঠাপেহা সকেটানমেব অগমাসি ।  
ইল্লীসোপি দানাদীনি পুঞ্জানি কহ্য সগ্গপরায়নো  
অহোসি ।

জাতক. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯ ।

#### দসরথজাতকং

অতীতে বারাগমিয়ং দসরথ-মহারাজা নাম অগতি-  
গমনং পহায় ধম্মেন রজ্জং কারেসি । তস্স সোলসন্নং  
ইথিসহস্রানং জেট্ঠিকা অগ্গমহেসী হে পুত্তে একং চ  
ধীতরং বিজ্জায়ি । জেট্ঠপুত্তো রামপণ্ডিতো নাম অহোসি ।  
দুতিয়ো লঙ্ঘণকুমারো নাম । ধীতা সীতাদেবী নাম ।  
অপরভাগে অগ্গমহেসী কালং অকাসি । রাজা তস্সা  
কালকতায় চিরং সোকবসং গহ্য অমচ্ছেহি সঞ্জাপিতো তস্সা  
কত্ত্বপরিহারং কহ্য অঞং অগ্গমহেসিট্টানে ঠপেসি । সা  
রঞ্ঞা পিয়া অহোসি মনাপা । সাপি অপরভাগে গত্ত্বং  
গণিহহা লঙ্ঘণপরিহারো পুত্তং বিজ্জায়ি । ভরতকুমারো-তি-  
স্স নামং করিংশু । রাজা পুত্তসিনেহেন ‘ভদ্রে, বরং তে  
দম্মি, গণহাহীতি’ আহ । সা গহিতকং কহ্য ঠপেহা  
কুমারস্স সট্ঠবস্সকালে রাজানং উপসংকমিহা ‘দেব,

তুম্হেহি মফ্হং পুত্তস্স বরো দিম্মো, ইদানি-স্স নং দেখা-তি’  
 আহ। ‘গণ্হ ভদে তি।’ ‘দেব, পুত্তস্স মে রজ্জং  
 দেখা-তি।’ রাজ্জা অচ্ছরং পহরিহা ‘নস্স বসলি! মফ্হং  
 হে পুত্তা অগ্গিস্ছক্কা বিয জলন্তি। তে মারাপেহা তব  
 পুত্তস্স রজ্জং যাচসীতি’ তজ্জেসি। সা ভীতা সিরিগত্তং  
 পবিসিত্বা অগ্গেস্সু দিবসেস্সু রাজ্জানং পুনপ্পুন রজ্জমেব  
 যাচি। রাজ্জা তস্সা তং বরং অদহা-ব চিস্তেসি—  
 ‘মাতুগামো নাম অকতগ্গু মিত্তদুভী। অযং মে কূটপপ্পং বা  
 বা কূটলপ্পং বা কহা পুত্তে ঘাতাপেহা-তি’। সো পুত্তে  
 পক্কোসাপেহা তং অথং আরোচেহা ‘তাত, তুম্হাকং ইধ  
 বসন্তানং অন্তরাযোপি ভবেহ্ম। তুম্হে সামন্তরজ্জং বা  
 অরপ্পং বা গহ্বা মম ধুমকালে আগহ্বা কুলসন্তকং রজ্জং  
 গণ্হেহ্মাথা-তি’ বহা পুন নেমিত্তিকে পক্কোসাপেহা অন্তনো  
 আয়ুপরিচ্ছেদং পুচ্ছিহা ‘অপ্পানি দ্বাদস বস্সানি পবত্তি-  
 স্সতীতি’ সুহা ‘তাত, ইতো দ্বাদসবস্সচ্চয়েন আগহ্বা হত্তং  
 উস্সাপেহ্মাথা-তি’ আহ। তে ‘সাধু-তি’ বহা পিতরং  
 বন্দিস্বা রোদন্তা পাসাদা ওতরিস্সু। সীতাদেবী ‘অহম্পি  
 ভাতিকেহি সদ্ধিং গমিস্সামীতি’ পিতরং বন্দিস্বা রোদন্তী  
 নিচ্ছমি। তে তযোপি মহার্জনপরিবারা নিচ্ছমিত্বা  
 মহার্জনং নিবত্তেহ্বা অল্পপুৰ্ণেন হিমবন্তং পবিসিত্বা  
 সম্পন্নোদকে সুলভফলাফলে পদেসে অস্সমং মাপেহা ফলাফলেন  
 যাপেস্তা বসিস্সু। লঙ্ঘণপণ্ডিতো পন সীতা চ রামপণ্ডিতং  
 যাচিহা ‘তুম্হেহ অমহাকং পিতুট্টানে ঠিতা। তস্মা অস্সমে য়েব  
 হোথ। ময়ং ফলাফলং আহরিহা তুম্হেহ পোসেস্সামা-তি’  
 পটিগ্গং গণিহংসু। ততো পট্টায় রামপণ্ডিতো তথৈব হোতি।  
 ইতরে ফলাফলং আহরিহা তং পটিজ্জগিস্সু। এবং তেসং

ফলাফলেন যাপেহা বসন্তানং দসরথমহারাজা পুত্তসোকেন  
নবমে সংবচ্ছরে কাণং অকাসি। তস্ম সন্নীরকিচ্চং করিহা  
দেবী অন্তনো পুত্তস্ম ভরতকুমারস্ম ‘ছত্তং উস্সাপেথা-তি’ আহ।  
অমচ্চা পন ‘ছত্তসামিকা অরঞ্জে বসন্তীতি’ ন অদংসু।  
ভরতকুমারো ‘মম ভাতরং রামপণ্ডিতং অরঞ্জে আনেহা  
ছত্তং উস্সাপেস্সামীতি’ পঞ্চরাজককুধভণ্ডানি গহেহা চতুরঙ্গিনিয়া  
সেনায় তস্ম বসনট্টানং পহা অবিদুং খঙ্কাবারং নিবাসেহা  
কতিপয়েহি অমাচেহি সন্ধিং লঙ্ঘণপণ্ডিতস্ম চ সীতায়  
চ অরঞ্জে গতকালে অস্মমপদং পবিসিহা অস্মমপদদ্বারে  
সুট্টেপিতকঞ্চনরূপকং বিয় রামপণ্ডিতং নিরাসঙ্কং সুখনিসিন্নং  
উপসঙ্কমিহা বন্দিহা একমস্তুং ঠিতো রঞ্জে পবত্তিং আরোচেহা  
সন্ধিং অমচেহি পাদেসু পতিহা রোদি। রামপণ্ডিতো নেব  
সোচি ন রোদি। ইন্দ্রিয়বিকারমত্তম্পি-স্ম নাহোসি।  
ভরতস্ম পন রোদিহা নিসিন্নকালে সায়ামহসময়ে ইতরে  
হে ফলাফলে আদায় আগমিংসু। রামপণ্ডিতো চিস্তেসি  
—‘ইমে দহরা, মহং বিয় পরিগণহনপঞ্চে এতেসং নথি,  
সহসা “পিতা বো মতো-তি” বৃত্তে সোকং ধারেতুং অসক্কোস্তানং  
হদয়ম্পি তেসং ফলেফা। উপায়েন তে উদকং ওতারেহা এতং  
পবত্তিং সাবেস্সামীতি।’ অথ নেসং পুরতো একং উদকট্টানং  
দস্सेহা ‘তুমেহ অতিচিরেন আগতা, ইদং বো দণ্ডকস্মং  
হোতু—ইমং উদকং ওতরিহা তিট্টেথা-তি’ উপজ্জগাথং তাব  
আহ—

‘এথ লঙ্ঘণ সীতা চ উভো ওতরখোদকন্তি।’

তে একবচনেন ওতরিহা অট্টংসু। অথ নেসং তং পবত্তিং  
আরোচেস্তো সেসং উপজ্জগাথমাহ—

‘এবায় ভরতো আহ রাজা দসরথো মতোতি ।’

তে পিতৃ মতসাসনং সূত্বা-ব বিসঙ্গা অহেসুং । পুন-পি  
নেসং কথেসি, পুন বিসঙ্গা অহেসুস্তি । এবং যাবততিয়ং  
বিসঙ্গিতং পন্তে তে অমচ্চা উজ্জ্বপিহা উদকা নীহরিহা  
থলে নিসীদাপেহা লঙ্কাসাসেসু তেসু সৰ্বং অঙ্কমঙ্কং রোদিহা  
পরিদেবিহা নিসীদিংসু । তদা ভরতকুমারো চিস্তেসি—  
‘মহং ভাতা লঙ্কণকুমারো ভগিনী চ সীতাদেবী পিতৃ  
মতসাসনং সূত্বা-ব সোকং সঙ্কারেতুং ন সঙ্কোস্তি, রাম-  
পণ্ডিতো পুন ন সোচতি ন পরিদেবতি, কিম্লু খো তস্স  
অসোচনকারণং ; পুচ্ছিস্সামি নন্তি’ সো তং পুচ্ছন্তো হুতিয়-  
গাথমাহ—

‘কেন’রাম প্লভাবেন সোচিতৰং ন সোচসি ।

পিতরং কালকতং সূত্বা ন তং পসহতে দুখস্তি ।’

অথ-স্স রামপণ্ডিতো অন্তনো অসোচনকারণং কথেষ্টো

‘যং ন সকা পালেতুং পোসেন লপতং বহুং ।

স কিম্ব বিঙ্কু মেধাবী অন্তানমুপতাপয়ে ॥

দহরা চ হি বুদ্ধা চ যে বালা যে চ পণ্ডিতা ।

অড্ঢা চেব দলিদ্দা চ সৰ্বে মচ্চুপরাযণা ॥

ফলানমিব পক্কানং নিচ্চং পপতনা ভযং ।

এবং জাতানং মচ্চানং নিচ্চং মরণতো ভযং ॥

সাযমেকে ন দিস্সন্তি পাতো দিট্ঠা বহুজ্জনা ।

পাতো একে ন দিস্সন্তি সাযং দিট্ঠা বহুজ্জনা ॥

পরিদেবযমানো চে কঞ্চিদথমুদকরহে ।

সম্মূলহো হিংসমন্তানং কয়িরা চেনং বিচঙ্কণো ॥

কিসো বিবণ্ণো ভবতি হিংসমন্তানমন্তনো ।

ন তেন পেতা পালেস্তি নিরথা পরিদেবন। ॥

যথা সরণমাদিত্তং বারিনা পরিনিব্বয়ে ।  
 এবম্পি ধীরো সুহা মেধাবী পণ্ডিতো নরো ॥  
 খিণ্ণমুপ্পতিতং সোকং বাতো তূলং-ব ধংসয়ে ॥  
 একোব মচো অচেতি একোব জায়তে কুলে ।  
 সঙ্কোগপরমা হেব সন্তোগা সৰুপাণিনং ॥

তস্মা হি ধীরস্স বহুস্সুতস্স সম্পস্সতো লোকমিমং পরঞ্চ ।  
 অঙ্কায় ধম্মং হদয়ং মনঞ্চ সোকা মহন্তাপি ন তাপযন্তি ॥  
 সোহং দস্সঞ্চ ভোজ্ঞঞ্চ ভরিস্সামি চ ঞ্জাতকে ।  
 সেসং সম্পালয়িস্সামি কিচ্চমেবং বিজানতোতি ॥’  
 ইমাহি গাথাহি অনিচ্চতং পকাসেসি ।

পরিসা ইমং রামপণ্ডিতস্স অনিচ্চতাপকাসনিং ধম্ম-  
 দেসনং সুহা নিস্সোকা অহোসি। ততো ভরতকুমারো  
 রামপণ্ডিতং বন্দিহা ‘বারাণসিরজ্জং’ পটিচ্ছথা-তি’ আহ।  
 ‘তাত, লজ্জণঞ্চ সীতাদেবিঞ্চ গহেহা রজ্জং অনুসাসথা-তি।  
 ‘তুমেহ পন দেবা-তি?’ ‘তাত, মম পিতা “বাদসবস্সচ্চয়েনা-  
 গন্ত্বা রজ্জং করেম্মাসীতি” মং অবোচ, অহং ইদানেব গচ্ছন্তো  
 তস্স বচনকরো নাম ন হোমি। অঙ্কানি পন তীণি বস্সানি  
 অতিকমিহা আগমিস্সামীতি।’ ‘এত্তকং কালং কো রজ্জং  
 কারেস্সতীতি?’ ‘তুমেহ কেরোথা-তি।’ ‘ন ময়ং কারেস্সামা-তি।’  
 ‘তেন হি যাব মম আগমনা ইমা পাছুকা কারেস্সন্তীতি’  
 অন্তনো তিণপাছুকা ওমুঞ্চিহা অদাসি। তে তয়োপি  
 জনা পাছুকা গহেহা পণ্ডিতং বন্দিহা মহাজনপরিবৃত্তা  
 বারাণসিং অগমংসু। তীণি সংবচ্ছরানি পাছুকা রজ্জং  
 কারেস্সং। অমচ্চা তিণপাছুকা রাজপল্লঙ্কে ঠপেহা অট্টং  
 বিনিচ্ছিনন্তি। সচে ছন্নিবিনিচ্ছিতো হোতি, পাছুকা  
 অঙ্কমঙ্কং পটিহঙ্কতি। তায় সঙ্কায় পুন বিনিচ্ছিনন্তি।

সম্মাবিনিচ্ছিতকালে পাত্ৰক। নিম্নদ। সন্নিসীদন্তি ।  
 পণ্ডিতো তিগ্গং সংবচ্ছরানং অচ্চয়েন অরুগ্গা নিচ্ছমিহ।  
 বারাগসিনগরং পহা উম্মানং পবিসি । তস্মাগতভাবং এহা  
 কুমারা অমচ্চপরিবৃত্তা উম্মানং গম্বা সীতং অগ্গমহেসিং কহা  
 উত্তিম্পি অভিসেকং করিংসু । এবং অভিসেকমত্তো মহাসত্তো  
 অলঙ্ককতরথে ঠহা মহন্তেন পরিবারেন নগরং পবিসিহ।  
 পদচ্ছিংগং কহা সুচ্চন্দকপাসাদবরস্স মহাতলং অভিরুহ  
 ততো পট্টায় সোলসবস্সসহস্সানি ধম্মেন রজ্জং করিহা  
 সগ্গপদং পুরেসি ।

দসবস্সসহস্সানি সট্ঠি বস্সসতানি চ ।

কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রজ্জমকারয়ীতি ॥

জাতক, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪ ।

### আলবকস্তুং

এবং মে-স্তুং একং সময়ং ভগবা আলবিয়ং বিহরতি  
 আলবকস্স যক্সস্স ভবনে। অথ খো আলবকো যক্সো  
 যেন ভগবা তেজুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা ভগবন্তমেতদবোচ  
 ‘নিচ্ছম সমণা-তি ।’ ‘সাধাবুসো-তি’ ভগবা নিচ্ছমি ।  
 ‘পবিস সমণা-তি ।’ ‘সাধাবুসো-তি’ ভগবা পাবিসি ।  
 ত্তিয়ম্পি খো আলবকো যক্সো ভগবন্তং এতদবোচ ‘নিচ্ছম  
 সমণা-তি ।’ ‘সাধাবুসো-তি’ ভগবা নিচ্ছমি । ‘পবিস  
 সমণা-তি ।’ ‘সাধাবুসো-তি’ ভগবা পাবিসি । তত্তিয়ম্পি  
 খো আলবকো যক্সো ভগবন্তং এতদবোচ ‘নিচ্ছম সমণা-তি ।’  
 ‘সাধাবুসো-তি’ . ভগবা নিচ্ছমি । ‘পবিস সমণা-তি ।’  
 ‘সাধাবুসো-তি’ ভগবা পাবিসি । চতুথম্পি খো আলবকো

যজ্ঞো ভগবন্তং এতদবোচ 'নিষ্কম সমণা-তি ।' ন খো  
 পনাহং আবুসো নিষ্কমিস্সামি, যন্তে করণীয়ং তং করোহীতি ।'  
 'পঞ্হং তং সমণ, পুচ্ছিস্সামি । সচে মে ন ব্যাকরিস্সসি,  
 চিত্তং বা তে থিপিস্সামি, হদযং বা তে ফালেস্সামি, পাদেস্সু  
 বা গহেত্বা পারং গঙ্গায় থিপিস্সামীতি ।' 'ন খাহং তং  
 আবুসো পস্সামি সদেবকে লোকে সমারকে সত্রাক্কে, সস্সমণ-  
 ব্রাহ্মণিয়া পজ্জায় সদেবমহুস্সায়, যো মে চিত্তং বা থিপেয্য,  
 হদযং বা ফালেয্য, পাদেস্সু বা গহেত্বা পারং গঙ্গায় থিপেয্য ।  
 অপিচ ত্বং আবুসো পুচ্ছ যদাকঙ্কসীতি ।'

'কিং সুধ বিত্তং পুরিসস্ম্য সেট্টং,

কিং সু সুচিল্লো সুখমাবহতি ।

কিং সু হবে সাধুতরং রসানং,

কথংজীবিং জীবিতং আহু সেট্ট-স্তি ॥'

সদ্ধিধ বিত্তং পুরিসস্ম্য সেট্টং,

ধম্মো মুচিল্লো সুখমাবহতি ।

সচ্চং হবে সাধুতরং রসানং,

পঞ্জাজীবিং জীবিতং আহু সেট্ট-স্তি ॥'

'কথং সু তরতি ওঘং, কথং তরতি অগ্নবং ।

কথং সু হুঙ্কং অচ্ছেতি, কথং সু পরিসুঙ্কাতীতি ॥'

'সদ্ধায় তরতি ওঘং, অগ্নমাদেন অগ্নবং ।

বিরিযেন হুঙ্কং অচ্ছেতি, পঞ্জায় পরিসুঙ্কাতীতি ॥'

'কথং সু লভতে পঞ্জং, কথং সু বিন্দতে ধনং ।

কথং সু কিত্তিং পপ্পোতি, কথং মিত্তানি গম্হতি ।

অস্মা লোকা পরং লোকং কথং পেচ্চ ন সোচতি ॥'

'সদ্বহানো অরহতং ধম্মং নিব্বানপত্তিয়া ।

সুস্সং লভতে পঞ্জং অগ্নমত্তো বিচঙ্কণো ॥

পটিকপকারী ধুরবা বৃষ্ঠাতা বিন্ধতে ধনং ।  
 সচ্চেন কিত্তিং পম্পোতি দদং মিত্তানি গন্ততি ॥  
 অস্মা লোকা পরং লোকং এবং পেচ্চ ন সোচতি ।  
 যস্সেতে চতুরো ধম্মা সদ্ধস্স ঘরমেসিনো ॥  
 সচ্চং ধম্মো ষিতি চাগো স বে পেচ্চ ন সোচতি ॥  
 ইজ্জ অঞে পুচ্ছস্সু পুথু সমণব্রাহ্মণে ।  
 যদি সচ্চা দমা চাগা খন্ত্যা ভিষ্মো-ধ বিজ্জতি ॥’  
 ‘কথং সু দানি পুচ্ছেষ্যং পুথু সমণব্রাহ্মণে ।  
 স্বাহং অজ্জ পজ্ঞানামি সো অথো সম্পরাযিকো ॥  
 অথায় বত মে বুদ্ধো বাসাযালবিমাগতো ।  
 যোহং অজ্জ বিজ্ঞানামি যথ দিন্নং মহত্ত্বলং ॥  
 সো অহং বিচরিস্সামি গামা গামং পুরা পুরং ।  
 নমস্সমানো সম্বুদ্ধং ধম্মস্স চ সুধম্মত-ত্তি ॥’

এবং বৃত্তে আলবকো যস্মো ভগবন্তং এতদবোচ উপাসকং  
 মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতংতি ।

স্তুত্‌নিপাত, উরগবগ্গ, ১০ ।

## সংক্ষিপ্ত শব্দকোশ



অ

অকালিকো, আকালিকঃ,

অবিলম্বিতঃ ।

অকাসি, (  $\sqrt{\text{ক}} + \text{লুঙ}$ , প্রথ.

এক. ), অকার্ষীং ।

অগতিগমনং, দুর্গতিগমনম্ ।

অগমাসি, (  $\sqrt{\text{গম}} + \text{লুঙ}$ ,

প্রথ. এক. ), অগমং ।

অগমহেসী, অগ্রমহিসী ।

অগ্নিস্বন্ধো, অগ্নিস্বন্ধঃ,

অগ্নিরাশিঃ ।

অচিরবতিয়া, অচিরবত্যাঃ,

তন্মামপ্রসিদ্ধায়া নত্যাঃ ।

অচ্চয়েন, অত্যয়েন ।

অচ্চেতি, অত্যেতি ।

অজ্জ, অত্ ।

অঞ্জলিকরণিযো, অঞ্জলি-

করণস্থানম্, ততোগ্যঃ ।

অঞ্জসস্র, অঞ্জসস্র, মার্গস্র ;

সিবমঞ্জসস্র, মঙ্গলপথস্র ।

অঞ্জনরো, অঞ্জনরঃ ।

অঞ্জন, অঞ্জন ।

অঞ্জনমঞ্জন, অঞ্জনম্ ।

অঞ্জনায়, অঞ্জনায় ।

অঞ্জনো, অঞ্জনঃ ।

অঞ্জন, অর্থম্ ।

অর্জ্যম্ (  $\sqrt{\text{হা}} + \text{লুঙ}$ , প্রথ.

বহু ) অর্জ্যম্ ।

অর্জ্যকো, অর্জ্যকঃ,

অর্জ্যযুক্তঃ ।

অর্জ্যসি (  $\sqrt{\text{হা}} + \text{লুঙ}$ , প্রথ.

এক. ) অর্জ্যম্ ।

অর্জ্য, অর্জ্যঃ, সমুদ্রাঃ ।

অর্জ্যবো, অর্জ্যবঃ, সমুদ্রঃ ।

অতিহরাপেদা ( অতি + হ্র +

গিচ্ + ক্তা ), প্রাপয় ।

অন্তগতি, আন্তগতিঃ, আন্ত-

রক্ষণং ।

অন্তভাবপরিষাপনা, আন্ত-

ভাবপরিষাপনাঃ, স্বরূপপ্রাপ্তাঃ.

উৎপন্নঃ ।

অন্তা, আন্তা ।

অদভ্ৰহি, (  $\sqrt{\text{দহ}} + \text{লুঙ}$ ,

প্রথ. এক. ) অদহত্ ।

অধিবথা ( অধি +  $\sqrt{\text{বস}}$  +

ক্ত + আ ) অধ্যবিতা, কৃত্যধি

বাসা ।

অধিবাসেদা, ( অধি +  $\sqrt{\text{বস}}$

+ গিচ্ + ক্তা ), স্বীকৃত্য ।

অনবজ্জো, অনবজ্জঃ ।

অনায়তনে, অগৃহে ।

অনালয়ো, অনালয়ঃ, অলী- নতা, অনাসক্তিঃ ।	নরকবিশেষো বা, তৎস্থিতাঃ । অপ্লমাদো, অপ্রমাদঃ ।
অনাসবো, অনাস্রবঃ, কাম- হীনঃ ।	অব্রুত্তরেন, অভ্যাস্তরেন অভিহ্মা, অভিধ্যা, অভি- ধ্যানং, রাগঃ ।
অনীঘো, অব্যাসনঃ, অছঃখঃ ।	অভিপ্রায়, অভিজ্ঞায় ।
অমুজো, অমুজঃ, অমুরূপজাতঃ ।	অভিনিম্মনং, অভিনিম্মণং ।
অমুবিধীয়তি ( অমুবি+✓ ধা+য়+লট, প্রথ. এক. ) অমুশিক্ষতে ।	অভিরুহ, অভিরুহ । অভিরুহি ( অভি+✓রুহ্+ লুঙ্, প্রথ. এক. ), অধিরুটঃ ।
অমুদয়া, অমুদয়া, অমুকম্পা ।	অভিবাদেহা, আভিবাণ ।
অস্তরধাপেহা, ( অস্তর্ +✓ধা+গিচ্+হা ), অস্তর্ধাপ্য, অস্তর্হিতং কার- য়িত্বা ।	অমনাপং, অহ্রদয়ঙ্গমম্ । অফ্মং, আর্হম্ । অফ্মানং, আর্হাণাম্ । অফ্মে, আর্হে ।
অস্তরধায়তি, ( অস্তর্ +✓ধা+য়+লট, প্রথ. এক. অস্তর্ধত্তে ।	অরগ্গস্স, অরগ্যস্স । অরহন্তং, অর্হন্তম্ । অরহা, অর্হন্ ।
অস্তরধায়ি, ( পূর্বোক্তস্তুৈব লুঙ্, প্রথ. এক. ) অস্তর্ধান- মকরোং ।	অরিয়পথঃ, আর্হপথঃ । অরিয়া, আর্হাঃ ।
অস্তরাপগতো, অস্তরাপগতঃ, নগরাস্তঃস্থিতাদ্ আপগাং ।	অবিপ্লটিসারো, অবিপ্রতি- সারঃ, অমনস্তাপঃ ।
অস্তরেপুরং, অস্তঃপুরম্ ।	অব্যাপহ্মো, অব্যাধাধ্য, নির্ধাং, বাধারহিতঃ ।
অপরহ্মামি, অপরাধ্যামি ।	অসক্খি, ( ✓শক+লুঙ্, প্রথ. এক. ) অশকং, শশাক ।
অপায়ট্টা, অপায়স্থাঃ, অপায়ো বিস্রঃ প্রৈতলোকাদি-	

অসকোন্তো, অশকুব্।

অহেন্, (  $\sqrt{\text{হ্}} + \text{লুঙ্}$ , প্রথ.  
বহ্. ) অভুব্।

অহোসি, (  $\sqrt{\text{হ্}} + \text{লুঙ্}$ , প্রথ.  
এক. ) অভূৎ।

আ

আকপ্পো, আকল্পঃ, বেষঃ।

তাপসাকপ্পো, তাপসবেশঃ।

আগমা, (  $\text{আ} + \sqrt{\text{গম্}} + \text{লঙ্}$ ,  
প্রথ. এক. ) আগচ্ছত্।

আচরিয়ো, আচার্যঃ।

আচিন্তি, (  $\text{আ} + \text{খ্যা}$   
+  $\text{লট্}$ , প্রথ. এক. ) আচিন্তে,  
কথয়তি।

আচিন্তিস্বঃ ( তদৈশ্বৰ্য লট্,  
উ. এক. ) কথয়িষ্যামি।

আজীবো, আজীবঃ,  
জীবিকা। সম্মাজীবো,  
সম্মাজীবঃ।

আদিচ্চঃ, আদিত্যম্, সূর্য্যম্।

আভতঃ, আভূতঃ, আহতম্।

আমন্তয়ামি, আমন্তয়ে।

আবস্মতো, আবস্মতঃ।

আবস্মা, আবস্মান্, প্রিয়-  
পুত্র্যঃ।

আরভি, (  $\text{আ} + \sqrt{\text{রভ্}}$ , লুঙ্,  
প্রথ. এক. ), আরভত।

আরোচয়তি (  $\text{আ} + \sqrt{\text{রুচ্}}$   
+  $\text{গিচ্} + \text{লট্}$ , প্রথ. এক. )  
প্রকাশয়তি, কথয়তি।

আরোচেহা, ( তদৈশ্বৰ্য গিচ্  
+  $\text{হা}$  ) প্রকাশ্য, কথয়িহা।

আরোচেসি, ( তদৈশ্বৰ্য লুঙ্,  
প্রথ. এক. ) অকথয়ৎ।

আরোচেস্বঃ, ( তদৈশ্বৰ্য লুঙ্,  
বহ্. ), অকথয়ন্।

আলোকেসি (  $\text{আ} + \sqrt{\text{লোকি}}$   
+  $\text{লুঙ্}$ , প্রথ. এক. )

আলোকয়ামাস, দদর্শ।

আলবিং, আলবীং আলবকশ্চ  
যক্ষশ্চ ভবনং নগরং বা।

আবজ্জেষ্টো (  $\text{আ} + \sqrt{\text{বজ্}}$   
+  $\text{গিচ্} + \text{শত্}$  ), আবর্জয়ন্,  
আনময়ন্ ধ্যায়ন্।

আবুসো, সমেবাধনপদম্, ভদ্র,  
ভ্রাতঃ, সোম্য, বস্ত্র ইত্যাদি-  
ব্যয়ম্।

আহংসু (  $\sqrt{\text{ব্}} + \text{লিট্}$ , প্রথ.  
বহ্. ), উচুঃ।

আহরাপেহা, (  $\text{আ} + \sqrt{\text{হ্র}} +$   
 $\text{গিচ্} + \text{হা}$  ), আহরণং কারয়িহা।

আহিওস্তা, ( আ + √হিও্  
+ শত্, প্রথ. বহু. ) আহি-  
ওমানাঃ, গচ্ছন্তঃ, ভ্রমন্ত ইতি  
ভাবঃ ।

ই

ইজ্জ, অব্যয়ং, প্রেরণামৃচকম্ ।  
ইচ্ছং, ইচ্ছন্ ।  
ইচ্ছিতককো ( √ইষ্ + তব্য  
+ ক ), এষ্টব্যঃ, অভিলষ-  
ণীয়ঃ ।  
ইথী, জী ।  
ইন্দো, ইন্দ্রঃ ।  
ইসিপকচ্ছং, ঋষিপ্রবজ্যাম্ ।  
ইঙ্গয়ন্তি, ঈশ্র্যয়ন্তি, ঈশ্র্যাং  
কুর্বন্তি ।  
ইরিয়াপথে, ঈরিয়াপথে, ভ্রম-  
ণাবস্থানোপবেশনশয়নরূপে  
ভিক্ষুব্রতে ।  
ইঙ্গরো, ঈশ্বরঃ ।

ঈ

ঈসকং অব্যয়ম্, ঈষৎ ।

উ

উচ্চাসযনং, উচ্চশযনং, উচ্চ-  
শয্যা ।

উজ্জুপথঃ, ঋজুপথঃ ।

উগ্গেহ, উগ্গেহ ।

উত্তরিভঙ্গেন, স্বাত্ননা মাংসা-  
হ্যৎপন্নেন খাত্তবিশেষেণ ।

উদকহে, উদ্বহেৎ, আহরেৎ ।

উদিচ্ছো, উদীচ্যঃ ।

উদ্ধটকালে, উদ্ধৃতকালে,

উত্থাপনসময়ে ।

উপগৃহিহা, উপগৃহ্য ।

উপজ্জায়ো, উপাধ্যায়ঃ ।

উপট্টাকমমুস্সা, উপস্থায়ক-

মমুস্সাঃ, উপস্থায়কাঃ =

পূজাপ্রণতিসঙ্কারাদি-

কারিণঃ ।

উপতিস্সো, উপতিথ্যঃ কচ্চি-

জ্ঞনঃ ।

উপধারেম, উপধারয়ামঃ ।

উপরিমিয়ায়, উপরিভবায়,

উধ্বায় ।

উপসঙ্কমিতুং, উপসঙ্কমিতুম্ ।

উপসম্পদা, ভিক্ষুসন্ন্যাস-

দীক্ষা । উপসম্পদাপেচ্ছো,

উপসম্পদাপেক্ষঃ

উপ্সজ্জি, ( উৎ + √পদ্

+ শৃঙ্, প্রথ. এক. ),

উদপাদি, উদপত্তত ।

উপ্পাটেষা, উৎপাত্য ।

উষ্মানপালং, উত্তানপালম্ ।

উন্মুযতি, অন্মুযতি অন্মুয়াং  
করোতি ।

উপ্পাপেয্মাথ, ( উৎ + প্রি +  
+ গিচ্, বিধি. ম. এক. ),  
উচ্ছ্রিতং কারযেঃ ।

এ

একনবুতি, একনবতিঃ ।

একমস্তং, একস্মিন্নস্তে পার্শ্বে ।

এত্তকং, এতাবৎ

এথ, ( আ + √ই + লোট্,  
ম. বহু. ) আগচ্ছত !

এহিপস্নিকো, 'এহি, পশু'  
ইত্যাঙ্ক। য আমন্ত্রযতে ।

ও

ওকাসো, অবকাশঃ ।

ওডেডস্তি, ( উৎ + √ভী +  
গিচ্, লট্, প্রথ. বহু. ),  
উড্ডায়যস্তি ।

ওতরথ, ( অব + √তৃ +  
লোট্, ম. বহু. ), অবতরত ।

ওতরি, ( তস্মৈব লুঙ্, প্রথ.  
এক. ) অবাতরৎ ।

ওতরিষা, অবতীৰ্ষ ।

ওতারেষা, অবতীৰ্ষ ।

ওপনযিকো, ওপনযিকঃ,

যো জনং নিবৰ্ণামুপনযতি ।

ওপাতং, অবপাতং, অধঃ-  
পতনং, গৰ্ভং ।

ওমুঞ্চিষা, অবমুচ্য ।

ওরোহস্তি, অবরোহস্তি

ক

কৰ্চ্চং, কাষ্ঠং ।

কঞ্চনরূপকং, কাঞ্চনরূপকং,  
কনকবর্ণং ।

কতহা, কৃতহাৎ ।

কন্দপ্লো, কন্দর্পঃ ।

কপ্লকো, কপ্লকো, নাপিতঃ ।

কপ্লরপ্লহারেহি, কর্পরপ্রহারৈঃ,  
কর্পরঃ কপালং অস্ত্রবিশেষো  
বা তেন ।

কপ্লো, কপ্লঃ, বিধিঃ ।

কপ্পেহা, কপ্পয়িহা ।

কপ্পেসি, ( √কৃ + লুঙ্, প্রথ.  
এক. ) অকপ্পয়ৎ ।

কস্মস্তো, কস্মাস্তঃ, নিরব-  
শেষক্রিয়া ।

কস্মর্টানং, কর্মস্থানং, ধ্যান-  
বিশেষঃ ।

কম্ববজ্জ, কর্মবজ্জ: ।	কুণি, কুণিঃ, বক্রহস্তঃ (মূলো) ।
কম্বস্ককো, কর্মস্ককঃ, কর্মৈব	কুনদিয়ো, কুনজ্জ: ।
স্বং স্বীয়ং যন্ত স: ।	কুপ্পতি, কুপ্যতি ।
কয়িরা ( কু+বিধি. প্রথ.	কুলপুত্তো, কুলপুত্র: ।
এক. ) কুর্ঘাৎ ।	কুবেরো, কুবেরঃ, উত্তরদি- পতি: ।
করোথ, ( √কু+লোট্, ম.	কুহিং, কস্মিন্ ।
বহ্. কুকত ।	কুটলঞ্চং । কুটোদ্ধোচম্ ।
কসি, কৃষি: ।	কুটপঞ্চং, কুটপর্ণং, কুটপত্রং, কুটলেঞ্চং ।
কাতম্বো, কর্তব্য: ।	কোট্টেহা, কুট্টয়িহা, অত্যন্ত- মাহত্যা ।
কাপুৱিসেহি, কাপুরুষৈ: ।	কোসকং, কোষকং, পাত্রবিশেষং ।
কামসুখল্লিকান্নযোগো,	খ
কামসুখালীকাসক্তি: ।	খন্তি, ক্ষান্তি: ।
কারেসি, ( √কু+ণিচ্, লট্,	খন্ত্যা, ক্ষান্ত্যা: ।
প্র. এ. ) অকার্ষীৎ ।	খক্কো, ক্ষক্কঃ, রাশি:, রূপ- বেদনা-সম্ভা-সংস্কার-বিজ্ঞান- রূপ: ।
গরয়মানো, কারযতি ( ৭মী	খিপেয়, ( √ক্ষিপ্+বিধি.
একবচনে )	প্রথ. এক. ) ক্ষিপেৎ ।
কালং কতো, কালং কৃতঃ,	খেত্তং, ক্ষেত্রম্ ।
মৃত: ।	খো, খলু ।
কালকতো, কালকৃত, মৃত:	গ
কিন্তি, কীত্তি: ।	গচ্ছি, ( √গম্+লুঙ্, প্রথ.
কিলেসো, ক্লেসঃ লোভদ্বেষ-	এক. ) অগমৎ ।
মোহাদির্দশবিধ: ।	
কিলমথো, ক্রমথঃ, ক্রান্তি: !	
কিসো, কৃশ: ।	
কিস্মি, কস্মিন্ ।	
কুচ্ছিতো, কুচ্ছিত: ।	

গণি, ( √গ্রহ+লুঙ্, প্রথ. বিধি., প্রথ. এক. ) ঘাত-  
এক. ) অগৃহ্মাৎ । যেৎ ।

গস্থা, গস্থা ।

ঘরমেসিনো, ( গৃহ+ √ইষ্

গস্থতি, ( √গ্রস্থ+লট্, প্রথ. +ইন্ ), গৃহৈষিণঃ, গৃহস্থ্য ।  
এক. ) গ্রথ্ণাতি ।

গন্ত্রে, গর্ভান্ ।

চ

গরুলো, গরুড়ঃ ।

চক্ষু লং, চক্ষুশ্মন্তং ।

গবেসিতুং, গবেষয়িতুং ।

চক্ষুমন্তে, চক্ষুশ্মতঃ ।

গহপতি, গৃহপতিঃ, গৃহস্থঃ ।

চক্ৰমং, চক্ৰমং, বিহারে তত্

গহিতগহিতা, গৃহীত-

চিন্তয়া পাদচারণ কুব্ভতাং

গৃহীতাঃ ।

ভিক্ষুণাং ভ্রমণপথং ।

গহেষ্টা, গৃহীষ্টা ।

চত্বশ্চ, চত্বশ্চ ।

গাহাপেষ্টা, গ্রাহয়িষ্টা ।

চরাপেহি, √চর্+গিচ্, লোট্,

গামে, গ্রামে ।

ম. এক., চারয় ।

গামা, গ্রামাৎ ।

চাগা, ত্যাগাৎ ।

গুন্তং, গুপ্তং ।

চারিকা, চরণং, ভ্রমণং ।

গুম্বং, গুম্বাং ।

চিগ্নং, চীর্ণং, চরিতং ।

গুলং, গোলকং ।

চিত্তকন্ম, চিত্তকর্ম ।

গুথং, মলং ।

চেটকেন, দাসেন ।

গোণে, বলীবদৌ ।

চীবরং, ভিক্ষুবস্ত্রং ।

গোচরগামো, গোচরগ্রামঃ,

যস্মিন্ গ্রামে ভিক্ষুবো ভিক্ষার্থং

বিচরন্তি ।

ছ

ঘ

ছন্নবুতীনং, বগ্নবতীনাং ।

ঘাতাপেয়া, ( √হন্+গিচ্,

ছিজ্জি, ( √ছিদ্+লুঙ্,

প্রথ. এক. ) অচ্ছিত্তত ।

জ

জাতগিং, জাতাগিং, জন্ম-  
সময়ে পিত্তা স্থাপিত-  
মগ্নিম্।

জানাপেহা, (  $\sqrt{\text{জ্ঞা}} + \text{গিচ্} +$   
 $+ \text{হা}$  ) জ্ঞাপয়িত্বা।

জানাহি, জানীহি।

জোটিঠকা, জ্যোষ্ঠিকা, জ্যোষ্ঠা।

ঝ

ঝাপিতা, (  $\sqrt{\text{ঝ}} + \text{গিচ্} +$   
 $\text{ক্ত} + \text{আ}$  ), দাহিতা, দক্ষা,  
ক্ষয়ং প্রাপিতা বা।

ঝাপিত্বা, ( তৈশ্চব,  $+ \text{হা}$  )  
দক্ষা, ক্ষয়ং প্রাপয় বা।

ঝাপেসি, ( তৈশ্চব, লুঙ,  
প্রথ. এক. ) অদহৎ, ক্ষয়ং  
প্রাপয়ৎ বা।

ঞ

ঞহা, জ্ঞাহা।

ঞাতং, জ্ঞাতং।

ঞাতকা, জ্ঞাতকাঃ।

ঞায়পটিপন্নো, জ্ঞায়প্রতি-  
পন্নঃ, জ্ঞায়ানুসারী।

ঠ

ঠহা,  $\sqrt{\text{স্থা}} + \text{হা}$ , স্থিহা।

ঠপিতং, ( তৈশ্চব গিচ্ + ক্ত ),  
স্থাপিতং।

ঠপেহা, ( তৈশ্চব গিচ্ + হা )  
স্থাপয়িত্বা।

ঠপেহো, ( তৈশ্চব গিচ্ +  
শতৃ ), স্থাপয়ন্।

ঠানানি, স্থানানি।

ত

তজ্জেসি (  $\sqrt{\text{তর্জ}} + \text{লুঙ}$ ,  
প্রথ. এক. ), অতর্জয়ৎ।

তহা, তৃষ্ণা।

তমধংসিনা, তমোধংসিনা :

তলাকো, তডাগঃ।

তিকিচ্ছকো, চিকিৎসকঃ।

তিকিচ্ছাপেতি, (  $\sqrt{\text{কিৎ}} + \text{স} +$   
 $\text{গিচ্} + \text{লট}$ , প্রথ. এক )

চিকিৎসাং কারয়তি।

তিজ্জবুং, ত্রিকৃত্বঃ।

তিটেট্ঠম (  $\sqrt{\text{স্থা}} + \text{বিধি}$ ,  
প্রথ. এক ), তিটেট্ঠং।

তিগ্নং, জ্ঞায়ানাং।

তিত্তকো, তিত্তকঃ।

তিথিয়ো, তীর্থিকঃ, পামণ্ডঃ,  
বিধর্মী।

তুর্টচিহ্নো, তুর্টচিহ্নঃ  
তুমেহ, যুং, যুয়ান্ ।

থ

থঞঃ, স্তথং, হুথং ।  
থনে, স্তনৌ ।  
থেরো, স্থবিরঃ ।

দ

দক্ষিণেয়ং, দক্ষিণার্হং ।  
দর্টে, দর্টঃ ।  
দদং (  $\sqrt{দা+শত্}$  ) দদং ।  
দমেতুং, দময়িতুং ।  
দম্ম, (  $\sqrt{দা+লট্, উ. বহ্}$  )  
দদ্যঃ ।  
দম্মি, (  $\sqrt{দা+লট্+উ. এক.}$  )  
দদামি ।  
দম্মো, দম্যঃ, দমনীষো ।  
দলিদ্দা, দরিদ্ভাঃ ।  
দস্নেস্ঠো, (  $\sqrt{দৃশ্+গিচ্+শত্}$  ) দর্শয়ন্ ।  
দহরকালে, তরুণসময়ে ।  
দস্নং, (  $\sqrt{দা+শত্}$  ), দাস্তন্ ।  
দায়কা, দায়কাঃ, দাতারঃ ।  
দির্টো, দৃষ্টো ।  
দিগ্নং, দন্তং ।

দিম্বা } (  $\sqrt{দৃশ্+হা}$  ),  
দিম্বান } দৃষ্টো ।

দীপিনো, দ্বীপিনঃ, ব্যাভ্রাঃ ।  
হুত্বা, হুত্বা ।  
হুত্বো, হুত্বঃ ।  
হুট্টো, হুট্টো ।  
হুজ্জনা, হুজ্জনাঃ ।  
হুস্মিনিচ্ছিতো, হুস্মিনিচ্ছিতঃ ।  
দৃভতি, (  $\sqrt{দ্রুহ্+লট্, প্রথ. এক.}$  ) দ্রুহতি ।  
দেতি, (  $\sqrt{দা+লট্, এক.}$  )  
দদাতি ।  
দেথ, (  $\sqrt{দা+লোট্, ম বহ্.}$  )  
দত্ত ।  
দেম, (  $\sqrt{দা+লট্, প্রথ. বহ্.}$  )  
দদ্যঃ ।  
দেসনং, দেশনাং, উপদেশম্ ।  
দেসিতো, দিষ্টঃ, উপদিষ্টঃ ।

ধ

ধংসয়ে, ধবংসয়েৎ ।  
ধতরট্টো, ধুতরাষ্ট্রঃ, পূর্ব-  
দিক্পতিঃ ।  
ধীতা, হুহিতা ।  
ধীতি, ধিগতি ।  
ধুরবা, ভারবাহী ।

ধূমকালে, মরণকালে ।  
ধোবনং, ধাবনং, প্রক্ষালনম্ ।

ন .

নঙ্গলং, লাঙ্গলং ।  
নমস্শ্রমানো, নমস্তান্ ।  
নানাভাবো, নানাভাবঃ,  
পার্থক্যং ।

নিক্কেত্বেহা, (নির্+√কৃষ্+  
গিচ্+হা), নিষ্কৃণ্ণ ।

নিষ্কন্তো, নিষ্কান্তঃ ।

নিষ্কমিত্বা }  
নিষ্কম্য } নিষ্কম্য ।

নিগ্ৰোধো, অগ্ৰোধঃ ।

নিপচ্চ, নিপত্য ।

নিপজ্জি, (নি+পদ্+লুঙ্,  
প্রথ. এক.), অপত্যত, অপত্যং ।

নিব্বত্তি, (নির্+বৃত্ত+লুঙ্  
প্রথ. এক.), নিরবর্তত,  
সমপত্যত ।

নিব্বত্তিহা, (নির্+বৃত্ত  
+হা) নিবৃত্ত্য, সম্পত্য ।

নিব্বত্তেহা, (নির্+বৃত্ত+গিচ্  
+হা), নিবর্ত্য, সম্পত্য ।

নিব্বানপত্তি, নির্বাণপ্রাপ্তিঃ ।

নিব্বাষিঙ্গামি, নির্বাণ্ণামি,  
নির্বাণং প্রাপ্তামি ।

নিব্বিদা, নির্বিদা, নির্বেদঃ  
নিমবপোতকং, ক্ষুদ্রং নিমববৃক্ষং  
নিরথা, নিরর্থ্য ।

নিলীনা, নিগূঢ়া ।

নিবথো, (নি+√বস্+ত)  
পরিধৃতান্তরাবাসকং, গৃহী-  
তাধোবস্ত্রঃ ।

নিবারয়ে, নিবারয়েৎ ।

নিবেসনং, নিবেশনং, গৃহং ।

নিসংসো, নিশংসঃ, প্রশংসা ।

নিসিন্নো, নিষগ্নঃ ।

নিসীদাপেহা, (নি+√সদ্  
+গিচ্+হা), উপবেশনং  
কারয়িত্বা ।

নিঙ্গদো, নিঃশব্দঃ ।

নিঙ্গায়, (নি+√জি+ল্যপ্)  
নিজিত্য ।

নীয়ানিকো, নির্ধাণিকঃ, যো  
নির্বাণং গময়তি ।

নীহরিংশু, (নির্+√হ্র,  
লুঙ্, প্রথ. বহু.), নিরহরন্ ।

নীহরিহা, (নির্+হ্র  
+হা), নিহৃত্য ।

নেসং, তেষাং ।

প  
 পকতিভাবে, প্রকৃতিভাবে,  
 স্বভাবে ।  
 পকতিং, প্রকৃতিং ।  
 পংসুং, পাংসুং ।  
 পকানং পকানং ।  
 পকোসাপেহা, (প্র+কৃশ্  
 +গিচ্+হা) আহ্বানং  
 কারয়িহা ।  
 পশ্বিন্তমন্তে, প্রক্ষিপ্তমাত্রে ।  
 পচন্তং, প্রত্যাশ্রং ।  
 পচস্রোমুং, (প্রতি+√শ্র  
 লুঙ্, প্রথ. এক.), প্রতি-  
 অশ্রৌষুঃ ।  
 পচাসিংসন্তি, প্রত্যাশংসন্তি  
 পচুপ্নম্নো, প্রত্যাংপন্নঃ, প্রত্যাং-  
 পন্থিতঃ ।  
 পচুপট্টাপেতুং, প্রত্যাপস্থা-  
 পয়িতুং ।  
 পচ্ছি, পেটকং ।  
 পঞ্চমন্তং, পঞ্চমাত্রং ।  
 পঞ্চং, প্রজ্ঞাং ।  
 পঞ্চভো, প্রজ্ঞপ্তঃ ।  
 পঞ্চা, প্রজ্ঞা ।  
 পঞ্চহো, প্রশ্নঃ ।  
 পটিচ্ছথ, প্রতীচ্ছত ।

পটিচ্ছাপেহা, (প্রতি+√ইষ্  
 গিচ্+হা) প্রতীচ্ছাং  
 কারয়িহা ।  
 পটিজগিংসু, (প্রতি+√জাগ্  
 +লুঙ্, প্রথ. বহু.), রক্ষণা-  
 বেক্ষণং চক্ষুঃ ।  
 পটিষ্ঠায়, প্রতিষ্ঠায় ।  
 পটিনিসগো, প্রতিনিসর্গঃ,  
 মুক্তিং, মোচনং ।  
 পটিভাজনং, প্রতিভাজনং,  
 সদৃশং ।  
 পটিরূপং, প্রতিরূপং ।  
 পটিসন্ধিং, প্রতিসন্ধিং, জন্ম ।  
 পটিসরণং, প্রতিশরণং ।  
 পট্টায়, প্রস্থায় ।  
 পত্ৰং, পাত্রং ।  
 পপ্লং, পর্ণং, পত্রং, উপহারঃ ।  
 পপ্লকুটিং, পর্ণকুটীং ।  
 পপ্লসালায়, পর্ণশালায়াং ।  
 পতিঞং, প্রতিজ্ঞাং ।  
 পতিষ্ঠাসি, (প্রতি+√স্থা  
 লুঙ্+প্রথ. এক.), প্রত্য-  
 তিষ্ঠৎ ।  
 পতিপন্থো, প্রতিপন্থঃ ।  
 পহা, (প্র+√আপ্+হা),  
 প্রাপ্য ।

পদস্খিনিং, প্রদক্ষিণং ।

পহুং, পহুং ।

পদিভেন, প্রদীপ্তেন, জলি-  
তেন ।

পপতনা উচ্ছস্থানাং, প্রপ-  
তনাং ।

পপতি, (প্র + √পৎ +  
লুঙ্, প্রথ. এক.), প্রাপ-  
তং ।

পয়িরস্তা, পর্যস্তাঃ ।

পরিগিলস্তো, পরিগিলন্ ।

পরিচ্ছেদং, খণ্ডং, সৌমানং,  
নির্ণয়ং ।

পরিভুং, পরিভুং, ক্ষুভ্রং ।

পরিমগ্গিহা, পরিমৃগ্য ।

পরিষোসানে, পর্যবসানে ।

পরিবারেশুং, (পরি + √বৃ  
+ গিচ্ + লুঙ্, প্রথ. বহু)  
পর্যবেষ্টয়ন্ ।

পরিহঙ্কতি, পরিহঙ্কতে ।

পরিহরথ, পরিহরত, বহত,  
ব্যবহরত, পালয়ত ।

পরিহরন্ত, বহন্ত, ।

পবত্তি, প্রবৃত্তিঃ ।

পসিদ্ধকং, (প্র + √সিদ্  
+ অক), প্রসেবকং (বাঙ্, লা

থলে) । পসীদিহা, (প্র +  
√সদ্ + হা) এসম্মো ভূহা ।

পস্নদ্ধি, প্রস্নদ্ধিঃ, স্নেহমং,  
শাস্তিঃ ।

পস্নাম, পশ্যামঃ ।

পস্নিহা, ( √দৃশ্ + হা )  
দৃষ্টে ।

পহত্বান, (প্র + √হন্  
+ হা ) অহত্বা ।

পহায়, প্রহায় ।

পহোনকং, প্রভবনকং, সমর্থং,  
যোগ্যং, উপযুক্তং ।

পরিহারঃ, বহনং, সংকারঃ,  
রক্ষণং ।

পাকটং, প্রকটং, ক্ষুটং ।

পাকতিকং, প্রাকৃতিকং ।

পাতেন্তি, পাতযন্তি ।

পানিয়েন পানীয়েন ।

পামোজ্জং, প্রামোভুং,  
প্রমোদঃ ।

পাপিয়ো, পাপীয়ান্ ।

পাপুনি, (প্র + √আপ্ +  
লুঙ্, প্রথ. এক.), প্রাপৎ ।

পায়াসং, পায়সং ।

পায়েমি, পায়যামি ।

প্রাকৃতো, প্রাবৃতঃ ।

পালেস্তি, পালযস্তি ।

পাবিসি, (প্র + √বিশ +  
লুঙ্, প্রথ. এক.), প্রাবি-  
শৎ ।

পাসগানং, পাষগানং ।

পাসাণযন্তং, পাষাণযন্তং ।

পাহ্ণেয়, (প্র + √হ্র + এয়)  
প্রকর্ষণাহ্বানার্থঃ ।

পিঠিঃ, পৃষ্ঠীং, পৃষ্ঠং ।

পিডকা, পিডকা, ফোটঃ  
( বাঙ্ লা ফোড়া ) ।

পিহযস্তি, স্পৃহযস্তি ।

পীতি, প্রীতিঃ ।

পুংগলো, পুদগলঃ, জীবো ।

পৃচ্ছি, ( √প্রচ্ছ + লুঙ্, প্রথ.  
এক.) অপৃচ্ছৎ ।

পুঞ্জিহা, (প্র + √উজ্জ্  
+ হা) প্রোজ্জনং মার্জনং  
কৃহা ।

পুত্রো, পুত্রঃ ।

পৃথু, পৃথক্ ।

পূৰ্ণণেহ, পূৰ্ব্বাংশে ।

পুনা, পুমান্ ।

পুরথিমায়, পুরঃস্থায়ঃ, পুরো-  
ভবায়ঃ, পূর্বস্থাম্ ।

পুরা, পুরাৎ, নগরাৎ ।

পুরিসো পুরুষঃ ।

পূজনেয়ং, পূজনার্থং ।

পুরাপেতু, (√পৃ + গিচ্  
লোট্, প্র. এক.) পূরযতু ।

পেচ্চ, প্রেত্য, যুহা ।

পেস্ফুঃ, পৈশ্ফুশ্চম্ ।

পেসেহা, প্রেষ্য ।

পোজ্জরণী, পুষ্করিণী ।

পোথুজ্জনিকো, পার্থগ্জনিকঃ

প্রাকৃতজনসম্বন্ধী ।

পোথেহা, প্রহৃত্য ।

পোরাণং, পৌরাণম্, প্রাচীনম্ ।

## ফ

ফরুসং, পরুসং ।

ফলাফলং, বিবিধং ফলং ।

ফালেয় (√ফল্ + গিচ্ +  
বিধি. প্রথ. এক.)

বিদারয়েৎ ।

ফাসু, সুখং, সুখকরং ।

## ব

বন্ধাপেহা, বন্ধনং কার-  
য়িহা ।

বহুজ্জনা, বহুজনাঃ ।

বহুসিনেহে, বহুস্নেহে ।

বোধি, বোধিঃ, বুদ্ধানাং সর্বো-  
ত্তমং জ্ঞানং ।

বোধিমূলং, বোধিক্ষমমূলং ।  
বোধেতি, বোধয়তি ।

### ভ

ভস্তু, ভদন্ত, মাননীয় ।

ভরিয়া, ভার্ঘা ।

ভাকরো, ভাস্করঃ ।

ভাতিকেহি, ভ্রাতৃকৈঃ,  
ভ্রাতৃভিঃ ।

ভিল্লিহা, (√ভিদ্+হা),  
ভিহা ।

ভেসজ্জং, ভৈষজ্যং, ঔষধং ।

ভোতো, ভবতঃ ।

### ম

মগ্গকিলন্তং, মার্গক্লান্তং ।

মগ্গো, মার্গঃ ।

মঙ্গলস্নো, মঙ্গলাশ্বঃ ।

মচ্চানং, মর্ত্যানাং ।

মচ্ছু, মৃত্যুঃ ।

মচ্ছরিয়ভাবেন, মার্জর্যভাবেন ।

মচ্ছরী, মজ্জরী ।

মজ্জাতা, মধ্যস্থাঃ ।

মজ্জিমা, মধ্যমা ।

মত্তসাসনং, মৃতশাসনং, ।

মত্তোপদেশঃ ।

মধুরায়, মধুরায়াঃ,

মধুরায়াঃ ।

মদতি (মৃদ্+লট্, প্রথ.

এক.), মৃদুনাতি, মর্দয়তি ।

মনাপো, (মনঃ+আপঃ)

হৃদয়ঙ্গমঃ ।

মহল্লকো, (মহল্লকঃ), বৃদ্ধঃ ।

মহা, মহান্

মহাপুঞ্জো, মহাপুণ্যঃ ।

মহাসয়না, মহাশয়নাং ।

মাতৃগামো, মাতৃগ্রামঃ, মাতৃ-

শ্রেণিঃ, মাতৃজাতিঃ, স্ত্রী-

জাতিঃ ।

মাতৃয়া, মাতৃঃ ।

মারাপেহা, মারয়িত্বা ।

মারেস্তি, মারয়স্তি ।

মাপেসি, (√মা+গিচ্,

লুঙ্ প্রথ. এক.), নিশ্চাণ—

মকারয়ং, অকরোং ।

মিগো মৃগঃ ।

মিচ্ছাদিটিঠ, মিথ্যাদৃষ্টিঃ,

অসম্মত্তং ।

মিত্তদুভী, মিত্রদ্রোহী ।

মুত্তি, মুক্তিঃ ।

মুসাবাদা, মুসাবাদাৎ ।

মেস্তা, মৈত্রী ।

মেস্তং, মৈত্রং ।

মেরয়ং মৈরেয়ং, মত্ববিশেষঃ ।

য

যগ্গদত্তং, যজ্ঞদত্তং ।

যসং, যশঃ ।

যাচি, (√যাচ্ + লুঙ্, প্রথ. এক.), অযাচত ।

যুগমত্তদস্তো, যুগমাত্রদর্শঃ,  
যো পথি গচ্ছন্ পুরতঃ  
হস্তচতুষ্টয়মাত্রং স্থানং পশ্যতি,  
যোজ্যেহা, যোজয়িত্বা ।

র

রংসিমালো, রশ্মিমালঃ ।

রঙ্ঘথ, রক্ষত ।

রটেঠ, রাষ্ট্রে ।

রতনত্তয়ং, রত্নত্রয়ং ।

রাসিং, রাশিং ।

রাজককুধভণ্ডানি, রাজ্ঞাং  
পরিচ্ছদবিশেষাঃ, যথা—  
খড্গাঃ ছত্রম্, উষীষম্,  
পাছুকা, বালব্যজনং চ ।

ল

লজ্জাপেসি, (√লজ্জ্ + গিচ্  
+ প্রথ. এক.), লাজ্জনযুক্তং  
রাজমুদ্রয়া চিহ্নিতং অকা-  
রয়ৎ ।

লদ্ধং, লক্কম্ ।

লামকস্, রামকস্ম,  
হীনস্ম ।

লীলহায়, লীটয়া, লীলয়া,  
বিলাসেন ।

লুদ্ধকো, লুৰ্দ্ধকঃ ।

লূনাতি, (√লূ), ছিনত্তি ।

লেনং, (লয়নং) গহ্বরং আশ্রয়-  
স্থানং, নির্বাণং ।

লেহতি, (√লিহ্), লেটি ।

লেহন্তি, লেহনং কুর্বতীম্ ।

লোকবিহ্ণং, লোকবিদং,  
লোকজ্ঞং ।

লোকুত্তমো, লোকোত্তমঃ ।

লোকূপগো, লোকোপগঃ,  
লোকোপগতঃ ।

ব

বংসপেসিকাহি, বংশপেশি-  
কাভিঃ, বংশখণ্ডৈঃ ।  
বচী, বাক ।

বজ্জিরেন, বজ্জেন ।	বিধুপনেন, ব্যজ্জনেন ।
বট্ঠতি, (✓বৃৎ), বর্ততে, যুজ্জাতে ।	বিনাভাবো, বিনাভাবঃ, পার্থক্যং, ভেদঃ ।
বহা, (✓বচ্+হা), উজ্জা ।	বিনায়কে, আধ্যাত্মিকপথ-চালকে শিক্ষকে, বুদ্ধে ।
বদিংসু (✓বদ্+লুঙ্, প্রথ. বহু.), অবদন্ ।	বিনিচ্ছিনস্তি, বিনিচ্ছিনস্তি ।
বয়স্সত্তো, বয়ঃপ্রাপ্তঃ ।	বিনিপাতিকা, বৈনিপাতিকাঃ, নরক-তিষাণ-গোনি-প্রেতা-স্বরলোক-নামক-চতুর্বিধা-পায়স্থিতা জীবাঃ ।
বসলী, বৃষলী, শূদ্রা ।	বিপস্সী, (বি+✓দৃশ), বিদর্শী, বিশেষেণ দ্রষ্টা, বিজ্ঞঃ ।
বস্সা, বর্ষাঃ ।	বিভবো, বিভবঃ, নির্বাণম্ ।
বস্সানি, বর্ষাণি ।	বিস্সবথুং, বিপ্রবস্তং, বিপ্র-বাসং স্থানান্তরে বাসং কর্তুং ।
বাচা, বাক্ ।	বিমুত্তি, বিমুক্তিঃ, নির্বাণম্ ।
বায়ামো, ব্যায়ামঃ, উত্তমঃ, উত্তাহঃ ।	দিয়, ইব ।
বালমি, বালমিঃ, পুচ্ছম্ ।	দিরিয়ং, বীর্যং, উত্তমঃ, বলং, প্রভাবঃ ।
বিকালভোজনা, বিকাল-ভোজনাং, অপরাহুভোজনাং ।	বিরূপস্সো, বিরূপাক্ষঃ পশ্চিম-দিক্‌পতিঃ ।
বিচস্সণো, বিচক্ষণঃ ।	বিরুল্লহকো, বিরুটকঃ, দক্ষিণ-দিক্‌পতিঃ ।
বিজ্জন্তিতেন, বিজ্জন্তিতেন, বিপ্রকাশিতেন ।	বিলুস্পাপেতি, (বি+✓লুপ্+ণিচ, লট্ প্রথ. এক.), বিলোপয়তি ।
বিজ্জতি, বিজ্ঞতে ।	
বিজ্জস্সে, বিজ্ঞস্সে ।	
বিজ্জু, বিজ্ঞাং ।	
বিজ্জিহা, (✓ব্যহ্+হা), বিজ্জা ।	
বিঞ্জু, বিজ্ঞঃ ।	

বিলুপ্যাপেথ, (—লোট্, ম.

বহু.), বিলোপয়ত ।

বিলুপ্যাপেসি, (—লুঙ্, প্রথ.

এক.), বিলুপ্তম্ অকারয়ৎ ।

বিবরাপেত্বা, (বি+√বৃ+

ণিচ্, ত্বা), বিবৃতং কারয়িত্বা ।

বিসং, বিষং ।

বিসকপ্পেন, বিষকল্পেন ।

বিসভাগো, বিসভাগঃ, বিস-  
দৃশঃ ।

বিস্মকং, আড়ম্বরপ্রদর্শনং ।

বিস্মজ্জিতো, বিস্মৃষ্টঃ, প্রত্যাভূতঃ ।

বিহেঠেন্তো, বিহঠনং, বলা-  
ঙ্কারং কুর্বন্ ।

বীহি, ব্রীহিঃ, ধাতুম্ ।

বৃট্ঠাতা, ব্যাখাতা ।

বৃটিঠ, বৃষ্টিঃ ।

বৃত্তং, (√বচ্+ক্ত), উক্তং ।

বৃপসমো, ব্যাপশমঃ ।

বেজ্জো, বৈজ্ঞঃ ।

বেরিণো, বৈরিণঃ ।

বাগ্‌ঘস্ম, ব্যাভ্রস্ম ।

ব্যবস্থানং, ব্যবস্থানং ।

ব্যাকরেষ্ম, ব্যাকুর্ষাৎ ।

ব্যাপাদো, ব্যাপাদঃ, দ্রোহ-

বুদ্ধিঃ, অপকারচিন্তা ।

স

সংখাতো, সংখ্যাতঃ ।

সংখোভিত্বা সংকোভ্য ।

সজ্জং, সমূহং, বিশেষণ তু  
বৌদ্ধসমূহম্ ।

সংবচ্ছরানং সংবজ্জরাণাম্ ।

সংবরো, সংবরঃ, সংবরণ  
সংযমঃ, নিগ্রহঃ ।

সংসঙ্গো, সংসর্গঃ

সকট্টানং, স্বকস্থানং,  
স্বকীয়স্থানং ।

সক্কা, (অব্যয়ং), শক্যং ।

সক্কো, শক্রঃ, ইন্দ্রঃ ।

সন্ধিংসু, (√শক্+লুঙ্, প্রথ.  
বহু.), অশকন্ ।

সচে, সচেৎ, তদ্ যদি ।

সচ্চং, সত্যম্ ।

সচ্চবজ্জং, সত্যবত্তং, সত্য-  
কথনং ।

সচ্ছিহি, স্বার্চিভিঃ, স্বজ্জা-  
লাভিঃ ।

সজ্জানিত্বা, সংজ্জায় ।

সজ্জাপিতো, সংজ্জাপিতঃ ।

সজ্জোগো, সংযোগঃ ।

সটিঠ, ষষ্টিঃ ।

সঠপেসি, (সম্+√স্থা +

গিচ্, লুঙ, প্রথ. এক.).

সমস্থাপয়ং ।

সন্ধানং, সংস্থানং, আকারঃ ।

সতি, স্মৃতিঃ ।

সত্তানং, সত্তানং, জীবানং ।

সথা, শাস্তা, বুদ্ধঃ ।

সদ্বহনতো, অদ্বানতঃ,

অদ্বাতঃ ।

সদ্বহনঃ অদ্বানঃ ।

সদ্ধম্মো, সদ্ধর্মঃ ।

সদ্ধিং, সার্থং ।

সন্তিকরো, শাস্তিকরঃ ।

সন্তিদং, শাস্তিদং ।

সন্তুতগত্তো, সংস্তুতগাত্তঃ,

আচ্ছাদিতশরীরঃ ।

সন্ত্বনো, সংস্তুবং, পরিচয়ঃ ।

সন্দিট্ঠিকং, সাংদৃষ্টিকং, যদ্ধি

অস্মিন্নেব লোকে স্পষ্টং

দৃশ্যতে ।

সন্নিপতি, (সং+নি+√পৎ

+লুঙ, প্রথ. এক.), সংস্থ-

পতৎ ।

সন্নিযুক্তং, সর্পিযুক্তং, যত-

যুক্তং ।

সমিদ্ধং, সমুদ্ধং ।

সমিদ্ধি, সমুদ্ধিঃ ।

সম্মেন, সম্মেন ।

সম্পরায়িকো, সাম্পরায়িকঃ,

পারলৌকিকঃ ।

সম্পন্নলাপো, নিরর্থকলাপঃ ।

সমবত্তলা, সমবত্তলাঃ, অনেকে ।

সম্মলহো, সম্মুটঃ ।

সরিস্থান (√স্থ+স্থ), স্মৃতা ।

সরীরকিচ্চং, শরীরকৃত্যং,

শবসংকারম্ ।

সহস্রথবিকং, ভিক্ষার্থং ভ্রমণ-

সময়ে ভিক্ষবো যত্র পাত্ৰং

প্রক্ষিপ্য বহন্তি, স কোশো

বা, জালং বা, ঝৌলিকং

বা সহস্রথবিকা, তাং ।

সামীচিপটিপন্নো, সমাক্-

প্রতিপন্নঃ ।

সামামিগী, শ্যামামিগী, শ্যামেতি

প্রসিদ্ধা যুগী ।

সাবকো, শ্রাবকঃ, বুদ্ধধর্ম-

শ্রোতা ।

সাবথিয়ং, শ্রাবস্ত্যং, তন্মাত্রা

প্রসিদ্ধায়াং নগর্যাং ।

সিদ্ধম্মো, শিক্ষমাণঃ ।

সিদ্ধাপদং, শিক্ষাপদং, উপ-

দেশবাক্যং ।

সিদ্ধাপেতি, শিক্ষয়তি ।

সিখরাকারকল্পিতো,	শিখ-	সুরাবারকং,	সুরাপূর্ণপাত্র-
রাকারকল্পিতঃ, অত্যাচ্চঃ ।		বিশেষঃ ।	
সিদ্ধানি, শৃঙ্গানি ।		সুবল্লং, সুবর্ণং ।	
সিরিগব্ধং, শ্রীগর্ভং, রাজঃ		সুস্মৃৎ, শুশ্রূষমাণঃ ।	
শয়নগৃহং ।		সেট্টং, শ্রেষ্ঠং ।	
সীলং, শীলং ।		সেটি, শ্রেষ্ঠী ।	
সীসে শীর্ষে ।		সেনাসনং, শয়নাসনং, শয়-	
সীহস্র, সিংহস্র ।		নোপবেশনস্থানং, বাসস্থানং ।	
সীহপঞ্জরেন, সিংহপঞ্জরেন,		সেফথা, তদুথা ।	
বাতায়নেন ।		সেফো, শ্রেয়ঃ ।	
সুচন্দকপাসাদো, সুচন্দ্রক-		সোলসন্নং, ষোড়শানাং ।	
প্রাসাদঃ, তন্নান্না খ্যাতঃ			
প্রাসাদঃ ।		হ	
সু, (অব্যয়ং) স্মিৎ, প্রশ্নার্থে ।		হিংসং, হিংসন্ ।	
সুজ্জতি, শুধ্যতি ।		হুত্বা, ভূত্বা ।	
সুতং, শ্রুতং ।		হেটিষ্ঠমায়, নীচস্থায়্যাং ।	
সুধম্মতং, সুধর্মতাং ।		হোহি, ভব ।	



# মূঢ়ী

## সাধাৰণ কল্প

(ক)

### সংস্কৃত হইতে পালিতে পৰিবৰ্তন

\* অতি বিৰল অযোগ, † বিৰল অযোগ, ‡ পদের আদিস্থিত

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
† অ = আ (১. ৫৬৯, ক) ...	৪১	ঋ = অ (১. ৫২) ...	৩
† অ = ই (১. ৫৬৯, খ) ...	„	ঋ = ই „ ...	„
অ = উ (১. ৫৬৯, গ) ...	„	* ঋ = ঈরি „ টাঁকা ...	৪
† অ = এ (১. ৫৬৯, ঘ) ...	„	ঋ = উ „ ...	„
অয় = এ (১. ৫৫৭) ...	৩৪	* ঋ = এ „ টাঁকা ...	„
অব = ও (১. ৫৫৭) ...	„	* ঋ = রি „ „ ...	„
* আ = অ (১. ৫৭০, ক) ...	৪১	* ঋ = রু „ „ ...	„
* আ = এ (১. ৫৭০, খ) ...	„	এ = ই (১. ৫৭৫, ক) ...	৪৩
* ই = অ (১. ৫৭১, ক) ...	„	* এ = ও (১. ৫৭৫, খ) ...	„
† ই = উ (১. ৫৭১, খ) ...	৪২	† ঐ = ই (১. ৫৭১) ...	৫
† ই = এ (১. ৫৭১, গ) ...	„	* ঐ = ঐ „ ...	„
* ই = ও (১. ৫৭১, ঘ) ...	„	ঐ = এ „ ...	„
* ঈ = অ (১. ৫৭২) ...	„	† ও = উ (১. ৫৭৬) ...	৪৩
† উ = অ (১. ৫৭৩, ক) ...	„	* ঔ = অ (১. ৫৫, টাঁকা) ...	৬
† উ = ই (১. ৫৭৩, খ) ...	„	* ঔ = আ „ „ ...	„
* উ = এ (১. ৫৭৩, গ) ...	৪৩	† ঔ = উ „ ...	৫
† উ = ও (১. ৫৭৩, ঘ) ...	„	ঔ = ও „ ...	„
* ঊ = অ (১. ৫৭৪, ক) ...	„	* ক = ক (১. ৫৭৭, ঘ) ...	৪৪
* ঊ = ও (১. ৫৭৪, খ) ...	„	ক = খ (১. ৫৭৭, ক) ...	৪৩

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
† ক = গ (১. ৫১৭, থ) ... ৪৪	ঞ = গা (১. ৫৬৬) ৩৮
* ক = ট (১. ৫১৭, গ) ... ,,	গুত = বৃত্ত (১. ৫৩১) ১৯
† ক = ষ (১. ৫১৭, ঙ) ... ,,	গা = গম (১. ৫৬৭) ৩৯
* ক = ব (১. ৫১৭, চ) ... ,,	গা = গা (১. ৫২৬) ১৬
* ক্র = ক (১. ৫১১, টীকা) ... ৩২	‡ গ্র = গ (১. ৫১৫) ১১
ক্র = ক্র (১. ৫১১) ... ,,	গ্র = গা (১. ৫১৬) ,,
কথ = থ (১. ৫১২) ... ,,	গ্ন = গিল (১. ৫৩৭) ২৪
কু = ক (১. ৫৬৬) ... ৩৮	† য = হ (১. ৫১৯) ৪৪
কপ = প (১. ৫৩০, টীকা) ... ১৯	ঘ = গৃষ (১. ৫৬৬) ৩৮
ক্স = কুম (১. ৫৬৭) ... ৩৯	ঘা = গৃষ (১. ৫২৬) ১৬
ক্য = ক (১. ৫২৬) ... ১৬	‡ ষ = ষ (১. ৫১৫) ১০
† ক্র = ক (১. ৫১৫) ... ১১	ষ = গৃষ (১. ৫১৬) ১১
ক্র = ক (১. ৫১৬) ... ,,	* চ = জ (১. ৫৮০, ক) ৪৪
ক্র = কিল (১. ৫৩৭) ... ২৪	* চ = ত (১. ৫৮০, থ) ৪৫
† ক = ক (১. ৫৩৮) ... ২৫	* চু = স (১. ৫৮১) ,,
ক = ক (১. ৫৩৯) ... ২৬	চা = চ (১. ৫২৬) ১৬
ক্ষ = ক্স (১. ৫২১) ... ১৪	* জ = চ (১. ৫৮২, ক) ৪৫
† ক্ষ = থ (১. ৫২০) ... ১৩	† জ = দ (১. ৫৮২, থ) ... ,,
† * ক্ষ = চ ... ,,	* জ = য (১. ৫৮২, গ) ... ,,
† ক্ষ = চু (১. ৫২১) ... ১৪	* জ = জ (১. ৫২২, টীকা) ... ১৯
* ক্ষ = হ (১. ৫২০) ... ১৩	‡ জ = জ (১. ৫২২) ... ১৮
* ক্ষ = জ্বা (১. ৫২০, টীকা) ... ,,	জ = জ্ব (১. ৫২২) ... ,,
† ক্ষ = ষ ... ,,	† জ = গ (১. ৫২২, টীকা) ১৮, ১৯
‡ থা = জ্ব (১. ৫২৬) ... ১৬	জা = জ (১. ৫২৬) ... ১৭
† গ = ক (১. ৫১৮, ক) ... ৪৪	* জ = জির (১. ৫১৫, টীকা) ... ১১
† গ = ষ (১. ৫১৮, থ) ... ,,	জ = জ (১. ৫১৬) ... ,,
ঞ = ক (১. ৫৩১) ... ১৯	‡ জ = জ (১. ৫৩৮) ... ২৫

		পৃষ্ঠা			পৃষ্ঠা
জ = জ্জ (১. ১১৩২)	...	২৬	ড = ট (১. ১১৮৫, ক)	...	৪৬
+ ট = ঠ (১. ১১৮৩, ক)	...	৪৫	+ ড = থ (১. ১১৮৫, থ)	...	,,
+ ট = ড (১. ৮৩, থ)	...	,,	+ ড = দ (১. ১১৮৫, গ)	...	৪৭
+ ট = ল (১. ১১৮৩, গ)	...	,,	ত্‌ক = ক (১. ১১৩০)	...	১২
+ ট = ল (১. ১১৮৩, ঘ)	...	৪৬	ত্‌প = প্ধ ,,	...	,,
ট্‌ক = ক (১. ১১৩০)	...	১২	ত্‌ফ = প্‌ফ ,,	...	,,
* ট্‌ক = ক্স (১. ১১৩০, টাঁকা) ..	,,		ত্‌ন = তন (১. ১১৬৬)	...	৩৮
ট্‌ত = ত (১. ১১৩০)	...	,,	ত্‌ন = ত ,,	...	,,
ট্‌প = প্ধ ,,	,,		ত্‌য় = তুম (১. ১১৬৭)	...	৩২
টা = ট (১. ১১২৬)	...	১৬	ত্‌য় = ত ,,	...	,,
* ড = দ (১. ১১৫৫, টাঁকা) ...	৩৩		+ তা = চ (১. ১১২২)	...	১৪
ড = ল (১. ১১৫৬)	...	,,	তা = চ ,,	...	,,
ড্‌গ = গ (১. ১১৩১)	...	১২	+ ত্‌ = ত (১. ১১১৫)	...	১১
ড্‌ক্স = ক্স ,,	,,		ত্‌ = ত (১. ১১১৬)	...	,,
ডদ = দ ,,	,,		+ ত্‌ = ত (১. ১১৩৮)	...	২৫
ড্‌ধ = ধ ,,	,,		ত্‌ = ত (১. ১১৩২)	...	২৬
ড্‌ব = ব ,,	,,		* ত্‌ = চ (১. ৩২, টাঁকা) ...	২৭	
ড্‌ম = ডুম (১. ১১৬৭)	৩২		ত্‌ল = ল (১. ১১৩৫)	২২, ২৩	
ডা = ড (১. ১১২৬)	...	১৬	ত্‌ন = স (১. ১১৩৫, টাঁকা)...	,,	
ঢ = ল্‌হ (১. ১১৫৬)	৩৩, ৩৪		+ থ = ট (১. ১১৮৬, ক)	...	৪৭
ঢা = ড (১. ১১২৬)	...	১৬	থ = ঠ (১. ১১৮৬, থ)	...	,,
ঢ় = ড (১. ১১১৬)	...	১১	থ্য = ছ (১. ১১২৩)	...	১৫
ণ = ন (১. ১১৮৪, ক)	...	৪৬	+ দ = ট (১. ১১৮৭, ক)	...	৪৭
ণ = ল ,,	...	,,	+ দ = ড (১. ১১৮৭, থ)	...	,,
ণ্য = য (১. ১১৬২)	..	৩৬	+ দ = ত (১. ১১৮৭, গ)	...	,,
ণ্য = ঞ্জ (১. ১১২৮)	..	১৮	+ দ = ঘ (১. ১১৮৭, ঘ)	...	,,
ণ = ঞ (১. ১১৩২)	...	২৬	দ = ল (১. ১১৮৭, ত)	...	,,

ପୃଷ୍ଠା		ପୃଷ୍ଠା	
ଦମ୍-ମ (୧. ୫୭୧)	୧୨, ୨୦	‡ ଉ-ଋ (୧. ୫୨୮)	... ୧୮
ଦସ-ଗସ ,,	,,	ଉ-ଋ ,,	... ,,
ସ-ବସ ,,	,,	* ମ-କ (୧. ୫୨୦, କ)	... ୫୮
ଦତ୍ତ-ବତ୍ତ ,,	,,	‡ ମ-ଫ (୧. ୫୫୨)	... ୭୧
ଘ-ହଘ- (୧. ୫୬୧)	୭୨	ମ-ବ (୧. ୫୨୦, ବ)	... ୫୮
ଘ-ନ (୧. ୫୬୧, ଟୀକା) ...	୭୨	ସ୍ତ-ତ୍ତ (୧. ୫୫୦)	... ୭୨
‡ ସ-ନ (୧. ୫୭୮)	... ୨୫	ମ୍-ମ୍, ମ୍ମ (୧. ୫୬୬)	... ୭୮
ସ-ନ (୧. ୫୭୨)	... ୨୬	ମ୍-ମ୍ମ (୧. ୫୨୦ ଗ)	... ୫୮
କ-ଜ (୧. ୫୫୫)	... ୭୩	ମ୍ମ-ମ୍ମ (୧. ୫୬୧, ଟୀକା) ...	୭୨
‡ ଉ-ଜ (୧. ୫୨୫)	... ୧୫	ମ୍ମ-ମ୍ମ (୧. ୫୨୫)	... ୧୧
ଉ-ଋ ,,	... ,,	‡ ଇ-ମ (୧. ୫୧୫)	... ୧୧
ଉ-ସସ ,, ଟୀକା	... ,,	ଈ-ମ୍ମ (୧. ୫୧୬)	... ,,
‡ ଇ-ନ (୧. ୫୧୫)	... ୧୧	ମ୍ମ-ମ୍ମ (୧. ୫୭୧)	... ୨୫
ଈ-ନ (୧. ୫୧୬)	... ,,	‡ ଇ-ହ (୧. ୫୫୧, ଟୀକା) ...	୭୦
‡ ଥ-ତ (୧. ୫୮୮, କ)	... ୫୧	ଈ-ହ (୧. ୫୫୧)	... ,,
‡ ଥ-ତ (୧. ୫୮୮, ଖ)	... ୫୮	* ଫ-ମ (୧. ୫୨୧)	... ୫୮
* ଥ-ତ୍ତ (୧. ୫୮୮, ସ)	... ,,	* ବ-ମ (୧. ୫୨୨, କ)	... ୫୨
ଥ-ହ (୧. ୫୮୮, ଗ)	... ,,	ବ-ତ (୧. ୫୨୨, ଖ)	... ,,
‡ ଥା-ତ (୧. ୫୨୫)	... ୧୬	ବ-ବ (୧. ୫୨୨, ଗ)	... ,,
ଥା-ଆ ,,	... ,,	ବ୍ଜ-ଋ (୧. ୫୫୨)	... ୫୮
‡ ଇ-ଥ (୧. ୫୧୫)	... ୧୧	ବା-ନ ,,	... ,,
ଈ-କ (୧. ୫୧୬)	... ,,	ବା-କ ,,	... ,,
ଈ-ସ (୧. ୫୭୮)	... ୨୫	‡ ତ-ଥ (୧. ୫୩୦, କ)	... ୫୨
ଈ-କ (୧. ୫୭୨)	... ୨୬	ତ-ହ (୧. ୫୨୦, ଖ)	... ,,
ନ-ମ (୧. ୫୮୨, କ)	... ୫୮	ତା-ବତ୍ତ (୧. ୫୨୬)	... ୧୬
‡ ନ-ମ (୧. ୫୮୨, ଖ)	... ,,	‡ ଇ-ତ (୧. ୫୧୫)	... ୧୧
ନ-ନ (୧. ୫୫୨)	... ୫୬	ଇ-ବତ୍ତ (୧. ୫୧୬)	... ,,

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
স-স (১. ৫৬৬, টীকা)	... ৩৮	ধ-ধ (১. ৫১২)	... ৯
স্বা-স্ব (১. ৫২৬)	... ১৬	ধ-জ , টীকা	... ,
† স্ব-স্ব (১. ৫১৫)	... ১১	ধ-ক ,	... ,
† স্ব-স্ব (১. ৫১৮)	... ১২	ধ-জ্ঞ (১. ৫৫৪)	... ৩৩
স-স্ব (১. ৫৩৭, টীকা)	... ২৫	ন-স্ব (১. ৫১২)	... ৯
স-স্ব (১. ৫২৪, ক)	... ৪৯	প-স্ব ,	... ,
স-ই (১. ৫২৪, খ)	... ,	ব-স্ব ,	... ,
স-ইষ (১. ৫৫২)	... ৩৫	ভ-ব্ভ ,	... ,
† স-জ (১. ৫২৪, গ)	... ৪৯	য-স্ব ,	... ,
স-স্ব (১. ৫৫০)	... ৩১	য-স্ব , টীকা	... ১০
† স-ল (১. ৫২৪, ঘ)	... ৪৯	য-স্ব (১. ৫১২, টীকা)	... ১২
স-ব (১. ৫২৪, ঙ)	... ,	য-স্ব (১. ৫১২)	... ৯
স্ব-১ (১. ৫২৫)	... ৫০	য-স্ব (১. ৫১২)	... ১২
ক-ক (১. ৫১২)	... ৯	য-স্ব , টীকা	... ১৩
গ-গ ,	... ,	ল-স্ব (১. ৫১২)	... ৯
ঘ-ঘ ,	... ,	† ল-স্ব , টীকা	... ১০
চ-চ ,	... ,	† ল-স্ব , ,	... ,
ছ-ছ ,	... ,	ধ-স ,	... ,
জ-জ ,	... ,	ধ-স (১. ৫১২)	... ,
ঝ-ঝ ,	... ,	ই-স্ব (১. ৫১৩)	... ,
ণ-ণ ,	... ,	ই-স্ব ,	... ,
ত-ত , টীকা	... ১০	ই-স্ব (১. ৫১৪)	... ,
ড-ড ,	... ১০	ন-ন (১. ৫২৬)	... ৫০
ড-ড ,	... ৯	ক-ক (১. ৫৩৬, টীকা)	... ২৩
ধ-উ , ,	... ,	ক-ক (১. ৫৩৬)	... ,
ধ-উ , ,	... ,	ক-ক , টীকা	... ,
ধ-থ , ,	... ,	স-স্ব ,	... ,

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
জ-জ (১. ৫৩৩)	... ২৪
জ-জ (১. ৫৩৩, টীকা)	... ২৪
জ-জ (১. ৫৩৩)	... ১৬
জ-জ (১. ৫৩৩)	... ২৪
জ-জ ,, টীকা	... ,,
‡ জ-জ (১. ৫১৫)	... ১১
জ-জ (১. ৫১৬)	... ১১
জ-জ (১. ৫২৬)	... ১৭
‡ জ-জ (১. ৫৬১)	... ৩৫
‡ জ-জ (১. ৫৬০)	... ,,
জ-জ (১. ৫৬১)	... ৩৬
জ-জ (১. ৫২৮, ক)	... ৫০
* জ-জ (১. ৫২৮, খ)	... ,,
জ-জ (১. ৫৬)	... ৬
জ-জ (১. ৫৬৫)	... ৩৭
* জ-জ (১. ৫৪৬, টীকা)	... ২২
জ-জ (১. ৫৪৬)	... ,,
জ-জ (১. ৫৬৮)	... ৩২
জ-জ (১. ৫২৬)	... ১৭
‡ জ-জ (১. ৫১৫)	... ১১
জ-জ (১. ৫১৬)	... ,,
জ-জ (১. ৫৩৭)	... ২৪
জ-জ (১. ৫৩৮)	... ২৫
জ-জ (১. ৫৩৯)	... ২৬
জ-জ (১. ৫৩৯, ক)	... ৫০
জ-জ (১. ৫৩৯, খ)	... ২৮
‡ জ-জ (১. ৫৪৩)	... ২৮
* জ-জ (১. ৫৩৩, টীকা)	... ২১
জ-জ (১. ৫৩৩)	... ,,
‡ জ-জ (১. ৫৩৩)	... ,,
জ-জ (১. ৫৩৩)	... ,,
‡ জ-জ (১. ৫৩৩)	... ২২
জ-জ ,,	... ,,
জ-জ ,,	... ,,

	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
অ-গহ (১. ৫৬৩) ...	৫৬	অ-সো (১. ৫৬৮, টীকা) ... ২৬
অ-সিন ,, ...	,,	অ-সোব ,, ... ,,
‡ অ-প (১. ৫৪৮, টীকা) ...	৩০	অ-ব (১. ৫৩২, টীকা) ... ,,
অ-প (১. ৫৪৮) ...	৩১	অ-স (১. ৫৩২) ... ,,
অ-ফ ,, ...	৩০	হ-ব (১. ৫১০০, ক) ... ৫১
ফ-পৃক ,, ...	৩১	হ-ভ (১. ৫১০০, খ) ... ,,
‡ ফ=ফ ,, ...	৩০	হ-গহ (১. ৫৬৬, টীকা) ... ৩৮
অ-মহ (১. ৫৬৭) ...	৩২	হ-নহ ,, ... ,,
অ-স (১. ৫৬৮, টীকা) ...	৪০	হা=ঘহ (১. ৫২৭) ... ১৭
অ-স্ম ,, ...	,,	হা=হীব, হিব্‌য (১. ৫২৭, টীকা) ,,
অ-স (১. ৫৬৮, খ) ...	,,	হা-ব্য ,, ... ,,
অ-স (১. ৫২৬) ...	১৭	হা-ব্‌হ ,, ... ,,
‡ অ-স (১. ৫১৫) ..	১০	* হা=ল্‌হ ,, ... ,,
অ-স (১. ৫১৬) ...	১১	‡ হ-হ (১. ৫১৫) ... ১১
‡ অ-স (১. ৫৩৮) ...	২৫	হল-হিল (১. ৫৩৭) ... ২৪
অ-স্ব (১. ৫৩৮, টীকা)...	২৬	হব=ব্‌হ (১. ৫৪১) ... ২৭
		হব-ব্‌ভ (১. ৫৪১) টীকা... ,,

---

(খ)

## পাণি হইতে সংস্কৃতে পরিবর্তন

অ-আ (১. ৫১০, ক); -ঋ (১. ৫২); -ই (১. ৫১১, ক); -ঈ (১. ৫১২); -উ (১. ৫১৩, ক); -ঊ (১. ৫১৪, ক); -ও (১. ৫১৫, টী); -ঔ (১. ৫২৪, ক)।

আ-অ (১. ৫৬২, ক); -ও (১. ৫১৫, টী.)।

ই-অ (১. ৫৬২, খ); -ঋ (১. ৫২); -উ (১. ৫১৩, খ); -এ (১. ৫১৫, ক); -ঐ (১. ৫১৬); -ঔ (১. ৫২৪, খ; তুল: -১. ৫১৭)।

ঈ-ঐ (১. ৫১৬)।

উ-অ (১. ৫৬২, গ); -ঋ (১. ৫২); -ই (১. ৫১১, খ); -ও (১. ৫১৬, ব); -ঐ (১. ৫১৬); -ঔ (১. ৫২১; তুল: -১. ৫১৭)।

এ-অ (১. ৫৬২, ব) = অম্র (১. ৫১৭; তুল: -১. ৫২৪, খ); -আ (১. ৫১০, খ); -উ (১. ৫১৩, গ); -ঋ (১. ৫২, টী); -ই (১. ৫১১, গ)।

ও-অব (১. ৫১৭, তুল: -১. ৫২১); -উ (১. ৫১৩, ঘ); -ঊ (১. ৫১৪, খ); -ও (১. ৫১৫)।

ং-র (১. ৫২৫)।

ক-ক (১. ৫১৫); -ক (১. ৫৩৮); -গ (১. ৫১৮, ক); -প (১. ৫২০, ক)।

কিল-ক (১. ৫৩৭)।

কুন-ক (১. ৫৬৬)।

কুম-ক (১. ৫৬৭)।

ক-ক (১. ৫১৭, ব); -ক (১. ৫১৫, টী); -ক (১. ৫৬৬); -ক্য (১. ৫২৬); -ক (১. ৫১৬); -ক (১. ৫১২); -ক (১. ৫৩২); -টক (১. ৫৩০); ত্ৰক (১. ৫৩০); -ক (১. ৫৩৬); -ক (১. ৫৪৫); -ক (১. ৫৪৪)।

ক-ক (১. ৫২১); -খ্য (১. ৫২৬); -ক (১. ৫৪৪); -ক (১. ৫৪৫); -খ (১. ৫১০)।

খ=ক (১. ৫১৭, ক); -ক (১. ৫২১); ক = (১. ৫৫৪৩, ৪৪)।

প-ক (১. ৫৭৭, খ) ; = ঞ (১. ৫১৫) ।

পিল-প (১. ৫০৭) ।

পা=প (১. ৫৬৬) ; = গা (১. ৫২৬) ; = ঞ (১. ৫১৬) ; - ভ্ণ (১. ৫০১) ;

দা (১. ৫০১) ; - র্ণ (১. ৫১২) ; - দ্র (১. ৫০৬, খ) ।

পূব-ব্য (১. ৫২৬) ; - ভ্ণ (১. ৫০১) ; - দ্র (১. ৫০৬) ; - ঞ (১. ৫১৬) ; - ষ (১. ৫১২) ।

ব-গ (১. ৫৭৮, খ) ; - ঞ (১. ৫১৫) ।

চ-ক (১. ৫২০) ; - চ্য (তুল :—১. ৫২৬) ; - ঞ (১. ৫৮২, ক) ;  
- ভ্য (১. ৫২২) ।

চ-চ্য (১. ৫২৬) ; - ভ্য (১. ৫২২) ; - ঞ (১. ৫০২, টী. ২৭ পৃ.) ; - চ  
(১. ৫১২) ; - চ্চ (১. ৫৩৬, টী.) ।

ছ=ক (১. ৫২১) ; - ঞ (১. ৫০৫) ; - গা (১. ৫২০) ; - প (১. ৫৪৭) ;  
- হ (১. ৫৪৬) ; - ছ (১. ৫১২) ।

ছ-প (১. ৫৪৭, টী.) ; - প (১. ৫২৮, ক) ; = ব (১. ৫২২, ক) ।

জ-জ (১. ৫২২, টী.) ; - ঞ (১. ৫০৮) ; - ঞ (১. ৫২৪) ; = ব (১. ৫২৪,  
গ) ।

জ-জ্য (১. ৫২৮) ; = ঞ (১. ৫০২) ; ভ্ণ (১. ৫০১) ; ক (১. ৫৪২) ; = ঞ  
(১. ৫২৪) ; = ঞ (১. ৫১২) ।

জা=ক (১. ৫২০, টী.) ; - ধা (১. ৫২৫) ; - ষ (১. ৫১২) ।

ঝ-ক (১. ৫২০, টী.) ; = ধা (১. ৫২৫) ।

ট-ক (১. ৫৭৭, গ) ; = ত (১. ৫৮৫, ক) ; = দ (১. ৫৮৭, ক) ।

ট-ট্য (১. ৫২৬) ; = ট (১. ৫০২, টী.) ।

ট্ট=ট (১. ৫০২) ; = ঠ (১. ৫০২) ; = ত (১. ৫০৩, টী.) ; = হ (১. ৫০৪) ।

ঠ=হ (১. ৫০৪) ; - খ (১. ৫৮৬, খ) ; = ট (১. ৫৮৩, ক) ।

ড-ট (১. ৫৮৩, খ) ; = দ (১. ৫৮৭, খ) ।

ডু=ডু (১. ৫৬৭) ।

ডড=ডা (১. ৫২৬) ।

ডড-ডা (১. ৫২৬) ; = ঢু (১. ৫১৬) ; = ষ (১. ৫৫৪) ; = ষ (১. ৫২২, খ) ।

- ৭-ন (১. ৪৮৯, ক) ।
- ৪-ৰ্ণ (১. ৪১২) ; = ব (১. ৪৩৯) ।
- ৭হ-ঋ (১. ৪৬৪) ; = ঋ (১. ৪৬৫) ; = ঋ (১. ৪৬৩) ; = হ (১. ৪৬৬, টা.) ।
- ত-চ (১. ৪৬০, খ) ; = ত (১. ৪১৫) ; = ত (১. ৪৩৮) ; = দ (১. ৪৮৭, গ) ।
- তন-ত্ব (১. ৪৬৬) ।
- ত্বম-অ (১. ৪৬৭) ।
- ত-ত্ব (১. ৪৬৬) ; = অ (১. ৪৬৭) ; = ত (১. ৪১৬) ; = ত (১. ৪৩৯) ; = ত (১. ৪৫১) ; = তৈত (১. ৪৩০) ; = ত (১. ৪৫৩) ; = ত (১. ৪১২) ; = ত (১. ৪৩৩) ; = হ (১. ৪৩৪, টা.) ।
- থ-ক্ণ (১. ৪১২) ; = থ (১. ৪১২) ; = ত (১. ৪৩৩) ; = হ (১. ৪৩৪) ।
- থ=ত (১. ৪৮৫, খ) ।
- দ-ত্ব (১. ৪৮২, খ) ; = ত্ব (১. ৪১১) ; = ত্ব (১. ৪৩৮) ; = ত (১. ৪১৫, টা.) ।
- ত্বম-অ (১. ৪৬৭) ।
- দ=অ (১. ৪৬৭, টা.) ; = ত (১. ৪৩৯) ; = ত (১. ৪১৫) ; = ত (১. ৪৩১) ; = ত (১. ৪৪২) ; = দ (১. ৪১২) ।
- দ্ব=দ্ব (১. ৪৩৯) ; = ত (১. ৪১৬) ; = ত (১. ৪৩১) ; = ত (১. ৪৩১) ; = ত (১. ৪৪২) ; = ত (১. ৪১২) ।
- ধ=ধ্ব (১. ৪৩৮) ; = ত (১. ৪১৫) ; = ত (১. ৪৩৩, ক) ; = হ (১. ৪১০০, ক) ।
- ন-ৰ্ণ (১. ৪৮৪, ক) ; = ন (১. ৪৩৬) ।
- ঋ=ঋ (১. ৪৬৬টা.) ।
- ৭হ=হ (১. ৪৬৬টা.) ।
- প-অ (১. ৪১৫) ; = ফ (১. ৪৩১) ; = ব (১. ৪৩২, ক) ।
- ঋ=ক্ণ (১. ৪৩০, টা.) ; = ত্প (১. ৪৩০) ; = ত্প (১. ৪৩০) ; = ঋ (১. ৪৬৬) ; = প্য (১. ৪২৬) ; = ঋ (১. ৪১২) ; = ঋ (১. ৪৩৬) ; = ঋ (১. ৪৪৮) ; = ঋ (১. ৪৪৮) ।
- পূক=ত্ৰ (১. ৪৩০) ; = ঋ (১. ৪৩০, গ) ; = ঋ (১. ৪৪৮) ; = ত্ৰ (১. ৪৪৮) ।

କ=କ (୧. ୫୨୩) ; =କ (୧. ୫୫୭) ; =କ (୧. ୫୫୮) ।

ବ=ବ (୧. ୫୨୫, ୭) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୨୬) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୩୧) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୩୨) ;  
=କ୍ଷ (୧. ୫୩୩, ୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୩୪) ।

ବ୍ତ=ବ୍ତ (୧. ୫୩୫) ; =ବ୍ତ (୧. ୫୩୬) ; =ବ୍ତ (୧. ୫୩୭) ; =ବ୍ତ (୧. ୫୩୮) ; =ବ୍ତ (୧. ୫୩୯) ; =ବ୍ତ (୧. ୫୪୦) ; =ବ୍ତ (୧. ୫୪୧, ୧) ।

ତ=ତ (୧. ୫୪୨, ୨) ; =ତ (୧. ୫୪୩, ୩) ; =ତ (୧. ୫୪୪) ।

ସ=ସ (୧. ୫୪୫) ; =ସ (୧. ୫୪୬, ୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୪୭) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୪୮, ୩, ୧) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୪୯, ୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୪୮) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୪୯) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୫୦) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୫୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୫୨) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୫୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୫୪) ।

ବ=ବ (୧. ୫୫୫, ୩) ।

ଦ୍ବି=ଦ୍ବି (୧. ୫୫୬, ୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୫୭, ୧) =କ୍ଷ (୧. ୫୫୮) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୫୯, ୧) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୬୦, ୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୬୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୬୨) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୬୩) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୬୪, ୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୬୫, ୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୬୬, ୩) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୬୭, ୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୬୮, ୧) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୬୯) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୦, ୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୭୧) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୨, ୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୩, ୩) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୭୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୪, ୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୫, ୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୭୬, ୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୭) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୮) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୭୯, ୩) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୮୦) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୮୧) ।

କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୮୨) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୮୩) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୮୪) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୮୫) ;

=କ୍ଷ (୧. ୫୮୬) ; =କ୍ଷ (୧. ୫୮୭) ।

সণ-ক (১. ৫৬৫) ।

সিণ-ক (১. ৫৬৫) ; -ন্ন (১. ৫৬৩) ।

সিন-ন্ন (১. ৫৬৩) ।

সিল-ন্ন (১. ৫৩৭) ।

সুম-ন্ন (১. ৫৬৭) ।

সুব  
সো। } -স্ব (১. ৫৩৮, টী.) । সুব-স্ব ।  
সোব }

সস-স্ব (১. ৫২৬) ; -স্র (১. ৫১৬) ; =স্ব (১. ৫২৬) ; =স্ব (১. ৫৩৩) ;

-স্ব (১. ৫১২) ; =স্র (১. ৫৩৫, ' ) ; =স্র (১. ৫৬৮, থ) ; =স্ব

(১. ৫২৬) ; =স্র (১. ৫১৬) ; =স্ব (১. ৫৩৩) ।

হ-স্ব (১. ৫৭২) ; -ভ (১. ৫৮৮, গ) ; =ধ (১. ৫২৩, থ) ; -শ, স্ব, স

(১. ৫৬৫, টী.) ; =হ্র (১. ৫১৫) ।

হিল-হ্র (১. ৫৩৭) ।

---

## প্রবেশকের প্রধান প্রধান বিষয়ের সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অঙ্কমাগধী	১৬
গাথা অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন	৪২—৪৬
গাথার আলোচনা ও ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৬—৩৭
গাথার উৎপত্তির কারণ	৪৬—৪৮
গাথার প্রকৃতি	৩৯—৪১
গাথার প্রাচীনত্ব ও প্রমাণ	৪৮
গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ	৪৯—৫০
গাথার সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণ	৩৭—৩৮
ভক্ত ও তস্তি শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ	১০—১১
ভক্তি শব্দের অর্থ পরিবর্তন	১০
ভক্ত ভদ্রী ও হ্র শব্দের অর্থ	২—১০
ভামরস, পিক ও পীলু শব্দের অর্থবিচার	৭
ধর্ম ও বিনয়ের ভেদ	২
পালি একটি অব্যুৎপন্ন শব্দ	৮—৯
পালি ও বৌদ্ধমাগধী পৃথক্ নহে	৮১
পালিও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে	৩৬
পালি কৃত্রিম ভাষা নহে	৮১
পালি গাথা হইতে উৎপন্ন এই মতের উল্লেখ	৩৬
পালি ধর্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৮৫—৮৭
পালি নামের কারণ	৩
পালি প্রাকৃত হইতে প্রাচীন	৫১—৫৬
পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও অপর মাগধীর পার্থক্য	১৪—১৬
পালি ব্যাকরণ ও তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৮২—৮৩
পালি ব্যাকরণ সমূহের পদ্ধতি	৮৩—৮৫
পালিভাষার অপর নাম তস্তি বা তস্তিভাষা	৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
পালিভাষার অভ্যুদয়	৮১
পালিভাষার নাম পালি হইল কেন ?	১
পালিভাষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সিংহলীয় মত	৭৮—৮০
পালির অপর নাম মাগধী ভাষা	১১
পালি শব্দের বিবিধ অর্থে প্রয়োগ	২—৩
পালিশব্দের ব্যুৎপত্তি	৩—২
পালিশব্দের মূল অর্থ পঙ্ক্তি	১
প্রাকৃত ও পালির আবশ্যিকতা	৭৫—৭৮
প্রাকৃত কাব্যের সমৃদ্ধি	৫২—৬০
প্রাকৃত ব্যাকরণ	৫৮—৫৯
প্রাকৃতশব্দের নিকৃতি ও অর্থ	১৮—১৯
প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে	২১
প্রাকৃতির অনাদর	৫৬—৫৭
প্রাকৃতির উদ্ভব	২৭—২৮
প্রাকৃতির মাধুর্য্য	৫৭—৫৮
বুদ্ধদেবের মত	৮০—৮১
বৈদিক ও প্রাকৃতভাষার সম্বন্ধ এবং তাহার উদাহরণ	২৮—৩৬
বৈদিক ভাষা যে কথ্যভাষা ছিল তাহার প্রমাণ	২৬—২৭
বৈদিক সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতির উৎপত্তি	২৩
বৈদিক সংস্কৃত হইতে সংস্কৃতির উৎপত্তি	২৩—২৬
বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর ভেদের কারণ	১৭
M. Burnouf এর মত	৩৮—৩৯
মহাবৈপুল্যসূত্র	৩৭
ময়ুর একটি অস্ট্রো-এসিয়াটিক শব্দ	৮
মাগধী নিকৃতি	১২—১৩
মূল শাস্ত্রকে তত্ত্বী ও পালি বলিবার প্রধান কারণ	১১
সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়ের ব্যুৎপত্তিগত ভেদ	১২—২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংস্কৃত দৃষ্টকাব্যে প্রাকৃতমাগধী ও অর্দ্ধমাগধীর ব্যবহার	১৭
সংস্কৃত মিশ্রিত বাঙলা	৪৬—৪৭
সংস্কৃতশব্দ মুখ্যভাবে লৌকিক সংস্কৃত ও গোপভাবে বৈদিক সংস্কৃতকে বুঝায়	২১—২৩
সংস্কৃতে প্রাকৃতের প্রভাব	৬০—৭৪

## সংশোধন ও সংযোজন

সংখ্যাধ্বরের প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি পংক্তি মুচক। অনন্তর প্রথমে অন্তক ও তাহার পর শুদ্ধ পদ দেওয়া হইয়াছে।

### সংশোধন

৫. ১৭ উস্কৃৎ=উস্কৃৎ; ৫. ২৪ প্রা.প্র ২ ৪২=প্রা. প্র ১.৪১;  
 ৭. ২২ বিন্দুঃ=বিন্দুঃ; ১২. ৪-৫ এই কয় পংক্তির সমস্ত স্ব=ম্ব;  
 ১২. ২-১০ঃ১২=১ঃ১২; ১২. ১৭ প্রা.প্র ১৫০=৩ঃ৫০; ১৪. ১২  
 অচ্চোদাতো=অচ্চোদাতো\* (১৫শ পৃষ্ঠার ১ম পাদটীকাকে ১৪শ পৃষ্ঠার ৩য়  
 পাদটীকা বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।); ১৪. ২৩ ১ঃ৬৭ টীকা=১.ঃ৬৭;  
 ১৬. ৮ ব্জাতে=ব্জাতে; ১৯. ২১ তদ্ধিত কল্পের দ্বিতীয়=৫.ঃ৪২;  
 ২১. ১৬ 'ট্ট'='ট্ট'; ২১. ২৪-৭ পঞ্চম পাদটীকা পর পৃষ্ঠার প্রথম  
 পাদটীকা বলিয়া গণ্য হইবে; ২৪. ১০-১৪ এই কয় পংক্তির সমস্ত স্ব=  
 ব; ২৫. ১০ অশ্বিলং=অশ্বিলং; ২৫. ১৪ শুকো=সুকো; ২৭. ৫  
 ধাতন্তস=ধাতন্তস; ২৭. ১৪ চতুরং=চতুরং; ২৮. ৪-৬ এই পংক্তির  
 যুক্তবর্ণের সমস্ত ব=ব; ৩০. ২১ ছ=ছ; ৩৫. ৫ ই=ইয়; ৩৫. ১২  
 নিগোদো=নিগোদো; ৩৭. ২,১১ সণ=সণ; ৩৯. ৩ কুটমলং কুটমলং  
 =কুডুলং কুডুলং; ৩৯. ১৬ সিলেম্মো=সিলেম্মো; ৩৯. ২৩ প্রা.প্র  
 ৩২.২৪৩=প্রা.প্র ৩.২; ৪০. ২০ রসি—রম্‌সি; ৪৩. ১০ শুক=শুক;  
 ৪৩. ২৩,২৫ কুজ শব্দের জ=ব্জ; ৪৩. ২৪ ১ঃ১=২ঃ১; ৪৫. ৩  
 ছ=ছ; ৪৫. ২২ ১ঃ৬৭=১.ঃ৫৭; ৫০. ১০ অব=ও; ৫১. ৮  
 ১ঃ২০ খ-১ঃ২৩ খ; ৫৫. ১৪ মধূদকং=মধূদকং; ৫৬. ৭ উপসম্মতি—  
 উপসম্মতি; ৫৭. ১৭ যাবতকঃ=যাবৎকঃ; ৫৭. ১৮ তাবতকঃ=তাবৎকঃ;  
 ৫৯. ১২ বি+অকাসি=বি-আ+অকাসি; ৫৯. ১৪ পরিয়াদনং=  
 পরিয়াদানং; ৬১. ১০ পু=পুং; ৬১. ২০ নির্মিতুমরহতি=  
 নির্মিতুমরহতি; ৬৫. ২৩ অমুস্থলানি=অমুস্থলানি; ৬৬. ৮  
 অগ্নিসমজ্ঞানদঙ্গনং=অগ্নিসমজ্ঞানদঙ্গনং; ৬৬. ১৭ অভিনন্দং=অভিনন্দং;  
 ৬৬. ২০ উত্তত্তং=উত্তত্তং; ৭০. ১১ অগোনিং=অগোনিং; ৭০. ২২

২.১.৫—২.১.৩৮ ; ৭৩. ১০ গামনেত্তি=গামনীতি ; ৭৭. ৯ কত্তুনং  
 —কত্তুনং ; ৮২. ২২—১.৫২৪=১.৫২২ ; ৮২. ২৬—১.৫২৩=১.৫২৫ ;  
 ৮৩. ২৩ ১.৫২২=১.৫২৪ এইরূপ অন্তর ; ৮৩. ২৬ নদীয়ানং—  
 নদীয়ানং ; ৮৪. ১৩—১.২২৮=১.৫২৮ ; ৮৫. ২২ ইবল্লন্তথিত্তী=  
 ইবল্লন্তথিত্তি ; ৮৬. ১২ ধাতু,°=ধাতু,° ; ৮৯. ৫ ধিত্তা=ধিত্তা ;  
 ৯১. ৭ অগ্নি=অগ্নি ; ৯১. ১৫ গামনোনি=গামনোনি ; ৯১. ২৪—১৩৭ পৃ.  
 টীকা°=২য়টীকা ; ৯৩. ১৭ তৈ.স.৬. ১০.৩=তৈ.স.৬.৩.১০.৩ ; ৯৫.  
 ১৪ যযুং=যযুং ; ৯৬. ১৫ উ=উ ; ৯৬. ২৩—২.৫৪৩৩=২.৪.৩৩ ;  
 ৯৮. ৮ জায়°=জায় ; ৯৮. ৯ জায়°=জায়° ; ৯৮. ২২ অত্মা=  
 আত্মা ; ৯৯. ৫, ১০ রজ্জং=রজ্জং ; ৯৯. ১৩ রাজ্জু=রাজ্জু ; ১০১.  
 ৮-২১ এই কয় পংক্তির সমস্ত যু=যু ; ১১২. ১০ সববন্না=সববন্না ; ১১২.  
 ১৩ সববন্নিং=সিববন্নিং ; ১১৫. ১৫ তস্মা=তস্মা° ; ১১৭. ৯ অস্মা°=  
 অস্মা° ; ১১৮. ১৯ অমুত্তি=অমুত্তি ; ১১৯. ১২ অমু=অমু ; ১২০. ১৮  
 ২.৩.১৮৬=২.৩.১৮ ; ১২৩. ৮ অস্মদ=অস্মদ ; ১৩১. ২৬ সত্তরি=  
 সত্তরি ; ১৩৩. ৭—৭=৭৭ ; ১৩৪. ৯ বারসমং=বারসমং ; ১৩৪. ১০  
 চাতুদসী=চাতুদসী ; ১৩৫. ৪ অকুনবীসতিমা=একুনবীসতিমা ; ১৩৫.  
 ১৮ ইথং=সথ ; ১৩৮. ১৬ বিভক্তির ব ও ম=বিভক্তির ম ; ১৪০. ৩  
 অতিষ্ঠেত্তি=অধিষ্ঠেত্তি ; ১৪০. ২১—৩৭৩=৩০.৩ ; ১৪১. ২০ অব=  
 অয় ; ১৪২. ২৩ ধা.ম.১৩=ধা.ম.৫৭ ; ১৪৩. ৫ ব্ধুসি, ব্ধুথ=ব্ধুসি, ব্ধুথ ;  
 ১৪৩. ৬ ব্ধুম=ব্ধুম ; ১৪৩. ১১ ব্ধুবন্তে=ব্ধুবন্তে ; ১৪৩. ১৩ ব্ধুবে ব্ধুমহ  
 =ব্ধুবে ব্ধুমহ ; ১৪৩. ২১—৬৬৬ স্থ=৪৮৮ স্থ ; ১৪৩. ২১—১.৫১২৯=  
 ৪.৫১২৯ ; ১৪৪. ২৬ ১৬৬ স্থ=৪৪৮ স্থ ; ১৪৫. ১৮ দিবাবি=দিবাদি ;  
 ১৪৬. ৯ ইত্যাদি°=ইত্যাদি° ; ১৪৬. ১২ ইত্যাদি°=ইত্যাদি° ;  
 ১৪৬. ১৩ (জ্জ),°=(জ্জ),° ; ১৪৬. ১৬ ১.৫২৩—১.৫২৫ ; ১৪৭. ১২  
 কক্কিত্তি=কক্কীত্তি ; ১৪৮. ১৯—২০৬ পৃ=২০৭ পৃ ; ১৫০. ১ √ঞ=  
 √ঞা ; ১৫১. ১০ কুরুমেহ=কুরুমেহ ; ১৫১. ২০ অঞ্জলিং=অঞ্জলিং ;  
 ১৫৯. ৯ গচ্ছোযযামেহা=গচ্ছোযযামেহ ; ১৬০. ১৪ সিবুং=সিবুং ; ১৬১.  
 ২৫ কষিরা=কষিরা ; ১৬২. ১৩ যাযেযা=যাযেযা ; ১৬২. ১৪ নহাযেযা

—হাযেযব ; ১৬৮. ১১ গহ্বিসসন্তি গহ্বিসসন্তি—গহ্বিসসতি গহ্বিসসন্তি ; ১৬৮. ১৮—৪.৪৮২—৪.৪৮১ ; ১৬৯. ২৫—৪.৪১৭৬—৪.৪ ৭৭ ; ১৭২. ২২ গণ্ডাসন্নমরণং=গণ্ডাসন্নমরণং ; ১৭২. ২৫ শংসদ=শংসদ ; ১৭২. ২৬ ১.৫৬.৪.৪৪১৬০, ১৭৮=১.৫৯৪.৪৪১৬০, ১৮০ ; ১৭৫. ২০—৪.৪১২৪ ; ৪.৪১২৮ ; ৪.৪২০০—৪.৪১২৬ ; ৪.৪১০০ ; ৪.৪২০২ ; ১৭৫. ২১—৪.৪২০৮ =৪.৪২১০ ; ১৮০. ১৪—৩.৪.২৭, (কুশ্)=৩.৪.১৭, (কুশ্) ; ১৮১. ১৩ অজহিং=অজহিংস্ ; ১৮১. ১৮ অধাসি°=অধাসি° ; ১৮১. ২০ অট্টংস্=অট্টংস্ ; ১৮৪. ১২ ১৪১৬=১৪১৭ ; ১৯৬. ১১ তথন্ত= তথন্তা ; ১৯৯. ১২ সন্নতি=সন্নতি ; ২০০. ১ অবয়্য=অব্যয় ; ২০১. ২ যাবত্=যাবত্ ; ২০৪. ১২ ২৩=২৪ ; ২০৪. ২১ ৫৮৮-৩০০ স্= ৫৯৯-৬০০ স্ ; ২০৫. ৭ লোহো=গুহো ; ২০৫. ১১ প্রত্যয়গুলি°= প্রত্যয়গুলি° ; ২০৬. ১১ (শাস)+ষ=(শাস্)+ষ ; ২০৭. ১৬ য প্রত্যয়=য প্রত্যয় ; ২১২. ১ পাপিসিকো—পাপিসিকো ; ২১২. ১৩ যজ্ঞিনী=যজ্ঞিনী (ব্যগ্ধী শব্দটি তুলিয়া দিতে হইবে) ; ২১২. ১৪ বগ্ঘ=ব্যগ্ঘ ।

### সংযোজন

২২. ১৮—২য় পাদটীকার প্রথমে প্রা.প.৩.৪০ যোগ করিতে হইবে ; ৪৪. ৯ ক ব ইহার পর 'অথবা ব' সংযোজ্য ; ৯২. ১১ উকারান্ত শব্দের পূর্বে সংযোজ্য—৬২ । ১১২. ১২ (ইদম্), ইহার পর অম্, যোগ করিতে হইবে ।









